



The sweetest Children!
Manmana Bava! Mathyaji Bava!
Daily Murli Bengali
March 2024

"মিষ্টি বাচ্চারা - অবিনাশী জ্ঞান-রত্ন তোমাদেরকে অধিপতি (রাজা) করে তোলে, এ হলো অসীম জগতের স্কুল, তোমাদের পড়াতে হবে আর পড়াতেও হবে, জ্ঞান-রত্ন দিয়ে ঝুলি ভরতে হবে"

*প্রশ্নঃ - কোন্ বাচ্চারা সকলের কাছেই প্রিয়? উচ্চ পদের জন্য কোন্ পুরুষার্থ আবশ্যিক?

*উত্তরঃ - যে বাচ্চারা নিজেদের ঝুলি ভরে নিয়ে অনেককে প্রদান করে, তারা সকলের প্রিয় হয়। উচ্চ পদের জন্য অনেকের আশীর্বাদ চাই। এতে ধনের ব্যাপার নেই, কিন্তু জ্ঞান ধনের দ্বারা অনেকের কল্যাণ করতে থাকে। হাসিখুশী আর যোগী বাচ্চারাই বাবার নাম মহিমান্বিত করে।

ওম্ শান্তি । আত্মাদের পিতা বসে আত্মা রূপী বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন। বাচ্চারা জানে যে, আমাদের এখন ফিরে যেতে হবে, পূর্বে এ বিষয়ে কিছু মাত্রও জানা ছিল না। বাবা বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন, ড্রামা অনুসারে এই বোঝানোটাও এখন দেখা যাচ্ছে সঠিক। আর কেউ বোঝাতে পারবে না। এখন আমাদের ফিরে যেতে হবে। অপবিত্র কেউ ফিরে যেতে পারে না। এই জ্ঞানও এই সময়েই পাওয়া যায় আর এক বাবা-ই দেন। প্রথমে তো এটা স্মরণ করতে হবে যে আমাদের ফিরে যেতে হবে। বাবাকে ডাকে, কিছুই বোধগম্য ছিল না। হঠাৎ যখন সময় এল, বাবা এলেন। তিনি এসে এখন নতুন নতুন কথা বোঝাতে থাকেন। বাচ্চারা জানে, এখন আমাদের ফিরে যেতে হবে, সেইজন্য এখন পতিত থেকে পবিত্র হতে হবে। তা না হলে শাস্তি পেতে হবে আর পদ-ভ্রষ্টও হয়ে যাবে। এর এতটাই পার্থক্য- এখানে যেমন রাজা আর কাঙাল, সেরকম ওখানেও রাজা আর কাঙাল হবে। সমস্ত কিছু নির্ভর করে পুরুষার্থের উপর। এখন বাবা বলেন তোমরা নিজেরাই পতিত ছিলে তাই তো ডাকতে। এটাও তোমাদের এখন বোঝাচ্ছি। অজ্ঞান কালে এটা বুদ্ধিতে থাকে না। বাবা বলেন আত্মারা যারা তমোপ্রধান হয়ে গেছে তাদের আবার সতোপ্রধান হতে হবে। এখন সতোপ্রধান কি করে হবে- এটাও সিঁড়ির দ্বারা বোঝানো হয়েছে। এর সাথে দৈবী গুণও ধারণ করতে হবে। এ হল অসীম জগতের স্কুল। স্কুলে রেজিস্টার রাখে গুড, বেটার, বেস্টের। যারা সার্ভিসেবেল বাচ্চা, তারা খুব মধুর। তাদের রেজিস্টার ভালো হয়। যদি রেজিস্টার ভালো না হয় তো সে উচ্ছসিত থাকে না। সব কিছু নির্ভর করে পড়াশুনা, যোগ আর দৈবী গুণের উপর। বাচ্চারা জানে অসীম জগতের পিতা আমাদের পড়াচ্ছেন। প্রথমে আমরা শূদ্র বর্ণের ছিলাম, এখন হলাম ব্রাহ্মণ বর্ণের। প্রজাপিতা ব্রহ্মার বাচ্চা আমরা হলাম ব্রাহ্মণ, এটা অনেকেই ভুলে যায়। যখন তোমরা বাবাকে স্মরণ করো তো ব্রহ্মাকেও স্মরণ করতে হয়। আমরা ব্রাহ্মণ কুলের- এটারও নেশা চড়ে। ভুলে গেলে তো এই নেশা চড়ে না যে আমরা হলাম ব্রাহ্মণ কুলের আবার দেবতা কুলের হব। ব্রাহ্মণ কুল কে বানিয়েছে ? ব্রহ্মার দ্বারা আমি তোমাদের ব্রাহ্মণ কুলে নিয়ে আসি। এটা ব্রাহ্মণদের ডিনায়েস্টি নয়, ছোট একটি কুল এটি। নিজেকে এখন ব্রাহ্মণ মনে করলে তবে অবশ্যই দেবতা হবে। নিজের আজীবিকাতে ডুবে থাকলে সব কিছু ভুলে যায়। নিজে যে ব্রাহ্মণ, সেটাও ভুলে যায়। কাজকর্ম থেকে নিবৃত্ত হওয়া মাত্রই আবার পুরুষার্থে তৎপর হতে হবে। কারোর আবার উপার্জনের উপর বেশী মনোনিবেশ করতে হয়। কাজ সম্পূর্ণ হলে আবার নিজের কথা। স্মরণে বসে যাও। তোমাদের কাছে যে ব্যাজ আছে তা খুব সুন্দর, এতে লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্রও আছে, ত্রিমূর্তিও আছে। বাবা আমাদের এরকম গড়ে তোলেন? ব্যাস, এটাই হল মন্মনাভব। কারোর অভ্যাস হয়ে যায়, কারোর হয় না। ভক্তি এখন সম্পূর্ণ হয়েছে। এখন বাবাকে স্মরণ করতে হবে। এখন অসীম জগতের পিতা তোমাদের অসীম উত্তরাধিকার দিচ্ছেন, তাই খুশী হতে থাকে। কারোর শুভ সময় আসতেই থাকে, কারোর খুব কম আসে। খুব সহজ ব্যাপার।

গীতার আদি আর অন্তের শব্দ হল মন্মনাভব। এটা হলো সেই গীতা এপিসোড। শুধুমাত্র কৃষ্ণের নাম দিয়ে দিয়েছে। ভক্তি মার্গে যা কিছু দৃষ্টান্ত ইত্যাদি আছে সে সব হল এই সময়ের। ভক্তি মার্গে কেউ এরকম বলবে না যে দেহ ভানও ছাড়ে, নিজেকে আত্মা মনে করো। এখানে তোমাদের এই শিক্ষা বাবা এসেই দিয়ে থাকেন। এটা সুনিশ্চিত, দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা আমাদের দ্বারাই হচ্ছে। রাজধানীও স্থাপন হচ্ছে, এতে যুদ্ধ ইত্যাদিরও ব্যাপার নেই। বাবা এখন তোমাদের পবিত্রতা শেখাচ্ছেন, সেটাও অর্ধ-কল্প স্থায়ী হবে। সেখানে রাবণ রাজাই নেই। বিকারের উপর এখন তোমরা বিজয় প্রাপ্ত করছো। এটা তোমরা জানো- আমরা পূর্ব-কল্পে হুবহু যেমন রাজধানী স্থাপন করছিলাম, এখন আবার করছি। আমাদের জন্য এই পুরোনো দুনিয়া শেষ হতে চলেছে। ড্রামার চক্র ঘুরতেই থাকে। ওখানে সোনা আর সোনা। যা ছিল সেটা আবার হবে, এতে বিভ্রান্ত হওয়ার কিছু নেই। মায়া তার যাদুকরী খেলা দেখায়। ধ্যানে সোনার ইট দেখেছে। তোমরাও বৈকুণ্ঠে সোনার মহল দেখো। ওখানকার জিনিস তোমরা এখানে আনতে পারো না। এ হল সাক্ষাৎকার। ভক্তি করার সময়

তোমরা এই কথা জানতে না। এখন বাবা বলেন- আমি এসেছি তোমাদের নিয়ে যাওয়ার জন্য। তোমাদের ছাড়া অধীর হয়ে পড়ি। যখন সময় আসে আমার অধীর বোধ হয়, ব্যস-আমাকে যেতে হবে, বাচ্চারা খুব দুঃখী, তারা ডাকছে। করুণা হয় তাদের জন্য-ব্যস, তাই মনে করি যাবো। ড্রামাতে যখন সময় হয় তখন থেয়াল হয় - আমাকে যেতে হবে। নাটক দেখানো হয় বিষ্ণুর অবতরণ। কিন্তু বিষ্ণুর অবতরণ তো হয়ই না। দিনে দিনে যেন মানুষের বুদ্ধি নাশ হয়ে যাচ্ছে। তাদের কিছুই বোধগম্য হয় না। আত্মা পতিত হয়ে পড়ে আছে। এখন বাবা বলেন - বাচ্চারা, পবিত্র হলে তো রাম রাজ্য হবে। বাচ্চারা জানে না - রাম কে? যখন বাচ্চারা শিবের পূজা করে তাঁকে ‘রাম’ বলে সম্বোধন করে না। শিববাবা বলাটাই শোভনীয় হয়। ভক্তিতে কোনো রস নেই। তোমাদের এখন রস আছে। বাবা নিজে বলেন- মিষ্টি বাচ্চারা, আমি তোমাদের নিয়ে যেতে এসেছি। আবার তোমাদের আত্মা ওখান থেকে নিজের থেকেই সুখধামে চলে যাবে। ওখানে আমি তোমাদের সার্থী হবো না। নিজেদের অবস্থা অনুযায়ী তোমাদের আত্মা গিয়ে দ্বিতীয় শরীরে, গর্ভে প্রবেশ করে। দেখানো হয় সাগরে অশ্বখ পাতার উপর শ্রীকৃষ্ণ ভেসে আসছে। সাগরের তো ব্যাপারই নেই। কৃষ্ণ গর্ভের মধ্যে খুব আরামেই থাকে। বাবা বলেন-আমি গর্ভে প্রবেশ করি না। আমি তো কারোর মধ্যে প্রবেশ করি। আমি শিশু হই না। আমার পরিবর্তে কৃষ্ণকে শিশু মনে করে মনের বিনোদন করে। মনে করে কৃষ্ণ জ্ঞান দিয়েছেন, সেইজন্য তাকে অনেক ভালোবাসতে হবে। আমি সবাইকে সাথে নিয়ে যাই। আবার তোমাদের প্রত্যাবর্তন করিয়ে দিই। তবে আমার ভূমিকা সম্পূর্ণ হয়। অর্ধ-কল্প আমার কোনো ভূমিকা নেই। আবার ভক্তি মার্গে আমার ভূমিকা শুরু হয়। এই ড্রামাও দৈব-নির্ধারিত হয়েই আছে।

এখন বাচ্চাদের জ্ঞান বুঝতে পারা আর বোঝানো তো সহজ। দ্বিতীয় কাউকে শোনালে সে খুশী হবে আর উঁচু পদও প্রাপ্ত করবে। এখানে বসে শুনতে তো ভালো লাগে। বাইরে গেলেই ভুলে যায়। যে রকম জেল বার্ড হয়। কোনো না কোনো অপকর্ম করে জেলে যেতে থাকে। তোমাদেরও ঐরকম অবস্থা হয়। গর্ভে থাকাকালীন প্রতিজ্ঞা করো, তারপর ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্রই যেমনকার তেমনই রয়ে যাও। এই সব কথা বানিয়েছে, যাতে মানুষ পাপ-কর্ম না করে। আত্মা তার সংস্কার সাথে নিয়ে যায়। সেইজন্য কেউ ছেলেবেলাতেই পন্ডিত হয়ে ওঠে। লোকেরা মনে করে আত্মা নির্লেপ। কিন্তু আত্মা নির্লেপ নয়। ভালো বা খারাপ সংস্কার আত্মাই নিয়ে যায়, তবে তো কর্মের ভোগ হয়। এখন তোমরা পবিত্র সংস্কার নিয়ে যাচ্ছ। তোমরা পড়াশুনা করে আবার পদ প্রাপ্ত করো। বাবা তো সমস্ত আত্মাদের ঝাঁক-কে ফিরিয়ে নিয়ে যান। বাকী কিছু থেকে যায়। তারা পরিশেষে আসতে থাকে। থাকবে তারাই যাদের একেবারে শেষে আসতে হবে। মালা তৈরী হয়, তাই না! নম্বর অনুযায়ী তৈরী হতেই থাকে। বাকী যারা পরে তৈরী হবে তারা স্বর্গেও পরে আসবে। বাবা কতো ভালো ভাবে বোঝান, কারও ধারণা হয় কারও হয় না। অবস্থা ঐরকম তো পদও ঐরকমই পাওয়া যায়। বাচ্চারা, তোমাদের করুণাময়, কল্যাণকারী হতে হবে। ড্রামাই সেরকম তৈরী হয়ে আছে। কাউকে দোষ দিতে পার না। পূর্ব কল্পে যতটা পড়াশুনা করেছিলে অতটাই এখন হবে। বেশী হবে না, যতই পুরুষার্থ করো না কেন, কোনো পার্থক্য হবে না। পার্থক্য তখনই হবে যখন এই জ্ঞান কাউকে শোনাবে। এটা হবে নম্বর অনুযায়ী। কোথায় রাজা, কোথায় কাঙাল ! এই অবিনাশী জ্ঞান রত্ন রাজ্য পরিণত করে। যদি পুরুষার্থ না করো তো কাঙাল হয়ে যাবে। এ হলো অসীম জগতের স্কুল। এতে ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড আছে। ভক্তিতে পড়াশুনার ব্যাপার নেই। সেখানে আছে পার হয়ে যাওয়ার ব্যাপার। দেখানোর ব্যাপারটা খুব আছে। কাঁসর ঘন্টা বাজায়, স্তুতি করে, এখানে তো শান্ত ভাবে থাকতে হয়। ভজন ইত্যাদি কিছুই নেই। তোমরা অর্ধ-কল্প ভক্তি করেছ। ভক্তিতে কতো শো করানো হয়। সবেরই নিজের নিজের ভূমিকা রয়েছে। কারোর পতন হয়, কারোর উত্থান হয়, কারোর ভাগ্য বেশ ভালো, কারোর কম। পরিচালনা তো বাবা একরস (একই ভাবে) করান। পড়াশুনা একরস তো টিচারও একরস। বাকি সবাই হল মাস্টার্স। কোনো বিখ্যাত মানুষ যদি বলে - সময় নেই, তাহলে বলো আপনার বাড়িতে গিয়ে তবে পড়াবো? কারণ তার নিজের অহংকার থাকে। এভাবে একজনকে হাত করলে আরেক জনের উপর সেই প্রভাব পড়ে। যদি সে কাউকে বলেও এই জ্ঞান সুন্দর, তো বলবে এরও ব্রহ্মাকুমারীর সঙ্গে লেগেছে, সেই জন্য শুধু মাত্র ভালো বলে দেয়। বাচ্চাদের মধ্যে যোগের পাওয়ার ভালো রকমের হওয়া দরকার। জ্ঞান তলোয়ারে যোগের ধার চাই। হাসিখুশী আর যোগী হলে নাম উজ্জ্বল হবে। সেটা তো নম্বর অনুযায়ী হবে। রাজধানী হবে। বাবা বলেন ধারণা তো খুব সহজ। বাবাকে যত স্মরণ করবে তত তাঁর প্রতি ভালোবাসা থাকবে। আকর্ষণ থাকবে। সূঁচ যদি পরিচ্ছন্ন থাকে তবে চুম্বক তার নিজের দিকে আকর্ষণ করে। জং থাকলে আকর্ষণ করে না। এটাও সেইরকম। তোমরা যদি পরিষ্কার হয়ে যাও তো প্রথম নম্বরে চলে যাও। বাবার স্মরণে জং বের হয়ে যায়।

কথিত আছে - বলিহারি গুরু তোমার - সেইজন্য বলে -- গুরু ব্রহ্মা, গুরু বিষ্ণু - সেই বিবাহের অনুষ্ঠান করানোর গুরু হলো মানুষ। তোমরা বিবাহ শিবের সাথে করেছো, না কি ব্রহ্মার সাথে। দালালের চিত্রের প্রয়োজন নেই। বিবাহের পাকা কথা হয়ে গেছে তাহলে একে অপরকে স্মরণ করতে থাকলে এরও দালালী পাওয়া যায়। সম্বন্ধ জুড়ে দেওয়ার পারিশ্রমিকও

তো পাওয়া যায়, তাই না! অন্যদিকে, আমি যখন এনার মধ্যে প্রবেশ করি, লোন নিই, তখন তিনিও তো চেষ্টা করেন। তাই বাচ্চাদেরও বোঝানো হয় যে যত তোমরা অনেকের কল্যাণ করবে তার প্রতিদানও অবশ্যই পাবে। এ হলো জ্ঞানের কথা। অপরকে জ্ঞান দিতে থাকলে আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয়ে যায়। টাকা পয়সার প্রয়োজন নেই। মাম্মার কাছে ধন ছিলো না, কিন্তু অনেকের কল্যাণ করেছিলেন। ড্রামাতে প্রত্যেকের ভূমিকা আছে। কোনো বিত্তশালী ব্যক্তি ধন দেয়, মিউজিয়াম বানায় - এতে অনেকের আশীর্বাদ পেয়ে যায়। ভালো বিত্তশালীর পদ পেয়ে যায়। বিত্তশালী যারা তাদের কাছে অনেক দাস-দাসী থাকে। প্রজাদের মধ্যে বিত্তশালীদের কাছে অনেক ধন থাকে আবার ওদের থেকে লোন নেয়। বিত্তশালী হওয়াও ভালো। সেও গরীবই বিত্তশালী হয়। বাকী বিত্তশালীদের সেই সাহস কোথায়! এই ব্রহ্মা নিমেষে সব কিছু দিয়ে দিয়েছেন। বলেন যার হাত যেমন... শিববাবাই তো দিয়েছেন এ হাত - বাবা প্রবেশ করলেন তো সব কিছু ছাড়িয়ে দিলেন। করাচিতে তোমরা কি ভাবে ছিলে। বড় বড় অট্টালিকা, মোটরগাড়ি, বাস ইত্যাদি সব কিছু ছিল। এখন বাবা বলেন- আত্ম-অভিমानी হও। কতটা নেশা চড়ে যাওয়া চাই - ভগবান আমাদের পড়াচ্ছেন! বাবা তোমাদের অফুরন্ত ধন-সম্পদ দিচ্ছেন। তোমরা ধারণা করতে পারো না। নেওয়ার দম নেই। শ্রীমতে চলো না। বাবা বলেন বাচ্চারা নিজের ঝুলি ভরে নাও। লোকেরা শংকরের সামনে গিয়ে বলে - ঝুলি ভরে দাও। বাবা এখানে অনেকের ঝুলি ভরে দেন। বাইরে গেলে ঝুলি খালি হয়ে যায়। বাবা বলেন তোমাদের আমি অগাধ সম্পদ দিই। জ্ঞান-রত্নের দ্বারা ঝুলি ভরে-ভরে দিই। তবুও নশ্বর অনুযায়ী হয় - যারা যেমন নিজের ঝুলি ভরতে পারে। তারা আবার দানও করে, সকলের কাছে প্রিয়ও হয়। না থাকলে দেবে কি?

তোমাদের ৮৪-র চক্র ভালো ভাবে বুঝতে আর বোঝাতে হবে। বাকী পরিশ্রম হলো যোগের। এখন তোমরা যুদ্ধের ময়দানে রয়েছো। মায়ার উপরে বিজয় প্রাপ্ত করার জন্য লড়াই করো। পাশ না করলে চন্দ্রবংশীতে চলে যাবে। এটা বোঝার ব্যাপার। বাচ্চাদের খুব খুশী হওয়া চাই - বাবা, আপনি কত ধন-সম্পদ দিচ্ছেন। উঠতে-বসতে সারাদিন এটা বুদ্ধিতে থাকলে তবে ধারণা হতে পারে। মুখ্য হলো যোগ। যোগের দ্বারাই তোমরা বিশ্বকে পবিত্র করো। জ্ঞান (নলেজ) অনুযায়ী তোমরা রাজত্ব করো। এই টাকা পয়সা ইত্যাদি তো ধূলিসাৎ হয়ে যায়। বাকী এই অবিনাশী উপার্জন তো সব সাথে যাবে। যে সেন্সেবেল হবে সে বলবে বাবার থেকে সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার নেবো। ভাগ্যে না থাকলে পাই-পয়সার পদ পাবে। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) নিজের পড়াশুনা আর দৈবী গুণের রেজিস্টার রাখতে হবে। খুবই মধুর হতে হবে। আমরা হলাম ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী ব্রাহ্মণ - এই নেশাতে থাকতে হবে।

২) সকলের ভালোবাসা বা আশীর্বাদ প্রাপ্ত করার জন্য জ্ঞান-রত্ন দ্বারা নিজের ঝুলি ভরে নিয়ে দান করতে হবে। অনেকের কল্যাণের নিমিত্ত হতে হবে।

বরদান:- সকল কর্মে বাবার সাথে ভিন্ন-ভিন্ন সম্বন্ধের স্মৃতি স্বরূপ হওয়া শ্রেষ্ঠ ভাগ্যবান আত্মা ভব সারাদিনের প্রত্যেক কর্মে কখনও ভগবানের সখা বা সখীরূপকে, কখনও জীবনসার্থী রূপকে, কখনও প্রিয় সুযোগ্য (মুরব্বি) বাচ্চার রূপকে, মন উদাস হলে বাবার সর্ব শক্তিমানের স্বরূপের দ্বারা মাস্টার সর্বশক্তিমানের স্মৃতি স্বরূপকে ইমার্জ করো, তবে হৃদয় খুশীতে ভরে যাবে আর বাবার সাথে অনুভব স্বতঃতই করতে থাকবে। আর তখন এই ব্রাহ্মণ জীবন সদা অমূল্য, শ্রেষ্ঠ ভাগ্যবান বলে অনুভূত হতে থাকবে।

স্নোগান:- ব্রহ্মা বাবার সমান হওয়া অর্থাৎ সম্পূর্ণতার লক্ষ্যে পৌঁছানো।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium

Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - এই নলেজ হলো সম্পূর্ণ শান্তির, এতে কোনো কিছু বলতে হবে না, কেবল শান্তির সাগর বাবাকে স্মরণ করতে থাকো”

*প্রশ্নঃ - উল্লতির আসল বুনিয়াদ কি? কখন বাবার দেওয়া শিক্ষাগুলো ধারণ করতে পারবে?

*উত্তরঃ - ল্লতির আসল বুনিয়াদ হলো প্রেম। কেবল বাবার সাথেই সত্যিকারের ভালোবাসা থাকা উচিত। কাছে থাকা সত্ত্বেও যদি উল্লতি না হয়, তাহলে নিশ্চয়ই লভ এর ঘাটতি রয়েছে। লভ থাকলে তবে তো বাবাকে স্মরণ করবে। স্মরণ করলেই সকল শিক্ষা ধারণ করতে পারবে। উল্লতির জন্য নিজের সত্যিকারের চার্ট (দিনলিপি) লেখো। বাবার কাছে কোনো কথা লুকিও না। আত্ম-অভিমानी হওয়ার দ্বারা নিজেকে শোধরাতে থাকো।

ওম্ শান্তি। বাচ্চারা, তোমরা নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বসো এবং বাবাকে স্মরণ করো। বাবা প্রশ্ন করছেন - যখন তোমরা সভাতে বক্তৃতা দাও, তখন কি প্রতি মুহূর্তে এটা জিগ্ঞাসা করো যে, ‘আপনি নিজেকে আত্মা মনে করেন, নাকি দেহ মনে করেন?’ এখানে নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বসো। আত্মাই তো পুনর্জন্ম নেয়। নিজেকে আত্মা অনুভব করে পরমপিতা পরমাত্মা-কে স্মরণ করো। বাবাকে স্মরণ করলেই তোমাদের বিকর্ম বিনষ্ট হবে, একেই যোগ অগ্নি বলা হয়। নিরাকার বাবা তাঁর নিরাকারী বাচ্চাদেরকে বলছেন - আমাকে স্মরণ করলেই তোমাদের পাপ নাশ হবে এবং তোমরা পবিত্র হয়ে যাবে। তখন তোমরা মুক্তি এবং জীবনমুক্তি লাভ করবে। সবাইকেই মুক্তির পরে অবশ্যই জীবনমুক্তিতে আসতে হবে। তাই প্রতি মুহূর্তে বলতে হবে যে নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বসো। ভাইয়েরা এবং বোনেরা, নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বসো এবং বাবাকে স্মরণ করো। বাবা-ই এই নির্দেশ দিয়েছেন। এটা হল স্মরণের যাত্রা। বাবা বলেন, আমার সাথে বুদ্ধি যুক্ত করলে তোমার জন্ম-জন্মান্তরের পাপ ভস্ম হয়ে যাবে। তোমরা যদি প্রতি মুহূর্তে এইসব কথা বোঝাও, স্মরণ করাও, তাহলেই তারা বুঝতে পারবে যে আত্মা হল অবিনাশী এবং এই দেহ হল বিনাশী। অবিনাশী আত্মা-ই বিনাশী দেহ ধারণ করে তার ভূমিকা পালন করে এবং তারপর সেই শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর ধারণ করে। শান্তি হলো আত্মার স্ব-ধর্ম। কিন্তু সে তার নিজের স্ব-ধর্মটাই জানে না। বাবা এখন বলছেন, আমাকে স্মরণ করলেই বিকর্ম বিনাশ হবে। এটাই হল আসল কথা। বাচ্চারা, আগে তোমাদেরকে এই ব্যাপারেই পরিশ্রম করতে হবে। অসীম জগতের পিতা আত্মাদেরকে বলছেন - এক্ষেত্রে কোনো শাস্ত্র পাঠ করার প্রয়োজন নেই। তোমরা যখন গীতা থেকে কোনো উদাহরণ দাও, তখন মানুষ বলে যে আপনারা গীতার কথা বলেন, কিন্তু বেদের কথা বলেন না কেন ? বাবা বলেছেন - তখন তাদেরকে জিগ্ঞাসা করো যে বেদ কোন ধর্মের শাস্ত্র?

(অনেকে বলে আর্ষ ধর্মের) আর্ষ কাদেরকে বলা হয়? আসলে হিন্দু বলে কোনো ধর্মই নেই। দেবী-দেবতা ধর্মকেই আদি সনাতন ধর্ম বলা হয়। তাহলে আর্ষ ধর্ম কোনটা? আর্ষ নিশ্চয়ই আর্ষ সমাজের ধর্ম হবে। কিন্তু আর্ষ বলে তো কোনো ধর্মই নেই। আর্ষ ধর্ম কে স্থাপন করেছিল? বাস্তবে তো গীতার কথাও তোমাদের বলা উচিত নয়। মুখ্য বিষয় হলো - নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বাবাকে স্মরণ করলে সতোপ্রধান হয়ে যাবে। এখন সকলেই তমোপ্রধান। আগে তো বাবার পরিচয় দিতে হবে, বাবার গুণগান করতে হবে। কিন্তু এইসব তুমি তখনই করতে পারবে, যখন তুমি নিজে বাবাকে স্মরণ করবে। এই ব্যাপারেই বাচ্চাদের দুর্বলতা রয়েছে।

বাবা সবসময় স্মরণের চার্ট রাখতে বলেন। নিজের অন্তরকে প্রশ্ন করো - আমি কতক্ষণ স্মরণ করি? বাচ্চারা, তোমাদের মধ্যে আন্তরিক খুশি থাকা উচিত। যদি তোমাদের অন্তরে খুশি থাকে, তাহলে অন্যকে বোঝালে সেটার প্রভাব পড়বে। আগে এই মুখ্য কথাটাই বলতে হবে যে - ভাই এবং বোনেরা, নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করুন। অন্য কোনো সংসঙ্গে এইরকম বলবে না। বাস্তবে তো ঐগুলো কোনো সংসঙ্গ নয়। সত্যের সঙ্গ তো একটাই হয়। বাকি সব হল কুসঙ্গ। এইসব একেবারে নুতন কথা। বেদের দ্বারা তো কোনো নুতন ধর্ম স্থাপন হয়নি। তাহলে আমরা বেদের কথা কেন মানবো ? এইসব জ্ঞান কারোর মধ্যেই নেই। মানুষ নিজেই ‘নেতি-নেতি’ বলে থাকে। অর্থাৎ আমি জানিনা। তাহলে তো সে নাস্তিক, তাই না ? বাবা এখন বলছেন - আস্তিক হও, নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো। এইসব কথার কিছু কিছু গীতাতে রয়েছে। বেদে নেই। অনেক রকমের বেদ এবং উপনিষদ রয়েছে। কিন্তু সেগুলো কোন ধর্মের শাস্ত্র? দুনিয়ার মানুষ তো নিজের মতামত

শোনায়। তোমাদেরকে কারোর কথা শুনতে হবে না। বাবা কত সহজ ভাবে বোঝাচ্ছেন - নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বাবাকে স্মরণ করলে পবিত্র হয়ে যাবে। তাই বিশ্বের ইতিহাস-ভূগোলকে জানতে হবে। তোমাদের এই ত্রিমূর্তি এবং গোলকের (সৃষ্টিচক্র) ছবি হলো মুখ্য। এই দুটোর মধ্যেই পুরো জ্ঞান রয়েছে। আগে কেবল দেবী-দেবতা ধর্ম ছিল। বাবা বলেছেন - ত্রিমূর্তি এবং গোলকের বড় বড় ছবি বানিয়ে দিল্লির গুরুত্বপূর্ণ স্থানে, যেখানে অনেক মানুষের যাতায়াত রয়েছে, সেখানে লাগিয়ে দাও। সেগুলো যেন টিনের শিট (পাত) এর ওপরে থাকে। সিঁড়ির চিত্রে অন্য ধর্মের উল্লেখ নেই। এই দুটো ছবিই হলো মুখ্য। এই ছবিগুলোর ওপরেই বোঝাতে হবে। আগে বাবার পরিচয় দিতে হবে। বাবার কাছ থেকেই উত্তরাধিকার পাওয়া যায়। এই কথাটা ঠিকঠাক ভাবে না বোঝালে তোমাদের কোনো কথাই কেউ বুঝতে পারবে না। যদি বাবাকেই বুঝতে পারেনি, তাহলে তাকে অন্য ছবিতে নিয়ে গিয়ে বোঝাতে গেলে কোনো লাভ হবে না। বাবাকে না বুঝলে তো কিছুই বুঝতে পারবে না। বাবার পরিচয় ছাড়া আর কোনো বিষয়ে বলবে না। বাবার কাছ থেকেই অসীম জগতের উত্তরাধিকার পাওয়া যায়। বাবা খেয়াল করে দেখছিলেন যে বাচ্চারা এত সহজ বিষয়টাও কেন বুঝতে পারে না। শিববাবা হলেন তোমাদের অর্থাৎ আত্মাদের পিতা। তাঁর কাছ থেকেই উত্তরাধিকার পাওয়া যায়। তোমরা সবাই পরস্পরের ভাই-ভাই। এটা ভুলে গেলেই তোমোপ্রধান হয়ে যাও। বাবাকে স্মরণ করলে পুনরায় সতোপ্রধান হয়ে যাবে। মুখ্য বিষয় হলো রচয়িতা এবং রচনাকে জানা। কেউই এটা জানে না। ঋষি-মুনিরাও জানে না। তাই আগে বাবার পরিচয় দিয়ে সবাইকে আন্তিক বানাতে হবে। বাবা বলেন - আমাকে জানলেই তুমি সবকিছু জেনে যাবে। আমাকে না জানলে তুমি কিছুই বুঝতে পারবে না। বেকার তোমরা নিজের সময় নষ্ট করো। ড্রামা অনুসারে যেসব ছবি তৈরি হয়েছে, সেগুলো সব যথার্থ হয়েছে। কিন্তু তোমরা এত পরিশ্রম করার পরেও কারোর বুদ্ধিতে এইসব ধারণ হয় না। বাচ্চারা বলে - বাবা, আমাদের বোঝানোর ক্ষেত্রে কি কোনো ভুল হয়? বাবা সঙ্গে সঙ্গে বলে দেন - হ্যাঁ, ভুল হয়। যদি অলফ-কেই (বাবাকেই) বুঝতে না পারে, তাহলে তাকে বাড়ি পাঠিয়ে দাও। বলো - যতক্ষণ বাবাকে না চিনছো, ততক্ষণ তোমার বুদ্ধিতে কিছুই ধারণ হবে না। তোমরাও যখন দেহী-অভিমানী অবস্থায় থাকো না, তখন আসুরিক দৃষ্টি থাকে। নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করলেই সিঁভিল হওয়া সম্ভব। দেহী-অভিমানী হলে এই চোখ তোমাদেরকে আর ধোঁকা দেবে না। দেহী-অভিমানী না হলেই মায়া ধোঁকা দিতে থাকবে। তাই আগে আত্ম-অভিমানী হতে হবে। বাবা বলেছেন - নিজের চার্ট দেখালেই বোঝা যাবে। যদি এখনো অসত্য, পাপ, ক্রোধ ইত্যাদি থেকে থাকে, তাহলে তো নিজের-ই সর্বনাশ করছো। বাবা তো চার্ট দেখেই বুঝে যান যে এই বাচ্চা সত্যিকথা লিখেছে, নাকি অর্থই বুঝতে পারেনি। বাবা সকল বাচ্চাকেই চার্ট লিখতে বলেন। যে বাচ্চা যোগযুক্ত থাকে না, সে এত সেবাও করতে পারবে না। তার বাণী ধারালো হয় না। বাবা হয়তো বলেন যে কোটির মধ্যে কেউ বুঝবে, কিন্তু তুমি যদি নিজেই যোগযুক্ত না থাকো তাহলে অন্যকে কিভাবে বলবে?

সন্ন্যাসীরা বলে, সুখ হলো কাক বিষ্ঠার সমান। ওরা তো সুখের নামই নেয় না। তোমরা জানো যে ভক্তি হলো অনেক লম্বা চওড়া। তাতে কতো আওয়াজ করা হয়। কিন্তু তোমাদের এই জ্ঞান অতীব শান্তির। সবাইকে বলো - বাবা-ই হলেন শান্তির সাগর। নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। বাবা বলেন - "মন্বনা ভব"। এই শব্দটাও জপ করতে হবে না। হিন্দুস্তানের ভাষা হলো হিন্দি। তাহলে সংস্কৃত ভাষা কেন বলা হয়? এখন বাকি সকল ভাষাকে ত্যাগ করো। আগে তোমরা ভাষণ করে বলো যে নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো। অনেকেই আছে যারা নিজেকে আত্মা বলে বোঝে না, স্মরণ করতে পারে না। নিজের অকল্যাণ নিজেই বুঝতে পারে না। কেবল বাবাকে স্মরণ করলেই কল্যাণ সম্ভব। অন্য কোনো সংসঙ্গে এইরকম বলে না নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বাবাকে স্মরণ করো। সন্তান কি কখনো বাবাকে এক জায়গায় বসে স্মরণ করে? উঠতে বসতে সর্বদাই বাবার স্মরণ থাকে। আত্ম-অভিমানী হওয়ার প্র্যাকটিস করতে হবে। তোমরা অনেক বেশি কথা বলো। এত কথা বলা উচিত নয়। আসল কথা হলো স্মরণের যাত্রা। যোগ অগ্নির দ্বারা-ই তোমরা পবিত্র হবে। এখন তো সবাই দুঃখী। পবিত্র হলেই সুখ পাওয়া যায়। তুমি যদি আত্ম-অভিমানী হয়ে কাউকে বোঝাও, তাহলে সে তীরবিদ্ধ হবে। যদি কেউ নিজে বিকারী হয় আর অন্যকে নির্বিকারী হতে বলে, তাহলে তার তীর লাগবে না। বাবা বলেন - বাচ্চারা, তোমরা নিজেরা স্মরণের যাত্রাতে থাকোনা বলেই যাকে বোঝাও সে তীরবিদ্ধ হয় না।

বাবা এখন বলেছেন, যেটা হওয়ার সেটা হয়ে গেছে। আগে নিজেকে শোধরাও। নিজের অন্তরকে প্রশ্ন করো - আমি কতক্ষণ নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বাবাকে স্মরণ করি? বাবা তো আমাদেরকে বিশ্বের মালিক বানান। আমরা যেহেতু শিববাবার সন্তান, তাই আমাদের অবশ্যই বিশ্বের মালিক হতে হবে। তিনিই হলেন একমাত্র প্রেমিক, যিনি তোমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছেন। তাই তাঁর সঙ্গে অনেক ভালোবাসা থাকা উচিত। ভালোবাসা মানে স্মরণ। বিয়ের পর স্বামীর সাথে স্ত্রীর অনেক ভালোবাসা তৈরি হয়। তোমাদেরও বাগদান হয়ে গেছে, বিবাহ হয়নি। ওটা তো বিষ্ণুপুরীতে গেলে হবে। আগে শিববাবার কাছে যাবে, তারপর শ্বশুরবাড়ি যাবে। বাগদানের জন্য কি কম খুশি হয়? বাগদান সম্পন্ন হওয়ার সাথে

সাথে স্মরণও অবিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। সত্যযুগেও বাগদানের প্রথা থাকবে। কিন্তু ওখানে কখনো বাগদান ভঙ্গ হয় না। অকালে মৃত্যুও হয় না। এখানে এইসব হয়। বাচ্চারা, তোমাদেরকেও ঘর-গৃহস্থ থেকে পবিত্র হতে হবে। হয়তো অনেক নিকটেই থাকো, কিন্তু তাতেও উল্লিখিত হয় না। যে সেই লভ এর সাথে আসে, তার অনেক উল্লিখিত হয়। যদি স্মরণ-ই না করে, তাহলে ভালোবাসাও থাকে না। তখন তাঁর দেওয়া শিক্ষাগুলোও ধারণ করা সম্ভব হয় না।

ভগবানুবাচ - তোমরা সবাইকে এই পয়গাম (বার্তা) দাও যে কাম হলো মহাশত্রু, যা আদি-মধ্য-অন্ত কেবল দুঃখ দিয়ে থাকে। তোমরা তো পবিত্র সত্যযুগের মালিক ছিলে। এখন তোমরাই অধঃপতিত এবং অপবিত্র হয়ে গেছো। এবার এই অন্তিম জন্মে পুনরায় পবিত্র হও। কামচিঁতাতে বসার গাঁটছড়া ক্যাম্পেল করো। বাচ্চারা, তোমরা যখন যোগযুক্ত অবস্থায় কাউকে বোঝাবে, তখনই কারোর বুদ্ধিতে ধারণ হবে। জ্ঞানরূপী এই তলোয়ারে যোগের ধার থাকতে হবে। আসল কথা একটাই। বাচ্চারা বলে - বাবা, আমরা অনেক পরিশ্রম করলে কেউ কেউ কিছুটা বুঝতে পারে। বাবা বলেন, যোগযুক্ত হয়ে বোঝাও। স্মরণের যাত্রাতে থাকার চেষ্টা করো। রাবণের কাছে পরাজিত হয়ে বিকারী হয়েছো। এখন নির্বিকারী হও। বাবার স্মরণের দ্বারা-ই তোমাদের সকল মনস্কামনা পূরণ হয়ে যাবে। বাবা স্বর্গের মালিক বানান। বাবা তো অনেক ডাইরেকশন দেন, কিন্তু বাচ্চারা ঠিকঠাক ক্যাচ করতে পারে না, অন্যান্য কথাবার্তায় ব্যস্ত হয়ে যায়। মুখ্য বিষয় হলো - সবাইকে বাবার পয়গাম দাও। কিন্তু নিজেই যদি স্মরণ না করো, তাহলে অন্যকে কিভাবে বলবে? এখানে কোনো প্রতারণা চলতে পারে না। যদি অন্যকে বিকারে যেতে বারণ করে, আর নিজেই সেইরকম কাজ করে, তাহলে তো বিবেক দংশন হবেই। এখানে এইরকম প্রতারণাও আছে। তাই বাবা বলেন, মূল কথা হলোই ‘বাবা’। বাবাকে জানলেই তোমরা সবকিছু জেনে যাবে। বাবাকে না জানলে তোমরা কিছুই বুঝতে পারবে না। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) ভিতরে ভিতরে (আন্তরিক ভাবে) বাবার স্মরণের খুশিতে থেকে অন্যকেও বাবার পরিচয় দিতে হবে। সবাইকে কেবল বাবার মহিমা শোনাতে হবে।

২) আত্ম-অভিমानी হওয়ার অনেক বেশি প্র্যাক্টিস করতে হবে। খুব বেশি কথা বলা উচিত নয়। যেটা হয়ে গেছে সেটাকে মনে না রেখে আগে নিজেকে সংশোধন করতে হবে। স্মরণের যাত্রার যথাযথ চার্ট রাখতে হবে।

বরদানঃ:- ব্রাহ্মণ জীবনে ভ্যারাইটি অনুভূতি গুলির দ্বারা রমণীয়তার অনুভবকারী সম্পন্ন আত্মা ভব জীবনের প্রত্যেক মনুষ্য আত্মার পছন্দ হলো ভ্যারাইটি প্রকারের। তো সারাদিনে ভিন্ন-ভিন্ন সম্বন্ধ, ভিন্ন-ভিন্ন স্বরূপের অনুভব করো, তাহলে অত্যন্ত রমণীয় জীবনের অনুভব করবে। ব্রাহ্মণ জীবন হলো ভগবানের সাথে সর্ব সম্বন্ধ অনুভবকারী সম্পন্ন জীবন, সেইজন্য একটা সম্বন্ধের অনুভবও যেন কম না হয়। যদি সামান্যতম বা হালকা ভাবেও অন্য কোনো আত্মার সম্বন্ধ মিশ্র হয়ে যায় তাহলে ‘সর্ব’ শব্দ সমাপ্ত হয়ে যাবে। যেখানে সর্ব আছে সেখানেই সম্পন্নতা আছে। সেইজন্য সর্ব সম্বন্ধের দ্বারা স্মৃতি স্বরূপ হও।

স্লোগানঃ:- বাবার সমান অব্যক্ত রূপধারী হয়ে প্রকৃতির প্রতিটি দৃশ্যকে দেখো তাহলে দোলাচলে আসবে না।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent

2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"সেবার সাথে-সাথে দেহতে থেকে বিদেহী অবস্থার অনুভব বৃদ্ধি করো"

আজ বাপদাদা চারিদিকের নিজের বাচ্চাদেরকে দেখে প্রফুল্লিত হচ্ছিলেন, কেননা বাবা জানেন যে আমার এক একটি বাচ্চা, এমনকি সে যদি লাস্ট পুরুষার্থীও হয়, তথাপি সে হলো সমগ্র বিশ্বে সবথেকে বড়-র থেকেও বড় ভাগ্যবান। কেননা ভাগ্যবিধাতা বাবাকে জেনে, চিনে ভাগ্যবিধাতার ডায়রেক্ট বাচ্চা হয়েছে। এইরকম ভাগ্য সমগ্র কল্পে কোনও আত্মার ছিলনা, হবেও না। সাথে সাথে সমগ্র বিশ্বে তোমাদের থেকেও অধিক সম্পত্তিবান বা ধনবান কেউ হতে পারবে না। সে যতই পদমপতি হোক না কেন, বাচ্চারা তোমাদের খাজানার সাথে কাউকেই তুলনা করা যাবে না, কেননা বাচ্চাদের প্রত্যেক কদমে পদমের উপার্জন হয়। সারাদিনে এক-দুই কদমও যদি বাবার স্মরণে থাকে বা কদম ওঠাও, তো প্রত্যেক কদমে পদম... তো সারাদিনে কত পদম জমা হবে? দুনিয়াতে এইরকম কেউ আছে কি যে একদিনে পদ্ম গুণ ধন উপার্জন করবে! এইজন্য বাপদাদা বলছেন যদি ভাগ্যবান দেখতে চাও বা রিচেস্ট ইন দ্য ওয়ার্ল্ড আত্মা দেখতে চাও তো বাবার বাচ্চাদেরকে দেখো।

এখন বাচ্চাদের কাছে কেবল এক স্থলধনের খাজানাই নয়, তারা তো কেবলমাত্র ধনবান হয় আর তোমরা বাচ্চারা কতো খাজানাতে ভরপুর হয়েছো! খাজানার লিস্ট তো জানো তাই না? এই স্থল ধন তো কোনও বড় কথা নয় কিন্তু তোমাদের কাছে যে জ্ঞানের খাজানা, শক্তির খাজানা, সর্বগুণের খাজানা, খুশীর খাজানা আর সবাইকে সুখ-শান্তির রাস্তা বলে দেওয়ার জন্য তাদের থেকে যে আশীর্বাদের খাজানা প্রাপ্ত হয়, এই অবিনাশী খাজানা পরমাত্মার বাচ্চাদের ছাড়া আর কারো কাছে নেই। তো বাপদাদার এইরকম খাজানার মালিক বাচ্চাদের প্রতি কতই না আত্মিক গর্ব হয়। বাপদাদা সদা বাচ্চাদেরকে এইরকম সম্পন্ন দেখে এই গীত গাইছেন বাঃ বাচ্চারা বাঃ! তোমাদেরও নিজেদের উপর এতটাই আত্মিক গর্ব অর্থাৎ নেশা আছে তাই না! হাতের তালি বাজাতে পারো। (সবাই তালি বাজালো) দুটি হাতকে কেন কষ্ট দাও, এক হাতের তালি বাজাও। এক হাতের তালি বাজাতে পারো তাই না! ব্রাহ্মণদের সবকিছুই হলো আলাদা। ব্রাহ্মণ শান্তি পছন্দ করে সেইজন্য তালিও শান্তি সহকারে, ঠিক আছে! তাহলে নেশা তো সকলের সবসময় আছেই আর ভবিষ্যতেও থাকবে। নিশ্চিত আছে।

বাপদাদা সময়ের পরিবর্তনের তীব্র গতিকে দেখে বাচ্চাদের পুরুষার্থের গতিকেও দেখছেন। বাপদাদা প্রত্যেক বাচ্চাকে জীবন্মুক্ত স্থিতিতে সদা দেখতে চাইছেন। তোমাদের সকলের কাছে এই চ্যালেঞ্জ আছে যে বাবার থেকে মুক্তি-জীবন্মুক্তির উত্তরাধিকার এসে গ্রহণ করবে। কিন্তু তোমাদের তো মুক্তি বা জীবন্মুক্তির উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়ে গেছে তাই না? নাকি প্রাপ্ত হয়নি (প্রাপ্ত হয়েছে) সত্যযুগে বা মুক্তিধামে মুক্তি বা জীবন্মুক্তির অনুভব করতে পারবে না। মুক্তি-জীবন্মুক্তির উত্তরাধিকারের অনুভব এখন এই সঙ্গম যুগেই করতে হবে। এই জীবনে থেকে, অপ্রীতিকর সময়, পরিস্থিতি, সমস্যা, বায়ুমন্ডল ডবল দূষিত হওয়া সত্ত্বেও এই সকল প্রভাব থেকে মুক্ত, জীবনে থেকে এই সকল ভিন্ন ভিন্ন বন্ধন থেকে মুক্ত, একটাও সূক্ষ্ম বন্ধন যেন না থাকে - এইরকম জীবন্মুক্ত হয়েছো নাকি অন্তিম সময়ে হবে? এখন হবে নাকি অন্তে হবে? যারা মনে করছে - অন্তে নয়, এখনই হতে হবে, হয়ে আছে নাকি হতেই হবে, তারা হাত তোলো। (সবাই হাত তুলেছে) দুটো মিস্র করে হাত তুলছে, চালাক আছে। চালাকি যদিও করো কিন্তু বাপদাদা এখন স্পষ্ট করে শোনাচ্ছেন, অ্যাটেনশন প্লিজ। বাবাকে, প্রত্যেক ব্রাহ্মণ বাচ্চাকে বন্ধনমুক্ত, জীবন্মুক্ত বানাতেই হবে। যেকোনও বিধিতেই হোক, বানাতে অবশ্যই হবে। তোমরা জানো যে - কি বিধি আছে? এতটা তো চতুর তোমরা তাই না! তো হতে তো তোমাদেরকে হবেই। চাও বা না চাও, হতে তো হবেই। তাহলে কি করবে? (এখনই হবে) তোমাদের মুখে গোলাপজাম - সকলের মুখে গোলাপজাম এসে গেছে তাই না। কিন্তু এই গোলাপজাম হলো - এখন বন্ধনমুক্ত হওয়ার। এমন নয় যে গোলাপজাম খেয়ে নেবে।

হল্ - এর শোভা খুব ভালো লাগছে। একদম মালার মত লাগছে। এখান থেকে এসে দেখো তো দেখবে একদম মালার মতো দেখাচ্ছে। যারা চেয়ারে বসে আছে, তাদের মালা তৈরী হয়ে গেছে। ভালো হয়েছে। কারণে-অকারণে যেরকম এখন চেয়ার নিয়েছো না, এইরকমই যখন বাপদাদা সময় অনুসারে ফাইনাল সিটি বাজাবেন যে জীবন্মুক্তির চেয়ারে বসে যাও তখন বসবে নাকি এখন চেয়ারে বসে আছে? এমন নয় যে, যারা মাটিতে বসে আছে তারা চেয়ারে বসবে না, প্রথমে তোমরাই বসবে। মাটিতে বসা - এটা হলো তপস্যার লক্ষণ। সুস্থ শরীরের লক্ষণ। হেল্‌থ-ও আছে, তপস্যার দ্বারা খাজানার

ওয়েল্থ-ও আছে তো যেখানে হেল্থ আছে, ওয়েল্থ আছে সেখানে হ্যাপী তো আছেই। তো ভালো হয়েছে - হেল্দি আছে, ওয়েল্দি আছে।

তো বাপদাদা আজ দেখছিলেন যে, বাচ্চাদের মধ্যে তিন প্রকারের স্টেজ রয়েছে। এক হলো - পুরুষার্থী, তাতে পুরুষার্থীও আছে আর তীর পুরুষার্থীও আছে। দ্বিতীয় হলো - যারা পুরুষার্থের প্রালঙ্ জীবন্মুক্ত অবস্থার স্টেজে অনুভব করছে। কিন্তু লাস্টের সম্পূর্ণ স্টেজ হলো - দেহতে থেকেও বিদেশী অবস্থার অনুভব। তো তিন প্রকারের স্টেজ দেখছিলেন। পুরুষার্থের স্টেজে বেশী আত্মা দেখেছেন। প্রালঙ্ হলো জীবন্মুক্তির, প্রালঙ্ এটা নয় যে সেন্টারের নিমিত্ত বা ভালো স্পিকার হওয়ার বা ড্রামা অনুসারে আলাদা-আলাদা বিশেষ সেবার নিমিত্ত হওয়ার... এটা প্রালঙ্ নয়, এটা তো হলো আরও উন্নতি করার লিষ্ট কিন্তু প্রালঙ্ হলো জীবন্মুক্তি। কোনও বন্ধন থাকবে না। তোমরা একটা চিত্র দেখিয়ে থাকো যেখানে এক সাধারণ অঙ্গানী আত্মা কত দড়ি দিয়ে বাঁধা আছে। সেটা হলো অঙ্গানী আত্মাদের জন্য লোহার শৃঙ্খল। মোটা মোটা বন্ধন। কিন্তু জ্ঞানী তু আত্মা বাচ্চাদের খুব সূক্ষ্ম আর আকর্ষণীয় সূতো রয়েছে। লোহার শৃঙ্খল এখন নেই যে দেখা যাবে। এই বন্ধন অত্যন্ত সূক্ষ্মও আবার রয়্যালও। পার্সোনালিটি ফিল করা আত্মাও আছে, কিন্তু সেই সূতো দেখা যায় না, নিজের ভালো অনুভব হয়। ভালো নয় কিন্তু অনুভব এমন হয় যে আমি খুব ভালো। আমি অনেক উন্নতি করছি। তো বাপদাদা দেখেছেন - এই জীবন বন্ধের সূতো মেজরিটির মধ্যে আছে। তা এক হোক বা অর্ধেক, কিন্তু জীবন্মুক্ত স্থিতি খুব খুব কম আত্মার মাধ্যমে দেখা গেছে। তো বাপদাদা দেখেছেন যে হিসাব অনুসারে এই সেকেন্ড স্টেজ হলো জীবন্মুক্ত, লাস্ট স্টেজ তো হলো - দেহ থেকে আলাদা বিদেশী ভাব। সেই স্টেজ আর যে স্টেজ শোনালাম তার জন্য আরও অনেক অনেক অনেক অ্যাটেনশন চাই। সব বাচ্চা জিজ্ঞাস করে ১৯৯৯ সাল এলে কি হবে? কি করবো? কি করবো, কি করবো না?

বাপদাদা বলছেন ৯৯ সালের চক্রকে ছাড়ো। এখন থেকেই বিদেশী স্থিতির অনেক অনুভব চাই। যেরকম পরিস্থিতি আসছে আর ভবিষ্যতে আসবে তাতে বিদেশী স্থিতির অভ্যাস অনেক চাই। সেইজন্য অন্যান্য সকল কথা ত্যাগ করে এটা তো হবে না, এটা তো হবে না!... কি হবে, এই কোশ্চেন ছেড়ে দাও। বিদেশী থাকার অভ্যাসী বাচ্চাদেরকে কোনও পরিস্থিতি বা কোনও প্রকারের দোলাচল প্রভাব ফেলতে পারবে না। যদি প্রকৃতির পাঁচ তত্ত্বও ভালোভাবে অস্থির করার প্রচেষ্টাও করে কিন্তু বিদেশী অবস্থার অভ্যাসী আত্মা একদম অচল-অনড় এমন পাশ উইথ অনার হবে যে সকল পরিস্থিতি পাস দিয়ে চলে যাবে কিন্তু সে ব্রহ্মা বাবার সমান পাশ উইথ অনার, প্রমাণ করে দেখাবে। বাপদাদা সময়ে সময়ে ইশারা দিচ্ছেন আর দিতেও থাকবেন। তোমরা চিন্তাও করো, প্ল্যানও বানাতে থাকো, বানাও। যদিও চিন্তা করো কিন্তু - 'কি হবে!...' এইরকম আশ্চর্যান্বিত হয়ে নয়। বিদেশী সাক্ষী হয়ে চিন্তা করো কিন্তু চিন্তা করে, প্ল্যান বানিয়ে সেকেন্ডে প্লেন স্থিতি বানাতে থাকো। এখন প্রয়োজন হলো স্থিতির। এই বিদেশী স্থিতি পরিস্থিতিকে খুব সহজেই অতিক্রম করে ফেলবে। যেরকম বৃষ্টি আসবে, চলেও যাবে আর বিদেশী-রা অচল-অনড় হয়ে থেলা দেখবে। এখন লাস্ট সময়কে নিয়ে চিন্তা করছো কিন্তু লাস্ট স্থিতিকে নিয়ে চিন্তা করো।

চারিদিকের সেবার সমাচার বাপদাদা শুনছেন আর হৃদয় থেকে সকল অক্লান্ত সেবানারীদেরকে অভিনন্দনও দিচ্ছেন, সেবা খুব ভালো উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে করছো আর ভবিষ্যতেও করতে থাকবে কিন্তু সেবা আর স্থিতির ব্যালেন্স কখনও এইদিকে ঝুঁকে পড়ে আবার কখনও ওইদিকে ঝুঁকে পড়ে। সেইজন্য সেবা অনেক করো, বাপদাদা সেবার জন্য মানা করছেন না, আরও জোরদার করো কিন্তু সেবা আর স্থিতির সদা ব্যালেন্স রাখো। স্থিতি বানাতে অল্প পরিশ্রম করতে হয় আর সেবা তো সহজে হয়ে যায়। এইজন্য সেবার বল অল্প হলেও স্থিতির থেকে উঁচু হয়ে যায়। ব্যালেন্স রাখো আর বাপদাদার, সকল সেবানারী আত্মাদের, সম্বন্ধ-সম্পর্কে আগত ব্রাহ্মণ পরিবারের ব্লেসিং নিতে থাকো। এই আশীর্বাদের খাতা অনেক জমা করো। এখনকার আশীর্বাদের খাতা তোমাদের আত্মাদের মধ্যে এতটাই সম্পন্ন হয়ে যাবে যে দ্বাপর থেকে তোমাদের চিত্রের দ্বারা সকলের আশীর্বাদ প্রাপ্ত হতে থাকবে। অনেক জন্ম ধরে আশীর্বাদ দিতে হবে কিন্তু জন্ম এক জন্মেই করতে হবে। এরজন্য কি করবে? স্থিতিকে সদা সামনে রেখে সেবাতে উন্নতি করতে থাকো। কি হবে, এটা চিন্তা করো না। ব্রাহ্মণ আত্মাদের জন্য খুব ভালো, ভালোই হবে। কিন্তু ব্যালেন্স রাখা আত্মাদের জন্য সদা ভালো হবে। ব্যালেন্স কম থাকলে কখনও ভালো, কখনও অল্প ভালো। শুনেছো, কি করতে হবে? কোশ্চেন মার্ক চিন্তা করার হিসাবে আশ্চর্যান্বিত হয়ে চিন্তা করা ফিনিস করো, এটা তো হবে না, এটা তো হবে না....! এই চিন্তা স্থিতিকে উপর নিচে করে দেয়। বুঝেছো।

আত্মা - বিদেশের গ্রুপ ওঠো। বিদেশেও একটি বিশেষত্ব বাপদাদার খুব ভালো লাগে। সেটা কি? সকলের উৎসাহ উদ্দীপনা অনেক আছে যে বিদেশের প্রতিটি কোণে কোণে বাবার স্থান বানাতে আর প্রাণিক্যালে বানিয়েছেও। এই বছর কতগুলি নতুন স্থান বানিয়েছো? (১২-১৫) ভালো উৎসাহ আছে যে বাবার সন্দেশ চারিদিকে পৌঁছে যাবে। এই লক্ষ্য খুব ভালো।

যেখানেই যায় সেখানে কাউকে না কাউকে নিমিত্ত বানানোর সেবার লক্ষ্য ভালো রাখে। এই বিশেষত্ব আছে। প্রত্যেকে যতটা সম্ভব নিজেকে নিজেই সেবার নিমিত্ত বানানোর অফার-ও করে আর প্র্যাক্টিক্যালোও করে। এটাই ভাবে করে যে প্রত্যেক বাড়িতে বাবার ঘর থাকবে, এই উৎসাহ উদ্দীপনা খুব ভালো। সেইজন্য এই উৎসাহ উদ্দীপনার জন্য বাপদাদা আরও অ্যাডভান্স এগিয়ে যাওয়ার জন্য অভিনন্দন জানাচ্ছেন। বাপদাদা বিদেশী অর্থাৎ বিশ্ব কল্যাণ করার নিমিত্ত হওয়া বাচ্চাদেরকে এটাই বলছেন যে এখন সেবা আর বিদেশী অবস্থাতে নম্বর ওয়ান বিদেশী বাচ্চাদেরকে হতেই হবে। হতে হবে - কবে? ১৯৯৯ সালে নাকি ২০০০ সালে হতে হবে? কবে নয়, এখন। অব্যক্ত বাবার পালনার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিতে হবে। যেরকম ব্রহ্মা বাবা অব্যক্ত হয়ে বিদেশী স্থিতির দ্বারা কর্মরত হয়েছিলেন, তো অব্যক্ত ব্রহ্মার বিশেষ পালনার পাত্র হয়েছে, সেইজন্য বাবাকে অব্যক্ত পালনার রেসপন্স দেবে - বিদেশী হওয়ার, সেবার আর স্থিতির ব্যালেন্সের। ঠিক আছে, রাজী আছে? করতেই হবে। বাপদাদা এটা চিন্তা করেন না - দেখবো, চিন্তা করবো। না। করতেই হবে। নিজের ভাষাতে বলো - করতেই হবে। টিভি তে যারা দেখছে, তোমরাও সবাই এটা বলছো তাই না? বাপদাদা দেখছেন। ভারতেও দেখছেন, ফরেনেও দেখছেন যে সকলে উৎসাহের সাথে বলছে, আমি করবো, আমি করবো। আমাদেরকে করতেই হবে। তোমাদেরকে অ্যাডভান্স অভিনন্দন জানাই। আচ্ছা।

(বিদেশ থেকে অনেক ভাই-বোন প্রথমবার এসেছে, রিড্রিটে আগত গেস্টও বসে আছে)

খুব ভালো - সবাই নম্বর ওয়ানে আসবে। খুব ভালো, অতিথি হয়ে এসেছিলে আর বাবার বাচ্চা অধিকারী হয়ে গেছো। অধিকারী হয়ে গেছো তাই না? অধিকারী হয়েছে? খুব ভালো, এখন উল্লিতির দিকে এগিয়ে যেতে থাকো।

হসপিটালের ট্রাস্টির সাথে :- সবাই হলে ডবল ট্রাস্টি। এক হলো প্রবৃত্তিতে থেকেও ট্রাস্টি আর দ্বিতীয় হলো হসপিটালে ট্রাস্টি রয়েছে। হসপিটালেও ট্রাস্টি তো জীবনেও ট্রাস্টি। খুব ভালো। হসপিটালে আত্মাদেরও সেবা করছো আবার শরীরেরও সেবা করছো। তাহলে ডবল সেবা হচ্ছে, সেইজন্য যারা নিমিত্ত আত্মা হয়েছে, তোমাদেরও ডবল আশীর্বাদ প্রাপ্ত হচ্ছে। খুব ভালো প্ল্যান বানিয়েছো। সেবার চান্স নেওয়া, এটাই হলো চ্যাম্পেলার হওয়া। লৌকিক চ্যাম্পেলার নয়, আধ্যাত্মিক ইউনিভার্সিটির চ্যাম্পেলার। খুব ভালো।

(অস্ট্রেলিয়ার আত্মারা অলিম্পিক গেমের সময় বড় প্রোগ্রাম করার প্ল্যান বানাচ্ছে, বাপদাদাকে প্ল্যান দেখিয়েছে) যেখানে উৎসাহ উদ্দীপনা আছে আর সকলের একমত আছে। তো যেখানে একমত আছে আর উৎসাহ উদ্দীপনা আছে তো সফলতা আছেই। খুব ভালো, করতে পারো। ফরেন-এ নাম প্রসিদ্ধ করো। খুব ভালো।

যারা ভারত থেকে এসেছে, তো ভারতীয়দের তো বিশেষ নেশা আছে যে বাপদাদা অবতীর্ণও ভারতেই হন আর যদি মিলন করতে আসেন তখনও ভারতেই আসেন। তাই ডবল নেশা আছে তাই না! ভারতীয়রাই বিদেশে সন্দেশ পৌঁছে দিয়েছে, তো ভারত বিদেশেও নিজের পরিবারকে খুঁজে বের করে এক পরিবার বানিয়ে দিয়েছে। এইজন্য ভারতবাসী বাচ্চাদের সদা মহত্ব আছে আর ভারতের মহত্ব বৃদ্ধি হচ্ছে তো ভারতবাসীদের মহত্ব তো আছেই। এইজন্য যেসমস্ত নতুন পুরানো বাচ্চা এসেছে তারা অত্যন্ত ভালোবাসার সাথে পৌঁছে গেছো, বাপদাদা সকল বাচ্চাদের স্নেহ আর চারিদিকের সেবার সহযোগকে দেখে খুশী হচ্ছেন আর বাচ্চারাও সদা খুশীতে আছে। খুশীতে আছে তাই না? কখনও খুশী কম যেন না হয়। এ হলো বাবার স্পেশাল খাজানা। সেইজন্য খুশী কখনও হারিয়ে ফেলবে না। সদা খুশী। আচ্ছা।

চারিদিকের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাগ্যবান, সর্ব শ্রেষ্ঠ খাজানার মালিক, সদা সেবা আর স্থিতির ব্যালেন্স রাখা স্ত্রানী তু আত্মাদেরকে, সর্ব শক্তি সম্পন্ন আত্মাদেরকে, সদা বন্ধনমুক্ত, জীবন্মুক্ত আত্মাদেরকে বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর নমস্কার।

বরদান:- পরমাত্মার কাজে সহযোগী হয়ে সকলের সহযোগ প্রাপ্তকারী সফলতা স্বরূপ ভব
যেখানে সকলের উৎসাহ উদ্দীপনা আছে, সেখানে সফলত স্বয়ং নিকটে এসে গলার মালা হয়ে যায়। কোনও বিশাল কাজে প্রত্যেকের সহযোগের আঙুল চাই। সেবার চান্স সকলের আছে, কেউ কোনও বাহানা দিতে পারবে না যে আমি করতে পারবো না, সময় নেই। উঠতে বসতে ১০-১০ মিনিটও সেবা করো। শরীর সুস্থ না থাকলে ঘরে বসে করো। মন্সা দ্বারা, সুখের বৃত্তি, সুখময় স্থিতির দ্বারা সুখময় সংসার বানাও। পরমাত্মার কাজে সহযোগী হও তো সকলের সহযোগ প্রাপ্ত হবে।

স্লোগান:- প্রকৃতিপতির সিটের উপর সেট হয়ে থাকো তো পরিস্থিতিগুলিতে আপসেট হবে না।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা হলে রয়্যাল কুলের রয়্যাল স্টুডেন্ট, তোমাদের আচার-আচরণ খুব রয়্যাল হওয়া উচিত, তবেই বাবাকে শো' (প্রত্যক্ষ) করাতে পারবে"

*প্রশ্নঃ - বিনাশের সময় সর্বশেষ পেপারে কারা পাস করবে? তার জন্য কি পুরুষার্থ করতে হবে?

*উত্তরঃ - সর্বশেষ পেপারে তারা-ই পাস করবে যাদের বাবা ব্যতীত পুরানো দুনিয়ার কোনও বস্তু স্মরণে থাকবে না। স্মরণে এলো অর্থাৎ ফেল। এর জন্য সম্পূর্ণ অসীম দুনিয়ার প্রতি যেন আসক্তি দূর হয়ে যায়। ভাই-ভাইয়ের দৃষ্টি পাক্সা হবে। দেহ-অভিমান যেন ভঙ্গ হয়ে যায়।

ওম্ শান্তি। বাচ্চাদের সর্বদা এই নেশা থাকা উচিত যে আমরা কত রয়্যাল স্টুডেন্ট। অসীম জগতের বাবা আমাদের পড়াচ্ছেন। তোমরা কত উঁচু কুলের রয়্যাল স্টুডেন্ট তাই রয়্যাল স্টুডেন্টদের চলনও রয়্যাল থাকা চাই তবেই তো বাবাকে প্রত্যক্ষ করাবে। তোমরা বিশ্বে শান্তি স্থাপনের কাজে নিমিত্ত হয়েছো, শ্রীমৎ অনুযায়ী। তোমরা শান্তির পুরস্কার প্রাপ্ত করো। তাও এক জন্মের জন্য নয়, জন্ম জন্মান্তরের জন্য প্রাপ্ত করে থাকো। বাচ্চারা বাবাকে কি ধন্যবাদ করবে! বাবা নিজেই এসে হাতে স্বর্গ দেন। বাচ্চারা কি জানতো যে বাবা এসে স্বর্গ দেবেন! এখন বাবা বলেন - মিষ্টি বাচ্চারা, আমাকে স্মরণ করো। স্মরণ করতে কেন বলেন? কারণ এই স্মরণের দ্বারা বিকর্ম বিনাশ হবে। অসীম জগতের পিতার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়াতে নিশ্চয় হয়েছে। কষ্টের কোনও কথা নেই। ভক্তিমার্গে বাবা-বাবা করতে থাকে। নিশ্চয়ই বাবার কাছ থেকে কিছু উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হবে। পুরুষার্থ করার মার্জিনও আছে তোমাদের। শ্রীমৎ অনুযায়ী যত পুরুষার্থ করবে ততই উঁচু পদ প্রাপ্ত হবে। পিতা, শিক্ষক, সদ্ধরু - তিনজনের শ্রীমৎ প্রাপ্ত হয়। সেই মত অনুযায়ী চলতে হবে। নিজের ঘরে থাকতেও হবে। মত অনুযায়ী চলার ক্ষেত্রেই বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। মায়ার প্রথম বিঘ্ন হলো দেহ-অভিমান। বাবা বলেন নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো। তাহলে কেন শ্রীমৎ অনুযায়ী চলো না? বাচ্চারা বলে আমরা চেষ্টা তো করি কিন্তু মায়ার করতে দেয় না। বাচ্চারা বোঝে পড়াশোনায় বিশেষ পুরুষার্থ অবশ্যই করা উচিত। যারা ভালো বাচ্চা তাদের ফলো করা উচিত। সবাই এমন পুরুষার্থ করে যাতে আমরা বাবার কাছ থেকে উঁচু উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করি। কাঁটা থেকে ফুল হওয়ার জন্য স্মরণের প্রয়োজন অনেক বেশি। ৫ বিকারের কাঁটা দূর হলে ফুলে পরিণত হবো। সেসব দূর হবে যোগবলের দ্বারা। অনেক বাচ্চারা ভাবে অমুকে এমন ভাবে চলে গেছে, হয়তো আমরাও চলে যাবো। কিন্তু তাকে দেখে তেমন পুরুষার্থ করা উচিত তাইনা। শরীর ত্যাগের সময় বাবার স্মরণ যেন থাকে, বশীকরণ মন্ত্র যেন স্মরণে থাকে। অন্য কিছু স্মরণে যেন না থাকে একমাত্র বাবা ছাড়া, তখন যেন দেহ থেকে প্রাণটি বের হয়। বাবা, ব্যস্ আমরা আপনার কাছে এই এলাম বলে। এমন বাবাকে স্মরণ করলে আত্মায় যা আবর্জনা ভরা আছে, সেসব ভস্ম হয়ে যাবে। আত্মায় আছে তো শরীরেও আছে বলা হবে। জন্ম জন্মান্তরের আবর্জনা, সব পুড়ে ছাই হবে। যখন তোমাদের সমস্ত আবর্জনা জ্বলে পুড়ে যাবে তখন দুনিয়াও পরিষ্কার হয়ে যাবে। দুনিয়া থেকে সমস্ত আবর্জনা দূর হবে - তোমাদের জন্য। তোমাদের শুধু নিজের ময়লা পরিষ্কার করতে হবে না, সকলের আবর্জনা পরিষ্কার করতে হবে। বাবাকে আহবান করা-ই হয় বাবা এসে এই দুনিয়ার আবর্জনা পরিষ্কার করো। সম্পূর্ণ বিশ্বকে পবিত্র করুন। কাদের জন্য? ঐ পবিত্র দুনিয়ায় তোমরা বাচ্চারা সর্বপ্রথমে রাজত্ব করতে আসো। সুতরাং বাবা তোমাদের জন্য তোমাদের দেশে এসেছেন।

ভক্তি ও জ্ঞানে অনেক তফাৎ আছে। ভক্তিতে কত ভালো ভালো গীত তারা গান করে। কিন্তু কারও কল্যাণ করে না। কল্যাণ তো হয় নিজের স্বধর্মে স্থির হলে এবং বাবাকে স্মরণ করলে। তোমাদের স্মরণ করা হলো এই রকম, যেমন করে লাইট হাউসের আলো ঘুরতে থাকে। স্ব-দর্শনকেই লাইট হাউস বলা হয়। তোমরা বাচ্চারা মনে মনে বুঝতে পারো বাপদাদার কাছে স্বর্গের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হবে। এ হলো সত্য নারায়ণের কথা, নর থেকে নারায়ণ হওয়ার। বাবা বোঝান তোমাদের আত্মা যে তমোপ্রধান হয়েছে, তাকে সতোপ্রধান করতে হবে। সত্যযুগে সতোপ্রধান ছিলে এখন আবার সতোপ্রধান করতে বাবা এসেছেন। বাবা বলেন আমাকে স্মরণ করলেই তোমরা সতোপ্রধান হয়ে যাবে। বাবা-ই গীতা শুনিয়ে ছিলেন। এখন তো মানুষ শোনায়, কতখানি তফাৎ হয়েছে। ভগবান তো হলেন ভগবান, তিনি মানুষ থেকে দেবতায় পরিণত করেন। নতুন দুনিয়ায় পবিত্র দেবতারা বাস করেন। অসীম জগতের বাবা হলেন নতুন দুনিয়ার উত্তরাধিকার প্রদানকারী। বাবাকে স্মরণ করতে থাকো তো অস্তিম সময়ে যেমন মতি তেমনই সদগতি হয়ে যাবে। তোমরা জানো - বাবা আসেন সঙ্গম যুগে, পুরুষোত্তম করতে। এখন এই ৮৪-র চক্র পূর্ণ হচ্ছে, পরে শুরু হবে। এই খুশীও

থাকা উচিত। প্রদর্শনীতে যেসব লোকেরা আসে, তাদেরও প্রথমে শিববারা চিত্রের সামনে দাঁড় করাও। বাবা বলেন আমাকে স্মরণ করলে তোমরা এমন হয়ে যাবে। বাবার কাছ থেকে সত্যযুগের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। ভারত সত্যযুগ ছিল, এখন নয় আবার হবে, তাই বাবা আর বাদশাহীকে স্মরণ করো তাহলে অন্তিম সময়ে যেমন মতই তেমনই গতি হয়ে যাবে। ইনি হলেন প্রকৃত সত্য পিতা, তাঁর সন্তান হলে তোমরা সত্যখণ্ডের মালিক হবে। প্রথমে অঙ্ক-কে পাকা করো। "অঙ্ক" অর্থাৎ বাবা, "বে" অর্থাৎ বাদশাহী। বাবাকে স্মরণ করো তাহলে স্মরণের দ্বারাই বিকর্ম বিনাশ হবে এবং তোমরা স্বর্গে চলে যাবে। কতখানি সহজ। জন্ম জন্মান্তর ভক্তির কথা শুনে শুনে বুদ্ধিতে মায়ার তালা লেগেছে। বাবা এসে চাবি দিয়ে তালা খোলেন। এই সময়ে সবার কান বন্ধ আছে। পাথরবুদ্ধি হয়ে আছে। তোমরা লেখো - শিববাবা স্মরণে আছে? স্বর্গের বর্ষা স্মরণে আছে? বাদশাহী স্মরণ করলে মুখ মিষ্টি তো হবেই তাইনা। বাবা বলেন আমি তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের কত উপকার করি। তোমরা তো অপকার করেই এসেছো। সেসবও ড্রামাতে ফিফ্ড আছে, কারও দোষ নেই। বাচ্চারা তোমাদের এই মিশন-ই হলো পাথরবুদ্ধিদের স্পর্শ বুদ্ধি করা বা কাঁটাকে ফুলে পরিণত করা। তোমাদের এই মিশন চলছে। সবাই একে অপরকে কাঁটা থেকে ফুল করছে। তাদের এমন যিনি তৈরি করেন তিনি কিং ফ্লাওয়ার হবেন। স্বর্গের স্থাপনকারী বা ফুলের বাগান রচনাকারী হলেন একমাত্র বাবা। তোমরা হলে খুদাই খিদমতগার অর্থাৎ ঈশ্বরীয় সেবাধারী। তমোপ্রধানকে সতোপ্রধান করা - এই হল সেবা, আর কোনও কষ্ট দেন না। বোঝানোও খুব সহজ। কলিযুগে আছে তমোপ্রধান। যদি কলিযুগের আয়ু বাড়িয়ে দেওয়া হয় তাহলে আরও বেশি তমোপ্রধান হয়ে যাবে।

তোমরা জানো এখন বাবা এসেছেন আমাদের ফুলে পরিণত করতে। কাঁটা বানানো হলো রাবণের কাজ। বাবা ফুল তৈরি করেন। যার শিববাবা স্মরণে আছে, তার অবশ্যই স্বর্গও স্মরণে থাকবে। যখন প্রভাতফেরী করো তখন তাতে দেখাও যে আমরা প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমার - কুমারীরা ভারতের উপরে এই লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য স্থাপন করি। আমরা ব্রাহ্মণরা সেই দেবতায় পরিণত হই। দেবতা তারপরে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য..... এ হলো ডিগবাজির খেলা। কাউকে বোঝানো খুব সহজ। আমরা ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণদের টিকি বা শিখা থাকে। তোমরাও বুঝেছো যে, আমরা ৮৪-র চক্র পূর্ণ করেছি। বাচ্চারা কত ভালো জ্ঞান প্রাপ্ত করে। অন্য সব কিছু হলো ভক্তি। জ্ঞান একমাত্র বাবা-ই শোনান। সকলের সদগতি দাতা হলেন একমাত্র বাবা। পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগও হলো একটাই। বাচ্চারা, এই সময় বাবা তোমাদের পড়ান। ভক্তিমার্গে এসব স্মরণীয় হয়ে পরম্পরা প্রচলিত আছে। বাচ্চারা, বাবা তোমাদের পথ বলে দিয়েছেন যে এই পুরুষার্থ করলে তোমরা এই বর্ষা প্রাপ্ত করতে পারো। এই পড়াশোনা হলো খুব সহজ। এ হলো নর থেকে নারায়ণ হওয়ার পড়াশোনা। ব্রতকথা পাঠ হলো রং বা ভুল কারণ তাতে কোনও এইম অবজেক্ট থাকে না। পড়াশোনায় এইম অবজেক্ট আছে। কে পড়ান? জ্ঞান সাগর। বাবা বলেন আমি এসে রক্ত দিয়ে তোমাদের ঝুলি ভরি। অসীম জগতের বাবাকে তোমরা কি প্রশ্ন করবে। এই সময় সবাই হলো পাথরবুদ্ধি। রাবণকে কেউ জানে না। তোমরা এখন বুদ্ধি পেয়েছো প্রশ্ন করার। মানুষকে জিজ্ঞাসা করো - তাহলে রাবণ কে? তার জন্ম কবে হয়েছে? কবে থেকে রাবণ দহন করো? বলবে এসবই হল অনাদি। তোমরা অনেক রকম করে প্রশ্ন করতে পারো। এও সময় সুযোগ বুঝে প্রশ্ন করবে। তারা কেউই রেসপন্স করতে পারবে না। তোমাদের আত্মা স্মরণের যাত্রায় তৎপর হয়ে যাবে। এখন নিজেকে প্রশ্ন করো - আমরা কি সতোপ্রধান হয়েছি? মন সায় দেয়? এখনও কর্মাতীত অবস্থা তো হয় নি। হবে। এই সময় তোমরা সংখ্যায় অনেক কম তাই কেউ তোমাদের কথা শোনে না আর তোমাদের কথাও পৃথক। সর্ব প্রথমে বলো বাবা সঙ্গমযুগে আসেন। এক-একটি কথা যখন বুঝতে থাকবে তখন জ্ঞানে এগোবে। অনেক ধৈর্যের সাথে, ভালোবেসে বোঝাতে হবে যে তোমাদের দুই পিতা আছেন - লৌকিক এবং পারলৌকিক। পারলৌকিক পিতার কাছ থেকে অসীম জগতের উত্তরাধিকার তখনই প্রাপ্ত হয় যখন সতোপ্রধান স্থিতি হয়। বাবার স্মরণে খুশীর পারদ উর্ধ্ব থাকবে। বাচ্চারা তোমাদের মধ্যে অনেক গুণ ভরতে থাকবে। বাচ্চারা, বাবা এসে তোমাদের কোয়ালিফিকেশন শেখান। হেল্থ-ওয়েল্থও প্রদান করেন, গুণ শুধরে দেন। এডুকেশন দেন। জেলের সাজা থেকেও মুক্ত করেন।

তোমরা খুব ভালো ভাবে মন্ত্রী ইত্যাদিকেও বোঝাতে পারো। বোঝানোটা এমন হওয়া উচিত যাতে তারা গলে জল হয়ে যায়। তোমাদের জ্ঞান খুব মিষ্টি মধুর। প্রেম পূর্ণ হয়ে বসে শুনলে চোখে জল এসে যাবে। সর্বদা এমন দৃষ্টি রাখবে যে আমরা ভাইকে পথ বলে দিচ্ছি। বলো, আমরা শ্রীমৎ অনুসারে ভারতের প্রকৃত সত্য সেবা করছি। ভারতের সেবায় অর্থ নিয়োগ করি। বাবা বলেন দিল্লিতে সেবা দিয়ে ঘিরে ফেলো, বিস্তার লাভ করো। কিন্তু এখনও কেউ জ্ঞানের বাণে আহত হয়নি, আহত করতে যোগবলের প্রয়োজন। যোগবলের দ্বারা তোমরা বিশ্বের মালিক হও। সঙ্গে জ্ঞানও আছে। যোগের দ্বারা-ই তোমরা সকলকে আকৃষ্ট করতে পারবে। এখন বাচ্চারা যদিও ভালোই ভাষণ দিতে পারে কিন্তু যোগের আকর্ষণ কম আছে। মুখ্য কথা হলো যোগের। তোমরা বাচ্চারা যোগের দ্বারা নিজেকে পবিত্র করো। অতএব খুব বেশি যোগবলের প্রয়োজন আছে। তারই ঘাটতি রয়েছে। অন্তরে খুশীতে ডাম্প করা উচিত, এ হলো খুশীর ডাম্প। এই জ্ঞান-যোগের দ্বারা

তোমাদের অন্তরে ডাম্প চলতে থাকে। বাবার স্মরণে থেকে তোমরা অশরীরী হয়ে যাও। জ্ঞানের দ্বারা অশরীরী হতে হবে, তার জন্য লুপ্ত (গুম) হওয়ার ব্যাপার নেই, বুদ্ধিতে জ্ঞান চাই। এখন ঘরে ফিরতে হবে তারপরে রাজত্ব করতে আসতে হবে। বাবা বিনাশ এবং স্থাপনার সাফাংকারও করিয়েছেন। এই সম্পূর্ণ দুনিয়া ভস্মীভূত হয়ে আছে, আমরা নতুন দুনিয়ায় যাওয়ার জন্য উপযুক্ত হচ্ছি। এখন ঘরে ফিরতে হবে তাই শরীরের প্রতি কোনও আসক্তি থাকা উচিত নয়। এই শরীর থেকে, এই দুনিয়া থেকে উপরাম থাকা উচিত। শুধু নিজের ঘর (পরমধাম) এবং রাজধানীকে (স্বর্গ) স্মরণ করতে হবে। কোনও বস্তুর প্রতি আসক্তি যেন না থাকে। বিনাশ খুবই কড়া ভাবে হবে। যখন বিনাশ হওয়া শুরু হবে তখন তোমাদের খুশী অনুভব হবে - ব্যস্, আমরা এই ট্রান্সফার হলাম বলে। পুরানো দুনিয়ার কোনও বস্তু স্মরণে এলেই ফেল হয়ে যাবে। বাচ্চাদের কাছে কিছুই নেই তো স্মরণে কি আসবে? অসীম জগতের সম্পূর্ণ দুনিয়ার প্রতি মমত্ব মিটে যাক, এতেই পরিশ্রম রয়েছে। ভাই-ভাইয়ের পাক্ষা অবস্থাও তখনই হবে যখন দেহ-অভিমান ছিন্ন হবে। দেহ-অভিমানে এলেই কম বেশি ক্ষতি হয়ে যায়। দেহী-অভিমানী হয়ে থাকলে কোনও ক্ষতি হবে না। আমরা ভাইকে পড়াই। ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলি, এই অভ্যাসটি যেন পাকা হয়ে যায়। যদি স্কলারশিপ নিতে হয় তবে এতখানি পুরুষার্থ তো করতে হবে। যখন বোঝাও তখনই যেন স্মরণ থাকে আমরা সবাই হলাম ভাই-ভাই। সব আত্মারা হলো এক পিতার সন্তান। সব ভাইদের পিতার সম্পত্তিতে (স্বর্গের) অধিকার আছে। বোনের আভাসও যেন না হয়। একেই বলে আত্ম-অভিমানী হওয়া। আত্মার এই শরীরটি প্রাপ্ত হয়েছে, সেই আধারে কেউ পুরুষ নাম কেউ নারী নাম প্রাপ্ত করেছে। এসবের উর্ধ্বে তারা হলো আত্মা। চিন্তন করা উচিত - বাবা যে পথটি বলে দেন সেই পথটি সঠিক। এখানে বাচ্চারা আসে প্র্যাক্টিস করতে। ট্রেনে বসে ব্যাজ নিয়ে অনেককে বোঝাতে পারো। বসে একে অপরকে জিজ্ঞাসা করো তোমাদের কতজন পিতা? তারপরে উত্তর দাও। এ হল অন্যের মনোযোগ আকর্ষণ করার যুক্তি। তারপরে বলো তোমাদের দুই জন পিতা, আমাদের তিনজন। এই অলৌকিক পিতার দ্বারা আমরা অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করি। তোমাদের কাছে ফার্স্টক্লাস জিনিস আছে। কেউ বলবে এতে লাভ কী আছে? বলো, আমাদের কর্তব্য হলো অন্ধের লাঠি হয়ে পথ দেখানো। যেমন নান-রা সার্ভিস করে, তেমন তোমরাও করো। তোমাদের প্রজা তৈরি করতে হবে। উঁচু পদ প্রাপ্তির জন্য পুরুষার্থ করতে হবে। তোমরা সবাইকে চড়তি কলা বা আরোহণ কলায় যাওয়ার পথ বলে দাও। এক বাবাকে স্মরণ করতে থাকো তাহলে অনেক খুশীর অনুভব হবে এবং বিকর্মও বিনাশ হবে। বাবার কাছে বর্সা প্রাপ্ত করা খুবই সহজ। কিন্তু অনেক বাচ্চারা গাফিলতি করে। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) শেষ সময়ে পাস করতে হলে এই শরীর ও দুনিয়ার থেকে উপরাম থাকতে হবে, কোনও বস্তুর প্রতি আসক্তি রাখবে না। বুদ্ধিতে যেন থাকে এখন আমরা ট্রান্সফার হতে চলেছি।

২) অত্যন্ত ধৈর্য সহকারে ভালোবাসা দিয়ে সবাইকে দুই পিতার পরিচয় দিতে হবে। জ্ঞান রঞ্জের দ্বারা ঝুলি ভরে দান করতে হবে। কাঁটাদের ফুলে পরিণত করার সেবা অবশ্যই করতে হবে।

বরদানঃ:- বাবা আর সেবাতে মগ্ন থাকা নির্বিল্ল, নিরন্তর সেবাধারী ভব যেখানে সেবার উৎসাহ থাকে সেখানে অনেক পরিস্থিতি সহজেই অনেক দূরে সরে যায়। এক বাবা আর সেবাতে মগ্ন থাকো, তো নির্বিল্ল, নিরন্তর সেবাধারী, সহজ মায়াজীং হয়ে যাবে। সময়ে সময়ে সেবার রূপরেখা পরিবর্তন হচ্ছে আর ভবিষ্যতেও হতে থাকবে। এখন তোমাদের বেশী বোঝাতে হবে না, পরিবর্তে তারা নিজেরাই বলবে এই কাজ অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ এইজন্য আমাকেও সহযোগী বানাও। এটাই হলো সময়ের সমীপতার লক্ষণ। তো খুব উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে সেবা করে এগিয়ে যেতে থাকো।

স্নোগানঃ:- সম্পন্নতার স্থিতিতে স্থিত হয়ে, প্রকৃতির দোলাচলকে ভাসমান মেঘের মতো অনুভব করো।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium

Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের এই শরীর সহ সব কিছুর থেকে আসক্তি সরিয়ে ফেলতে হবে। যখন তোমরা অর্থাৎ আত্মারা, পবিত্র কর্মাভীত হয়ে যাবে তখন নিজ নিকেতনে যেতে পারবে"

*প্রশ্নঃ - কি কারণে আত্মারা ভীষণ রকম ভয় পায় আর সেই ভয়ই বা কেন?

*উত্তরঃ - আত্মার শরীর ত্যাগ করতে ভীষণ ভয় করে, কারণ তার শরীরের প্রতি মমতা এসে যায়। যদি কেউ অতীব দুঃখের কারণে শরীর ত্যাগ করতে চায়, তাও তার পাপ-কর্মের শাস্তি ভোগ তো করতেই হবে। বাচ্চারা, সঙ্গমে তোমাদের কোনোই ভয় নেই। তোমরা আরো বেশী খুশীতে থাকো যে আমরা পুরানো শরীর ছেড়ে বাবার কাছে যাবো।

ওম্ শান্তি । মিষ্টি-মিষ্টি বাচ্চাদের বোঝানো হয়েছে এক হলো জ্ঞান, দ্বিতীয় হলো ভক্তি। ড্রামাতে এটা পূর্ব-নির্ধারিত হয়ে আছে। ড্রামার আদি-মধ্য-অন্তকে আর কেউই জানে না। তোমরা অর্থাৎ বাচ্চারা তো জানো। সত্যযুগে মৃত্যু-ভয় থাকে না, অবগত থাকে আমাদের এক শরীর ত্যাগ করে দ্বিতীয় শরীর নিতে হবে। দুঃখ-কান্নাকাটি ইত্যাদির ব্যাপার নেই। এখানে মৃত্যুর জন্য ভয় থাকে। আত্মা শরীর ত্যাগ করতে দুঃখ পায়। ভয় পায়, কারণ আবার দ্বিতীয় জন্ম নিয়ে দুঃখই সহ্য করতে হবে। তোমরা তো হলে সঙ্গমযুগী। বাচ্চারা, তোমাদের বাবা বুঝিয়েছেন এখন ফিরে যেতে হবে। কোথায়? গৃহে। সেইটা হলো ভগবানের গৃহ। এটা কোনো গৃহ নয়, যেখানে ভগবান আর তোমরা এই বাচ্চা রূপী আত্মারা থাকো তাকেই গৃহ বলা হয়। সেখানে এই শরীর থাকে না। যেমন মানুষ বলে আমরা ভারতে থাকি, নিজের বাড়িতে থাকি, সেইরকম তোমরা বলবে- আমরা সকলেই অর্থাৎ আমরা আত্মারা সেখানে নিজ-গৃহে থাকি। সেটা হলো আত্মাদের গৃহ, আর এটা হলো জীব- আত্মাদের গৃহ। ওটাকে বলা হয় মুক্তি ধাম। মানুষ সেখানে যাওয়ার জন্য তো পুরুষার্থ করে - যাতে আমরা গিয়ে ভগবানের সাথে মিলিত হতে পারি। ভগবানের সাথে মিলিত হওয়ার জন্য অত্যন্ত খুশী হওয়ার কথা। এই যে আত্মার শরীর আছে, এতে আত্মার ভীষণ মোহ এসে গেছে, সেই জন্য সামান্য অসুখ-বিসুখ করলেই ভয় করে-এই শরীর যেন না ছেড়ে যায়। অজ্ঞানকালেও ভয় থাকে। এই সময়, অর্থাৎ কি না সঙ্গম যুগে, তোমরা জানো এখন ফিরে যেতে হবে বাবার কাছে, ভয়ের ব্যাপার নেই। বাবা খুব সুন্দর যুক্তি বলেছেন। পতিত আত্মারা তো আমার কাছে মুক্তিধামে আসতে পারবে না, ওটা হলোই পবিত্র আত্মাদের গৃহ। এটা হলো মানুষের গৃহ। এখানে শরীর তৈরী হয় পঞ্চতত্ত্বের দ্বারা, তাই পঞ্চতত্ত্বও এখানে থাকার জন্য আকর্ষণ করতে থাকে, আকাশ, জল, বায়ু...। ওখানে (মূলবতনে) এই তত্ত্ব নেই। এ'সব হলো বিচার সাগর মন্ডন করার যুক্তি। আত্মা এই প্রপাটি নিয়ে নিয়েছে, সেইজন্য শরীরের প্রতি মমতা এসে গেছে। তা না হলে তো আমরা আত্মারা হলাম ওখানে থাকারই। এখন আবার পুরুষার্থ করে ওখানে যাওয়ার জন্য। যখন তোমরা পবিত্র আত্মা হয়ে যাও তখন আবার তোমাদের সুখ প্রাপ্ত হয়, দুঃখের কোনো ব্যাপারই নেই। এই সময় হলোই দুঃখধাম। তাই এই পাঁচ তত্ত্বও আকর্ষণ করতে থাকে উপর থেকে নীচে এসে পাট প্লে করার জন্য। প্রকৃতির আধার তো অবশ্যই নিতে হবে, না হলে তো খেলা চলবে না। এই খেলা দুঃখ আর সুখের তৈরী। যখন তোমরা সুখে থাকো তখন এই পঞ্চতত্ত্বের তৈরী শরীরের উপরে কোনো আসক্তি থাকে না। ওখানে তো পবিত্র থাকে। শরীরের প্রতি এতো মমতা থাকে না। এই পঞ্চতত্ত্বের আসক্তিও ছেড়ে দেয়। আমরা পবিত্র হই, সেখানে আবার শরীরও যোগ-বলের দ্বারা তৈরী হয়, সেই কারণে মায়া আকর্ষণ করে না। আমাদের সেই শরীর যোগ বলের দ্বারা নির্মিত বলে দুঃখ হয় না। কিরকম ওয়াল্ডারফুল ড্রামা তৈরী হয়ে রয়েছে। এটাও অনেক সূক্ষ্ম ভাবে বোঝার ব্যাপার। যে খুব বুদ্ধিমান আর সার্ভিসে তৎপর থাকে সেই ভালো ভাবে বুঝতে পারে। বাবা বলেছেন - ধন দান করলে ধন হ্রাস পায় না। দান করতে থাকলে ধারণাও হবে। নয়তো ধারণা হওয়া মুশকিল। এইরকম মনে ক'রো না যে লিখলে ধারণা হয়ে যাবে। তবে হ্যাঁ, কারোর কল্যাণের জন্য লিখে পয়েন্টস পাঠিয়ে দিলে সেটা আলাদা ব্যাপার। নিজের তো কাজে আসে না। কেউ আবার কাগজে লিখে ফালতু মনে করে ফেলে দেয়। এটাও মনে মনে বুঝতে হবে আমি যে লিখছি সেটা আবার কাজে আসবে। লিখে ফেলে দিলে তাতে কি লাভ। এটাও আত্মা যেন নিজেকে ঠকায়। এটা তো ধারণা করার জিনিস। সামান্য কিছুও মনে রাখতে না পারলে বাবা লিখে রাখতেন। বাবা তো রোজই বোঝাতে থাকেন। সর্বপ্রথম তোমাদের বাবার সাথে কানেকশন হয়। বাবাকে স্মরণ করলেই তোমাদের আত্মা পবিত্র হয়ে যাবে। আবার ওখানেও তোমরা পবিত্র থাকো। আত্মা আর শরীর দুটোই পবিত্র থাকে। আবার সেই শক্তি (পবিত্রতার বল) নিঃশেষ হয়ে গেলে পঞ্চতত্ত্বের শক্তি আত্মাকে আকর্ষণ করে। আত্মার গৃহে ফিরে যাওয়ার জন্য শরীরকে ছেড়ে দিতে মন চায়। তোমরা পবিত্র হয়ে শরীর ঐরকম ভাবে সহজেই ত্যাগ করবে যেমন মাখন থেকে একটা চুলকে টেনে বের করা

যায়।

বাচ্চারা, তোমাদের সমস্ত জিনিসের প্রতি এমনকি নিজের শরীরের প্রতিও আসক্তি ত্যাগ করতে হবে। আমরা আত্মারা বিনা শরীরেই এসেছিলাম, আমরা পিওর ছিলাম। এই দুনিয়ার সাথে মমতা ছিল না। ওখানে শরীর ত্যাগ করলে কেউ কাঁদে না। কোনো কষ্ট বা অসুখ নেই। শরীরের প্রতি আসক্তি নেই। যেরকম আত্মা পাট প্লে করে - এক শরীর বৃদ্ধ হলে তখন আবার দ্বিতীয় শরীর ধারণ করে, নিজের পাট প্লে করার জন্য। ওখানে তো রাবণ রাজ্যই নেই। তবে এই সময় বাবার কাছে যেতে হৃদয় চায়। বাবা বলেন আমাকে স্মরণ করো। এই জ্ঞান তোমাদের বুদ্ধিতে আছে। বাবা বলেন পবিত্র হয়ে আমার কাছে আসতে হবে। এখন সবাই পতিত, সেই কারণে পাঁচ ত্বের পুতুলের উপরে মোহ এসে যায়, একে ত্যাগ করতে মন চায় না। নইলে তো বিবেক বলে - শরীর চলে গেলে আমরা বাবার কাছে চলে যাবো। এখন পুরুষার্থ করতে হবে, আমাদের যে পবিত্র হয়ে বাবার কাছে যেতে হবে। বাবা বলেছেন - তোমরা তো আমার ছিলে, এখন আবার আমাকে স্মরণ করো, তবে আত্মা পবিত্র হয়ে যাবে, আবার এই শরীর ধারণ করতেও কোনো কষ্ট হবে না। এখন শরীরের প্রতি মোহ আছে, তাই ডাক্তার ইত্যাদিদের ডাকা হয়। তোমাদের তো খুশীতে থাকা চাই, যে আমরা বাবার কাছে যাচ্ছি। এই শরীরের সাথে এখন আমাদের সংযোগ নেই। এখানে আমরা শরীর পেয়েছি পাট প্লে করার জন্য। ওখানে আত্মা আর শরীর দুটোই স্বাস্থ্যকর হয়। দুঃখের লেশ মাত্র থাকে না। তবে বাচ্চাদের অনেক পুরুষার্থ করার প্রয়োজন। এসময় আমরা যখন বাবার কাছে যাই, তবে আমরা এই শরীর পরিত্যাগ করেই যাই না কেন। তবে যতক্ষণ না যোগ করে পবিত্র হবে, কর্মাজীত অবস্থা না হবে, তো যেতেও পারবে না। এই ভাবনা অজ্ঞানী মানুষের আসবে না, তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের আসবে। এখন আমাদের যেতে হবে। পূর্বে তো আত্মার মধ্যে শক্তি থাকে, খুশী থাকে, কখনো ভীতি থাকে না। এখানে দুঃখ আছে, সেইজন্য মানুষ ভক্তি ইত্যাদি করে। কিন্তু ফিরে যাওয়ার পথ চেনে না। যাওয়ার পথ তো এক বাবা-ই বলেন। আমরা বাবার কাছে যাবো - এর জন্য খুশী থাকি। বাবা বোঝান এখানে তোমাদের শরীরে মোহ আছে। এই মোহ বের করে দাও। এটা তো পঞ্চত্বের দ্বারা নির্মিত শরীর, এ সব হলো মায়া। এই চোখের দ্বারা আত্মা যা কিছু দেখে সবই মায়া আর মায়া। এখানে প্রতিটি জিনিসে দুঃখ আছে। কতো খারাপ। স্বর্গে তো শরীরও ফাস্ট ক্লাস, মহলও ফাস্ট ক্লাস পাওয়া যাবে। দুঃখের ব্যাপারই নেই। এই খেলা দৈব-নির্ধারিত। এই ভাবনা তোমাদের মধ্যে আসা চাই। বাবা বলেন তারা যদি কিছু নাও বোঝে, আত্মা তবে তাদের বলো - বাবাকে স্মরণ করলে বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে, স্বর্গে চলে যাবে। আমরা তো হলাম আত্মা। এই শরীর রূপী পুঙ্খ পরবর্তী কালে প্রাপ্ত করেছি, আমরা এতে আটকে পড়বো কেন? বাবা বোঝান একে রাবণ রাজ্য বলা হয়। রাবণ রাজ্যে দুঃখ আর দুঃখ। সত্যযুগে দুঃখের কোনো ব্যাপার নেই। এখন বাবাকে স্মরণের মাধ্যমে আমরা শক্তি নিই, কারণ দুর্বল হয়ে পড়েছি। দেহ অভিমান সবচেয়ে বেশী কমজোর করে দেয়। তাই বাবা বোঝান এই ড্রামা পূর্বে নির্ধারিত। এটা থেমে যেতে পারে না। মোক্ষ ইত্যাদির কোনো ব্যাপারই নেই। এটা তো পূর্ব নির্ধারিত ড্রামা। বলা হয়ে থাকে- চিন্তা কেন করো, যা হওয়ার তা তো হবেই... যা পাস্ট হয়ে গেছে সেটা আবার হবেই। চিন্তার কোনো ব্যাপার নেই। সত্যযুগে খারাপ কিছু হয় না। এখানে চিন্তা লেগেই আছে। বাবা বলেন এটা তো হলো ড্রামা। বাবা তো পথ বলেই দিয়েছেন। এইরকম ভাবে তোমরা আমার কাছে পৌঁছে যাবে। মাখন থেকে চুল বের হয়ে যাবে (শরীর থেকে আত্মা সহজে বেরিয়ে যাবে)। শুধুমাত্র তোমরা আমাকে স্মরণ করলে আত্মা পবিত্র হয়ে যাবে। পবিত্র হওয়ার আর কোনো যুক্তি নেই। এখন তোমরা মনে করো আমরা রাবণ রাজ্যে বসে আছি। ওটা (সত্যযুগ) হল ঈশ্বরীয় রাজ্য। এই খেলা ঈশ্বরীয় রাজ্য আর রাবণ রাজ্যের। ঈশ্বর কি ভাবে এসে স্থাপনা করেন, এটা কারও জানা নেই। বাবাকেই জ্ঞানের সাগর বলা হয়। তিনি এসেই সমস্ত কিছু বোধগম্য করান। এখন তোমরা সমস্ত জ্ঞান বুঝছো, পরে এই সমস্ত জ্ঞান ভুলে যাবে। যে পড়াশুনার দ্বারা আমরা এই পদ প্রাপ্ত করি, এ সবই ভুলে যাই। স্বর্গে গেল আর এই নলেজ গুপ্ত হয়ে যায়। ভগবান দ্বিমুকুট ধারী কিভাবে বানিয়েছেন, তারাই সেকথা জানে না। তারাই যদি না জানে, তো শাস্ত্র ইত্যাদি যারা পড়ে তারা আর কি জানবে। এমন কি এই নলেজ তাদের স্পর্শও করবে না। তোমরা এখানে এসে শোনো, তাই শীঘ্রই এই জ্ঞান তোমাদের স্পর্শ (টাচ) করে। এ সব গুপ্ত। বাবা বাচ্চাদেরকে শোনান, কী দেখতে পাওয়া যাবে? বুঝতে পারা যায়, আত্মাকে কি দেখেছো? বুঝতে পারা যায় আত্মা আছে। দিব্য দৃষ্টির দ্বারা দেখা যেতে পারে। বাবা বলেন দেখলে কি বুঝবে। আত্মা তো হল ছোট বিন্দু। আত্মারা সংখ্যায় অনেক। ১০-২০ টি আত্মার সাক্ষাৎকারও তোমরা করবে। একটাতে তো কিছু বোঝা যাবে না। বুঝতেই পারবে না। অনেকেরই সাক্ষাৎকার হয়। কি করে বুঝবে- আত্মা না পরমাত্মা? এর পার্থক্য বোঝা যায় না। বসে বসে ছোট ছোট আত্মাদের দেখা যায়। এ কি আর বুঝতে পারা যায় আত্মা না পরমাত্মা!

এখন তোমরা জানো এতো ছোট আত্মাতে কতো শক্তি। আত্মা হলো মালিক, এক শরীর ছেড়ে দ্বিতীয় শরীরে প্রবেশ করে ভূমিকা পালন করবে বলে। প্রকৃতি কতো বিস্ময়কর। শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ে বা কেউ নিঃস্ব হয়ে পড়লে মনে করে এর

থেকে তো ভালো শরীর ছেড়ে দেওয়া। আত্মা বের হয়ে গেলে দুঃখ থেকে মুক্তি পাবে। কিন্তু পাপের বোঝা তো মাথার উপরে, সেটা কি ভাবে মুক্ত হবে? তোমরা পুরুষার্থ করোই যাতে স্মরণের দ্বারা পাপ বিনাশ হয়ে যায়। রাবণের কারণে অনেক পাপ হয়েছে, যার থেকে মুক্ত হওয়ার পথ বাবা বলে দিচ্ছেন। তিনি বলেন - শুধুমাত্র আমাকে স্মরণ করতে থাকো। স্মরণ করতে করতে শরীর ত্যাগ হয়ে যাবে। তোমাদের পাপ ইত্যাদি সব শেষ হয়ে যাবে। স্মরণ করাটাও মাসীর বাড়ী যাওয়ার মতো সহজ ব্যাপার নয়। আমাকে স্মরণ করতে গেলে মায়া তোমাদের খুবই উৎপীড়ন করে। বারে বারে আমাকে ভুলিয়ে দেয়। বাবা তাঁর অনুভবও শোনান। আমি (ব্রহ্মা বাবা) অনেক চেষ্টা করি, তবুও মায়া আমার স্মরণে বাধা সৃষ্টি করে- দুজনে (বাবা আর দাদা) এক সাথে থাকা সম্ভবও। একত্রিত থেকেও বারে বারে তাঁকে ভুলে যাই। এটা খুব কঠিন। বারংবার এটা-সেটা বা অমুকের কথা এসব স্মরণ হয়। তোমরা তো খুব ভালো পুরুষার্থ করছো। কেউ আবার বড় বড় গল্প শোনায়। ১০ - ১৫দিন চার্ট লেখে, তারপর ছেড়ে দেয়। এর জন্য খুব সতর্কতা রাখতে হয়। বোঝাই যায় যখন তোমরা সম্পূর্ণ পবিত্র হয়ে যাবে, কর্মাজীত অবস্থায় পৌঁছবে, তখন তোমরা জিতবে। এটা তো হল ঈশ্বরীয় লটারী। বাবাকে স্মরণ করা - এ হল স্মরণের যোগ- সূত্র। এটা বুদ্ধি দ্বারা বুঝে নেওয়ার ব্যাপার। যদিও বা কেউ বলে আমরা বাবাকে স্মরণ করি, কিন্তু বাবা বলেন তাঁকে কি ভাবে স্মরণ করতে হয় তা-ই জান না। এক্ষেত্রে পদ প্রাপ্তিরও পার্থক্য এসে যায়। কি ভাবে রাজ্য স্থাপন হয়েছে। তোমরা অনেক বার রাজত্ব করেছ আবার হারিয়েছও। বাবা প্রত্যেক ৫ হাজার বছর পরে পড়ান। আবার রাবণ রাজ্যে তোমরা পাপের পথে (বাম মার্গে) চলে যাও। যারা দেবতা ছিল তারাই আবার পাপের পথে নামতে থাকে, তাই বাবা অনেক অন্তর্নিহিত কথা বোঝান - বাবাকে স্মরণ করার জন্য। এটা তো খুব সহজ, শরীর ত্যাগ করে বাবার কাছে চলে যাবে। আমাকে জানলে তবে যোগবলের দ্বারা বিকর্ম বিনাশ হবে। সেটা তো শেষের দিকেই হবে। কিন্তু কেউই ফিরে আসে না। যে যা কিছুই করুক না কেন, যথার্থ যোগ তো আমি এসেই শেখাই। আবার অর্ধ-কল্প যোগবল চলতে থাকে। সেখানে তো অপরিসীম সুখ ভোগ করো। ভক্তি মার্গে মানুষ কি-কি সব করতে থাকে। বাবা যখন এসে জ্ঞান দিতে থাকেন তখন আবার ভক্তি হয় না। জ্ঞানের আলোকে দিন হয়ে গেছে এবার কোনোই কষ্ট নেই। ভক্তি হলো রাত - ঠোঁকর খাওয়ার। ওখানে তো দুঃখের ব্যাপারই নেই। এই সব কথা যারা এখানকার স্যাপলিং (চার্য) হবে তাদের বুদ্ধিতে বসবে। এটা খুব সূক্ষ্ম ব্যাপার, ওয়ান্ডারফুল জ্ঞান, যেটা কি না বাবা ব্যাভীত আর কেউই বোঝাতে পারে না। বুঝতে পারার মতো খুব কমই আছে। ড্রামাতে এটা পূর্ব নির্ধারিত। তার কোনো কিছুই অন্যথা হয় না। মানুষ তো মনে করে পরমাত্মা কি না করতে পারে। কিন্তু ভগবান তো আসেনই একবার, এসে তোমাদের স্বর্গের পথ বলে দেন।

এখন বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধি কতো বিশাল হয়ে গেছে। এই দুই জন একত্রিত আছেন। ইনি (ব্রহ্মা) কাউকে দেখলে, মনে করেন তাকে শান্তির দান দিতে হবে। কাউকে দেখলে বোঝা যায় সে আমাদের ঘরানার কি না। সেবার যোগ্য (সার্ভিসেবল) বাচ্চাদেরও কাজ তাদের নাড়ী দেখা। যদি আমাদের কুলের হয় তবে শান্ত হয়ে যাবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) পবিত্র হয়ে বাবার সাথে গৃহে যাওয়ার জন্য এই পঞ্চতন্ত্রের পুতুলের প্রতি মোহ রাখতে নেই। শরীর ত্যাগ করার ভীতি সরিয়ে ফেলতে হবে।

২) স্মরণের যাত্রার চার্ট খুব মনোযোগ দিয়ে বাড়াতে থাকতে হবে। যোগবলের দ্বারা আত্মাকে পবিত্র করে, কর্মাজীত হয়ে ঈশ্বরীয় লটারীকে জিতে (উইন) নিতে হবে।

বরদানঃ:- সিদ্ধিকে স্বীকার করার পরিবর্তে সিদ্ধির প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখানো শক্তিশালী আত্মা ভব
এখন তোমাদের সকলের সিদ্ধির প্রত্যক্ষ রূপ দেখা যাবে। কোনও বিগড়ে যাওয়া কাজও তোমাদের দৃষ্টির দ্বারা, তোমাদের সহযোগের দ্বারা সহজেই সমাধান হবে। কোনও সিদ্ধির রূপে তোমরা এটা বলবে না যে - হ্যাঁ এটা হয়ে যাবে। কিন্তু তোমাদের ডায়রেকশন স্বতঃই সিদ্ধি প্রাপ্ত করাতে থাকবে তবেই প্রজা দ্রুত তৈরী হবে, সবদিক থেকে মন-বুদ্ধি সরিয়ে নিয়ে তোমাদের কাছে আসবে। এই সিদ্ধির পার্ট এখন চলবে কিন্তু তার আগে এতটা শক্তিশালী হও যে সিদ্ধিকে স্বীকার করবে না, তবে প্রত্যক্ষতা হবে।

স্নোগানঃ:- অব্যক্ত স্থিতিতে স্থিত হয়ে বাবার সাথে মিলিত হও, তবে বরদানের ভান্ডার খুলে যাবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - এখন হলো তোমাদের বাণপ্রস্থ অবস্থা কারণ তোমাদের বাণীর উর্ধ্ব ঘরে যেতে হবে, সেইজন্য স্মরণে থেকে পবিত্র হও"

*প্রশ্নঃ - উঁচু লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য কোন বিষয়ে অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে?

*উত্তরঃ - নিজের চোখ দুটির বিষয়ে সতর্ক থাকো, কারণ এই চোখ হলো অত্যন্ত প্রবঞ্চক(যা ধোঁকা দেয়)। ক্রিমিনাল চোখ অত্যন্ত ক্ষতি করে সেইজন্য যতখানি সম্ভব ততখানি নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করো। ভাইয়ের প্রতি ভাইয়ের দৃষ্টি যেমন হয় সেই অভ্যাস করো। সকাল-সকাল উঠে একান্তে বসে নিজের সঙ্গে কথা বলো। ভগবানের হুকুম (আজ্ঞা) হলো -- মিষ্টি বাচ্চারা, মহাশত্রু কাম-বিকারের থেকে সাবধানে থাকো।

ওম্ শান্তি । মিষ্টি মিষ্টি আত্মা রূপী বাচ্চারা এ তো বুঝে গেছে, কারণ এখানে বোধসম্পন্নরাই (সমঝদার) আসতে পারে। এখানে কোনো মানুষ পড়ায় না। এখানে তো ভগবান পড়ান। ভগবানেরও পরিচয় চাই। নাম কত বড় ভগবান আর তারপর বলে নাম-রূপের উর্ধ্ব। এখন বাস্তবে হলোও পৃথক। এত ছোট বিন্দু, বলাও হয়ে থাকে আত্মা হলো স্টার। যেমন ওই নক্ষত্ররা ছোট তো নয়। এই আত্মারূপী স্টার তো প্রকৃতই ছোট। বাবা হলেন বিন্দু। বাবা হলেন সদা পবিত্র। ওঁনার মহিমাও আছে জ্ঞানের সাগর, শান্তির সাগর.....। এতে বিভ্রান্ত হওয়ার কোনো কথা নেই। মুখ্য কথা হলো পবিত্র হওয়া। বিকারের জন্যই ঝগড়া হয়। পবিত্র হওয়ার জন্য পতিত-পাবনকে ডাকে। তাহলে অবশ্যই পবিত্র হতে হবে, তাই না ! এতে বিভ্রান্ত হবে না। যাকিছু পাস্ট হয়ে গেছে, বিঘ্ন ইত্যাদি পড়েছে, এ নতুন কথা নয়। অবলাদের উপর অত্যাচার হতেই হবে। অন্যান্য সংসঙ্গে এ'সব কথা হয় না। কোথাও গন্ডগোল হয় না। এখানেই গন্ডগোল বিশেষ করে এই কথার উপরেই হয়ে থাকে। বাবা পবিত্র করতে আসেন তখন কত গন্ডগোল হয়। বাবা বসে পড়িয়ে থাকেন। বাবা বলেন -- আমি আসিই বাণপ্রস্থ অবস্থায়, নিয়মও এখান থেকেই শুরু হয়। তাহলে বাণপ্রস্থীরা অবশ্যই বাণপ্রস্থেই থাকবে। বাণীর উর্ধ্ব যাওয়ার জন্য বাবাকে সম্পূর্ণরূপে স্মরণ করে পবিত্র হতে হবে। পবিত্র হওয়ার পদ্ধতি তো একটিই রয়েছে। ফিরে যেতে হলে তখন অবশ্যই পবিত্র হতে হবে। যেতে তো সকলকেই হবে। দুই-চারজন তো যাবে না। সমগ্র পতিত দুনিয়াই পরিবর্তিত হয়ে যাবে। এই ড্রামা কারোরই জানা নেই। সত্যযুগ থেকে কলিযুগ পর্যন্ত এ হলো ড্রামার চক্র। বাবা বলেন নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করতে হবে আর পবিত্র অবশ্যই হতে হবে। তবেই তোমরা শান্তিধাম এবং সুখধামে যেতে পারবে। গায়নও রয়েছে, গতি-সদগতিদাতা হলেন একজনই। সত্যযুগে অতি অল্প সংখ্যকই থাকে আর তারা পবিত্র থাকে। কলিযুগে হলো অনেক ধর্ম আর অপবিত্র হয়ে পড়ে। এ হলো সহজ কথা। আর বাবা প্রথমেই বলে দেন। বাবা তো জানেন যে গন্ডগোল অবশ্যই হবে। না জানলে, তাহলে কেন যুক্তিগুলি রচনা করেছেন যে চিঠি নিয়ে এসো যে আমাদের জ্ঞান অমৃত পান করতে যেতে হবে। জানে যে এই ঝগড়া হওয়াও ড্রামায় নির্ধারিত হয়ে রয়েছে। এই ভবিতব্যকে কেউ এড়িয়ে যেতে পারে না। মানুষ কেবল অক্ষর বলে দেয় কিন্তু অর্থ বোঝেনা। বাচ্চারা, এ হলো অত্যন্ত উচ্চপর্যায়ের পঠন-পাঠন। চোখ এমন প্রবঞ্চনাকারী যে আর জিজ্ঞাসা করো না। এ হলো তমোপ্রধান দুনিয়া। কলেজেও অনেকে খারাপ হয়ে যায়। বিদেশের কথা তো জিজ্ঞাসাই করো না। সত্য যুগে এ'ধরণের কথা হয় না। ওরা তো বলে দেয় যে সত্যযুগের তো লক্ষ লক্ষ বছর হয়ে গেছে। বাবা বলেন -- কাল তোমাদের রাজ্য ভাগ্য দিয়ে গিয়েছিলাম, সবকিছু হারিয়ে ফেলেছো। লৌকিকেও বাবা বলে -- তোমাদের এত ধন-সম্পদ দিয়েছি, সব হারিয়ে ফেলেছো। এরকমও বাচ্চা বেরোয় যারা স্বল্প সময়ের মধ্যে ধনসম্পদ উড়িয়ে দেয়। অসীম জগতের বাবাও বলেন -- আমি তোমাদেরকে কত ধন-সম্পদ দিয়ে গিয়েছিলাম, তোমাদের কত সুযোগ্য করে বিশ্বের মালিক বানিয়েছিলাম। এখন ড্রামা অনুসারে তোমাদের কি হাল হয়ে গেছে ! তোমরা আমার সেই বাচ্চাই তো, তাই না ! তোমরা কত ধনবান ছিলে। এ হলো অসীম জগতের কথা যা তোমরা বুঝিয়ে থাকো। একটি কাহিনী আছে যে রোজ বলতো 'সিংহ এসেছে, সিংহ এসেছে, কিন্তু সিংহ আসতো না। একদিন সত্যি করেই সিংহ এসে পড়ে। তোমরাও বলো -- মৃত্যু এলো কি এলো, তখন বলে যে এরা রোজ বলে, বিনাশ তো হয়না। এখন তোমরা জানো যে একদিন বিনাশ অবশ্যই হবে। তারই আবার কাহিনী তৈরি করে দিয়েছে। অসীম জগতের বাবা বলেন ওদের দোষ নেই। কল্পপূর্বেও হয়েছিল। এ হলো ৫ হাজার বছরের কথা। বাবা তো অনেকবার বলেছেন -- সেও তোমরা লিখতে থাকো যে ৫ হাজার বছর পূর্বেও অবিকল এইরকম মিউজিয়াম খুলেছিল, ভারতে দেবী-দেবতা ধর্ম স্থাপন করার জন্য। একদম ক্লিয়ার করে লেখো তবেই এসে বুঝবে। বাবা এসেছেন। বাবার উত্তরাধিকার হলোই স্বর্গের বাদশাহী।

ভারতে স্বর্গ ছিল। সর্বপ্রথমে নতুন দুনিয়ায় নতুন ভারত, হেভেন (স্বর্গ) ছিল। হেভেন তারপর হেল। এ হলো অতি বৃহৎ অসীম জগতের ড্রামা, এখানে সকল পার্টধারীরা রয়েছে। ৮৪ জন্মের পার্ট প্লে করে এখন পুনরায় আমরা ফিরে যাই। প্রথমে আমরা মালিক ছিলাম তারপর কাঙাল হয়েছি। এখন পুনরায় বাবার মতে চলে মালিক হয়ে যাই। তোমরা জানো যে আমরা শ্রীমৎ অনুসারে প্রতি কল্পে ভারতকে স্বর্গে পরিণত করি। পবিত্রও অবশ্যই হতে হবে। পবিত্র হওয়ার কারণেই অত্যাচার হয়ে থাকে। বাবা বাচ্চাদের বোঝান তো অনেককিছু, তারপর বাইরে যাওয়ার পর অবোধ হয়ে পড়ে। আশ্চর্য হয়ে শোনে, বলে, জ্ঞান প্রদান করে, ওঃ আমার মায়া, পুনরায় তেমন তেমনই হয়ে যায়, আরোই খারাপ হয়ে পড়ে। কাম-বিকারে আবদ্ধ হয় আর পতন ঘটে।

শিববাবা এই সময় ভারতকে শিবালয় পরিণত করে থাকেন। তাহলে বাচ্চাদেরও পুরুষার্থ করা উচিত। অসীম জগতের এই বাবা হলেন অতি মিষ্টি-মধুর পিতা। যদি সকলেই জেনে যায় তাহলে অনেকেই চলে আসবে। পড়াশোনা চলতে পারবে না। পড়াশোনায় তো নিরিবিলি (একান্ত) চাই। সকালে কত শান্তি থাকে। আমরা নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করি। স্মরণ ব্যতীত বিকর্ম বিনাশ হবে কিভাবে? এই দৃষ্টিভঙ্গি লেগেই রয়েছে। এখন পতিত, কাঙাল হয়ে পড়েছে এরপর পবিত্র, রাজমুকুটধারী (সিরতাজ) হবে কিভাবে? বাবা তো একদম সহজ কথা বুঝিয়ে থাকেন। গোলমাল তো হবে। ভয় পাওয়ার কোনো কথা নেই। বাবা হলেন একদম সাধারণ। পোশাকাদি সব সে'রকমই রয়েছে, কোনো পার্থক্য নেই। সন্ন্যাসীরা তো তবুও ঘর-পরিবার ত্যাগ করে গেরুয়া বসন পড়ে নেয়। এঁনার তো সেই একই পোশাক। কেবল বাবা প্রবেশ করেছেন আর কোন পার্থক্য নেই। যেমনভাবে বাবা বাচ্চাদেরকে ভালোবেসে দেখাশোনা করেন পালন পোষণ করেন সেই রকম ভাবেই তিনিও করেন। অহংকারের কোনো কথা নেই। একদম সাধারণ ভাবে চলেন। কেবল থাকার জন্য ঘরবাড়ি তো নির্মাণ করতেই হবে। সেও সাধারণ তোমাদের তো অসীম জগতের বাবা পরান। বাবা হলেন চুশ্বক। কম কিসের? কন্যারা পবিত্র হয় তখন অতি সুখ প্রাপ্ত হয়। ওরা তো বলে কোন শক্তি রয়েছে কিন্তু শক্তি কাকে বলে সেও বোঝেনা সর্বশক্তিমান বাবা রয়েছে তিনি সকলকে এমন ভাবে তৈরি করে। কিন্তু সকলেই তো একই রকম হতে পারে না তাহলে তো ফিচার্স ও একই রকমের হয়ে যাবে পদমর্যাদাও একই হবে। এই ড্রামা তো নির্ধারণ করাই রয়েছে ৮৪ জন্মে তোমাদের সেই ৮৪ টি ফিচার্স (চেহারা) প্রাপ্ত হয়। যা পূর্বকল্পে প্রাপ্ত হয়েছিল সেই চেহারায় প্রাপ্ত হতে থাকবে। এতে কোনো হেরফের হতে পারে না। কত বোঝার এবং ধারণ করার মতন কথা। শান্তি এখন তো হতে পারে না, পরস্পর লড়াই করতে থাকে। মৃত্যু তো শিয়রে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ড্রামা অনুসারে অদ্বিতীয় আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মের স্থাপনা আর বাকি ধর্মগুলির বিনাশ হবে। অ্যাটোমিক বোমা নির্মাণ করতে থাকে। ন্যাচারাল ক্যালামিটিজও(প্রাকৃতিক বিপর্যয়) হবে। বড়-বড় পাথর পড়বে, যারফলে সমস্ত ঘরবাড়ি ইত্যাদি ভেঙে পড়বে। যতই মজবুত ঘরবাড়ি নির্মাণ করুক, ভিত পোক্ত করে নির্মাণ করুক কিন্তু কিছুই তো থাকবে না। ওরা মনে করে ভূমিকম্পও পড়তে পারে না। কিন্তু বলে যে যতই করো, শততলা বিশিষ্ট ঘরবাড়ি নির্মাণ করো কিন্তু বিনাশ তো অবশ্যই হবে। এ'সব কিছুই থাকবে না।

বাচ্চারা, তোমরা এখানে এসেছো স্বর্গের উত্তরাধিকার পাওয়ার জন্য। বিদেশে দেখো কি অবস্থা হয়ে রয়েছে। একে রাবণের মিথ্যে আড়ম্বর(পম্প) বলা হয়। মায়া বলে -- আমিও কম নই। ওখানে তো তোমাদের হীরে- জহরতের মহল থাকে। সমস্ত জিনিস সোনার হবে। ওখানে তো দোতলা-তিনতলা ঘর-বাড়ি তৈরির প্রয়োজনই নেই। জমির জন্যও খরচা লাগে না। সব কিছুই মজুদ থাকে। তাহলে বাচ্চাদের অত্যন্ত পুরুষার্থ করা উচিত। সকলকে সমাচার দিতে হবে। ভালো ভালো বাচ্চারা পান্ডা হয়ে আসে রিফ্রেশ হওয়ার জন্য, এও ড্রামায় নির্ধারিত হয়ে রয়েছে। তবুও আসবে। এতসব এসেছে, জানা নেই যে এদের সকলকে পুনরায় দেখবো কি না? এরা সকলে দাঁড়াতে পারবে কি না? এসেছে তো অগণিত, তারপর আশ্চর্যজনকভাবে পালিয়ে গেছে। লেখে যে বাবা আমি পড়ে গেছি। আরে, উপার্জিত অর্থ (কামাই) নষ্ট করে দিয়েছে! তারপর এতখানি উঁচুতে চড়তে পারে না। এ হলো সবথেকে বড় অবজ্ঞা (অমান্য করা)। ওরা অর্ডিন্যান্স বের করে। অমুক টাইমে কেউ বাইরে বেরোবে না, নাহলে শ্যুট করে দেবো। বাবাও বলেন -- বিকারে গেলে তখন শ্যুট হয়ে যাবে। ভগবানের হুকুম রয়েছে, তাই না! সতর্ক থাকা। আজকাল গ্যাস ইত্যাদি এ'রকম জিনিস বেরিয়েছে যে মানুষ বসে বসে তৎক্ষণাৎ শেষ হয়ে যাবে। এইসব কিছু ড্রামায় নির্ধারিত রয়েছে কারণ পরবর্তী সময়ে হাসপাতাল ইত্যাদি থাকবে না। আত্মা ঝট করে এক শরীর ত্যাগ করে দ্বিতীয় ধারণ করে। দুঃখ-ক্লেশ ইত্যাদি সবকিছু থেকে মুক্ত হয়ে যায়। ওখানে ক্লেশ ইত্যাদি থাকে না। আত্মা হলো স্বতন্ত্র। যে সময়ে আয়ু সম্পূর্ণ হয়ে যায়, তখন শরীর ত্যাগ করে। ওখানে কাল (মৃত্যু ভয়) থাকে না। রাবণ থাকে না তাহলে কাল সেখানে কিভাবে আসবে? এ হলো রাবণের দূত, ভগবানের নয় ভগবানের বাচ্চারা তো অত্যন্ত প্রেমময় হয়। বাবা কখনো বাচ্চাদের দুঃখ সহ্য করতে পারেন না। ড্রামা অনুসারে তোমরা কল্পের তিনভাগ সুখ পাও। বাবা যে এত সুখ দেন তাহলে ওঁনার শ্রীমৎ অনুসারে চলা উচিত। এ হলো অন্তিম জন্ম, বাবা বলেন গৃহস্থী

জীবনে থেকে অন্তিম জন্মে পবিত্র হতে হবে। বাবার স্মরণের মাধ্যমেই বিকর্ম বিনাশ হবে। জন্ম-জন্মান্তরের পাপ মাথার উপর রয়েছে। তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান অবশ্যই হতে হবে। বাবা হলেন সর্বশক্তিমান অথরিটি। যারাই শাস্ত্রাদি পড়ে, তাদেরকে অথরিটি বলা হয়। এখন বাবা বলেন -- আমি হলাম সবকিছুরই অথরিটি। আমি এই ব্রহ্মার দ্বারা সর্বশাস্ত্রের সারকথা এসে শোনাই। নিজেকে আত্মা মনে করে আমায় স্মরণ করো তবেই পাপ বিনাশ হবে। কেবল জলে স্নান করলে পবিত্র কিভাবে হবে? কোথাও এক আঁজলা জল (সামান্য জল) থাকলে সেখানে তাকেও তীর্থ মনে করে ঝটপট স্নান করবে। একেই বলা হয় তমোপ্রধান নিশ্চয়। তোমাদের এ হলো সতোপ্রধান নিশ্চয়। বাবা বোঝান, এতে ভয়ের কোনো কথা নেই। আত্মা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) পবিত্র হওয়ার জন্য ভগবান যে হুকুম দিয়েছেন কখনো তা অবজ্ঞা করা উচিত নয়। অনেক-অনেক সাবধানে থাকতে হবে। বাপ-দাদা দুজনের লালন-পালনের রিটার্নে পবিত্র হয়ে দেখাতে হবে।

২) ড্রামার ভবিতব্য অটলভাবে নির্ধারিত হয়ে রয়েছে, তাকে জেনে সদা নিশ্চিত হয়ে থাকতে হবে। বিনাশের পূর্বে সকলের কাছে বাবার পয়গাম পৌঁছে দিতে হবে।

বরদানঃ- জ্ঞান অমৃতের দ্বারা তৃষ্ণার্ত আত্মাদের তৃষ্ণা নিবারণ করে তৃপ্ত করা মহান পুণ্য আত্মা ভব। কোনো তৃষ্ণার্তের তৃষ্ণা নিবারণ করা, এ হলো মহান পুণ্য। যেমন জল না পেলে তৃষ্ণায় ছটফট করতে থাকে তেমনই জ্ঞান অমৃত না পেয়ে আত্মারা দুঃখ-অশান্তিতে ছটফট করছে, সেইজন্য তাদেরকে জ্ঞান অমৃত দিয়ে তৃষ্ণা নিবারণকারী হও। যেভাবে ভোজন করার জন্য অবসর বের করে নাও কারণ আবশ্যকতা রয়েছে, সেইভাবেই এই পুণ্য কর্ম করাও আবশ্যক। সেইজন্য এই চান্স (সুযোগ) নিতে হবে, সময় বের করতে হবে -- তবেই বলা হবে মহান পুণ্য আত্মা।

স্নোগানঃ- অতীতে বিন্দু লাগিয়ে সাহসের সাথে এগিয়ে চলো, তবেই বাবার সহযোগ প্রাপ্ত হতে থাকবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent

4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবার কর্তব্য হলো, কাঁটার জঙ্গলকে বিনাশ করে ফুলের বাগান তৈরী করা, এতেই নম্বরওয়ান ফ্যামিলি প্ল্যানিং হয়ে যায়"

*প্রশ্নঃ - ফ্যামিলি প্ল্যানিং-এর ফার্স্টক্লাস শাস্ত্র কোনটি এবং কিভাবে?

*উত্তরঃ - গীতা হলো ফ্যামিলি প্ল্যানিং-এর ফার্স্টক্লাস শাস্ত্র। কারণ গীতার দ্বারাই বাবা অনেক ধর্মের বিনাশ করে এক ধর্মের স্থাপনা করেছেন। গীতা-তেই ভগবানের মহাবাক্য রয়েছে, কাম মহাশত্রু। যখন কাম-রূপী শত্রুর উপরে বিজয়লাভ করো তখন স্বাভাবিকভাবেই ফ্যামিলি প্ল্যানিং হয়ে যায়। এই কার্য হলো একমাত্র বাবার। এ কোনো মানুষের কার্য নয়।

ওম শান্তি । শিব ভগবানুবাচ। বাবা বসে তাঁর আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে বোঝান যে, এই দুনিয়াকে তো অবশ্যই আসুরী দুনিয়া বলা হবে। আর নতুন দুনিয়াকে দৈবী দুনিয়া বলা হবে। দৈবী দুনিয়ায় অল্পসংখ্যক মানুষ থাকে। এখন এই গুপ্ত কথাও তো কাউকে বোঝাতে হবে । যারা পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের মন্ত্রী হন, তাদেরকেও বোঝানো উচিত । বলা, গীতার কথা অনুযায়ী ফ্যামিলি প্ল্যানিং-এর কর্তব্য তো একমাত্র বাবার। গীতাকে তো সবাই মানে। গীতা হলোই ফ্যামিলি প্ল্যানিং-এর শাস্ত্র। গীতার দ্বারাই বাবা নতুন দুনিয়া স্থাপন করেন। তাঁর এই পাট স্বাভাবিকভাবেই ড্রামায় ফিঙ্গড হয়ে রয়েছে। বাবাই এসে আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা করেন অথবা পবিত্র ন্যাশানালিটি স্থাপনা করেন। নিজেকে দেবী-দেবতা ধর্মেরই বলবে। গীতায় ভগবান পরিস্কার ভাবে বলেছেন যে, আমি আসিই এক ধর্মের স্থাপনা করতে, আর বাকি সব ধর্মের বিনাশ করতে। আর এতেই ফ্যামিলি প্ল্যানিং অত্যন্ত ভালোভাবে হয়ে যাবে। সমগ্র সৃষ্টিতে জয়-জয়কার হবে আর এক আদি সনাতন ধর্মের স্থাপনা হয়ে যাবে। মানুষের সংখ্যা অত্যধিক হওয়ার কারণে অনেক নোংরা(অপবিত্র) হয়ে গেছে। ওখানকার পশু, পাখী ইত্যাদি সবই ফার্স্টক্লাস হবে, যা দেখলেই হৃদয় খুশীতে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে, ভয়ের কোনো কারণ নেই। বাবা বসে বোঝান যে, তোমরা আমাকে ডেকেছই এইজন্য যে এসে ফ্যামিলি প্ল্যানিং কর অর্থাৎ অপবিত্র পরিবারকে ফিরিয়ে নিয়ে যাও, আর পবিত্র পরিবারের স্থাপনা করো। তোমরা সবাই বলতে -- বাবা এসো আর এসে অপবিত্র দুনিয়ার বিনাশ করে নতুন দুনিয়া তৈরী কর। এ হলো বাবার-ই প্ল্যানিং। দেখলেই হৃদয় খুশীতে ভরে যায়। লক্ষ্মী-নারায়ণকে দেখলেই তোমাদের হৃদয় খুশীতে ভরে ওঠে, তাই না। ওখানে তো যেমন রাজা-রানী তেমনই প্রজা, সবই ফার্স্টক্লাস। এই পরিবার পরিকল্পনার যুক্তি তো ড্রামায় ফিঙ্গড হয়ে রয়েছে। বাচ্চারা তোমাদের বোঝাতে হবে - পারলৌকিক পিতা তো ফার্স্টক্লাস সত্যযুগের প্ল্যানিং করেন, কাঁটার জঙ্গলকেই ধ্বংস করে দেয়। সমগ্র কাঁটার জঙ্গল-সদৃশ খড়ের গাদা রূপী দুনিয়াতে (ভেঙ্কোর) আগুন লেগে যায়। এই কার্য তো একমাত্র বাবার-ই। তোমরা কিছুই করতে পারো না। যতই পরিশ্রম করো, সফল কেউ-ই হতে পারবে না। বাবা বলেন - যে কাম-বিকারকে তোমরা নিজেদের মিত্র বলে মনে করো আসলে তা হলো সর্বাপেক্ষা বড় শত্রু। অনেকেই আছে যারা এর মিত্র হয়ে যায়। বাবা অর্ডিন্যান্স বের করেন - তোমরা এর উপরে বিজয়লাভ করো। তোমরা বোঝাও যে - বাবা বলেন, কাম হলো মহাশত্রু। বেচারার-রা তো জানেই না যে ফ্যামিলি প্ল্যানিং কিভাবে হচ্ছে। ড্রামা অনুসারে এ তো প্রতি কল্পে বাবা-ই করে থাকেন। এর পুনরাবৃত্তি হতেই থাকবে। সত্যযুগে অনেক কমসংখ্যক মানুষ হয়, এতে চিত্তার কোন কারণ নেই। প্র্যাকটিক্যালি বাবা এখন এই কার্য সম্পাদন করছেন। তারা তো মাথা চাপড়াতে থাকে। শিক্ষামন্ত্রী-কেও বোঝাও। এখনকার মানুষের চরিত্র অত্যন্ত খারাপ। দেবতাদের চরিত্র কত ভাল ছিল। তোমরা বেরোয়াভাবে কথা বল। বলা, এ কোনো মন্ত্রীর কর্ম নয়। এ তো একমাত্র উচ্চ থেকে উচ্চতম বাবার কর্ম। এই দেবতাদের রাজত্বে তো এক ধর্ম, এক রাজ্য, এক ভাষা ছিল। কত অল্পসংখ্যক মানুষ ছিল। কিন্তু অতি অল্পসংখ্যক বাচ্চাই এইরকম যুক্তিযুক্তভাবে বলতে পারে। কারণ তাদের সেই আধ্যাত্মিক অথরিটি থাকে না। তাদেরকে এই লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্র দেখানো উচিত। এই ফ্যামিলি প্ল্যানিং বাবা-ই করেছিলেন। এখন পুনরায় করছেন। এঁাদের (লক্ষ্মী-নারায়ণ) রাজ্য স্থাপন করা হচ্ছে।

বাবা বলেন - এই লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্র সর্বদা সম্মুখে রাখো আর অনেক আলো ইত্যাদি দিয়ে সাজাও। প্রভাতফেরীতেও যেন এই ট্রান্স লাইটের চিত্র থাকে। যা একদম পরিষ্কারভাবে সকলেই দেখতে পারে। তোমরা বলা যে, আমরা এইরকম ফ্যামিলি প্ল্যানিং করছি। যেমন রাজা-রানী তেমনই প্রজা। ডিটি ডিনায়েস্টি স্থাপনা হচ্ছে। আর বাকি সব বিনাশ প্রাপ্ত হবে। তোমরা তো বলেও থাকো যে, হে পতিত-পাবন এসো, আমাদের পবিত্র কর। তা তো একমাত্র বাবাই করতে পারেন।

একমাত্র দেবী-দেবতা ধর্মই পবিত্র হয়। বাকি সব শেষ হয়ে যায়। তোমরা বলো যে, সব প্ল্যানিং শিববাবার হাতেই রয়েছে। সত্যযুগে এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়ে যাবে। ওখানে থাকেই দেবতা-বংশীয়রা, শূদ্ররা সেখানে থাকে না। এ হলো অতি সুন্দর পরিকল্পনা। আর বাকি সব ধর্মের বিনাশ হয়ে যাবে। বাবার এই পরিকল্পনাকে এসে তোমরা বোঝো। তোমাদের এই কথা শুনে অনেকেই তোমাদের কাছে নিজেকে সমর্পণ করবে। এই মন্ত্রী ইত্যাদিরা কিভাবে নির্বিকারী পরিবারের পরিকল্পনা করতে পারে। বাবা অর্থাৎ মিনি উচ্চ থেকে উচ্চতম ভগবান, তিনিই আসেন এই প্ল্যানিং করতে। বাকি আর যে সব অনেক ধর্ম রয়েছে, সেগুলিকে বিনাশ করে দেন। এই বিষয়টি রয়েছেই অসীম জগতের পিতার হাতে। পুরানো জিনিসকে নতুন করে দেন। নতুন দুনিয়ার স্থাপন করে পুরানোকে বিনাশ করে দেন। এও ড্রামায় ফিগুড হয়ে রয়েছে। তোমাদের বোঝানো উচিত যে - বোনেরা এবং ভাইয়েরা, বাবা তোমাদের বলছেন যে, এই সৃষ্টি-চক্রের আদি-মধ্য-অন্তকে তোমরা জানো না। সত্যযুগের প্রারম্ভে না এতো মানুষ থাকে আর না ফ্যামিলি প্ল্যানিং-এর কথা বাবা বলেন। প্রথমে তোমরা সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তকে এসে বোঝো। বাবা-ই সঙ্গতিদাতা। সঙ্গতি অর্থাৎ সত্যযুগের মানুষ। প্রথম-প্রথম এই দেবী-দেবতারা অতি অল্পসংখ্যক ছিল। সেই ধর্ম ছিল ফার্স্টক্লাস। ফুলেদের জন্য বাবা ফার্স্টক্লাস প্ল্যানিং তৈরী করেন। কাম হলো মহাশত্রু। আজকাল তো এরজন্য প্রাণও দিয়ে দেয়। কারোর যদি কারোর সাথে প্রেম থাকে, মা-বাবা যদি বিয়ে না দেয়, ব্যস্ তাহলে ঘরেই শোরগোল (ঝামেলা) শুরু করে দেয়। এ হলো অপবিত্র দুনিয়া। সকলেই একে-অপরকে কাঁটা ফোটাতে থাকে। সত্যযুগে তো পুষ্পবর্ষণ হয়। তাই এমন-এমন বিচার সাগর মন্থন কর। বাবা ইশারা দিতে থাকেন। তোমরা এদের রিফাইন করো। চিত্রও ভিন্ন-ভিন্ন প্রকারের তৈরী করা হয়। ড্রামা অনুসারে যা কিছুই হয় তা সবই সঠিক। কাউকে বোঝানোও অনেক সহজ। সকলের ধ্যানকে বাবার দিকে আকর্ষণ করতে হবে। এই কার্যও একমাত্র বাবার-ই। এখন এই কার্য তো বাবা উপরে বসে করবেন না। তিনি বলেনও যে, যখন-যখন ধর্মের অতি গ্লানি হয়, যখন রাজ্য আসুরীয় হয়ে যায় তখন-তখনই আমি এসে এই সবকিছুর বিনাশ করে দৈবী-রাজ্যের স্থাপনা করি। মানুষ তো অজ্ঞানতার নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে। এই সবকিছুই বিনাশ প্রাপ্ত হবে। যারা নির্বিকারী হয় তাদেরই পরিবার এসে এখানে রাজত্ব করে। গায়নও রয়েছে - ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা, কিসের? এই পরিবারের। এই পরিকল্পনাই এখন হচ্ছে। ব্রহ্মাকুমার-কুমারীরা পবিত্র হয় তাহলে তাদের জন্য অবশ্যই পবিত্র দুনিয়া চাই। এই পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগ অতি ক্ষুদ্র। এই অতি অল্পসময়ের মধ্যে কত ভাল প্ল্যানিং করে দেন। বাবা সকলের হিসেব-নিকেশ চুক্ত করিয়ে নিজের ঘরে নিয়ে যান, এতো সব নোংরা(অপবিত্রতা) তো সেখানে নিয়ে যাবেন না। ছিঃ ছিঃ অর্থাৎ অপবিত্র আত্মারা যেতে পারে না, তাই বাবা এসে ফুলে পরিনত করে নিয়ে যান। এমন-এমন কথার উপর বিচার সাগর মন্থন করো। তোমরা রিয়েলাইজেশন করতে থাকো। বাবা বলেন, আমি এক ধর্মের স্থাপনা করার জন্য তোমাদের রিহার্সাল করাই। এই পরিবার পরিকল্পনা কে করেন? বাবা বলেন যে, আমি কল্প-পূর্বের মতন নিজের কার্য করছি। আহ্বানও করে, অপবিত্র (পতিত) ফ্যামিলিকে পরিবর্তিত করে পবিত্র ফ্যামিলি স্থাপন করো। এইসময় সকলেই পতিত। বিবাহের জন্য লক্ষ-লক্ষ টাকা খরচ করে। তারা কত অনুষ্ঠান করে এবং আরোই পবিত্র থাকার বদলে অপবিত্র হয়ে যায়।

বাচ্চারা, তোমাদের এখন এই ঈশ্বরীয় কার্য (ধান্দা) করা উচিত। সকলকে বোঝানো উচিত। সকলেই আসুরী (অজ্ঞানতার) নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে, তাদের জাগ্রত করা উচিত। নিজে সুন্দর (গৌর) হয়ে অন্যদেরও এমন বানাও। তবেই বাবার ভালোবাসা পাবে। সেবাই যদি না করো তবে আর কি পাবে? যদি কেউ বাদশাহ হয় তবে তো সে অবশ্যই কিছু ভালো কর্ম করেছে। এ তো যে কেউ বুঝতে পারে। এরা রাজা-রানী, আমরা দাস-দাসী তাহলে তো অবশ্যই পূর্ব জন্মে এমনই কিছু কর্ম করেছি। খারাপ কর্ম করলে জন্মও খারাপ হয়। কর্মের গতি চলতেই থাকে। এখন বাবা তোমাদের ভাল কর্ম করা শেখাচ্ছেন। ওখানেও এমন অবশ্যই বুঝতে পারবে যে, পূর্বজন্মের কর্ম অনুসারেই এমন হয়েছি। কিন্তু কি কর্ম করেছি তা জানবে না। কর্মের গায়নও (স্মরণ) হবে। যে যত ভালো কর্ম করে সে তত উচ্চপদ লাভ করে। উচ্চ (শ্রেষ্ঠ) কর্মের দ্বারাই উচ্চ (মহান) হয়ে যায়। ভালো কর্ম না করলে ঝাড়ু দেয়, অন্যের বোঝা ওঠায়। একে তো কর্মফলই বলা হবে, তাই না। কর্মের থিওরি চলতেই থাকে। শ্রীমত অনুসারেই সুকর্ম হয়। কোথায় বাদশাহ, আর কোথায় দাস-দাসী। বাবা বলেন, এখন ফলো ফাদার। আমার শ্রীমত অনুসারে যদি চলো তবে উচ্চপদ লাভ করবে। বাবা সাক্ষাৎকারও করান। এই মাষ্টা, বাবা (ব্রহ্মা), আর বাচ্চারা এতো মহান(উচ্চ) হয়ে যায়, এও তো কর্মের জন্যই, তাই না। অনেক বাচ্চারা আবার কর্মকে বুঝতে পারে না। পরে সকলেরই সাক্ষাৎকার হবে। সঠিকভাবে পড়লে, লিখলে তবেই নবাব হবে, আর ক্রন্দন বা দুঃখ করলে খারাপ হবে। এ তো ওই (লৌকিক) পড়াশোনাতেও হয়। ভগবানুবাচ, এইসময় সমগ্র দুনিয়া কাম-চিতায় জ্বলে-পুড়ে মরে যাচ্ছে। তারা বলে যে, স্ত্রী-দের (নারী) দেখলে তাদের স্থিতি খারাপ হয়ে যায়। ওখানে (স্বর্গে) তো স্থিতি এভাবে খারাপ হবে না। বাবা বলেন, নাম-রূপ দেখোই না। তোমরা ভাই-ভাইকে দেখো। লক্ষ্য (গন্তব্য) অনেক উঁচু। বিশ্বের মালিক হতে হবে। একথা কখনো কারোর বুদ্ধিতে আসে না যে - এই লক্ষ্মী-নারায়ণ বিশ্বের মালিক কিভাবে

হয়েছে? বাবা বলেন, আমি তোমাদের স্বর্গের মালিক বানিয়ে দিই। এই লক্ষ্মী-নারায়ণ সর্বগুণসম্পন্ন ছিল। আজকাল যাদের তোমরা নিউ জেনারেশন বলা তারা কিরকম করতে থাকে! গান্ধীজী কি এই শিখিয়েছে? রাম-রাজ্য বানানোর যুক্তি চাই। এ তো একমাত্র বাবার কাজ। বাবা তো এভার পিওর(পবিত্র)। তোমরাও ২১ জন্ম পবিত্র থাকো আবার ৬৩ জন্মের জন্য অপবিত্র হয়ে যাও। বোঝানোর নেশাতেও মত্ত হওয়া উচিত। বাবা বাচ্চাদের বোঝান -- বাচ্চারা, পবিত্র হও। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাত-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) নিজের অবস্থাকে সদা একরস, অচল বানানোর জন্য কারও নাম-রূপকে যেন দেখা না হয়। ভাই-ভাইকে দেখো। দৃষ্টি পবিত্র করো। বোঝানোর অথরিটি ধারণ করো।

২) বাবার ভালোবাসা পাওয়ার জন্য বাবার সমান কর্ম করতে হবে, যারা আসুরী (অপ্তানতা) নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে, তাদের জাগ্রত করতে হবে। সুন্দর (গৌর) হয়ে অপরকেও তেমন বানাতে হবে।

বরদান:- নিজের সরল স্বভাব আর শুভ ভাব এর দ্বারা ভোলানাথ বাবার ভালোবাসা অনুভবকারী আকর্ষণ মূর্তি ভব

তোমরা হলে ভোলানাথ বাবার সবথেকে প্রিয় ভোলা বাচ্চা। ভোলা অর্থাৎ যে সদা সরল স্বভাব, শুভ ভাব আর স্বচ্ছতা সম্পন্ন মন আর কর্ম দুয়েতেই সত্য এবং স্বচ্ছ। এইরকম বাচ্চারা আকর্ষণ মূর্তি হয়ে বাবাকেও নিজের প্রতি আকৃষ্ট করে। ভোলানাথ বাবা এইরকম সরল স্বভাবী ভোলা বাচ্চাদের গুণের মালা স্মরণ করেন। ভগবানের এইরকম ভোলাভালা বাচ্চা খুবই প্রিয়। বাচ্চারা তোমরা তোমাদের ভোলাভাবের দ্বারাই ভগবানকে আকৃষ্ট করেছে, তাঁকে নিজের বানিয়ে ফেলেছো।

স্নোগান:- নিজের চেহারা আর আচার-আচরণের দ্বারা গুণ এবং শক্তিগুলির গিস্ট দেওয়াই হলো শুভ ভাবনা, শুভ কামনা।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent

4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবার সকাশ (লাইট আর শক্তির কারেন্ট) নেওয়ার জন্য সুগন্ধী ফুল হও, ভোরবেলা উঠে স্মরণে বসে, প্রেমপূর্বক বাবার সাথে মিষ্টি - মিষ্টি কথা বলো"

*প্রশ্নঃ - সমস্ত বাচ্চারা বাবাকে নশ্বরের ক্রমানুসারে স্মরণ করে কিন্তু বাবা কোন্ বাচ্চাদের স্মরণ করেন?

*উত্তরঃ - যে বাচ্চারা খুব মিষ্টি, যারা সেবা ছাড়া আর কিছুই বোঝে না। যারা অত্যন্ত প্রেমের সাথে বাবাকে স্মরণ করে, আনন্দে প্রেমের অশ্রুধারা বয়, এমন বাচ্চাদের বাবাও স্মরণ করেন। বাবার দৃষ্টি ফুলের দিকেই যায়, তিনি বলবেন, অমুক আত্মা খুবই ভালো, এই আত্মা যেখানেই সেবা দেখে সেখানেই ছোটো, অনেকেরই কল্যাণ করে। তাই বাবা তাদের স্মরণ করেন।

ওম্ শান্তি। বাবা বসে সমস্ত আত্মাদের বোঝান। শরীরও স্মরণে আসে, আত্মাও স্মরণে আসে। শরীর ছাড়া আত্মাকে স্মরণ করা যায় না। বুঝতে পারা যায় যে, এই আত্মা ভালো, এ বাহ্যমুখী, এ এই দুনিয়াতেই ঘোরাঘুরি করতে চায়। এ ওই দুনিয়াকে ভুলে আছে। প্রথমে ওদের নাম - রূপ সামনে আসে। অমূকের আত্মাকে স্মরণ করা হয় যে অমুক আত্মা ভালো সার্ভিস করে, এর বুদ্ধিযোগ বাবার সাথে, এরমধ্যে এই - এই গুণ আছে। প্রথমে শরীরকে স্মরণ করলে তারপর আত্মা স্মৃতিতে আসে। প্রথমে তো শরীরই স্মরণে আসবে কারণ শরীর হলো বড় জিনিস। তারপর আত্মা যা সূক্ষ্ম, অনেক ছোটো, তা স্মরণে আসবে। এই বড় শরীরের কোনো মহিমা করা হয় না। মহিমা আত্মারই করা হয়। বলা হয়, এনার আত্মা খুব ভালো সার্ভিস করে, অমূকের আত্মা এর থেকে ভালো। প্রথমে তো শরীর স্মরণে আসে। বাবাকে তো অনেক আত্মাকে স্মরণ করতে হয়। তাঁর শরীরের নাম স্মরণে আসে না একমাত্র রূপ সামনে আসে। অমূকের আত্মা বললে অবশ্যই শরীরের কথা স্মরণে আসে। তোমরা যেমন বুঝতে পারো, এই দাদার শরীরে শিববাবা আসেন। তোমরা জানো যে, এনার শরীরে বাবা আছেন। শরীর তো অবশ্যই স্মরণে আসবে। জিজ্ঞাসা করে যে, আমরা কিভাবে স্মরণ করবো? শিববাবাকে ব্রহ্মার তনে স্মরণ করবো নাকি পরমধামে স্মরণ করবো? অনেকেরই এই প্রশ্ন আসে। বাবা বলেন, স্মরণ তো আত্মাকেই করতে হবে কিন্তু শরীরও অবশ্যই স্মরণে আসে। প্রথমে শরীর তারপর আত্মা। বাবা এনার শরীরে বসে আছেন, তাহলে অবশ্যই এই শরীরও স্মরণে আসবে। অমুক শরীরের আত্মার এই গুণ আছে। বাবাও দেখতে থাকেন - কে আমাকে স্মরণ করে, কার মধ্যে অনেক গুণ আছে, কোন্ কোন্ ফুলে সুগন্ধ আছে? ফুলকে সবাই ভালোবাসে। ফুলের তোড়া তৈরী করা হয়। এরমধ্যে রাজা, রানী, প্রজা ভিন্ন - ভিন্ন ফুল - পাতা ইত্যাদি সব বানানো হয়। বাবার নজর তো ফুলের দিকেই যাবে। তিনি বলবেন, অমূকের আত্মা খুবই ভালো। অনেক বড় সার্ভিস করে। আত্মা - অভিমানী থেকে বাবাকে স্মরণ করতে থাকে। যেখানে সেবা দেখবে, সেখানেই ছুটবে। এর পরও যখন ভোরে উঠে স্মরণে বসবে, তখন কাকে স্মরণ করবে? শিববাবা কি পরমধামে স্মরণে আসবে নাকি মধুবনে স্মরণে আসবে? বাবা তো স্মরণে আসবে, তাই না। এনার মধ্যে শিববাবা আছেন, কেননা বাবা তো এখন নীচে এসে গেছেন। তিনি মুরলী শোনাতে নীচে এসেছেন। তাঁর তো এখন নিজের ঘরে কোনো কাজ নেই। সেখানে গিয়ে তিনি কি করবেন? তিনি এই শরীরেই প্রবেশ করেন। তাই প্রথমে অবশ্যই শরীর স্মরণে আসবে, তারপর আত্মা। অমূকের শরীরে যে আত্মা আছে, তা অনন্য এবং সুন্দর। সে সেবা ছাড়া আর কিছুই বোঝে না। সে খুবই মিষ্টি। বাবা বসেও থাকেন আবার সবাইকে দেখতেও থাকেন। অমুক বাচ্চা খুবই সুন্দর, খুবই স্মরণ করে। বন্ধনে আবদ্ধ বাচ্চাদের বিকারের জন্য কতো মার খেতে হয়। তারা কতো ভালোবেসে বাবাকে স্মরণ করে। যখন অনেক স্মরণ করে তখন খুশীতে চোখে প্রেমের অশ্রুও এসে যায়। কখনো কখনো সেই চোখের জল বেয়ে পড়ে। বাবার আর কি কাজ আছে! তিনি সবাইকে স্মরণ করেন। তাঁর অনেক বাচ্চাদের কথা স্মরণে আসে। অমূকের আত্মায় শক্তি নেই। বাবাকে স্মরণ করে না। কাউকেই সুখের দান করে না। এ নিজেরই কল্যাণ করে না। বাবা তো এই এমন দেখতেই থাকবেন। এই স্মরণ করা অর্থাৎ সকাশ দেওয়া। আত্মার কানেকশন তো পরমাত্মার সঙ্গেই থাকে, তাই না। এমন একদিন আসবে যখন বাচ্চারা অনেক সময় ধরে যোগে স্থিত থাকবে। এরাও কাউকে স্মরণ করলে তৎক্ষণাৎ সাক্ষাৎকার হবে। আত্মা তো হলো ছোটো বিন্দু। সাক্ষাৎকার করলেও কেউ বুঝতে পারে না, তবুও শরীর স্মরণে এসে যায়। আত্মা ছোটো তবুও যে স্মরণ করে, তার আত্মা পবিত্র হতে থাকে। একটা বাগানে ভ্যারাইটি ফুল থাকে। বাবাও দেখেন যে, এ খুব সুন্দর সুগন্ধী ফুল, আবার এ এতটা নয়। তাহলে এর পদও কম হবে। যে বাবার সাহায্যকারী হয়, সেই উঁচু পদ পায়। সেও, যে সবসময় বাবাকে স্মরণ করে। সেই ব্রাহ্মণ থেকে ট্রান্সফার হয়ে দেবতা হয়। এই বর্ণনা এই সঙ্গমযুগেই করা যেতে পারে যে, এ দৈবী ফুল নাকি আসুরী ফুল? সকলেই তো ফুল কিন্তু বিভিন্নতা অনেক। বাবাও স্মরণ করতে থাকেন। টিচার তো

স্টুডেন্টকে স্মরণ করবেন, তাই না। মনে তো করবেন যে, এ কম পড়ে। ইনি তো বাবাও আবার টিচারও। বাবা তো আছেনই। শিক্ষকতাই বেশী চলে। টিচারকে তো রোজ পড়াতে হবে। এই পড়ার শক্তিতেই ওরা পদ পায়। ভোরবেলা তোমরা সকল ভাইয়েরা বাবার স্মরণে বসো, এই সাবজেক্টই হলো স্মরণের। এরপর মুরলী চলতে থাকে, সে সাবজেক্ট হলো পড়ানোর। মুখ্য হলো যোগ আর পড়া। একে জ্ঞান আর বিজ্ঞানও বলা হয়। এ হলো জ্ঞান - বিজ্ঞান ভবন, যেখানে বাবা এসে শেখান। এই জ্ঞানে সম্পূর্ণ সৃষ্টির নলেজ পাওয়া যায়। বিজ্ঞানের অর্থ, তোমরা যোগে থাকো যাতে তোমরা পবিত্র হয়ে যাও। তোমরা এই অর্থ জানো। বাবা বাচ্চাদের দেখতে থাকেন। দেহী - অভিমানী হতে পারলেই এই ভূত দূর হবে। এমনও নয় যে সকলের ভূত চট করে দূর হয়ে যাবে। তোমাদের হিসেব - নিকেশ শোধ হলে চলন অনুসারের পদ পাবে। ক্লাস পরিবর্তন হয়ে যায়। এই দুনিয়ার ট্রান্সফার নীচের দিকে হচ্ছে আর তোমাদের হচ্ছে উপরের দিকে। এ কতো তফাত। ওদের কলিযুগী সিঁড়ি নীচে নামতে থাকে আর তোমরা পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগী, সিঁড়িতে উপরে উঠতে থাকো। দুনিয়া তো একই, কেবল এ হলো বুদ্ধির কাজ। তোমরা বলো যে, আমরা হলো সঙ্গমযুগী। আমাদের পুরুষোত্তম বানানোর জন্য বাবাকে আসতে হয়। তোমাদের জন্য এ হল পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগ। বাকি সবাই ঘোর অন্ধকারে আছে। ভক্তিকে তারা খুব ভালোভাবে বুঝতে পারে কারণ জ্ঞানের কিছুই তারা জানে না। তোমরা এখন জ্ঞান পেয়েছো, তাই তোমরা বুঝতে পারছো। জ্ঞানের একটুতেই আমরা অর্ধেক কল্পের জন্য উপরে উঠে যাই। এরপর সেখানে জ্ঞানের কোনো কথাই থাকবে না। এই সমস্ত কথা মহারথী বাচ্চারাই শুনে ধারণ করতে থাকবে আর শোনাতে থাকবে। বাকি তো এখান থেকে বের হয়ে গেলেই সব ভুলে যায়। কর্ম, অকর্ম এবং বিকর্মের রহস্যও ভগবানই বুঝিয়ে বলেন। এ হলো কল্পের সঙ্গম যুগ। যখন পুরানো দুনিয়া শেষ হয়ে নতুন দুনিয়া স্থাপন হয়। বিনাশ এখন সামনে উপস্থিত। তোমরা এখন সঙ্গম যুগে দাঁড়িয়ে আছো আর অন্য মানুষদের জন্য এখন কলিযুগ চলছে। মানুষ কতো ঘোর অন্ধকারে আছে। মানুষ নামতেই থাকে। কেউ তো এই নামানোর নিমিত্তও হবে। সে হলো রাবণ।

এই সভায় বাস্তবে কোনো পতিতই বসতে পারে না। পতিত মানুষ বায়ুমন্ডলকে খারাপ করে দেবে। কেউ যদি লুকিয়ে এসে বসেও তাহলে সে ধাক্কাও খায়। একদম পড়ে যাবে। ঈশ্বরীয় সভায় যদি কোনো দৈত্য এসে বসে তাহলে চট করে বোঝা যায়। পাথরবুদ্ধি তো আছেই, বাকিরাও পাথরবুদ্ধির হয়ে যাবে। শতগুণ দণ্ড ভোগ করতে হবে। নিজের ক্ষতি করে ফেলবে। ওরা বলে যে, আমরা দেখবো, এরা কি জানতে পারবে? আমাদের কি প্রয়োজন, যেমন করবে তেমন পাবে। আমাদের জানার দরকার নেই। বাবার সাথে সর্বদা স্বচ্ছ থাকা উচিত। কথায় আছে, সত্য যেখানে আস্তা নাচবে সেখানে (সেচ তো বিঠো নচ)। সত্য থাকলে নিজের রাজধানীতেও ডাঙ্গ করবে। বাবাই হলেন সত্য। তাই বাচ্চাদেরও সত্য থাকা উচিত। বাবা জিপ্তোস করেন - শিববাবা কোথায়? বলেন - এনার মধ্যে আছেন। দূরদেশে থাকেন যিনি, তিনি পরমধাম ছেড়ে এই পরদেশে এসেছেন। তাঁর তো এখন অনেক সেবা করতে হবে। বাবা বলেন, আমাকে রাতদিন এখানে সার্ভিস করতে হয়। সন্দেহীদের, ভক্তদের সাক্ষাৎকার করাতে হয়। এখানেই তো তিনি আছেন। ওখানে তো কোনো সেবাই নেই। এই সেবা ছাড়া বাবা সুখী হন না। এই সম্পূর্ণ দুনিয়ার সার্ভিস করতে হবে। সবাই ডাকতে থাকে যে, বাবা এসো। তিনি বলেন, আমি এই রথের মধ্যে আসি। ওরা ঘোড়ার গাড়ি বানিয়ে দিয়েছে। এখন এই ঘোড়ার গাড়িতে কৃষ্ণ কিভাবে বসবেন! এমনও নয় যে ঘোড়ার গাড়িতে বসার কোনো শখ হয়।

দেহ - অভিমানী আর দেহী - অভিমানী হওয়ার কথা এই সঙ্গম যুগেই হয় আর একমাত্র বাবা ছাড়া এই কথা আর কেউই বুঝিয়ে বলতে পারে না। তোমরাও এখনই জেনেছো। আগে তোমরাও জানতে না। কোনো গুরু কি এমন শিখিয়েছেন? তোমরা গুরু তো অনেক করেছো। কেউই তোমাদের এমন কথা শেখান নি। অনেক মানুষই গুরু করে। তারা মনে করে, কারোর থেকে যদি শান্তির পথ পাওয়া যায়। বাবা বলেন যে, শান্তির সাগর হলেন একমাত্র বাবা, তিনিই সাথে করে নিয়ে যান। সুখধাম আর শান্তিধামের খবর কেউই জানে না। কলিযুগে এখন শূদ্র বর্ণ। পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগে হয় ব্রাহ্মণ বর্ণ। এই বর্ণের কথাও তোমরা ছাড়া আর কেউই জানতে পারে না। এখানে তো সবাই শোনে, বাইরে বের হলেই সবকিছুই ভুলে যায়। ধারণাও হয় না। বাবা বলেন যে, তোমরা যেখানেই যাও, ব্যাজ পড়ে যাও। এতে লজ্জার কোনো কথা নেই। এ তো বাবা অনেক কল্যাণের জন্যই বানিয়েছেন। যে কাউকেই তোমরা এই কথা বুঝিয়ে বলো। কেউ যদি সেন্সেবল হয় তো বলবে, এতে তোমাদের অনেক খরচ হয়েছে। তোমরা বলো - খরচ তো হতেই হবে। গরীবদের জন্য এটা ফ্রি। ওরা যদি ধারণা করতে পারে তাহলে উঁচু পদ পেতে পারবে। গরীবদের কাছে অর্থ নেই তাহলে তারা কি করবে। কারোর কাছে অর্থ আছে কিন্তু তারা কৃপণ। ইনি প্রত্যক্ষভাবে করে দেখিয়েছেন। সবকিছুই ইনি মায়েদের অধিকারে দিয়ে দিয়েছিলেন। তোমরা বসে সবকিছুর দেখাশোনা করো কারণ এখন তো তোমরা জ্ঞান পেয়েছো যে পরের দিকে কিছুই স্মরণে আসবে না। অন্তিম কালে যে স্ত্রীকে স্মরণ করে...। বড় বাড়ি ইত্যাদি থাকলে অবশ্যই স্মরণে আসবে, কিন্তু অল্প জ্ঞান শুনলেও প্রজাতে

অবশ্যই আসবে। বাবা তো হলেনই গরীবের ভগবান। কারোর - কারোর কাছে অর্থ থাকলেও তারা কৃপণ হয়। এমনও বুঝতে পারে না যে, প্রথম উত্তরাধিকারী তো শিববাবা। ভগবান উত্তরাধিকারী, এ তো ভক্তিমার্গেও আছে। ঈশ্বর আমাদের অর্থ দেন। তিনি কি কাঙ্গাল যে তাঁকে আমরা দিই? তারা মনে করে ঈশ্বরের নামে আমরা যদি গরীবদের দান করি, তাহলে ঈশ্বর তার পরিবর্তে আমাদের দেবেন। পরের জন্মে তা পাওয়াও তো যায়। এমন বলাও হয় যে, দান দিলে গ্রহণ কাটবে। এই বাবা তো সবকিছুই দিয়ে দিয়েছিলেন, শরীর, মিত্র - সম্বন্ধী আদি সবকিছুই বাবাকে সমর্পণ করে দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, এ সবকিছুই আপনার। এই সময় সম্পূর্ণ দুনিয়াই গ্রহণে আক্রান্ত। তা কিভাবে এক সেকেণ্ডে দূর হবে, কালো থেকে গৌর কিভাবে হবে, এ এখন কেবল তোমরাই জানো, এরপর অন্যদেরও তোমরা বুঝিয়ে বলো। যারা বলে - আমরা নিজেরা বুঝতে পারি কিন্তু কাউকে বোঝাতে পারি না, তারা কোনো কাজের নয়। বাবা বলেন - দান করলে তোমরা গ্রহণ মুক্ত হবে। আমি তোমাদের অবিনাশী রক্তের দান দিই, সে সব তোমরা অন্যদের দিতে থাকো তাহলে ভারতের উপর বা সম্পূর্ণ দুনিয়ার উপর রাহুর যে গ্রহণ লেগে আছে, তা দূর হয়ে যাবে আর বৃহস্পতির দশা শুরু হয়ে যাবে। সবথেকে ভালো হলো বৃহস্পতির দশা। এখন তোমরা জানো যে, প্রধানত ভারত তারপর সম্পূর্ণ দুনিয়ার উপর এখন রাহুর গ্রহণ লেগে আছে। তা কিভাবে দূর হবে? ইনি তো বাবা। বাবা তোমাদের থেকে পুরানো নিয়ে তোমাদের নতুন দিয়ে দেন। একেই বলা হয় বৃহস্পতির দশা। মুক্তিধামে যারা যাবে, তাদের জন্য বৃহস্পতির দশা বলা হবে না। আচ্ছা।

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) সদা খুশীতে নৃত্য করার জন্য সত্য বাবার সঙ্গে সততা বজায় রাখতে হবে। কোনো কিছুই লুকাবে না।

২) বাবা যে অবিনাশী রক্তের দান করেন, তা সবাইকে ভাগ করে দিতে হবে। এর সাথে সাথে শিববাবাকে নিজের উত্তরাধিকারী বানিয়ে সবকিছুই সফল করতে হবে। এতে কখনোই কৃপণ হবে না।

বরদানঃ:- বিন্দু আর ফোঁটার মহস্বকে বুঝে নিজের শ্রেষ্ঠ স্থিতি নির্মাণকারী সিদ্ধি স্বরূপ ভব শিব পরমাত্মার পূজাতে এক বিন্দুর বিশেষত্ব আছে, দ্বিতীয়তঃ ফোঁটা-ফোঁটার বিশেষত্ব রয়েছে। দুই বিন্দুরই নিজস্ব মহস্ব রয়েছে। আত্মা, পরমাত্মা আর প্রকৃতির এই খেলা অর্থাৎ ড্রামা - এই তিন বিষয়ের জ্ঞান প্র্যাক্টিক্যাল লাইফে বিন্দুই অনুভব হয় আর ফোঁটা হল শুদ্ধ সংকল্পের স্মৃতি, যার দ্বারা মিলনের সিদ্ধির অনুভব হয়। আত্মিক বার্তালাপের মাধ্যমে প্রাপ্তিরগুলির শীতল ফোঁটা বাবার উপর অর্পণ করে থাকো, এর দ্বারাই শ্রেষ্ঠ স্থিতি হয়ে যায়, এরই স্মরণিক ভক্তিতে চলে আসছে।

স্লোগানঃ:- বেশী কথা বললে বুদ্ধির এনার্জি কম হয়ে যায়, সেইজন্য শর্ট আর সুইট বলো।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium

Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - এখন ঘরে ফিরে যেতে হবে, সেইজন্য পুরানো দেহ আর পুরানো দুনিয়ার থেকে উপরাম হও। নিজের ব্যাটারিকে চার্জ করার জন্য যোগ এর ভাঙিতে বসো"

*প্রশ্নঃ - যোগে বাবার সম্পূর্ণ কারেন্ট কোন্ বাচ্চারা প্রাপ্ত করে?

*উত্তরঃ - যাদের বুদ্ধি বাইরে ছুটে বেড়ায় না। নিজেকে আত্মা মনে করে বাবার স্মরণে বসে, তারাই বাবার কারেন্ট প্রাপ্ত করে থাকে। বাবা বাচ্চাদের সকাশ দেন। বাচ্চাদের কাজ হলো বাবার দেওয়া কারেন্টকে ক্যাচ করা, কেননা সেই কারেন্টের দ্বারাই আত্মা রূপী ব্যাটারি চার্জ হবে, শক্তি আসবে, বিকর্ম বিনাশ হবে। একেই যোগের অগ্নি বলা হয়, এরই অভ্যাস করতে হবে।

ওম্ শান্তি। ভগবানুবাচ। এখন বাচ্চাদের ঘরের কথা মনে পড়ে। বাবা তো ঘর আর রাজধানীর কথাই শোনাবেন আর বাচ্চারাও এটা বুঝেছে যে আমরা আত্মাদের ঘর কোথায় আছে? আত্মা কি? এটাও ভালো ভাবে বুঝেছে যে বাবা-ই এসে আমাদের পড়ান। বাবা কোথা থেকে আসেন? পরমধাম থেকে। এমন বলবে না যে পবিত্র দুনিয়া তৈরি করার জন্য কেউ পবিত্র দুনিয়া থেকে আসেন। তা নয়। বাবা বলেন আমি সত্য যুগের পবিত্র দুনিয়া থেকে আসিনি, আমি তো পরমধাম ঘর থেকে এসেছি, যে ঘর থেকে তোমরা বাচ্চারা রোল প্লে করতে এসেছো। আমিও ড্রামানুসারে প্রতি ৫ হাজার বছর পরে ঘর থেকে আসি। আমি ঘরেই থাকি, পরমধামে। বাবা এমনই সহজভাবে বোঝান যেন শহর থেকে এসেছেন। তিনি বলেন যেমন তোমরা পার্ট প্লে করতে এসেছো, আমিও ওখান থেকে ড্রামানুসারে পার্ট প্লে করতে এসেছি। আমি নলেজফুল। ড্রামার প্ল্যান অনুসারে আমি সবকিছুই জানি।

কল্পে-কল্পে এ কথাই আমি তোমাদের শোনাই। যখন তোমরা কাম চিতায় চড়ে কালো হয়ে যাও, পুড়ে ছাই হয়ে যাও। আগুনে মানুষ কালো হয়ে যায়, তাই না! তোমরাও কালো হয়ে গেছো। তোমাদের ভিতর থেকে সমস্ত সতোপ্রধান শক্তি বেরিয়ে গেছে। আত্মা রূপী ব্যাটারি যেন এমন না হয় যে একদম ডিসচার্জ হয়ে মোটর (শরীর) দাঁড়িয়ে পড়লো। এই সময় সবারই ডিসচার্জড হওয়ার মুহূর্ত এসে গেছে, তখনই বাবা এসে বলেন, ড্রামানুসারে আমি আসি যারা আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের ছিল তাদের ব্যাটারি চার্জ হয়। তোমাদের ব্যাটারি এখনই চার্জ হয়। এমনটাও নয় যে শুধুমাত্র ভোরবেলায় এখানে এসে বসলে ব্যাটারি চার্জ হবে। না, ব্যাটারি চার্জ তো উঠতে, বসতে, চলতে ও হতে পারে-স্মরণে থাকলে। তোমরা প্রথমে সতোপ্রধান পবিত্র আত্মা ছিলে। খাঁটি সোনা, খাঁটি অলঙ্কার ছিলে। এখন তমোপ্রধান হয়ে গেছো। এখন আবার আত্মা সতোপ্রধান হয়ে উঠতে থাকে সুতরাং শরীর ও পিওর প্রাপ্ত হবে। এটা খুব সহজ পিওর হওয়ার ভাঙি (অগ্নি কুন্ড), একে যোগ ভাঙিও বলা যেতে পারে। সোনাকেও ভাঙিতে নিষ্ক্ষেপ করা হয়। এটাও সোনাকে (আত্মা) শুদ্ধ করে তোলার ভাঙি, বাবাকে স্মরণ করার ভাঙি। পিওর তো অবশ্যই হতে হবে। স্মরণ না করলে অতটা পিওর হতে পারবে না। তারপর হিসেব-নিকেশও মেটাতে হবে, কেননা বিনাশের সময়। সবাইকে ঘরে ফিরে যেতে হবে। বুদ্ধিতে ঘরের স্মৃতি গেঁথে আছে। আর কারও বুদ্ধিতে নেই। ওরা ব্রহ্মকে ঈশ্বর বলে, তাকে ঘর বলে জানে না। তোমরা এই অনন্ত ড্রামার কুশীলব, ড্রামাকে তোমরা ভালোভাবেই জেনে গেছো। বাবা বুঝিয়েছেন ৮৪ চক্র সম্পূর্ণ হতে চলেছে। এখন ঘরে ফিরতে হবে। আত্মা এখন পতিত, সেইজন্যই ঘরে ফিরে যাওয়ার জন্য আহ্বান করো বলে - বাবা তুমি এসে পবিত্র করে তোল, নয়তো আমরা যেতে পারবো না। বাবাই বসে এসব কথা বাচ্চাদের বোঝান। বাচ্চারাও এটা বুঝেছে, তবেই ওঁনাকে পিতা-পিতা বলে ডাকে। শিক্ষকও বলে। মানুষ তো কৃষ্ণকেই শিক্ষক ভেবে বসে আছে। তোমরা বাচ্চারা বুঝেছ, কৃষ্ণ নিজেই অধ্যয়ন করতো, সত্যযুগে। কৃষ্ণ কখনোই কারও শিক্ষক হয়নি। এমনটাও নয় যে-অধ্যয়ন করে তারপর শিক্ষক হয়েছে। কৃষ্ণের শৈশব থেকে বড়ো হওয়ার সমস্ত কাহিনী তোমরা বাচ্চারা জানো। মানুষ তো কৃষ্ণকে ভগবান ভেবে বলে থাকে যদিকে তাকাও কৃষ্ণই কৃষ্ণ। রাম ভক্ত অনুরাগীরা বলে যদিকে তাকাও শুধু রাম আর রাম। ভক্তি মার্গের সব সুতো জট পাকানো। তোমরা এখন জান ভারতের প্রাচীন যোগ আর জ্ঞান প্রসিদ্ধ ছিল। মানুষ তো কিছুই জানেনা। জ্ঞানের এক বাবাই যিনি তোমরা বাচ্চাদের জ্ঞান প্রদান করেন। সুতরাং তোমাদের ও মাস্টার জ্ঞানের সাগর বলা হবে। কিন্তু নস্বরনুসারে পুরুষার্থ অনুযায়ী। তোমাদের সাগর না নদী বলা উচিত? তোমরা হলে জ্ঞান গঙ্গা। মানুষ এখানেও সংশয় প্রকাশ করে। মাস্টার জ্ঞান সাগর বলাই সঠিক।

বাবা বাচ্চাদের পড়ান, এখানে মেল-ফিমেল এর কোনও প্রশ্নই নেই। বাবার অবিনাশী উত্তরাধীকার তোমরা সব আত্মারাই প্রাপ্ত করো, তাই বাবা বলেন দেহী-অভিমানী হও। যেমন আমি পরম আত্মা জ্ঞানের সাগর তেমনি তোমরাও জ্ঞান সাগর। আমাকে পরমপিতা পরমাত্মা বলা হয়। আমার কর্তব্য সর্বোচ্চ। রাজা-রাণীর কর্তব্যও কত উচ্চ হয় তাই না! তোমাদের কর্তব্যকেও উচ্চ স্থানে রাখা হয়েছে। এখন তোমরা জান আমরা আত্মারা অধ্যয়ণ করছি, পরমাত্মা পড়াচ্ছেন আর তাই দেহী-অভিমানী হও। এখানে সব আত্মারা ভাই-ভাই। বাবা কতো পরিশ্রম করেন। এখন তোমরা আত্মারা জ্ঞান অর্জন করে চলেছো, তারপর ওখানে (সত্য যুগে) গিয়ে প্রালব্ধ ভোগ করাই চলবে। ওখানে সবাই ব্রাহ্মত্বের স্নেহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে বাস করে। ব্রাহ্মত্ব সুলভ প্রেম সঠিক হওয়া উচিত। কাকে সম্মান দেবো, কাকে দেবো না... এমনটা কিন্তু নয়। লৌকিক মানুষেরা বলে - হিন্দু-মুসলমান ভাই-ভাই কিন্তু একে অপরকে সম্মান করে না। ভাই বোন নয়, ভাই-ভাই বলাটাই সঠিক। আত্মারা এখানে রোল প্লে করতে এসেছে। ওখানেও ব্রাহ্মত্ব প্রেমই সবাই বাস করে। ঘরেও (পরমধাম) নিশ্চয়ই সবাই ভাই-ভাই রূপেই থাকবে। ভাই-বোনের এই যে বস্তু (শরীর) তা তো এখানেই ছেড়ে যেতে হবে। ভাই-ভাই জ্ঞান বাবাই এসে দিয়ে থাকেন। ব্রহ্মকুটির মাঝখানে আত্মার বাস। তোমাদের দৃষ্টি ও এখানে দিতে হবে। আমরা আত্মারা শরীর রূপী সিংহাসনে বসে আছি। শরীরকে আত্মার সিংহাসন বলা হয়। আত্মাকে কখনও কাল (সময়, এখানে আত্মা অমর, তাই বোঝানো হয়েছে) খায়না। সবারই আসন এখানে-ব্রহ্মকুটির মাঝখানে। এর উপরেই অকাল আত্মা বিরাজ করছে। কতো বোঝার বিষয়। বাচ্চার মধ্যেও যখন আত্মা প্রবেশ করে ব্রহ্মকুটির মাঝখানে স্থিত হয়। ঐ ছোট আসন তারপর ধীরে ধীরে বড়ো হতে থাকে। এখানে আত্মাকে গর্ভেও কষ্ট ভোগ করতে হয় তখন অনুতপ্ত হয়ে বলে-- আমি আর কখনও পাপ-আত্মা হবো না। অর্ধকল্প ধরে পাপ আত্মায় পরিণত হও। এখন বাবার দ্বারা পাবন আত্মা হয়ে উঠছে। তোমরা তন-মন-ধন সবকিছুই বাবাকে দান করে দাও। এত কিছু দানের কথা কেউ জানেনা। দান গ্রহণকারী আর দান প্রদানকারীরাই ভারতে আসে। এসব সূক্ষ্ম বিষয় বোঝার ব্যাপার। ভারত অবিনাশী খন্ড আর অবশিষ্ট সব খন্ড ধ্বংস হয়ে যাবে। ড্রামায় এটাই পূর্ব নির্ধারিত। এসব এখন তোমাদের বুঝতে আছে। দুনিয়ার আর কেউ জানেনা। একে নলেজ বলাই সঠিক। নলেজ হলো সোর্স অফ ইনকাম। এর মাধ্যমে অনেক উপার্জন করা যায়। বাবাকে স্মরণ করো, এই নলেজ দিয়ে থাকেন তারপর সৃষ্টি চক্রের নলেজও প্রদান করেন। এতেই পরিশ্রম। আমাদের অর্থাৎ আত্মাদের এখন ফিরে যেতে হবে, সেইজন্য এই পুরানো দুনিয়া আর পুরানো শরীর থেকে ডিট্যাচ হতে হবে (মোহমুক্ত, আসক্তিহীন)। দেহ সহ যা কিছু দেখছে সবকিছুই বিনাশ হয়ে যাবে। এখন আমরা ট্রান্সফার (স্থান পরিবর্তন) হতে যাচ্ছি। একথা বাবাই বলতে পারেন। অনেক বড়ো পরীক্ষা, যা বাবাই এসে পড়ান। এখানে বইপত্র ইত্যাদি প্রয়োজন নেই। বাবাকে স্মরণ করতে হবে। বাবা ৬৪ চক্র বুঝিয়ে বলেন। ড্রামার সময়সূচি তো কেউ জানেনা। গভীর অন্ধকারে ঘুমিয়ে আছে সবাই। তোমরা এখন জেগে উঠেছো, মানুষ তো জাগে না। তোমরা কতো পরিশ্রম করছো, ওরা বিশ্বাসই করতে পারেনা যে ভগবান এদের পড়াচ্ছেন। কারও মধ্যে তো অবশ্যই আসবেন, তাইনা! এখন বাবা আত্মাদের পরামর্শ দিচ্ছেন - কি কি করলে মানুষ বুঝতে পারবে। তোমাদের জন্য তো সহজ, নম্বরনুসারে তো আছেই। স্কুলেও নম্বরনুসারে হয়। পড়াশোনাতেও নম্বর অনুসারে আছে। এই ঈশ্বরীয় পঠন-পাঠের মাধ্যমেই বড়ো রাজধানী স্থাপন হতে চলেছে। এমন ভাবেই পুরুষার্থ করতে হবে যাতে আমরা রাজা হতে পারি। এই সময় যেমন পুরুষার্থ করবে তেমনই কল্প-কল্পান্তর ধরে করবে। একে ঈশ্বরীয় লটারি বলা হয়। কেউ সামান্য, কেউ বা বড়ো লটারি প্রাপ্ত করে। এই লটারি রাজ্য ভাগ্যের জন্য। আত্মা যেমন কর্ম করবে, তেমনই লটারি প্রাপ্ত করবে। কেউ গরিব হয়, আবার কেউ বিত্তবান হয়। এই সময় তোমরা বাচ্চারা সম্পূর্ণ লটারি বাবার কাছ থেকে পেয়ে থাকো। সবটাই পুরুষার্থের উপরে নির্ভর করে। প্রথম নম্বরের পুরুষার্থ হলো স্মরণের। সুতরাং সর্বপ্রথম যোগবলের দ্বারা স্বচ্ছ হতে হবে। তোমরা জানো যত আমরা বাবাকে স্মরণ করবো ততই নলেজের ধারণা হবে আর অনেককে বুঝিয়ে নিজের প্রজা করে তুলতে সক্ষম হব। হলোই বা অন্য কোনো ধর্মের, যখন একত্রে মিলিত হও তখন বাবার পরিচয় প্রদান করো। এগিয়ে যেতে যেতে সেও দেখবে বিনাশ সামনে অপেক্ষা করছে। বিনাশের সময় মানুষের মধ্যে বৈরাগ্য আসে। আমাদের শুধু বলতে হবে - তুমি আত্মা। হে গড ফাদার! কে বলে? আত্মা বলে। এখন বাবা আত্মাদের বলেছেন আমি তোমাদের গাইড হয়ে মুক্তিধামে নিয়ে যাবো। বাকি আত্মাদের তো বিনাশ হয়না সুতরাং মোক্ষ লাভের কোনও প্রশ্নই ওঠেনা। প্রত্যেকে নিজের নিজের রোল প্লে করতে হবে। আত্মারা সবাই অমর, কখনোই বিনাশ হয় না। শুধু ওখানে (সত্য যুগে) যাওয়ার জন্য বাবাকে স্মরণ করলে বিকর্ম বিনাশ হবে। ঘরে যেতে পারবে। শেষে গিয়ে সল্যাসীরাও বুঝবে, ফিরে তো সবাইকেই যেতে হবে। তোমাদের প্রচার সবার বুদ্ধিকে সজাগ করে তুলবে। তবেই তো মহিমা করা হয়েছে - হে প্রভু... তোমার গতি মতি তুমিই জানো। তাহলে নিশ্চয়ই কাউকে মত দেবেন, নাকি নিজের কাছে রাখবেন? ওনার মতের দ্বারা সঙ্গতি কিভাবে প্রাপ্ত হয়, তা তো অবশ্যই বলবে, তাইনা! ওরা বলবে তোমার গতি-মতি তুমিই জানো, আমরা জানিনা। এটা কোনও কথার কথা হলো! বাবা বলেন - এই শ্রীমতে

তোমাদের গতি হয়ে যায়।

এখন তোমরা জানো বাবা যা জানেন তাই আমাদের শেখান। তোমরা বলবে আমরা বাবাকে জানি। ওরা গেয়ে থাকে তোমারই গতি-মতি তুমিই জানো। কিন্তু তোমরা এমনটা বলবে না। বুদ্ধিতে সম্পূর্ণ জ্ঞান ধারণ হতে সময় লাগবে। সম্পূর্ণ তো এখনও কেউ হয়নি। সম্পূর্ণ হয়ে গেলেই এখান থেকে চলে যাবে। এখন যাওয়া যাবে না। এখন সবাই পুরুষার্থ করছে। যদিও বাবার (ব্রহ্মা বাবা) তীব্র বৈরাগ্য এসেছিল, তিনি সাক্ষাৎকার করেছিলেন দ্বিমুকুটধারী হতে চলেছি-- এটাও ড্রামানুসারে বাবা দেখিয়েছেন, আর আমি সেটা দেখেই খুশি হয়ে উঠেছিলাম। আর খুশিতে আমি সব কিছু ত্যাগ করেছিলাম। বিনাশও যেমন দেখেছি, চতুর্ভুজও দেখেছি। বুঝেছিলাম এখন রাজ্য অধিকারী হতে চলেছি। অল্প কিছু সময়ের মধ্যেই সবকিছু বিনাশ হয়ে যাবে। এমনই নেশা (ঐশ্বরীয় খুশির অনুভব) বৃদ্ধি পেতে লাগল। বোঝা গিয়েছিল এটা ঠিক, রাজধানী হবে। অনেক মানুষ এর অংশীদার হবে। একা আমি সেখানে গিয়ে কি করব। এই জ্ঞান এখনই (সঙ্গম যুগে)প্রাপ্ত হয়। প্রথমেই খুশির মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে। পুরুষার্থ তো সবাইকেই করতে হবে। তোমরাও পুরুষার্থ করার জন্য বসেছ। ভোরবেলায় উঠে স্মরণে বসো। স্মরণের জন্য এইভাবে বসা ভালো। তোমরা জানো বাবা এসেছেন। বাবা এসেছেন বা দাদা এসেছেন, এটা তো গুঁড় জানে আর গুঁড়ের বস্তু জানে। এক একটি বাচ্চাকে তিনি দেখতে থাকেন। এক একজনকে বসে তিনি সকাশ দেন। যোগ অগ্নি তাইনা! যোগ অগ্নির দ্বারা অনেক বিকর্ম ভস্ম হয়ে যায়। ঠিক যেন বসে লাইটের প্রকাশ ফেলেন। প্রতিটি আত্মাকে সার্চলাইট দেন। বাবা বলেন আমি প্রতিটি আত্মাকে বসে কারেন্ট দিই যাতে শক্তি ভরপুর হয়ে যায়। যদি স্মরণে বসে বুদ্ধি বাইরে ছুটে বেড়ায় তবে বাবার দেওয়া কারেন্ট ক্যাচ করতে পারবে না। বুদ্ধি যাদের ছুটে বেড়ায় তাদের আর কি প্রাপ্তি হবে? বলাও হয়ে থাকে মিষ্টি ব্যবহারের বদলে সবাই মিষ্টি ব্যবহারই করবে, তোমরা ভালোবাসা দিলে ভালোবাসাই পাবে। বুদ্ধি বাইরে বিভ্রান্ত হয়ে ছুটে বেড়ালে আত্মা রূপী ব্যাটারি চার্জ হবে না। বাবা আত্মাদের ব্যাটারি চার্জ করতেই আসেন, ওঁনার কর্তব্য হলো সার্ভিস দেওয়া। বাচ্চারা বাবার সার্ভিসকে স্বীকার করে কি করে না সে তো তাদের আত্মাই জানে যে, সে বসে বসে কী চিন্তা করছে। এসবই বাবা বুঝিয়ে বলেন। বাবা বলেন আমি পরম আত্মা। আমি ব্যাটারি আমার সাথেই তোমরা যোগযুক্ত হও। আমিও তখন তোমাকে সকাশ দেবো। তোমরা তো বসবে বাবাকে স্মরণ করতে। অনেক স্নেহপূর্ণ ভাবে এক একজনকে সকাশ দিয়ে থাকি। তোমরা তো বসবে বাবাকে স্মরণ করতে। সামনে বসে লাইট দিই। তোমরা তো এমনটা করবে না। যে গ্রহণ করতে পারবে, সে গ্রহণ করবে, তার আত্মা রূপী ব্যাটারি চার্জ হয়ে যাবে। বাবা প্রতিদিন যুক্তি বলে দিতে থাকেন। বোঝা না বোঝা- সে তো নশ্বরানুসারে স্টুডেন্টদের উপরে নির্ভর করছে। অনেক তাজা তাজা জিনিস দেওয়া হয়েছে, কেউ হজম করবে তবে তো! এ হলো বডো লটারি, জন্ম-জন্মান্তর, কল্প-কল্পান্তরের লটারি। এর প্রতি সম্পূর্ণ মনোযোগী হতে হবে। বাবার কাছ থেকে আমরা শক্তি গ্রহণ করছি। বাবাও ক্রকুটির মাঝখানে একপাশে বসে আছেন। তোমাদেরও নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। ব্রহ্মাকে নয়। আমরা ওঁনার সাথেই যোগযুক্ত হয়ে বসেছি, ব্রহ্মা বাবাকে দেখলেও আমরা শিব বাবাকেই দেখি। এ তো আত্মারই কথা, তাই না! আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) আত্মাকে স্বচ্ছ করে তোলার জন্য অমৃতবেলায় উঠে বাবার কাছ থেকে সার্চলাইট গ্রহণ করতে হবে। বুদ্ধিযোগ বাইরে থেকে সরিয়ে নিয়ে এক বাবার প্রতি যুক্ত করতে হবে। বাবার দেওয়া কারেন্ট ক্যাচ করতে হবে।

২) নিজেদের মধ্যে ভাই ভাই এর সত্যিকারের ভালোবাসা রেখে চলতে হবে। সবাইকে সম্মান দিতে হবে। আত্মা রূপী ভাই অমর সিংহাসনে বিরাজমান, সেইজন্য কথা বলার সময় ক্রকুটির দিকে তাকিয়ে কথা বলতে হবে।

বরদান:-

নিজের সম্পর্কের দ্বারা অনেক আত্মাদের চিন্তা নিরসনকারী সকলের প্রিয় ভব

বর্তমান সময়ে ব্যক্তিদের মধ্যে স্বার্থভাব থাকার কারণে এবং বৈভবের দ্বারা অল্পকালের প্রাপ্তি হওয়ার কারণে আত্মারা সর্বদাই কোনো না কোনো চিন্তাতে ভারাক্রান্ত হয়ে আছে। তোমাদের অর্থাৎ শুভচিন্তক আত্মাদের কিছু সময়ের সম্পর্কও সেই আত্মাদের চিন্তাগুলি নিরসনের আধার হয়ে যায়। আজ বিশ্বে তোমাদের মতো শুভচিন্তক আত্মাদের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, সেইজন্য তোমরা হলে সমগ্র বিশ্বের অতিপ্রিয় আত্মা।

স্লোগান:- তোমাদের অর্থাৎ হিরে তুল্য আত্মাদের বাণীও যেন রঞ্জের সমান মূল্যবান হয় ।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“শিব অবতরণ আর ইকোনমি-র অবতার”

আজ ত্রিমূর্তি শিববাবা নিজের অতিপ্রিয়, মিষ্টি মিষ্টি শালগ্রাম বাচ্চাদের সাথে মিলন করতে এসেছেন। আজকের দিনটি হলো শিব আর শালগ্রামের বিশেষ দিবস। তো বাচ্চাদের সাথে মিলিত হয়ে বাবার খুব খুশী হচ্ছে যে বাচ্চাদের বার্থ ডে বাবা পালন করতে এসেছেন আর বাচ্চারা বলছে যে আমরা বাবার বার্থ ডে পালন করতে এসেছি। বাবারও খুশী হচ্ছে, বাচ্চাদেরও খুশী হচ্ছে। কেন? কেননা এই বার্থ ডে সমগ্র কল্পের মধ্যে পৃথক এবং প্রিয়। সমগ্র কল্পে এইরকম বার্থ ডে কারোরই পালন করা হয় না। বাবার আর বাচ্চাদের একইসাথে একই সময়ে বার্থ ডে হয় - এইরকম ঘটনা (সমগ্র কল্পে) আর কোনও সময়ে কারোরই হয় না। তো প্রথমে বাপদাদা বাচ্চাদেরকে পদ্ম-পদ্ম-পদ্মগুণ অভিনন্দন জানাচ্ছেন। বাচ্চাদের অভিনন্দন অমৃতবেলা থেকে অত্যন্ত হৃদয়ের সাথে, হৃদয়ের অভিনন্দন বাপদাদার কাছে পৌঁছেই গেছে। বাপদাদা এত সব বাচ্চাদেরকে, শালগ্রামদেরকে দেখে এই খুশীর গীত হৃদয়ে গাইছেন যে বাঃ হারানিধি বাচ্চারা বাঃ! বাঃ আদরের বাচ্চারা বাঃ! বাঃ অলৌকিক জন্ম, অলৌকিক বার্থ ডে পালনকারী বাঃ! তো বাপদাদা প্রত্যেক বাচ্চার জন্য বাঃ বাঃ - এর গীত গাইছিলেন কেননা এত সংখ্যক বিশ্বের আত্মাদের মধ্যে থেকে কত অল্প সংখ্যক তোমরা বাচ্চারা এইরকম পদ্মপদ্ম ভাগ্যবান হয়েছো আর ভবিষ্যতেও ভাগ্যবান থাকবে। অমর ভাগ্যবান অর্ধেক কল্প থাকবে। এক জন্মের বরদান নয়, অনেক জন্মের অমর বরদানী হয়ে গেছো। এইরকম বাচ্চাদের নিজেদের স্বমান কতটা স্মৃতিতে থাকে? এই অলৌকিক বার্থ ডে বা অলৌকিক জন্মের অক্ষুণ্ণ উত্তরাধিকার বাবা বাচ্চাদের জন্মানোর সাথে সাথেই প্রদান করেছেন। জন্মানোর সাথে সাথেই স্মৃতির তিলক প্রত্যেক বাচ্চাকে বাবা দিয়েছেন। তিলক লাগানো আছে তাই না? ব্রাহ্মণ জীবন আছে তো তিলকও অবিনাশী আছে। ব্রাহ্মণদের ললাটে তিলক, এটা হলো শ্রেষ্ঠ ভাগ্যের লক্ষণ।

তো তোমরা সবাই আর চারিদিকের বাচ্চারা দূরে বসে থেকেও অত্যন্ত উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে এই পৃথক এবং প্রিয় বার্থ ডে পালন করছো। পালন করছো, তাই না? সবাই এই কারণে খুশীতে আছো যে বাবা আমাদের বার্থ ডে পালন করছেন আর আমরা বাবার বার্থ ডে পালন করছি। কত খুশী হচ্ছে! খুশী পরিমাপ করতে পারো? পরিমাপ করা যায়? এই দুনিয়াতে, এই অলৌকিক খুশী পরিমাপ করার সাধন বের হয়নি। যদি তোমাদেরকে বলে যে সাগরের মতো খুশী আছে? তো কি বলবে? বলবে যে সাগর তো কিছুই নয়। আচ্ছা, আকাশের মতো আছে? তো আকাশের থেকেও উঁচুতে তোমাদের ঘর, তোমাদের সূক্ষ্ম বতন আছে। তাই খুশী মাপার জন্য কোনো মাপ যন্ত্র বের হয়নি, আর বের হবেও না। এতটা খুশী হচ্ছে তো এক হাতের তালি বাজাও। (সবাই তালি বাজালো) খুশী হচ্ছে - এতে তো সবাই হাত তুলেছে, অভিনন্দন। এখন দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো, (বাচ্চারা বুঝে গেছে, এইজন্য হাসছে) বাপদাদা সর্বদা বাচ্চাদেরকে প্রস্ফুটিত আত্মিক গোলাপের রূপে দেখতে চাইছেন। অর্ধেকটা প্রস্ফুটিত নয় সদা আর সম্পূর্ণ। প্রস্ফুটিত ফুল কত মনোরম হয়। দেখলেই ভালো লাগে। আর যদি একটু শুকিয়ে যায় তখন কি করো? দূরে সরিয়ে রাখো। বাপদাদা দূরে সরিয়ে দেন না কিন্তু তারা নিজে থেকেই দূরে সরে যায়।

আজ তো হলো উৎসব পালন করার দিন! মুরলী তো সর্বদাই শুনতে থাকে। আজ অত্যন্ত খুশীতে মনে মনে নাচো আর গাও। মনে মনে নাচো, পা দিয়ে নয়। শারিরীক ভাবে নাচতে শুরু করলে তো চরম বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হবে। কিন্তু বাপদাদা দেখছেন যে বাচ্চারা নাচছেও আর মিষ্টি মিষ্টি বাবার মহিমা আর নিজের অলৌকিক মহিমার গীতও অনেক গাইছে। তোমাদের মনের আওয়াজ বাবার কাছে পৌঁছে গেছে। সমস্ত দেশ থেকে আওয়াজ আসছে। তারা বাবার আওয়াজও শুনছে আর বাবাও তাদের আওয়াজ শুনছেন। বাবাও বলছেন - হে বিশ্বের অতি স্নেহী বাচ্চারা, আরও বেশী করে নাচো, আরও বেশী করে গাও, এছাড়া আর কাজই কি আছে! ব্রাহ্মণদের কাজ কী? যোগ লাগানোই বা কি? পরিশ্রম আছে কি? যোগের অর্থই হলো আত্মার আর পরমাত্মার মিলন। তো মিলনে কি হয়? খুশীতে নাচতে থাকে। বাবার মহিমার মিষ্টি মিষ্টি গীত হৃদয় অটোমেটিক গাইতে থাকে। ব্রাহ্মণদের কাজই হলো এটা, গাইতে থাকো আর নাচতে থাকো। এটা হওয়া কি অসম্ভব? নাচ গান করা কি অসম্ভব ব্যাপার? নয়, না! যাদের মনে হচ্ছে এটা অসম্ভব, তারা হাত তোলো। এখন তো হলো নাচ গান করার সিজন, তো তোমাদেরকেও কি করতে হবে? নাচো, গাও। সহজ, তাই না! সহজ মনে হলে কাঁধ নাড়াও। অসম্ভব তো নয়, তাই না? জেনে বুঝে সহজ থেকে সরে গিয়ে জটিল করে ফেলো। জটিল নয়, খুব সহজ কেননা বাবা জানেন যে অর্ধেক কল্প জটিলতায় পরিপূর্ণ জীবন যাপন করে এসেছে এইজন্য এই সময় সহজ হয়ে গেছে। এমন কি

কেউ আছো, যাদের কাছে এটা জটিল মনে হচ্ছে? কখনও কখনও জটিল মনে হয়? যেরকম কেউ চলতে চলতে রাস্তা ভুল করে অন্য রাস্তাতে চলে যায় তো তখন কঠিন মনে হয় তাই না। জ্ঞান মার্গ দুরুহ নয়। ব্রাহ্মণ জীবন কঠিন নয়! ব্রাহ্মণের পরিবর্তে ক্ষত্রিয় হয়ে যাও তো ক্ষত্রিয়ের কাজই হল লড়াই করা, ঝগড়া করা... সেটা তো কঠিনই হবে তাই না! যুদ্ধ করা তো কঠিন কাজ, আনন্দে থাকা হল সহজ।

ডবল ফরেনার্স আনন্দে আছো তাই না! এক হাতের তালি বাজাও। আনন্দে আছো? সেখানে গিয়ে দ্বিধাগ্রস্ত তো হয়ে যাবে না? দেখো, আজকের শিব জয়ন্তীর মহত্ব দুটি বিষয়ের জন্য। এক হলো আজকের দিনে ব্রত রাখে। ডবল ফরেনারদের তো পালন করতেই হয়নি। ভারতেই পালন করে তো এই দিবসের মহত্ব হলো - ব্রত রাখা আর দ্বিতীয় হলো জাগরণ করা। তো তোমরা সবাই ব্রত রেখেছো তাই না? পাঞ্চা ব্রত রেখেছো? নাকি কখনও কাঁচা কখনও পাকা? কাঁচা জিনিস ভালো লাগে? পরিপক্ব সবকিছুই ভালো লাগে তাই না! তো কিসের ব্রত রেখেছো? বাপদাদা সবথেকে প্রথম ব্রত কি দিয়েছিলেন? যখন স্মৃতির তিলক লাগলো তখন সর্বপ্রথম ব্রত কি রেখেছিলে? স্মরণে আছে, তাই না? সম্পূর্ণ পবিত্র ভব। বাবা বলেছেন আর বাচ্চারা ধারণ করেছে। তো পবিত্রতার ব্রত কেবল ব্রহ্মচার্যের ব্রত নয়, ব্রহ্মার সমান প্রত্যেক সংকল্প, বাণী আর কর্মে পবিত্রতা - একে বলা হবে ব্রহ্মচারী আর ব্রহ্মাচারী। প্রত্যেক বাণীতে পবিত্রতার ভাইব্রেশন সমাহিত হয়ে থাকবে। প্রত্যেক সংকল্পে পবিত্রতার মহত্ব থাকবে, প্রত্যেক কর্মে, কর্ম আর যোগ অর্থাৎ কর্মযোগীর অনুভব হবে - একে বলা যাবে ব্রহ্মাচারী। ব্রহ্মা বাবাকে দেখেছো, প্রত্যেক বাক্য ছিল মহাবাক্য, সাধারণ বাক্য নয়, কেননা তোমাদের জন্ম কোনো সাধারণ জন্ম নয়, অলৌকিক জন্ম। অলৌকিকতার অর্থই হলো পবিত্রতা। তো প্রতিদিন রাতে নিজের টিচার হয়ে চেক করো আর পার্সেন্টেজ অনুসারে নিজেই নিজেকে মার্কস দাও। ১০০ পার্সেন্ট হতে হবে। কিন্তু প্রতিদিন নিজেই নিজেকে দেখো, অপরকে দেখবে না। বাপদাদা দেখেছেন যে - নিজেকে দেখার পরিবর্তে অন্যদেরকে দেখতে লেগে যায়, সেটা সহজ হয়। তো নিজেকে দেখো যে আজকের দিনে সংকল্প বাণী আর কর্মে কত পার্সেন্ট পবিত্রতা ছিল?

এই বছরে তোমরা চারিদিকে কোন্ সন্দেশ পৌঁছে দিয়েছো? সমস্ত ফাংশানে 'পরিবর্তন' সম্বন্ধে বলেছো। যেখানে যেখানে ভাষণ করেছে, পরিবর্তন-এর টপিকের উপরেই খুব ভালো ভালো ভাষণ করেছে। তো এই বছর চারিদিকের সেবাতে অন্যদেরকেও পরিবর্তন করার লক্ষ্য খুব ধুমধামের সাথে দিয়েছো, বাপদাদা খুশী হয়েছেন। তো তোমরা নিজেদের জন্যও এটা চেক করো যে প্রতিদিন কত পার্সেন্টেজে পরিবর্তন হয়েছে? পরিবর্তন হোক উন্নতি কলার, অবনতি কলার নয়। বাপদাদাও প্রত্যেক বাচ্চার চার্ট দেখেন। তোমরা চিন্তা করছো যে সকল বাচ্চাদের চার্ট দেখেন নাকি বিশেষ কিছু বাচ্চার দেখেন! বাপদাদা সমস্ত বাচ্চার চার্ট কখনও কখনও দেখেন, প্রতিদিন দেখেন না কিন্তু কখনও কখনও দেখেন - লাস্টের বাচ্চাদেরও দেখেন তো ফার্স্ট এর বাচ্চাদেরও দেখেন। সবাই হাসছে, তো বাপদাদাই কি শুনিয়ে দেবেন যে চার্টে কি দেখেছেন? আজ তো আনন্দ করার দিন, এইজন্য শোনাচ্ছেন না। কিন্তু পরবর্তীকালের জন্য ইশারা দিচ্ছেন যে আজকের দিনের যে মহত্ব আছে ব্রত নেওয়া অর্থাৎ দৃঢ় সংকল্প নেওয়া। সত্যিকারের ভক্তরা কখনও ব্রত ভঙ্গ করে না। তো বাপদাদা পুনরায় বাচ্চাদেরকে ভবিষ্যতের জন্য ইশারা দিচ্ছেন যে এখনও প্রথম ফাউন্ডেশন সংকল্প শক্তি কখনও কখনও ওয়েস্ট বেষী আর নেগেটিভ ওয়েস্টের থেকে একটু কম হচ্ছে। প্রত্যেক সংকল্প শক্তির উপযোগ যতটা স্ব-প্রতি বা বিশ্বের প্রতি করতে হবে ততটা আরও বৃদ্ধি করো কেননা সংকল্পের আধারে বাণী আর কর্ম হয় তো সংকল্প শক্তির পরিবর্তন করো। যেটা ওয়েস্ট আর নেগেটিভ হয়, তাকে পরিবর্তন করে বিশ্ব কল্যাণের প্রতি কাজে লাগাও। বাপদাদা সংকল্পের খাজানাকে সর্ব শ্রেষ্ঠ মনে করেন এইজন্য এই সংকল্পের খাজানার প্রতি ইকোনমির অবতার হও। আজকের দিনকে অবতরণের দিন বলা হয় তো বাপদাদার সকল বাচ্চাদের প্রতি এই শুভ আশা আছে আজকের দিন শিব অবতরণের সাথে সাথে তোমরা সবাই ইকোনমির অবতার হও। সংকল্পের ইকোনমি করা অর্থাৎ ওয়েস্ট হওয়া থেকে বাঁচানো, তাহলে অন্যান্য সকল খাজানা অটোমেটিক বেঁচে যাবে। তাহলে ৯৯ সালে কি হবে? ৯৯ চালু হয়ে গেছে। আগে চিন্তা করতে যে ৯৯ এ কি হবে? কিছু হয়েছে কি? ফেরয়ারী তো এসে গেলো। যদি হয়ও কিছু, তাতে তোমাদের কি? তোমাদের কিছু ক্ষতি হবে? ভয় হচ্ছে? কি হবে, তার ভয় হচ্ছে? তোমাদের জন্য ভালোই হবে। দুনিয়ার জন্য যা কিছু হয়ে যাক, তোমাদেরকে নির্ভয় আর হাসিমুখে এই খেলা দেখতে হবে। খেলাতে রক্তও দেখায় তো ভালোবাসাও দেখায়। লড়াইও দেখায় তো ভালো জিনিসও দেখায়। তারপরও খেলা দেখতে ভয় লাগে কি? কি হবে, কি হয়েছে, কি হয়েছে? এসব চিন্তা করো কি? বসে দেখতে মজাও লাগে। তো এটাও হলো অসীম জগতের খেলা। যদি অল্প একটুও ভয় হয় বা ঘাবড়ে যাও - কি হয়ে গেলো, কি হয়ে গেলো... এইরকম তো হওয়া উচিত ছিল না, কেন হলো, এইরকম স্থিতিতে থাকা আত্মার উপর এফেক্ট পড়বে। ভালোর থেকেও ভালো স্থিতিতে থাকা আত্মা অস্থির পরিস্থিতিতে নিজেও অস্থির হয়ে পড়বে, দোলাচলে এসে যাবে। এইজন্য ৯৯ হোক বা ২০০০, তোমাদের কি? খেলা হতে দাও। মজা করে দেখো। ঘাবড়ে যেও না। হায় এ কি হয়ে গেলো!

সংকল্পেও যেন না আসে। সবাই জিজ্ঞেস করে ৯৯ তে কি হবে? কিছু হবে নাকি হবে না। বাপদাদা বলছেন তোমরাই প্রকৃতিকে সেবা দিয়েছো যে ভালো করে সাফাই করো, তাদেরকে লম্বা লম্বা ঝাড়ু দিয়েছো, সাফাই করার জন্য। তাহলে ঘাবড়াচ্ছে কেন? তোমাদের অর্ডারেই সে সাফাই করবে তো তোমরা কেন দোলাচলে আসছো? তোমরাই তো অর্ডার দিয়েছো। তো অচল অনড় হয়ে মন আর বুদ্ধিকে একদম শক্তিশালী বানিয়ে অচল অনড় স্থিতিতে স্থিত হয়ে যাও। প্রকৃতির খেলা দেখতে থাকো। ঘাবড়াবে না। তোমরা হলে অলৌকিক, সাধারণ নও। সাধারণ মানুষ দোলাচলে আসবে, ঘাবড়ে যাবে। অলৌকিক, মাস্টার সর্বশক্তিমান আত্মারা খেলা দেখতে দেখতে নিজের বিশ্ব কল্যাণের কাজে বিজি থাকবে। যদি মন আর বুদ্ধিকে ফ্রী রাখবে তাহলে ঘাবড়ে যাবে। মন আর বুদ্ধির দ্বারা লাইট হাউস হয়ে লাইট ছড়িয়ে দেবে, এই কাজে বিজি থাকবে তো বিজি আত্মার ভয় আসবে না, সাক্ষীভাব থাকবে; আর যেকোনও দোলাচলই আসুক, নিজের বুদ্ধিকে সদা ক্রিয়ার রাখবে, কি - কেন-তে বুদ্ধিকে বিজি বা ভরপুর করে রাখবে না, খালি রাখবে। এক বাবা আর আমি... তখন সময় অনুসারে পত্র, টেলিফোন, টি.ভি বা তোমাদের যাকিছু সাধন আছে, সেসব যদি নাও পৌঁছায় তথাপি বাপদাদার ডায়রেকশন ক্রিয়ার ক্যাচ হবে। এই সায়োন্সের সাধনগুলিকে কখনও আধার বানাবে না। ইউজ করো কিন্তু সাধনের আধারে নিজের জীবন বানাবে না। কখনও কখনও সায়োন্সের সাধন হওয়া সত্ত্বেও ইউজ করতে পারবে না। এইজন্য সাইলেন্সের সাধন - যেখানে থাকবে, মেরকমই পরিস্থিতিই হোক না কেন খুব স্পষ্ট আর খুব তাড়াতাড়ি কাজে আসবে। তারজন্য তোমাদের বুদ্ধির লাইন ক্রিয়ার রাখবে। বুঝেছো। তোমরাই তো আহ্বান করো যে তাড়াতাড়ি গোল্ডেন এজ এসে যাক। তো গোল্ডেন এজের জন্য এই সাফাই চাই, তাই না। তো প্রকৃতি ভালোভাবে সাফাই করবে।

তো আজকের দিনে শুধু সংকল্প নয়, দুট সংকল্প কোনটা করেছো? ইকোনমির অবতার হতেই হবে। সংকল্পে, বাণীতে সাধারণ কর্মে ইকোনমি। আর দ্বিতীয় কথা হলো - সদা বুদ্ধিকে ক্রিয়ার রাখবে। যাকে অন্য ভাবে বাবা বলেন - সত্য হৃদয়ে সাহেব রাজী। সত্য হৃদয়, স্বচ্ছ হৃদয়। বর্তমান সময়ে সত্যতা আর স্বচ্ছতার প্রয়োজন আছে। হৃদয়েও সত্য, পরিবারেও সত্য আর বাবার কাছেও সত্য। বুঝেছো। আজকের দিনে বলার কথা ছিলো না, কিন্তু বলে দিলাম। বাপদাদা তোমাদেরকে ভালোবাসেন তাই না, তাই বাচ্চাদের অল্প একটু দুর্বলতাও বাবা দেখতে পারেন না। বাপদাদা সদা প্রত্যেক বাচ্চাকে নিজের সমান সম্পূর্ণ দেখতে চাইছেন।

চারিদিকে দোলাচল, প্রকৃতির সমস্ত তত্ত্ব খুব দোলাচল সৃষ্টি করছে, কোনওদিক-ই দোলাচলের থেকে মুক্ত নয়, ব্যক্তিদের দ্বারা দোলাচল, প্রকৃতিরও দোলাচল, এইরকম সময়ে যখন সৃষ্টিতে চারিদিকে দোলাচল হচ্ছে তো তোমরা তখন কি করবে? সেক্টির সাধন কি? সেকেন্ডে নিজেকে বিদেহী, অশরীরী বা আত্ম-অভিমানী বানিয়ে নাও তাহলে দোলাচলের মধ্যেও অচল থাকতে পারবে। এতে টাইম তো লাগবে না? কি হবে? এখন ট্রায়াল করো - এক সেকেন্ডে মন-বুদ্ধিকে যেখানে চাও সেখানে স্থিত করতে পারো? (ড্রিল) একে বলা হয় - “সাধনা”। আচ্ছা।

দেশ-বিদেশের চারিদিকের বাবার লভ-এ লভলীন আত্মাদেরকে, সদা নিজেকে ব্রহ্মাচারী স্থিতিতে স্থিত করা স্নেহী, সহযোগী বাচ্চাদেরকে, সদা একনামি আর ইকোনমি-কে কার্যে প্রয়োগকারী সাহসী বাচ্চাদেরকে, সদা দোলাচলেও অচল থাকা নির্ভয় আত্মাদেরকে, সদা মজাতে থাকা, বাবার সমীপ বাচ্চাদেরকে স্মরণের স্নেহ-সুমন আর নমস্কার।

বাচ্চাদের সমস্ত কার্ড বাবার কাছে পৌঁছে গেছে। বাপদাদা দেখছিলেন, সবাই জন্মদিনের কার্ড আর ফরেনার্স ভালোবাসা দিবসের কার্ড পাঠিয়েছে, তো ভালোবাসার সাগর বাবা সমস্ত বাচ্চাদেরকে শিবরাত্রীর সাথে সাথে ভালোবাসায় লভলীন দিবসেরও অভিনন্দন জানাচ্ছেন। অভিনন্দন, অভিনন্দন, অভিনন্দন।

চারিদিকের দেশ, শহর, গ্রাম, চারদিকের বাচ্চাদেরকে, সবার আগে ছোট-ছোট গ্রামের বাচ্চাদেরকে স্মরণের স্নেহ-সুমন আর অভিনন্দন। সাথে তোমাদের সকলকেও অভিনন্দন। কত অভিনন্দন জানাবো। যতটা তোমরা ধারণ করতে পারো, তার থেকেও বেশী অভিনন্দন।

বরদান:- স্নেহ আর নবীনতার অথরিটি দ্বারা অন্যদেরকে সমর্পিত করানো মহান আত্মা ভব যারা সম্পর্কে আসছে তাদেরকে এমনভাবে সম্বন্ধে নিয়ে এসো যে সম্বন্ধে আসতে-আসতে সমর্পণ বুদ্ধি হয়ে যায় আর বলে যে বাবা যা বলছেন সেটাই সত্য, একে বলা হয় সমর্পণ বুদ্ধি। তারপর তার প্রশ্ন সমাঙ্গ হয়ে যাবে। কেবল এটা যেন না বলে যে এদের জ্ঞান খুব ভালো। কিন্তু এটা হলো নতুন জ্ঞান যেটা নতুন দুনিয়া নিয়ে আসবে - এইরকম আওয়াজ হলে তবে কুস্তকর্ণ জাগবে। তো নবীনত্বের মহানতার দ্বারা স্নেহ আর

অথরিটিৰ ব্যালেন্স বজায় রেখে এমনভাবে সমৰ্পিত কৰাও, তখন বলা হবে মাইক তৈরী হয়েছে।

স্লোগান:- এক পরমাত্মার প্রিয় হও তাহলে সমগ্র বিশ্বের প্রিয় হয়ে যাবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবা আর বাচ্চাদের অ্যাক্টিভিটিতে যে পার্থক্য রয়েছে সেটাকে চেনো, বাবা তোমাদের, অর্থাৎ বাচ্চাদের সাথে খেলতে পারেন, খেতে পারেন না"

*প্রশ্নঃ - সৎসঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎ সঙ্গে নরকবাস - এর ভাবার্থ কি?

*উত্তরঃ - তোমরা এখন সৎ এর সঙ্গে আছো অর্থাৎ বাবার সাথে বুদ্ধিযোগ যুক্ত আছো তাই পার হয়ে যাও। কিন্তু পুনরায় ধীরে ধীরে কুসঙ্গ অর্থাৎ দেহের সঙ্গ-তে আসার কারণে ক্রমশঃ নীচে নামতে থাকো। কারণ সঙ্গের রং লেগে যায়, সেইজন্য বলা হয়- সৎ-সঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎ সঙ্গে নরকবাস।

ওম্ শান্তি । এখন বাচ্চাদের দুটো ক্লাস হয়ে গেছে। এটা ভালোই হয়েছে, এক হলো স্মরণের যাত্রা, যাতে পাপ কাটতে থাকে, আত্মা পবিত্র হতে থাকে আর দ্বিতীয় ক্লাস হলো জ্ঞানের। জ্ঞানও সহজ। ডিফিকাল্ট কিছু নয়। তোমাদের সেন্টার আর এখানের মধ্যে পার্থক্য আছে। এখানে তো বাবা বসে আছেন আর বাচ্চারাও আছে। এই মেলা হলো বাবা আর বাচ্চাদের। আর তোমাদের সেন্টারে মেলা বসে বাচ্চাদের নিজেদের মধ্যে, সেইজন্য বাচ্চারা সম্মুখে আসে। যদিও সেন্টারের বাচ্চারাও স্মরণ করে, কিন্তু এখানে তোমরা সম্মুখে দেখো - তোমার সাথেই বসবো, তোমার সাথেই কথাবার্তা বলবো...। বাবা বুঝিয়েছেন বাবা আর বাচ্চাদের অ্যাক্টিভিটিতে পার্থক্য আছে। খেয়াল করো, এতে বাবার কি পার্ট আর রথের কি পার্ট? বাবা কি রথের দ্বারা খেলতে পারেন? হ্যাঁ খেলতে পারেন। যেমন তোমরা বলো - তোমার সাথেই উঠবো বসবো, সেইরকমই যদি বলো - তোমার সাথেই থাকবো... কেননা তিনি নিজে তো আহাশ করেন না। বাচ্চাদের সাথে খেলা-ধুলা করেন সেটা তো বাবা নিজেও বোঝেন যে, দুজনে খেলেন। সব কিছু তো এখানেই করেন তোমাদের সাথে, কারণ উনি সুপ্রিম টিচারও। টিচারের তো কাজই হলো বাচ্চাদের আমোদিত করা। ইনডোর গেমস হয় না! আজকাল তো গেমসও অনেক রকম, বিভিন্ন প্রকারের বেরিয়ে গেছে। সব থেকে নামজাদা খেলা হলো পাশা, যার বর্ণনা মহাভারতে আছে। কিন্তু সেটা জুয়ার রূপে আছে। জুয়ারিদের আটক করা হয়। এই সব কথা ভক্তি মার্গের বইপত্রের থেকে বের হয়েছে।

তোমরা জানো যে এই ব্রত, নিয়মাচার ইত্যাদি সব ভক্তি মার্গের ব্যাপার। নির্জলা থাকা, খাবারও খায় না তো জলও পান করে না। যদি ভক্তি মার্গে প্রাপ্তি হয়ও তবে তা অল্প সময়ের। এখানে তো বাচ্চারা তোমাদের সব বোঝানো হয়। ভক্তি মার্গে অনেক ধাক্কা খেতে হয়। জ্ঞান মার্গ হলো সুখের মার্গ। তোমরা জেনে গেছো আমরা সুখের উত্তরাধিকার বাবার থেকে প্রাপ্ত করছি। ভক্তি মার্গেও স্মরণ করতে হয় এক জনকেই। এক এর পূজাও হলো অব্যাভিচারী পূজা, সেটাও ভালো। ভক্তিও সতঃ-রজঃ-তমঃ হয়। সব থেকে উঁচুর থেকেও উঁচুতে সতোগুণী হল শিববাবার ভক্তি। শিববাবা এসেই সব বাচ্চাদের সুখধামে নিয়ে যান। যিনি সবচেয়ে বেশী বাচ্চাদের সেবা করেন, পবিত্র করেন তাঁকেই সবাই ডাকে। আবার বলে নুড়ি পাথরে (মাটির পাত্রের ভাঙা টুকরো, পাথরের টুকরো) ভগবান আছেন, এটা বলে তাঁর নিন্দা করা হয়। তোমাদের, অর্থাৎ বাচ্চাদের অসীম জগতের বাবার দ্বারা রাজ্য ভাগ্যের প্রাপ্তি হয়েছিল, আবার অবশ্যই প্রাপ্ত হবে। তোমরা জ্ঞানকে আলাদা, ভক্তিকে আলাদা মনে করো। রাম রাজ্য আর রাবণ রাজ্য কি করে চলে- এটাও তোমরা নম্বরানুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে জান, সেইজন্য প্রচার পত্র (পর্চা) ইত্যাদিও ছাপাতে থাকো। কারণ মানুষকে সঠিক ভাবে সত্যিকারের বোঝানোও তো দরকার, তাই না ! তোমাদের সব কিছুই হল সত্য।

বাচ্চাদের সার্ভিস করা উচিত। সার্ভিস তো অনেক আছে। এই ব্যাজই কতো ভালো সেবার মাধ্যম। সবচেয়ে বড় শাস্ত্র হলো এই ব্যাজ। এখন এটা হলো জ্ঞানের কথা, এতে বোঝাতে হয়। এই স্মরণের যাত্রা হলো সম্পূর্ণ আলাদা। একে বলা হয় অজপাজপ। কিছু জপতে হবে না। মনে মনেও শিব-শিব বলতে হবে না। শুধুমাত্র বাবাকে স্মরণ করতে হবে। এটা তো জানো শিববাবা হলেন বাবা, আমরা আত্মারা হলাম তাঁর সন্তান। তিনিই সম্মুখে এসে বলেন - আমি হলাম পতিত-পাবন, আমি কল্প-কল্প আসি পবিত্র করতে। দেহ সহ দেহের সব সম্বন্ধ ত্যাগ করে নিজেকে আত্মা মনে করো। আমাদের অর্থাৎ নিজের বাবাকে স্মরণ করো, তবে পবিত্র হয়ে যাবে। আমার পার্টই হলো পতিতকে পবিত্র করা। এটা হলো বুদ্ধির যোগ বা বাবার সাথে সঙ্গ। সঙ্গ থেকে রঙ লাগে। বলা হয় সৎসঙ্গে স্বর্গবাস, কুসঙ্গে নরকবাস...বাবার সাথে বুদ্ধি যোগ যুক্ত হওয়াতে পবিত্র হতে থাকো। পুনরায় নীচে নামতে শুরু করে দাও। যার জন্যই গাওয়া হয় সৎ এর সঙ্গ পার করে...এর অর্থও ভক্তি মার্গের লোক জানে না। তোমরা মনে করো আমাদের আত্মা পতিত হয়ে গেছে, এই পতিত আত্মা পবিত্র

পরমাত্মার সাথে বুদ্ধির যোগ যুক্ত করে পবিত্র হতে থাকে। আত্মা পরমাত্মা-বাবাকে স্মরণ করে। যখন আত্মা পিওর হয়, তখন শরীর ও পবিত্র হবে, সত্যিকারের সোনা হবে। এটাই হলো স্মরণের যাত্রা। যোগ অগ্নির দ্বারা বিকর্ম ভস্ম হয়, খাদ নির্গত হয়ে যায়। তোমরা জানো যে সত্যযুগী নতুন দুনিয়াতে আমরা পবিত্র সম্পূর্ণ নির্বিকারী ছিলাম, ১৬ কলা সম্পূর্ণও ছিলাম। এখন কোনো কলাই অবশিষ্ট নেই, একে বলা হয় রাহুর গ্রহণ। সমস্ত দুনিয়া, বিশেষতঃ ভারতে রাহুর গ্রহণ লেগেছে। দেহও কালো, আর যা কিছু তোমরা এই চোখে দেখছো সব হলো কালো। যেইরকম রাজা রাণী সেইরকম প্রজা। শ্যাম সুন্দরের অর্থও কেউ জানে না। কত রকমের নাম এখন মানুষের। এখন বাবা এসে অর্থ বুঝিয়েছেন যে, তোমরাই প্রথমে সুন্দর, আবার শ্যাম হয়ে যাও। জ্ঞান চিতার উপরে বসার জন্য তোমরা সুন্দর হয়ে যাও। আবার এরকম হতে হবে- শ্যাম থেকে সুন্দর, সুন্দর থেকে শ্যাম। এর অর্থ বাবা আত্মাদের বুঝিয়েছেন। আমরা আত্মারা এক বাবাকেই স্মরণ করি। বুদ্ধিতে এসে গেছে আমরা হলাম বিন্দু। একে বলা হয় সেক্স রিয়েলাইজেশন। সেটা দেখার জন্য ইনসাইট (অর্ন্তদৃষ্টি) চাই। এটা তো হলো বোঝার ব্যাপার। আত্মাকে বোঝাতে হবে। আমি হলাম আত্মা, এটা হলো আমার শরীর। আমরা এখানে শরীরে এসে পার্ট প্লে করি। ড্রামার প্ল্যান অনুযায়ী সর্বপ্রথম আমরা আসি। আত্মা তো সবাই, অনেক। কারও ভূমিকা বেশী, কারও কম। এটা হল অনেক বড় অসীম জগতের নাটক। এতে নম্বর অনুযায়ী কিভাবে আসে, কি করে ভূমিকা পালন করে- এসব তোমরাই জানো। সর্বপ্রথম হলো দেবী-দেবতার কুল (ঘরানা)। এই নলেজও তোমাদের এখনকার, এই পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগের। পরবর্তী কালে আবার এর কিছুই স্মরণে থাকবে না। বাবা স্বয়ং বলেন এই জ্ঞান প্রায়ঃ লোপ হয়ে যায়। কারোরই জানা নেই এই দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা কিভাবে হয়েছে। চিত্র তো আছে কিন্তু সেটা কি ভাবে স্থাপন হয়েছে, তা কারোরই জানা নেই। বাচ্চারা, এটা কেবল তোমাদেরই জানা আছে আর তোমরা আবার অন্যান্যদেরকেও নিজের সমান করে নাও। অনেক হয়ে গেলে আবার অবশ্যই লাউড স্পিকারও রাখতে হবে। অবশ্যই কোন পদ্ধতি বেরোবে। অনেক বড় হল-এরও দরকার পড়বে। যেমনটি পূর্ব কল্পে যা কিছু অ্যাক্ট করেছিলে সেটাই আবার হবে। এটা বোঝা গেছে। বাচ্চারা সংখ্যায় বৃদ্ধি পাবে। বাবা বুঝিয়েছেন বিবাহের জন্য যারা হল ইত্যাদি তৈরী করে তাদেরকেও বোঝাও। এখানেও বিবাহের জন্য ধর্মশালা ইত্যাদি তৈরী হচ্ছে, তাইনা! কেউ নিজের বংশের হলে শীঘ্রই বুঝে যায়, যারা এই বংশের হবে না তারা বিঘ্ন সৃষ্টি করবে। যারা এই বংশের হবে তারা মেনে নেবে যে এটা সত্যি বলছে, যারা এই ধর্মের নয় তারা লড়াই করবে, বলবে এই প্রথা তো চলে আসছে। এখন হলো অপবিত্র প্রবৃত্তি মার্গ, বাবা আবার এসেছেন পবিত্র করে তুলতে। তোমরা পবিত্রতার উপর কতো জোর দাও, সেইজন্য কত বিঘ্ন আসে। আগা থাঁ (শিয়া মুসলিম ইমাম), পোপ এদেরও কত সম্মান আছে। তোমরা জানো পোপ কি করেন। চার্চে বহু মানুষের বিবাহ করান, অনেক বিবাহ হয়। পোপ চার হাত এক করায়। এটাকেই তারা অনেক সম্মানের বলে মনে করে। বিবাহ উপলক্ষে মহাত্মাদেরও আমন্ত্রণ জানায়। আজকাল তারা বিবাহের বাগদানের অনুষ্ঠানও সম্পন্ন করায়। বাবা বলেন কাম হলো বড় শত্রু। এই অর্ডিন্যান্স বের করা মাসীর বাড়ী যাওয়ার মতো সহজ নয়। এটা বোঝানোর জন্য খুব ভালো রকমের যুক্তি দেওয়ার দরকার। পরবর্তী কালে ক্রমশঃ বুঝতে পারবে। আদি সনাতন হিন্দু ধর্মের যারা, তাদেরকে বোঝাও। তারা শীঘ্রই বুঝতে পারবে যে বরাবর আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম ছিল, হিন্দু ধর্ম নয়। যেমন তোমরা বাবার দ্বারা বুঝে গেছ সেরকম অন্যরাও বুঝে নিয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকবে। এটাও পরিপক্ক ভাবে সুনিশ্চিত, এই কলম (চার্য) লাগতেই থাকবে। তোমরা বাবার শ্রীমতের দ্বারা দেবতায় পরিণত হচ্ছে। এরা হল নতুন দুনিয়ার বসবাসকারী। প্রথমে তো তোমাদের জানা ছিল না যে বাবা সঙ্গমযুগে এসে আমাদের ট্রান্সফার করবেন। একটুও জানা ছিল না। এখন তোমরা জানো সত্যিকারের পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগ এটাকে বলা হয়। আমরা পুরুষোত্তম তৈরী হচ্ছে। এখন যত পুরুষার্থ করবে ততই তৈরী হবে।

প্রত্যেককে নিজের মনকে প্রশ্ন করতে হবে। স্কুলে যে সাবজেক্টে কাঁচা থাকে তো বুঝে যায় যে আমি পাশ করব না। এটাও হলো পাঠশালা, স্কুল। গীতাপাঠশালা তো সুপরিচিত। আবার এর নাম কিছুটা ঘুরিয়ে দিয়েছে। তোমরা লেখো 'সত্য গীতা, মিথ্যা গীতা' এতেও তারা রুপ্ত হয়। ফলে অবশ্যই খিটখিট হবে, এতে ভয়ের কিছু নেই। আজকাল তো এটা ফ্যাশন হয়ে গেছে, বাস ইত্যাদি জ্বালায়, আগুণ লাগাতে থাকে। যে যা শেখাচ্ছে, সেটাই শেখে। আগের থেকেও বেশী সব শিখে গেছে। সবাই পিকেটিং ইত্যাদি করতে থাকে। প্রত্যেক বছর গভর্নমেন্টেরও ঘাটতি পড়ে যায়, তাই আবার ট্যাক্স বাড়াতে থাকে। একদিন ব্যাঙ্ক ইত্যাদি সবার ব্যাঙ্ক খুলে দেবে। আনাজ ইত্যাদির জন্যও অনুসন্ধান চলে যে বেশী রাখেনি তো! এই সব ব্যাপার থেকে তোমরা বেরিয়ে গেছো। তোমাদের জন্য মুখ্য হলোই স্মরণের যাত্রা। বাবা বলেন আমার এইসব বিষয়ের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই। আমার তো শুধু কাজ হলো রাস্তা বলে দেওয়া। এতে তোমাদের দুঃখ সব দূর হয়ে যাবে। এই সময় তোমাদের কর্মের হিসাব পত্র মিটেতে থাকে। অবশিষ্ট রোগ ইত্যাদি সব বেরিয়ে আসবে। পুরানো কর্মের হিসাবপত্র মিটে যাবে। ভয় পেতে নেই। অসুস্থ মানুষকেও ভগবানের স্মরণ করানো হতে থাকে। তোমরা হাসপাতালে গিয়েও নলেজ

দাও যে বাবাকে স্মরণ কর তো বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে। শুধু এই জন্মের ব্যাপার নয়, ভবিষ্যতের ২১ জন্মের জন্য আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি, কখনো রোগ হবে না এক বাবাকে স্মরণ করলে তোমাদের আয়ুও বেড়ে যাবে। ভারতবাসীদের আয়ু বেশী ছিল, নিরোগী ছিল। এখন বাবা তোমাদের, অর্থাৎ বাচ্চাদের শ্রীমত দিচ্ছেন শ্রেষ্ঠ হওয়ার জন্য। পুরুষোত্তম শব্দটা কখনো বিস্মৃত হবে না। কল্প-কল্প তোমরাই হও। এরকম আর কেউ বলতে পারে না। তাই এ ধরনের সার্ভিস অনেক করতে পারো। ডাক্তারদের থেকে তো যে কোনো সময় সাক্ষাতের জন্য সময় নির্ধারণ করতে পারো। চাকুরিজীবীরাও অনেক সেবা করতে পারে। রোগীদের বলা - আমাদেরও বড় ডাক্তার আছে, অবিনাশী অসীম জগতের সার্জন আছে। আমরা ঔনার হয়েছি, যার জন্য আমরা ২১জন্ম নিরোগী হয়ে যাই। হেল্থ মিনিস্টারকে বোঝাও- মানুষ হেল্থ-এর জন্য কেন এত চিন্তা করে। সত্যযুগে মানুষের সংখ্যা খুব কম ছিল। শান্তি, সুখ, পবিত্রতা - সব ছিল।

সমগ্র দুনিয়ায়, তোমরাই সকলের কল্যাণ করে থাকো। তোমরা হলে পান্ডা, তাইনা ! তোমরা হলে পান্ডব সম্প্রদায়। এসব কারো বুদ্ধিতেই আসবে না। ফুড মিনিস্টারকে বোঝাও - সবার আগে সবচেয়ে বড় ফুড মিনিস্টার তো হলেন শিববাবা। এত আনাজ দেন যে স্বর্গেও কখনো কম হবে না। এখন তোমরা আছে সঙ্গমযুগে। সমস্ত চক্র তোমাদের বুদ্ধিতে আছে, সেই জন্য তোমাদের স্বদর্শন চক্রধারী বলা হয়। এখন যদিও ভারত ইনসলভেন্ট হয়ে গেছে। বুদ্ধিমান এসে বুদ্ধি বা জ্ঞান শেখাতে থাকেন, এটাও তোমরা বাচ্চারা জানো। আচ্ছা।

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) এক বাবাকে সাথী বানিয়ে - ‘তোমার সাথেই বসবো, তোমার থেকেই শুনবো, তোমার সাথেই থাকবো...’ এটা অনুভব করতে হবে। কুসঙ্গ ছেড়ে সৎ এর সঙ্গে থাকতে হবে।

২) কর্মের হিসেব-নিকেশকে স্মরণের যাত্রা আর কর্মযোগের দ্বারা পরিশোধ করে সম্পূর্ণ পবিত্র হতে হবে। সঙ্গমযুগে নিজেকে সম্পূর্ণ ট্রান্সফার করতে হবে।

বরদানঃ:- অন্তর থেকে “আমার বাবা” বলে সত্যিকারের সওদা করে স্যারেন্ডার বা মরজীবা (জীবিত থেকে মৃতবৎ) ভব

ব্রহ্মাকুমার কুমারী হওয়া মানে স্যারেন্ডার হওয়া। যখন অন্তর থেকে বলা “আমার বাবা” তখন বাবা বলেন - বাচ্চারা, সবকিছু তোমাদের। প্রবৃত্তিতে থাকো বা সেন্টারে, কিন্তু যে অন্তর থেকে বলবে “আমার বাবা”, তখন বাবাও তাকে নিজের বানিয়ে নেবেন, এটা হলো অন্তর থেকে সওদা করা, মুখের দ্বারা বলা স্থূল সওদা নয়। স্যারেন্ডার মানে শ্রীমতের আন্ডারে যারা থাকে। এইরকম স্যারেন্ডার যারা হয় তারাই হলো মরজীবা (জীবিত থেকেও মৃতবৎ) ব্রাহ্মণ।

স্লোগানঃ:- যদি “আমার” শব্দের প্রতি ভালোবাসা থাকে তবে অনেক “আমার”-কে এক “আমার বাবা”-তে সমাহিত করে দাও।

আজ আমাদের সকলের অতি স্নেহী, বাপদাদার নয়নের মণি, নিজের হৃদয়ে দিলারাম বাবাকে স্থাপনকারী, বাপদাদার রথ (ছোট নন্দী) দাদী গুলজারজী ১১ই মার্চ ২০২১ তারিখে অব্যক্ত বতনবাসী হয়েছিলেন। আজ তাঁর পূণ্য স্মৃতি দিবসে আমরা সবাই তাঁর অমূল্য মহাবাক্য নিজের জীবনে ধারণ করে তাঁর স্নেহ আর বাপদাদার পালনার রিটার্ণ দেবো, এটাই হলো তাঁর প্রতি সত্যিকারের শ্রদ্ধাঞ্জলি।

গুলজার দাদীজীর দ্বারা উচ্চারিত কিছু অমূল্য মহাবাক্য :-

১) নিজের সমস্ত দায়িত্ব বাবাকে অর্পণ করে ডবল লাইট থাকো তাহলে খুশীতে নাচতে থাকবে।

২) মন-বুদ্ধি এক বাবার প্রতি সংযুক্ত করা, একাগ্র করাই হলো সত্যিকারের সাধনা।

৩) পরমাত্ম প্রেম হলো নিঃস্বার্থ প্রেম; এর রিটার্ন স্বরূপ - কেবল তাঁর সমান হও।

৪) বাবাকে সাথী রূপে অনুভব করার জন্য মন-বুদ্ধিকে ক্লিন আর ক্লিয়ার রাখো।

৫) সর্বশক্তিমান বাবা সাথে আছেন তাই সদা আনন্দে থাকো, দ্বিধাগ্রস্ত হবে না, ঘাবড়ে যাবে না, আর কখনো হতাশ নিরাশও হবে না।

৬) অন্তঃ বাহক শরীরের (ফরিস্তা) দ্বারা সেবা করার জন্য ডবল লাইট হও।

৭) বাবাকে মনের কথা শোনাও, নয়নে বসিয়ে রাখো তাহলে কোনও দেহধারীর প্রতি দৃষ্টি যাবে না।

৮) অন্তিম সময়ে মম্মা সেবা করার জন্য সর্বশক্তির স্টক জমা করো।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - ডেড সাইলেন্সে যাওয়ার অভ্যাস করো, বুদ্ধি বাবার দিকে থাকলে বাবাও তোমাদের অশরীরী হওয়ার জন্য সকাশ দেবেন"

*প্রশ্নঃ - তোমরা বাচ্চারা যখন জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র প্রাপ্ত করো তখন কি সাক্ষাৎকার হয়?

*উত্তরঃ - সত্যযুগের আদি থেকে কলিযুগের শেষ পর্যন্ত আমরা কি-কি পার্ট প্লে করেছি-এসবই সম্পূর্ণরূপে সাক্ষাৎকার হয়। তোমরা সমগ্র বিশ্বকে আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত জেনে যাও। জানাকেই সাক্ষাৎকার বলা হয়। এখন তোমরা বুঝেছো যে আমরাই দৈবীগুণ সম্পন্ন দেবতা ছিলাম, এখন আসুরিক গুণ সম্পন্ন হয়ে গেছি। পুনরায় দৈবীগুণ সম্পন্ন দেবতা হতে যাচ্ছি। এখন আমরা নতুন দুনিয়া, নতুন ঘরে যাব।

ওম্ শান্তি। বাচ্চারা স্মরণের যাত্রায় বসেছে। অসীম জগতের বাবা তো এই যাত্রায় বসেন না। তিনি তো বাচ্চাদের সকাশ দিয়ে সাহায্য করেন, যাতে বাচ্চারা শরীরকে ভুলতে পারে। বাবা সকাশ দেন আত্মাদের, কেননা বাবা আত্মাকেই দেখেন। তোমাদের প্রত্যেকের বুদ্ধি বাবার দিকেই যায়, বাবার বুদ্ধি বা দৃষ্টিও তখন বাচ্চাদের প্রতি যায়। পার্থক্য আছে তাই না! (ডেড সাইলেন্স) এই অভ্যাস তোমরা করে থাকো ডেড সাইলেন্সের। শরীরকে ছেড়ে আলাদা হতে চাও তোমরা। আত্মা বুঝেছে যে যত স্মরণে থাকবো ততই এই শরীর থেকে বেরিয়ে যেতে পারবো। যেমন সাপের দৃষ্টান্ত আছে, যা দৃষ্টান্ত দেওয়া হয় তার মধ্যে বিশেষ কিছু অবশ্যই থাকে। তোমরা জানো এই শরীর ছেড়ে ঘরে ফিরে যাবো তারপর আবার ফিরে আসবো। এইসব কথা আর কেউ জানেনা, এই ড্রামাকেও কেউ জানেনা। কেউ-ই এমন গ্যারান্টি দেয় না যে এই স্মরণের দ্বারা তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে, এমন কথা কেউ-ই শোনায়ে না। তোমরা বাচ্চারা জান আমরা এখন ফিরে যাওয়ার জার্নিতে রয়েছি। আত্মার বুদ্ধি-যোগ ঐ দিকেই রয়েছে। এখন নাটক শেষ হতে চলেছে, এবার ঘরে ফিরে যেতে হবে। বাবাকেই স্মরণ করতে হবে, তিনিই হলেন পতিত পাবন। গঙ্গার জলকে তো মুক্তিদাতা বা গাইড বলা যায় না। এক বাবা-ই লিবারেটর আর গাইড হতে পারেন। এও বড় বোঝার আর বোঝানোর বিষয়। সেটা হল ভক্তি, তাতে কোনও কল্যাণ হতে পারে না। বাচ্চারা জানে জল হল স্নানের জন্য, জল কখনও পবিত্র করে তুলতে পারে না। এমনও নয় যে ভক্তির জন্য কোনও রিটার্ন বা ফল প্রাপ্তি হয়ে থাকে। ভক্তি মার্গে এরই মহত্বকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। একেই বলে অঙ্কশ্রদ্ধা। এই শ্রদ্ধা পালন করতে-করতেই মানুষ এই উপাধিতে ভূষিত হয়েছে-অন্ধের সন্তান অন্ধই। ভগবানুবাচ তাই না! কে অন্ধ আর কার দৃষ্টি আছে তা তোমরা জানো। এখন সম্পূর্ণ বিশ্বের আদি-মধ্য অন্তকে তোমরা বাবার কাছ থেকে জেনেছো। তোমরা বাবাকে জেনেছো, সুতরাং সৃষ্টির আদি-মধ্য অন্তের ডিউরেশনকেও জেনেছো। প্রতিটি বিষয়ে বিচার সাগর মন্ডন করে নিজেকেই সমাধান করে নেওয়া উচিত। ভক্তি আর জ্ঞানের কন্ট্রাস্ট। জ্ঞান সম্পূর্ণ আলাদা। এই নলেজ হলো সুপ্রসিদ্ধ। এ হলো রাজযোগের অধ্যয়ন। বাচ্চারা এটাও জেনেছে - দেবতারা সম্পূর্ণ নির্বিকারী ছিল। রচয়িতা বাবা-ই বসে নিজের পরিচয় দিয়ে থাকেন। তিনি হলেন পরম আত্মা। পরম আত্মাকেই পরমাত্মা বলা হয়। ইংরেজিতে বলে সুপ্রিম সোল। সোল অর্থাৎ আত্মা। বাবার আত্মাও বড় হয়না, বাবার আত্মাও তোমরা বাচ্চাদের মতোই। এমন নয় যে, বাচ্চাদের ছোট আর বড়। না। সুপ্রিম নলেজফুল বাবা অত্যন্ত স্নেহের সাথে বাচ্চাদের বুঝিয়ে থাকেন। পার্ট প্লে করে আত্মা, নিশ্চয়ই শরীর ধারণ করেই রোল প্লে করবে। আত্মার বাসস্থান হল শান্তিধাম। বাচ্চারা জানে আত্মারা ব্রহ্ম মহাত্মে বাস করে। যেমন হিন্দুস্তান নিবাসী, তারা নিজেদের হিন্দু বলে থাকে, তেমনই ব্রহ্মাণ্ড নিবাসীদের ঈশ্বর ভেবে বসে আছে। পতন হওয়ার কারণও ড্রামায় নির্ধারিত। ফিরে যেতে তো পারবে না কেউ-ই, যতই চেষ্টা করুক। নাটক যখন সম্পূর্ণ হয়ে যায় তখনই সব কুশীলবরা একত্রে সমবেত হয়। ক্রিয়েটর, প্রধান অ্যাক্টরও এসে দাঁড়ায়। বাচ্চারা জানে এখন এই নাটক সম্পূর্ণ হতে চলেছে। এসব কথা কোনও সাধু সন্ত ইত্যাদি জানতে পারে না। আত্মার এই নলেজ কারও মধ্যেই নেই। পরমাত্মা বাবা একবারই এখানে আসেন। বাদবাকি সবাইকে তো এখানে পার্ট প্লে করতেই হবে। বুদ্ধি তো হতেই থাকে তাইনা! আত্মারা সব কোথা থেকে এসেছে? যদি কেউ ফিরে যেতে পারে তবে ঐ নিয়মই চালু হয়ে যাবে, একজন আসবে আরেকজন যাবে। একে তো পুনর্জন্ম বলা যাবে না। পুনর্জন্ম তো শুরু থেকেই চলে আসছে। প্রথম নম্বর হলো লক্ষ্মী-নারায়ণ। বাবা বুঝিয়েছেন পুনর্জন্ম নিতে নিতে যখন পিছনে চলে আসে তখনই আবার প্রথম নম্বরে যেতে হয়। এর মধ্যে সংশয়ের কোনও প্রশ্নই নেই। আত্মাদের পিতা স্বয়ং এসে বোঝান। কি বোঝান তিনি? নিজের পরিচয় দেন। সুপ্রিম আত্মা সম্পর্কে তোমরা আগে কি কিছুই জানতে? শুধু তোমরা শিব মন্দিরে যেতে, যেখানে অসংখ্য মন্দির থাকে। সত্যযুগে মন্দির, পূজা ইত্যাদি হয়-ই না। ওখানে তোমরা পূজা দেবী-দেবতা হয়ে ওঠো। তারপর অর্ধকল্প পরে পূজারী

হয়ে যাও তখন তাদের দেবী-দেবতা বলা হয় না। তারপর বাবা-ই এসে পূজ্য করে তোলেন। আর কোনো দেশে এই মহিমা নেই। রাম রাজ্য, রাবণ রাজ্য - এখন তোমরা বুঝে গেছো। রাম রাজ্যের সময়কাল কত - প্রমাণ করা উচিত। এ হল নাটক, একেই বোঝাতে হবে। উচ্চ থেকে উচ্চতম হলেন বাবা, তিনিই নলেজফুল। আমরা ঐনার দ্বারাই উচ্চ থেকে উচ্চতর হয়ে উঠি। উচ্চ থেকে উচ্চতর পদ প্রাপ্ত করি। বাবা আমাদের পড়ান, দৈবীগুণও ধারণ করতে হয়।

বাচ্চারা বর্ণনা করে তুমি এইরকম, আমরা এইরকম। এই সময় তোমরা জেনেছো আমাদেরও ঐনার মতোই সম্পূর্ণ নির্বিকারী হতে হবে। বাবাকে স্মরণ করা ছাড়া দ্বিতীয় কোনও উপায় নেই। যদি কেউ জেনে থাকে বলুক। এমন তো বলতেই পারে না যে, ব্রহ্ম বা তত্ত্ব নির্বিকারী। না, আত্মাই নির্বিকারী হয়। ব্রহ্ম বা তত্ত্বকে আত্মা বলা হয় না। ওটা তো হলো আত্মাদের থাকার জায়গা। বাচ্চাদের বোঝানো হয় যে আত্মার মধ্যেই বুদ্ধি থাকে। আত্মা যখন তমোপ্রধান হয়ে পড়ে তখন অবুদ্ধ হয়ে যায়। বুদ্ধিদার আর অবুদ্ধ আছে, তাইনা! তোমাদের বুদ্ধি কত স্বচ্ছ হয়ে ওঠে, তারপর আবার স্লেচ্ছ (অপবিত্র, ময়লা) হয়ে যায়। তোমাদের পিউরিটি আর ইমপিউরিটি-র (অপবিত্রতা) কন্ট্রাস্ট তোমরা বুঝে গেছো। ইম্পিওর আত্মা ফিরে যেতে পারে না। এখন অপবিত্র থেকে পবিত্র কিভাবে হবে তারজন্য মাথা ঠুকতে থাকে, এটাও ড্রামায় নির্ধারিত। এখন তোমরা জেনেছ- এ হলো সঙ্গম যুগ। বাবা একবারই আসেন নিয়ে যাওয়ার জন্য। সবাই তো নতুন দুনিয়াতে যাবে না। যার পার্ট নেই সে শান্তিধামে থাকবে, আর সেজন্যই চিত্রেও দেখানো হয়েছে। বাকি সব চিত্র ইত্যাদি যা কিছু আছে সবই হল ভক্তি মার্গের। এ হল জ্ঞান মার্গ। যেখানে বোঝান হয়- সৃষ্টি চক্র কিভাবে ঘুরছে। আমরা কিভাবে নিচে নেমে আসি (অধঃগতি হতে থাকে)। ১৪ কলা থেকে ১২ কলা হয়ে যায়। এখন কোনও কলা নেই। নম্বরানুসার আছে না! অ্যাক্টসও নম্বরানুসারে হয়। কারও বেতন ১ হাজার, কারো ১৫০০, কারও বা ১০০। কতটা তফাত হয়ে যায়। পঠন-পাঠনেও দিন-রাতের পার্থক্য আছে। লৌকিক স্কুলে পাশ না করতে না পারলে তাকে আবার পড়তে হয়। এখানে তো আবার পড়ার প্রশ্নই নেই, পদ কম হয়ে যায়। তারপর আর কখনও এই পঠন-পাঠন হবে না। একবারই পঠন-পাঠন হয়। বাবাও একবারই আসেন। বাচ্চারাও জানে প্রথমে একটাই রাজধানী ছিল। একথা তোমরা কাউকে বোঝালে মানবে। খ্রীষ্টানরা সায়েন্সে প্রচলিত তীক্ষ্ণ হয়, আর সবাই তাদের কাছ থেকেই শেখে। ওরা না পারসবুদ্ধির হয় আর না পাথরবুদ্ধির হয়। এই সময় ওদের বুদ্ধি হতবাক করে দিচ্ছে। সায়েন্সের প্রচার সম্পূর্ণরূপে খ্রীষ্টানদের থেকেই এসেছে। সেটাও সুখের জন্যই। তোমরা জানো এই পুরানো দুনিয়ার বিনাশ তো হবেই, তারপর তোমরা শান্তিধাম -সুখধামে চলে যাবে। তা না হলে এতো মনুষ্য আত্মা ঘরে কিভাবে ফিরবে? সায়েন্স-এর দ্বারাই বিনাশ হবে। সব আত্মা শরীর ছেড়ে ঘরে ফিরে যাবে। এই বিনাশের মুক্তি অন্তরে শক্তি প্রদান করে। অর্ধকল্প ধরে মুক্তির জন্যই পরিশ্রম করে এসেছ না! সুতরাং সায়েন্স আর প্রাকৃতিক বিপর্যয়, যাকে ভাগ্যের পরিহাস বলে, এটাই হওয়া উচিত। বোঝা উচিত এই লড়াই হল মুক্তিধামে নিয়ে যাওয়ার নিমিত্ত। সবাইকে মুক্তিধামে যেতে হবে। যদিও তোমরা অনেক পরিশ্রম করেছো, গুরু করেছো, হঠযোগ শিখেছো, কিন্তু কেউ-ই মুক্তিধামে যেতে পারবে না। সায়েন্সের এতো গোলা বারুদ ইত্যাদি তৈরি হয়েছে, বোঝা উচিত বিনাশ অবশ্যই হবে। নতুন দুনিয়াতে নিশ্চয়ই অল্প সংখ্যক থাকবে। বাকি সবাই মুক্তিধামে চলে যাবে। ঈশ্বরীয় পঠন-পাঠনের শক্তি দ্বারাই জীবনমুক্তিতে আসবে। তোমরা সেখানে অটুট, অখণ্ড রাজ্য পালন করবে। এখানে দেখ সব খন্ড টুকরো-টুকরো হয়ে গেছে। বাবা তোমাদের অটুট, অখণ্ড সারা বিশ্বের রাজধানীর মালিক করে তোলেন। অসীম জগতের এই বাবার অবিনাশী উত্তরাধিকার হলো অবিনাশী বাদশাহী। এমন অবিনাশী উত্তরাধিকার কবে আর কে দিয়ে থাকেন? এ কারও বুদ্ধিতেই আসে না। শুধুমাত্র তোমরাই জানো। জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র প্রাপ্ত করে আত্মা জ্ঞান স্বরূপ হয়ে ওঠে। সেটাও জ্ঞানের সাগর বাবার কাছ থেকেই প্রাপ্ত হয়। বাবা-ই এসে রচয়িতা আর রচনার আদি-মধ্য-অন্তের নলেজ দিয়ে থাকেন। মাত্র এক সেকেন্ডের বিষয়। সেকেন্ডে জীবনমুক্তি। বাকি সবাই মুক্তি লাভ করে। এভাবেই ড্রামা তৈরি হয়েছে। রাবণের বন্ধন থেকে সবাই মুক্ত হয়ে যায়। ওরা বিশ্বে শান্তি আনার জন্য কত পরিশ্রম করে। এটা শুধু তোমরা বাচ্চারা জানো বিশ্ব আর ব্রহ্মাণ্ডে শান্তি কবে ফিরে আসে। ব্রহ্মাণ্ডে শান্তি বলা হয় তারপর বিশ্বে শান্তি আর সুখ দুই-ই থাকে। বিশ্ব আলাদা, ব্রহ্মাণ্ডও আলাদা। চন্দ্র-নক্ষত্রেরও উর্ধ্বে হলো ব্রহ্মাণ্ড। ওখানে শব্দ, কোলাহল এসব কিছুই হয় না। তাকে বলাই হয় সাইলেন্স ওয়ার্ল্ড। তোমরাও শরীর ত্যাগ করে সাইলেন্সে চলে যাবে। বাচ্চাদের সেটাও স্মরণে আছে। এই সময় তোমরা ওখানে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছ। আর কেউ এটা জানেনা। তোমাদের তৈরি করানো হয়। প্রকৃতপক্ষে এই লড়াই হল কল্যাণকারী, সবার হিসেব-পত্র মেটাতে হবে। সবাই পবিত্র হয়ে যাবে। এটা হল যোগ-অগ্নি তাইনা! অগ্নিতে সমস্ত জিনিস পবিত্র হয়ে যায়। যেমন বাবা ড্রামার আদি-মধ্য অন্তকে জানেন, তেমনই তোমরা অ্যাক্টর-রা ড্রামার আদি-মধ্য অন্তকে জানো। এই জানাকেই সাক্ষাৎকার বলা হয়।

এখন তোমাদের জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র খুলে গেছে। একইভাবে পুনরায় আমরা সারা বিশ্বকে সত্য যুগের আদি থেকে

কলিযুগের শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণরূপে জেনে গেছি। দ্বিতীয় কোনও মানুষ এটা জানেনা। তোমরা বুঝেছো যে, আমরা দৈবীগুণ সম্পন্ন ছিলাম, আমরাই আবার আসুরিক গুণে পরিণত হয়ে পড়ি। তারপর আবার বাবা এসে দৈবীগুণ সম্পন্ন করে তোলেন। বাবা আসেনই পতিতকে পাবন করে তুলতে। দুনিয়ার আর কারও জানা নেই যে, এই দেবী-দেবতা পরিবারবর্গই সম্পূর্ণ ৮৪ জন্ম গ্রহণ করে। পাবনই পতিত হয়ে পড়ে। এটা কারও বুদ্ধিতে নেই। এখন তোমরা বুঝেছো যে এ সবই হলো জড় চিত্র। অবিকল চিত্র তো তাদের বের করতে পারবে না। ওরা তো স্বাভাবিক ভাবেই সুন্দর। পিওর প্রকৃতিতে শরীরও পিওর হয়। এখানে তো সবাই হল ইমপিওর (অপবিত্র)। এমন রঙ-বেরঙের মানুষের দুনিয়া সত্য যুগে হবে না। কৃষ্ণকে বলা হয় শ্যামসুন্দর। সত্যযুগে হয় সুন্দর, কলিযুগে শ্যাম। সত্যযুগ থেকে কলিযুগে কিভাবে আসে সেটা তোমরা নন্দ্রানুসারে জেনেছো। কৃষ্ণ গর্ভ থেকে বের হওয়ার পরেই তার নামকরণ হয়ে যায়। নাম তো অবশ্যই চাই, তাইনা! সুতরাং তোমরা বলবে কৃষ্ণের আত্মা সুন্দর ছিল (সত্যযুগে) তারপর শ্যাম হয়ে গেছে (কলিযুগে)। এই জন্যই তাকে শ্যামসুন্দর বলা হয়। কৃষ্ণের জন্মপরিচয় জানা অর্থাৎ সম্পূর্ণ চক্রকে জানা। কত রহস্যময়, যা তোমরাই বুঝেছো আর কেউ জানে না। তোমাদের এখন নতুন দুনিয়া, নতুন ঘরে ফিরে যেতে হবে। যারা ভালো করে পড়াশোনা করবে তারাই নতুন দুনিয়াতে যেতে পারবে। বাবা হলেন অসীম জগতের মালিক, সমস্ত আত্মাদের পিতা। এ হলো ঈশ্বরীয় পঠন-পাঠন। এর মধ্যে কোনও সংশয় বা প্রশ্ন উঠতেই পারে না। এর মধ্যে শাস্ত্রের তর্কবিতর্ক করার প্রয়োজন নেই। একজন টিচার, যিনি উচ্চতম, তিনিই বসে পড়ান। এটাই সত্য। সত্য নারায়ণের সত্য কথা শিক্ষা রূপে শুনিয়ে থাকেন। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মূখ্য সারঃ:-

১) নিজের সমস্ত হিসেব-পত্র মিটিয়ে দিয়ে সাইলেন্স ওয়ার্ডে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে হবে। স্মরণের বল এর দ্বারা আত্মাকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করে তুলতে হবে।

২) জ্ঞান সাগরের জ্ঞানকে স্বরূপে নিয়ে আসতে হবে। বিচার সাগর মন্থন করে নিজের সমস্যা নিজেকেই সমাধান করতে হবে। জীবনমুক্তিতে শ্রেষ্ঠ পদ প্রাপ্ত করার জন্য দৈবীগুণ ধারণ করতে হবে।

বরদানঃ:- বাবার সাথে থাকতে-থাকতে তাঁর সমান হয়ে সকল আকর্ষণের প্রভাব থেকে মুক্ত ভব যেখানে বাবার স্মরণ আছে অর্থাৎ বাবা সাথে আছেন সেখানে বড়ি কনসাসের উৎপত্তি হতে পারে না। বাবার সাথে বা পাশে থাকা আত্মা, দুনিয়ার বিকারী ভাইব্রেশন অথবা আকর্ষণের প্রভাব থেকে দূরে থাকে। এইরকম সাথী সাথে থাকতে থাকতে বাবার সমান হয়ে যায়। যেহেতু বাবা হলেন উঁচুর থেকেও উঁচু এইরকম বাচ্চাদের স্থিতিও উঁচু হয়ে যায়। নীচের কোনও কথা তার উপরে নিজের প্রভাব বিস্তার করতে পারে না।

স্লোগানঃ:- মন আর বুদ্ধি কন্ট্রোলে থাকলে অশরীরী হওয়া সহজ হয়ে যাবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2

2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - সম্পূর্ণ দুনিয়ায় তোমাদের মতো পদ্মপদম্ ভাগ্যশালী স্টুডেন্ট আর কেউ নেই, তোমাদের স্বয়ং জ্ঞান সাগর বাবা টিচার হয়ে পড়াচ্ছেন"

*প্রশ্নঃ - কোন্ শখটি সর্বদা বজায় থাকলে মোহের তার ছিন্ন হয়ে যাবে?

*উত্তরঃ - সার্ভিস করার শখ থাকলে মোহের তার ছিন্ন যাবে। সদা বুদ্ধিতে যেন স্মরণ থাকে যে এই চোখ দিয়ে যা কিছু দেখা যাচ্ছে সেসব হলো বিনাশী। এইসব কিছু দেখেও দেখবে না। বাবার শ্রীমং হলো - হিয়ার নো ইভিল, সী নো ইভিল...

ওম্ শান্তি । শিব ভগবানুবাচ মিষ্টি শালগ্রাম বা আত্মা রূপী বাচ্চাদের প্রতি। এই কথা তো বাচ্চারা বুঝেছে আমরা সত্যযুগী আদি সনাতন পবিত্র দেবী-দেবতা ধর্মের ছিলাম, অতএব এই কথাটি স্মরণে রাখতে হবে। আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মকে তো অনেকেই মানে কিন্তু দেবতা ধর্মের নাম বদলে হিন্দু নাম রেখে দিয়েছে। তোমরা জানো আমরা আদি সনাতন কারা ছিলাম? তারপরে পুনর্জন্ম নিয়ে এই রূপ ধারণ হয়েছে? এইসব ভগবান বসে বোঝাচ্ছেন। ভগবান কোনও দেহধারী মানুষ নন। সবার নিজের নিজের দেহ আছে, কিন্তু শিববাবাকে বলা হয় বিদেহী। তাঁর নিজের দেহ নেই, বাকি সকলের নিজস্ব দেহ আছে, তো নিজেকেও এমন বিদেহী নিশ্চয় করলে খুব মিষ্টি অনুভব হয়। আমরা কি ছিলাম, এখন কি হতে চলেছি। এই ড্রামা যে পূর্ব থেকেই রচিত আছে - সেসব তোমরা এখন বুঝেছ। এই দেবী-দেবতা ধর্মই পবিত্র গৃহস্থ আশ্রম ছিল। এখন আশ্রম নেই। তোমরা জানো এখন আমরা আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা করছি। হিন্দু নাম তো এখন রাখা হয়েছে। আদি সনাতন হিন্দু ধর্ম তো নেই। বাবা অনেকবার বলেছেন - আদি সনাতন ধর্মের মানুষদের বোঝাও। বলা, এতে লেখো আদি সনাতন দেবী-দেবতা পবিত্র ধর্মের, না হিন্দু ধর্মের? তখন তাদের ৮৪ জন্মের জ্ঞান অর্জন হবে। এই জ্ঞান তো খুবই সহজ। শুধুমাত্র লক্ষ বছর বলে দেওয়াতে মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে গেছে। এইসবও ড্রামাতে নির্দিষ্ট আছে। সত্যোপদান থেকে তমোপদান হওয়ার পাট ড্রামাতে আছে। দেবতা ধর্মের মানুষই ৮৪ জন্ম নিয়ে এমন ছিঃ ছিঃ হয়েছে। প্রথমে ভারত কত উঁচু ছিল। ভারতেরই মহিমা করা উচিত। এখন আবার তমোপদান থেকে সত্যোপদান, পুরানো দুনিয়া থেকে নতুন দুনিয়ায় অবশ্যই পরিণত হতে হবে। ভবিষ্যতে তোমাদের কথা নিশ্চয়ই বুঝবে। বলা, ঘোর নিদ্রা থেকে জাগো। বাবা এবং অবিনাশী উত্তরাধিকারকে স্মরণ করো। বাচ্চারা তোমাদের সারাদিন খুশীতে থাকা উচিত। সম্পূর্ণ দুনিয়ায়, পুরো ভারতে তোমাদের মত পদ্মপদম্ ভাগ্যশালী স্টুডেন্ট আর কেউ নেই। তোমরা বুঝেছো যে, আমরা যা ছিলাম তাই আবার হতে চলেছি। ছেঁটেকেটে তারাই আবার আসবে। এর জন্য মনমরা হয়ো না। প্রদর্শনীতে একটু শুনে গেলেও তারা প্রজা হয়ে যায়, কারণ অবিনাশী জ্ঞান ধনের বিনাশ হয় না। দিন দিন তোমাদের সংস্থা বৃদ্ধি হতে থাকবে, তখন অনেকে তোমাদের কাছে আসবে। ধীরে ধীরে ধর্মের স্থাপনা হয়। যখন কোনও বড়লোক মানুষ বাইরে থেকে আসে তখন তাকে দেখতে অনেক মানুষ যায়। এখানে তো সে কথা নেই। তোমরা জানো এই দুনিয়ায় যা কিছু আছে, সবই হল বিনাশী। সেসব দেখবে না। সী নো ইভিল ...এই আবর্জনা তো ভস্ম হবে। যা কিছু দেখতে পাও মানুষ ইত্যাদি, বুঝতে পারো যে এইসবই হল কলিযুগী। তোমরা হলে সঙ্গমযুগী ব্রাহ্মণ। সঙ্গম-যুগকে কেউ জানে না। শুধু এইটুকু স্মরণ করো - এই হল সঙ্গম যুগ, এখন ঘরে ফিরতে হবে। পবিত্রও অবশ্যই হতে হবে। এখন বাবা বলেন এই কাম বিকার আদি-মধ্য-অন্ত দুঃখ দেয়, কাম বিকারকে জয় করো। বিষের জন্যে কত কষ্ট দেয়। বাবা বলেন কাম হল মহা শত্রু, তাকে জয় করতে হবে। এখন এই সময় অনেক মানুষ আছে দুনিয়ায়। তোমরা এক একজনকে কত বোঝাবে। একজনকে বোঝাও তো অন্যজন বলবে জাদু আছে, তারপরে পড়াশোনা ছেড়ে দেয় তাই বাবা বলেন আদি সনাতন ধর্মের মানুষদের বোঝাও। আদি সনাতন হলই দেবী দেবতা ধর্ম। তোমরা বোঝাও লক্ষ্মী-নারায়ণ এই পদ মর্যাদা কিভাবে প্রাপ্ত করেন? মানুষ থেকে দেবতায় কিভাবে পরিণত হন? নিশ্চয়ই শেষ জন্ম হবে। ৮৪ জন্ম পূর্ণ করে এমন পদের অধিকারী হয়েছেন। যাদের সার্ভিস করার শখ থাকে তারা তো সার্ভিসে ব্যস্ত থাকে। অন্য সব দিক থেকে মোহ মমতা কেটে যায়। আমরা এই চোখ দিয়ে যা কিছু দেখি সে সব ভুলতে হবে। যেন কিছুই দেখিনি। সী নো ইভিল....। মানুষ তো বানরের চিত্র বানিয়ে দিয়েছে। কিছু বুঝতে পারে না। ছোট কন্যারা কত পরিশ্রম করে। বাবা তাদের প্রশংসা করেন, যারা অন্যদেরকে বুঝিয়ে উপযুক্ত করে তোলে। প্রাইজও তারাই পায়, যারা কাজ করে দেখায়। তোমরা জানো বাবা আমাদের কত প্রাইজ দেবেন। প্রথম প্রাইজ হল সূর্যবংশী রাজধানীর প্রাইজ। সেকেন্ড নম্বরে হলো চন্দ্রবংশীর প্রাইজ। নম্বর অনুযায়ী তো আছেই। ভক্তি মার্গের অনেক শাস্ত্রও বসে তৈরি করে। এখন বাবা বোঝাচ্ছেন এই শাস্ত্র পাঠ করে, যজ্ঞ - তপ করে আমার সঙ্গে কারো

মিলন হয় না। দিন দিন কত পাপ আত্মা তৈরি হয়। পুণ্য আত্মা কেউ হতে পারে না। বাবা এসে পুণ্য আত্মায় পরিণত করেন। এক হল পার্থিব জগতের দান-পুণ্য, দ্বিতীয় হলো অসীম জগতের দান-পুণ্য। ভক্তিমার্গে ইন-ডায়রেক্ট ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে দান-পুণ্য করে কিন্তু ঈশ্বর কে সে কথা জানে না। এখন তোমরা জানো। তোমরা বল যে শিববাবা আমাদের কি থেকে কি করে দিয়েছেন ! ভগবান তো একজনই। ওঁনাকে সর্বব্যাপী বলে দিয়েছে। তো তাদের বোঝানো উচিত যে তোমরা কি করেছো। তোমাদের কাছে আসে, একটু শুনে বাইরে গেলেই, শেষ। এখানকার সব এখানেই রয়ে যায়। সবকিছু ভুলে যায়। তোমাদের বলে জ্ঞান খুব ভালো, আমরা আবার আসব। কিন্তু মোহের তার ছিল হয় না। মোহজিত রাজার কত সুন্দর গল্প রয়েছে। ফার্স্টক্লাস মোহজিত রাজা হলেন লক্ষ্মী-নারায়ণ। কিন্তু মানুষ বুঝতে পারে না। আশ্চর্যের বিষয়। রাবণের রাজ্যে সিঁড়ি বেয়ে নেমে একেবারে নীচে এসে পড়েছে। বাচ্চাদের খেলা হয় কিনা। উপরে গিয়ে আবার নীচে নেমে আসে। তোমাদের খেলাও খুব সহজ। বাবা বলেন ভালো ভাবে ধারণ করো। কোনোৱকম ছিঃ ছিঃ কর্ম করবে না।

বাবা বলেন আমি হলাম বীজরূপ, সৎ-চিৎ-আনন্দ স্বরূপ, জ্ঞানের সাগর। জ্ঞানের সাগর কি উপরে বসে থাকবেন? নিশ্চয়ই কখনও এসে জ্ঞান দিয়েছেন। জ্ঞান কি, তাও কেউ জানে না। এখন বাবা বলছেন আমি তোমাদের পড়াতে আসি তাই রেগুলার পড়া উচিত। একদিনও পড়াশোনা মিস করা উচিত নয়। কোনো পয়েন্ট তো ভালো পাবে। মুরলী না পড়লে নিশ্চয়ই পয়েন্টস্ মিস হয়ে যাবে। অনেক পয়েন্টস্ আছে। এই কথাও তোমাদের বোঝাতে হবে যে তোমরা ভারতবাসীরা আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের ছিলে। এখন অনেক ধর্ম হয়ে গেছে। এরপরে হিন্দি মাস্ট রিপিট। এ হলো উপরে ওঠার আর নীচে নেমে আসার সিঁড়ি। যেমন জিনকে আদেশ করা হলো - সিঁড়ি বেয়ে ওঠো আর নামো। তোমরা সবাই হলে জিন তাইনা। ৮৪-র সিঁড়ি বেয়ে ওঠো আর নামো। কত কত মানুষ রয়েছে। প্রত্যেককে কতরকমের পার্ট প্লে করতে হয়। বাচ্চাদের আশ্চর্য হওয়া উচিত। তোমাদের অসীম জগতের নাটকের সম্পূর্ণ পরিচয় প্রাপ্ত হয়েছে। সম্পূর্ণ সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তকে এখন তোমরাই জানো। কোনো মানুষ জানতে পারে না। সত্যযুগে কারো মুখ দিয়ে কু-বচন নির্গত হয় না। এখানে তো একে অপরকে গালিগালাজ করে থাকে। এ হলো বিষয় বৈতরণী নদী, ঘোর নরক। সব মানুষ ঘোর নরকে বাস করছে। এখানে তো আছে যথা রাজা রানী, তথা প্রজা। তোমাদের বিজয় হবেই শেষ সময়ে, যখন বুঝবে আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা কে করেছেন? এক নম্বর মুখ্য কথা হলো এটাই, যা কেউ জানে না।

বাবা বলেন আমি হলাম দীনের নাথ। এই কথা পরে বুঝবে, যখন অনেক দেরি হয়ে যাবে। এখন তোমরা তৃতীয় নেত্র প্রাপ্ত করেছো। সুইট হোম এবং সুইট রাজস্ব বুদ্ধিতে স্মরণে আছে। বাবা বলেন এখন শান্তিধাম - সুখধামে ফিরে যেতে হবে। তোমরা যে পার্ট প্লে করেছো এখন বুদ্ধিতে আসে তাইনা। তোমরা ব্রাহ্মণরা ছাড়া, অন্যরা সবাই মৃত। ব্রাহ্মণরা থেকে যাবে। ব্রাহ্মণরাই দেবতায় পরিণত হবে। এই 'এক' ধর্মের স্থাপনা হচ্ছে। অন্য ধর্ম গুলি কিভাবে স্থাপন হয়, সেসবও বুদ্ধিতে আছে। যিনি বোঝান তিনি হলেন একমাত্র বাবা। এমন বাবাকে ক্ষণে ক্ষণে স্মরণ করা উচিত। ব্যবসা ইত্যাদি করতে থাকো শুধু পবিত্র হও। আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম পবিত্র ছিল। এখন আবার পবিত্র হতে হবে। চলতে-ফিরতে আমাকে অর্থাৎ তোমাদের বাবাকে স্মরণ করো তাহলে তোমরা সতোপ্রধান হয়ে যাবে। শক্তি তখন আসবে যখন সতোপ্রধান হবে। স্মরণের যাত্রা ব্যতীত তোমরা সর্বোচ্চ পদ মর্যাদা কখনোই প্রাপ্ত করতে পারবে না। যখন সতোপ্রধান স্টেজে পৌঁছাবে তখনই পাপ ভস্ম হবে। এ হলো যোগ-অগ্নি, এটা হলো গীতার শব্দ। যোগ-যোগ বলে মাথা মারতে থাকে। বিদেশ থেকেও ধরে নিয়ে আসে - যোগ শেখাবে বলে। এবারে তোমাদের কথা যদি কেউ বোঝে। পরমাত্মা সুপ্রিম সোল তো একজন-ই। তিনিই এসে সবাইকে সুপ্রিম করেন। একদিন খবরের কাগজের লোকেরাও এইসব কথা লিখবে যে, 'এসব কথা তো সঠিক। রাজযোগ এক পরমপিতা পরমাত্মা ব্যতীত অন্য কেউ শেখাতে পারবে না। এমন কথা বড়-বড় অঙ্করে লেখা উচিত। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) সূর্যবংশী রাজধানীর প্রাইজ নেওয়ার জন্য বাপদাদার প্রশংসা পেতে হবে। সার্ভিস করে দেখাতে হবে। মোহের তার ছিল করতে হবে।

২) জ্ঞান সাগর বিদেহী বাবা স্বয়ং পড়াতে এসেছেন তাই প্রতিদিন পড়াশোনা করতে হবে। একদিনও পড়া মিস করবে না। বাবার মতো বিদেহী হওয়ার পুরুষার্থ করতে হবে।

বরদান:- নিজের প্র্যাক্টিক্যাল জীবনের ফ্রফের দ্বারা সাইলেন্সের শক্তির আওয়াজ ছড়িয়ে দেওয়া বিশেষ সেবাধারী ভব

প্রত্যেককে সাইলেন্সের শক্তির অনুভব করানো - এটাই হলো বিশেষ সেবা। যেরকম সায়েন্সের পাওয়ারের সুনাম আছে সেইরকম যাতে সাইলেন্সের পাওয়ারের সুনাম হয়ে যায়। সকলের মুখ থেকে এই আওয়াজ বেরিয়ে আসবে যে সাইলেন্সের পাওয়ার সায়েন্সের থেকেও উচ্ছে। সেই দিনও আসবে। সাইলেন্সের পাওয়ারের প্রত্যক্ষতা অর্থাৎ বাবার প্রত্যক্ষতা। সাইলেন্স পাওয়ারের প্র্যাক্টিক্যাল ফ্রফ হলো তোমাদের সকলের জীবন। প্রত্যেককে চলতে-ফিরতে যেন পীস মডেল দেখায় তাহলে সায়েন্সের আত্মাদের দৃষ্টি সাইলেন্সে থাকা আত্মাদের প্রতি যাবে। এইরকম সেবা করো তখন বলা হবে বিশেষ সেবাধারী।

স্লোগান:- সেবা আর স্থিতির ব্যালেন্স রাখো তাহলে সকলের ব্লেসিং প্রাপ্ত হতে থাকবে।

মাতেশ্বরীজির অমূল্য মহাবাক্য -

গীত :- নয়নহীনকে পথ দেখাও প্রভু...

এখন মানুষ এই যে গীত গায় - নয়নহীনকে পথ দেখাও প্রভু, তার মানে পথ দেখানোর জন্য এক পরমাত্মাই আছেন, তাই তো পরমাত্মাকে আহ্বান করে আর যে সময়ে বলে যে প্রভু পথ দেখাও তো অবশ্যই সাধারণ মানুষকে পথ দেখানোর জন্য স্বয়ং পরমাত্মাকে নিরাকার রূপ থেকে সাকার রূপে অবশ্যই আসতে হবে, তবে তো স্থূল ভাবে পথ দেখাতে পারবেন, না এলে তো পথ দেখাতেও পারবেন না। এখন যে সমস্ত মানুষ দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে আছে, তাদের সঠিক দিশা চাই এইজন্য পরমাত্মাকে বলে যে - নয়নহীনকে পথ দেখাও প্রভু... এঁনাকে আবার মাঝিও বলা হয়, যিনি ওই পারে অথবা এই যে পাঁচ তত্ত্ব দিয়ে তৈরী সৃষ্টি, একে পার করে ওইপারে অর্থাৎ পাঁচ তত্ত্বের থেকে পরে যে ষষ্ঠ তত্ত্ব আছে অখন্ড জ্যোতি মহাতত্ত্ব, সেখানে নিয়ে যান। তো পরমাত্মা যখন ওইপার থেকে এইপারে আসবেন তবেই তো ওইপারে নিয়ে যাবেন। তো পরমাত্মাকেও নিজের ধাম থেকে আসতে হয়, তবে তো পরমাত্মাকে মাঝি বলা হয়। তিনিই আমাদেরকে অর্থাৎ আত্মারূপী নৌকাকে ওইপারে নিয়ে যান। এখন যারা পরমাত্মার সাথে যোগযুক্ত থাকে, তাদেরকেই সাথে করে নিয়ে যাবেন। বাদবাকি যারা অবশিষ্ট থাকবে তারা ধর্মরাজের শাস্তি ভোগ করে পরে মুক্ত হবে।

যখন সকল মানষ অতি দুঃখী হয় তখন পরমাত্মাকে স্মরণ করে, পরমাত্মা এই কাঁটার দুনিয়া থেকে ফুলের দুনিয়ায় নিয়ে চলে, এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে অবশ্যই এরকমও কোনও দুনিয়া আছে। এখন এটা তো সকল মানুষ জানে যে এখনকার যে সংসার, সেটা কাঁটায় পরিপূর্ণ। যেকারণে মানুষ দুঃখ আর অশান্তি ভোগ করছে আর স্মরণ করছে ফুলের দুনিয়াকে। তো অবশ্যই এরকমও কোনো দুনিয়া আছে, যে দুনিয়াতে সুসংস্কারী আত্মা পরিপূর্ণ আছে। এখন এটা তো আমরা জেনে গেছি যে দুঃখ অশান্তি এসব হল কর্ম বন্ধনের হিসাব-নিকাশ। রাজা থেকে ভিখারী পর্যন্ত প্রত্যেক মানুষমাত্রই এই কর্মের হিসাব-পত্রে দণ্ড হয়ে আছে এইজন্য পরমাত্মা স্বয়ং বলেন এখনকার এই সংসার হল কলিযুগ, তাই সকল কর্মবন্ধন তৈরী হয়ে আছে আর আগের সংসার সত্যযুগ ছিল যাকে ফুলের দুনিয়া বলে থাকে। এখন সেটা হল কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত জীবন্মুক্ত দেবী-দেবতাদের রাজ্য, যেটা এখন নেই। এখন এই যে আমরা জীবন্মুক্ত বলছি, তো এর মানে এটা নয় যে আমরা কোনও দেহ থেকে মুক্ত ছিলাম, তাদের কোনও দেহভান ছিল না, মানে তারা দেহতে থেকেও দুঃখ ভোগ করত না, অর্থাৎ সেখানে কোনও কর্মবন্ধনের মামলা নেই। তারা শরীর নেওয়ার সময়, শরীর ছাড়ার সময় আদি-মধ্য-অন্ত সুখ প্রাপ্ত করতো। তো জীবন্মুক্তির অর্থ হল জীবনে থেকেও কর্মাতীত, এখন এই সমগ্র দুনিয়া ৫ বিকারে সম্পূর্ণ দণ্ড হয়ে আছে, মানে ৫ বিকারের সম্পূর্ণ রূপে বাস, কিন্তু মানুষের মধ্যে এতটাও শক্তি নেই যে ৫ ভূতকে জয় করতে পারে, তাই পরমাত্মা নিজে এসে আমাদেরকে ৫ ভূত থেকে মুক্ত করেন আর ভবিষ্যতের প্রালব্ধ দেবী-দেবতা পদ প্রদান করেন। আচ্ছা - ওম শান্তি।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light

Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা কখনোই পড়া মিস্ করবে না, এই পড়াতেই স্কলারশিপ পাওয়া যায়, তাই বাবার কাছে যে জ্ঞান পাওয়া যায়, তা গ্রহণ করো"

*প্রশ্নঃ - যোগ্য ব্রাহ্মণ কাকে বলা হবে? তার নিদর্শন শোনাও?

*উত্তরঃ - ১) সুযোগ্য ব্রাহ্মণ সে, যার মুখে সর্বদা বাবার গীতা জ্ঞান কণ্ঠস্থ থাকবে, ২) যে অনেককে নিজের সমান বানাবে। ৩) অনেককে জ্ঞান ধনের দান পুণ্য করবে, ৪) কখনোই নিজেদের মধ্যে একে অপরের সঙ্গে মতভেদে আসবে না, ৫) কোনো দেহধারীর প্রতিই বুদ্ধি আটকে থাকবে না, ৬) ব্রাহ্মণ, অর্থাৎ যার মধ্যে কোনো ভুল থাকবে না, যে দেহ অহংকারকে ত্যাগ করে দেহী - অভিমাত্রী থাকার পুরুষার্থ করবে।

ওম্ শান্তি। বাবা তাঁর নিজের এবং সৃষ্টিচক্রের পরিচয় তো দিয়েছেন। এ তো বাচ্চাদের বুদ্ধিতে বসেই গেছে যে, এই সৃষ্টিচক্র হুবহু রিপিট হয়। নাটক যেমন বানানো হয়, তাতে মডেল বানানো হয়। এরপর তা রিপিট হয়। বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধিতে এই চক্র স্মরণ করা উচিত। তোমাদের নামও হলো স্বদর্শন চক্রধারী। তাই বুদ্ধিতে এই কথা ঘোরা উচিত। বাবার কাছে যে জ্ঞান পাচ্ছো তা গ্রহণ করা উচিত। এমন ভাবে যেন গ্রহণ হয়ে যায় যে, পরের দিকে বাবা আর রচনার আদি - মধ্য এবং অন্ত যেন স্মরণে থাকে। বাচ্চাদের খুব ভালোভাবে পুরুষার্থ করতে হবে। এ হলো শিক্ষা। বাচ্চারা জানে যে এই শিক্ষা তোমরা ব্রাহ্মণরা ছাড়া আর কেউই জানে না। বর্ণের তফাৎ তো আছে, তাই না। মানুষ বোঝে যে, আমরা সবাই মিলেমিশে এক হয়ে যাবো। এখন এতো বড় দুনিয়া, সবাই তো এক হতে পারবে না। এখানে সম্পূর্ণ বিশ্বে এক রাজ্য, এক ধর্ম, এক ভাষা প্রয়োজন। সে তো সত্যযুগে ছিল। সেই সময় বিশ্বের বাদশাহী ছিল, যার মালিক ছিল এই লক্ষ্মী - নারায়ণ। তোমাদের এই কথা বুঝিয়ে বলতে হবে যে, বিশ্বে শান্তির রাজ্য হলো সেটা। এ কেবল ভারতেরই কথা, যখন এদের রাজ্য থাকে, তখনই বিশ্বে শান্তি থাকে। তোমরা ছাড়া এই কথা কেউই জানে না। সকলেই হলো ভক্ত। তফাতও তোমরাই দেখতে পাও। ভক্তি আলাদা আর জ্ঞান আলাদা। এমন নয় যে ভক্তি না করলে কোনো ভূত-প্রেত খেয়ে ফেলবে। তা নয়। তোমরা তো বাবার হয়েই গেছ। তোমাদের মধ্যে যে ভূত (বিকার) আছে, সে সব বের হয়ে যাবে। প্রথম নশ্বরের ভূত হলো দেহ - অহংকার। একে দূর করার জন্যই বাবা দেহী - অভিমাত্রী বানান। বাবাকে স্মরণ করলে কোনো ভূতই সামনে আসবে না। ২১ জন্মের জন্য কোনো ভূতই আসবে না। এই ভূত (বিকার) হলো রাবণ সম্প্রদায়ের। তাই রাবণ রাজ্য বলা হয়। রাম রাজ্য আলাদা আর রাবণ রাজ্য আলাদা। রাবণ রাজ্যে ব্রষ্টাচারী আর রামরাজ্যে শ্রেষ্ঠাচারীরা থাকে। এর তফাতও তোমরা ছাড়া কেউই জানে না। তোমাদের মধ্যেও যারা খুবই তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন তারা ভালোভাবে বুঝতে পারে যে, এই মায়া বিল্লিও কম নয়। কখনো - কখনো পড়া ছেড়ে দেয়, সেন্টারেও যায় না, দৈবী গুণও ধারণ করে না। এই চোখও ধোঁকা দিয়ে দেয়। কোনো জিনিস ভালো লাগলে তা খেয়ে ফেলে। বাবা এখন বোঝাচ্ছেন যে, এই লক্ষ্মী-নারায়ণ হলো তোমাদের এইম অবজেক্ট। তোমাদের এমন হতে হবে। এমন দৈবী গুণ ধারণ করতে হবে যে, যথা রাজা - রাণী তথা প্রজা সবার মধ্যেই যেমন দৈবী গুণ থাকে। ওখানে আসুরী গুণ থাকে না। অসুর সেখানে থাকে না। তোমরা ব্রহ্মাকুমার - ব্রহ্মাকুমারী ছাড়া আর কেউই নেই যারা এইসব কথা বুঝতে পারে। তোমাদের শূদ্র অহংকার ছিল, এখন তোমরা আস্তিক হয়েছো, কারণ তোমরা মিষ্টি - মিষ্টি আত্মিক বাবার হয়েছো। তোমরা এও জানো যে, কোনো দেহধারীই রাজযোগের জ্ঞান বা স্মরণের যাত্রা শেখাতে পারে না। এক বাবাই তা শেখান। তোমরা শিখে তারপর অন্যদের তা শেখাও। মানুষ তোমাদের জিজ্ঞেস করবে যে, এই জ্ঞান তোমাদের কে শিখিয়েছে? তোমাদের গুরু কে? কেননা শিক্ষক তো আর আধ্যাত্মিক বিষয় শেখান না, এ তো গুরুই শেখান। একথা বাচ্চারা জানে যে, আমাদের কোনো গুরু নেই, আমাদের হল সঙ্কর, তাঁকে সুপ্রীম বলা হয়। ড্রামা অনুসারে সঙ্কর নিজে এসেই পরিচয় দেন আর তিনি যা কিছুই শোনান, সে সব সত্যই বুঝিয়ে বলেন, আর তিনি সত্যথও নিয়ে যান। সত্য হলেন একজনই। বাকি কোনো দেহধারীকে স্মরণ করা হলো মিথ্যা। এখানে তো তোমাদের এক বাবাকেই স্মরণ করতে হবে। সব আত্মারা যেমন জ্যোতির্বিন্দু, বাবাও তেমনই জ্যোতির্বিন্দু। বাকি সমস্ত আত্মার সংস্কার এবং কর্ম তার নিজের নিজের। সকলের একরকম সংস্কার হতে পারে না। যদি এক ধরনের সংস্কার হবে তাহলে চেহারাও একইরকম হবে। কখনোই কিন্তু এক রকমের চেহারা হতে পারে না। অবশ্যই সমান্য হলেও তফাৎ থাকে।

এই নাটক তো একটাই। সৃষ্টিও অনেক নয়, একটাই। মানুষ এই গালগল্প করে যে, উপরে আর নীচে আলাদা দুনিয়া আছে।

উপরে তারাদের দুনিয়ায় দুনিয়া আছে। বাবা বলেন যে, এ কথা কে বলেছে? তখন শাস্ত্রের নাম নেয়। শাস্ত্র তো অবশ্যই কোনো মানুষ লিখেছে। তোমরা জানো যে, এ তো এক বানানো খেলা। প্রতি সেকেণ্ডে সম্পূর্ণ দুনিয়ায় যে পার্ট প্লে হয়ে চলছে, এও এই নাটকের বানানো খেলা। বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে - এই চক্র কিভাবে ঘুরছে, সমস্ত মানুষ যারা এখানে আছে, তারা কিভাবে তাদের পার্ট প্লে করছে? বাবা বলেছেন যে, সত্যযুগে কেবল তোমাদেরই পার্ট থাকে। তোমরা নশ্বর অনুসারে আসো এই অভিনয় করতে। বাবা কতো ভালোভাবে এই কথা বুঝিয়ে বলেন। বাচ্চারা, তোমাদের আবার তা অন্যদের বোঝাতে হয়। তোমরা বড় - বড় সেন্টার খুললে, বড় - বড় মানুষ সেখানে যাবে। গরীবরাও আসবে। বেশীরভাগ সময় গরীবদের বুদ্ধিতে চট করে বসে যায়। বড় - বড় মানুষ যদিও বা আসেন কিন্তু কাজ পড়ে গেলে তারা বলবে, সময় নেই। মানুষ প্রতিজ্ঞা করে যে, খুব ভালোভাবে পড়বে, কিন্তু পড়তে না পারলে তখন ধাক্কা লাগে। মায়া আরো বেশী করে নিজের দিকে টেনে নেয়। অনেক বাচ্চাই আছে যারা পড়া বন্ধ করে দেয়। পড়া যদি মিস করে তাহলে অবশ্যই ফেল করে যাবে। স্কুলেও যারা ভালো ভালো বাচ্চা থাকে, তারাও কখনো কারোর বিয়ে উপলক্ষে বা অন্য কোথাও যাওয়ার জন্য ছুটি নেয় না। তাদের বুদ্ধিতে থাকে যে, আমরা খুব ভালোভাবে পড়লে স্কলারশিপ পাবো, তাই তারা ভালোভাবে পড়ে। পড়া মিস করার কোনো চিন্তাও মাথায় রাখে না। তাদের পড়া ছাড়া অন্য কিছুই মিস্ট্রি লাগে না। তারা মনে করে অকারণে সময় নষ্ট হবে। এখানে একজন টিচারই পড়ান, তাই পড়া কখনো মিস করা উচিত নয়। এতেও পুরুষার্থের নশ্বর অনুসারেই হয়। যে পড়ে সে যদি ভালো হয়, তাহলে যিনি পড়ান তাঁরও পড়ানোতে মন লাগে। টিচারের নামও উজ্জ্বল হয়, গ্রেডও বৃদ্ধি পায়। উচ্চ পদ পাওয়া যায়। এখানেও বাচ্চারা যে যেমন পড়ে, তেমনই উঁচু পদ পায়। একই ক্লাসে পড়ে কেউ উঁচু পদ পায়, কেউ আবার কম। সবার অর্জন একরকম হয় না। বুদ্ধির উপরই সবকিছু। ওখানে তো মানুষ মানুষকে পড়ায়। তোমরা জানো যে, অসীম জগতের বাবা আমাদের পড়ান, তাই খুব ভালোভাবে পড়া উচিত। গাফিলতি করা উচিত নয়। এই পড়াকে ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। একে অপরকে উল্টোপাল্টা কথা শুনিয়ে ট্রেটরও হয়ে যায়। পরমতে চলা উচিত নয়। শ্রীমতের জন্য যে যা খুশীই বলুক না কেন, তোমরা তো নিশ্চিত যে, বাবা আমাদের পড়ান তাই এই পড়া ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। বাচ্চারা তো নশ্বর অনুসারে, বাবা এক নশ্বরে। এই পড়া ছেড়ে আর কোথায় যাবে? আর কোথাও এই পড়া পাবে না। তোমাদের শিববাবার কাছেই পড়তে হবে। উপার্জনও শিববাবার থেকেই করতে হবে। কেউ কেউ উল্টোপাল্টা কথা শুনিয়ে অন্যদের মুখ ঘুরিয়ে দেয়। এই ব্যাঙ্ক হলো শিববাবার। মনে করো কেউ যদি বাইরে সৎসঙ্গ শুরু করে, আর ভাবে শিববাবার ব্যাঙ্কে জমা করবে তাহলে তা কিভাবে করবে? যে বাচ্চারা আসে তারা শিববাবার ব্যাঙ্কেই জমা করে। এক পয়সাও যদি দান করে তাহলে তার শতগুণ ফেরৎ পায়। শিববাবা বলেন, তোমরা এর পরিবর্তে মহল পাবে। এই সম্পূর্ণ পুরানো দুনিয়া শেষ হয়ে যাবে। ধনবান ব্যক্তিও অনেক আসে। এমন কেউই বলে না যে, আমাদের শিববাবার ভাণ্ডার থেকে পালন হয় না। এখানে সকলেরই পালন হচ্ছে। তার মধ্যে কেউ গরীব, কেউ আবার ধনবান। ধনবান ব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে গরীবদেরও পালন করা হয়, এতে ভয়ের কোনো কথা নেই। অনেকেই চায় যে, আমরা বাবার হয়ে যাই কিন্তু তারজন্য উপযুক্ত তো হতে হবে। স্বাস্থ্যবানও চাই। জ্ঞানও যেন তারা শোনাতে পারে। গভর্নমেন্টও অনেক পরীক্ষা করে নেয়। তেমন এখানেও সবকিছু দেখা হয়। সার্ভিস করতে পারে কিনা। নশ্বরের ক্রম অনুযায়ী তো হবেই। সকলেই তার নিজের নিজের পুরুষার্থ করছে। কেউ আবার ভালো পুরুষার্থ করতে করতে অ্যাবসেন্ট হয়ে যায়। কারণে বা অকারণে আসা বন্ধ করে দেয়, তখন স্বাস্থ্যও তেমন হয়ে যায়। চিরসুস্থ হওয়ার জন্য এই সব শেখানো হয়। যার শখ আছে, যে মনে করে এই স্মরণের দ্বারাই আমাদের পাপ কেটে যাবে, তারা খুব ভালোভাবে পুরুষার্থ করে। কেউ আবার এমনিই টাইম পাস করতে থাকে। তাই নিজেদের পর্যবেক্ষণ করতে হবে। বাবা বোঝান যে, তোমরা যদি গাফিলতি করো, সেই খবর জানা যাবে - ইনি (ব্রহ্মা) কাউকেই পড়ান না।

বাবা বলেন, সাত দিনে তোমাদের সুযোগ্য ব্রাহ্মণ - ব্রাহ্মণী হয়ে যেতে হবে। কেবল নামমাত্র ব্রাহ্মণ - ব্রাহ্মণীর প্রয়োজন নেই। তারাই ব্রাহ্মণ - ব্রাহ্মণী, যাদের গীতা জ্ঞান কণ্ঠস্থ থাকে। লৌকিক ব্রাহ্মণদের মধ্যেও নশ্বরের ক্রমানুসারে হয়। এখানেও তেমনই। পড়াশোনাতে মনোযোগ না থাকলে তোমরা ওখানে গিয়ে কি হবে? প্রত্যেককেই তাদের নিজেদের পুরুষার্থ করতে হবে। সার্ভিসের প্রমাণ দেওয়া চাই, তখনই বোঝা যাবে যে, এ এমন পদ পাবে। তখন তা কল্প - কল্পান্তরের জন্য হয়ে যাবে। পড়া বা পড়ানো যদি না হয় তাহলে মনে করতে হবে যে, আমরা সম্পূর্ণ পড়িনি তাই পড়াতে পারছি না। বাবা বলেন যে, তোমরা পড়ানোর যোগ্য কেন হও না। কিসের জন্য একজন ব্রাহ্মণীকে পাঠাবো? তোমাদের সকলকে নিজের সমান তৈরী করতে হবে। যেখানে সবাই ভালোভাবে পড়াশোনা করে, তাদের সাহায্য করা প্রয়োজন। অনেকেরই নিজেদের মধ্যে মতভেদ থাকে। কেউ আবার একে অপরের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়া ছেড়ে দেয়। তোমরা যেমন করবে, তেমনই পাবে। একে অপরের কথা শুনে তোমরা পড়া কেন ছেড়ে দাও? এও ড্রামা। ভাগ্যে হয়তো নেই। দিনে দিনে এই পড়াশোনা আরো জোরদার হতে থাকবে। সেন্টার খুলতে থাকবে। এ'সব শিববাবার খরচ নয়। সম্পূর্ণই বাচ্চাদের খরচ।

এই দান হলো সবথেকে ভালো। এই দানে অল্প কালের সুখ পাওয়া যায় আর এই দানে ২১ জন্মের প্রলব্ধ পাওয়া যায়। তোমরা জানো যে, আমরা এখানে আসি নর থেকে নারায়ণ হওয়ার জন্য। তাই যে খুব ভালোভাবে পড়ে তাকে অনুসরণ করো। কত নিয়মিত ভাবে পড়ার প্রয়োজন। বেশীরভাগই দেহ - অভিমানে এসে লড়াই করে। নিজের ভাগ্যের প্রতি বিরক্ত হয়। সেইজন্য মেজরিটি হলো মায়েদের। মায়েদের নামই তো উজ্জ্বল হয়। ড্রামাতে মায়েদের উল্লিতিও নির্ধারিত রয়েছে।

বাবা তাই তাঁর মিষ্টি - মিষ্টি বাচ্চাদের বলেন, নিজেকে আত্মা মনে করে আমাকে স্মরণ করো। আত্মা - অভিমানী হয়ে থাকো। শরীরই তো নেই তাহলে অন্যেরটা শুনবে কি করে। এই কথা দুটোভাবে অভ্যাস করো যে, আমরা আত্মা, আমাদের ফিরে যেতে হবে। বাবা বলেন, এই সবকিছু ত্যাগ করো, বাবাকে স্মরণ করো। এই স্মরণের উপরেই সবকিছু নির্ভর করছে। বাবা বলেন, কাজকারবার যা করার করো, আট ঘন্টা কাজ, আট ঘন্টা আরাম আর বাকি আট ঘন্টা এই গভর্ণমেন্টের সার্ভিস করো। এও তোমরা আমার নয়, সম্পূর্ণ বিশ্বের সেবা করো, এর জন্য সময় বের করো। মুখ্য হলো স্মরণের যাত্রা। সময় নষ্ট করা উচিত নয়। ওই গভর্ণমেন্টের আট ঘন্টা সার্ভিস করো, ওতে তোমরা কি পাও। দুই হাজার বা পাঁচ হাজার... এই গভর্ণমেন্টের সার্ভিস করলে তোমরা পদ্মাপদমপতি হয়ে যাও। তাই কতখানি মন থেকে সেবা করা উচিত। আট রত্ন যদি হও তাহলে অবশ্যই আট ঘন্টা বাবাকে স্মরণ করবে। ভক্তি মার্গে মানুষ অনেক স্মরণ করে, সময় নষ্ট করে, কিন্তু কিছুই পায় না। গঙ্গাস্নান, জপ - তপ ইত্যাদি করলে বাবাকে পাওয়া যায় না যে তাঁর অবিনাশী উত্তরাধিকার পাবে। এখানে তো তোমরা বাবার কাছ থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার পাও। আত্মা।

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর নমস্কার। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) শ্রীমৎ ছেড়ে কখনো পরমতে চলবে না। উল্টোপাল্টা কথা শুনে কখনো পড়া থেকে মুখ ঘুরিয়ে নেবে না। কখনো মতভেদে আসবে না।

২) নিজেকে যাচাই করো যে, আমরা কোনো ভুল করছি না তো? পড়াতে সম্পূর্ণ মনোযোগ আছে তো? সময় ব্যর্থ নষ্ট করিনা তো? আমরা কি আত্মা - অভিমানী হয়েছি? মন থেকে আত্মিক সেবা করি কি?

বরদানঃ:- আধ্যাত্মিক অর্থরিটির সাথে নিরহংকারী হয়ে সত্য জ্ঞানের প্রত্যক্ষ স্বরূপ দেখানো সত্যিকারের সেবাধারী ভব

যেরকম বৃক্ষে যখন সম্পূর্ণ ফলের অর্থরিটি এসে যায় তখন বৃক্ষ ঝুঁকে পড়ে অর্থাৎ নির্মাণ হওয়ার সেবা করে। সেইরকম আধ্যাত্মিক অর্থরিটি সম্পন্ন আত্মারা যত বড় অর্থরিটি, ততই নির্মাণ আর সকলের স্নেহী হবে। অল্প কালের অর্থরিটির আত্মারা অহংকারী হয় কিন্তু সত্যতার অর্থরিটি সম্পন্ন আত্মারা অর্থরিটির সাথে সাথে নিরহংকারীও হয় - এটাই হলো সত্য জ্ঞানের প্রত্যক্ষ স্বরূপ। সত্যিকারের সেবাধারীর বৃত্তিতে যত অর্থরিটি থাকবে তার বাণীতে ততই স্নেহ আর নম্রতা থাকবে।

স্নোগানঃ:- ভাগ্যের আধার হলো ত্যাগ, বিনা ত্যাগে ভাগ্য প্রাপ্ত হয় না।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent

2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - জ্ঞানের সাগর বাবা তোমাদের রক্ত থালা ভরে-ভরে দেন, যত চাও নিজের ঝুলি ভরে নাও, সমস্ত দুষ্চিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে যাও"

*প্রশ্নঃ - জ্ঞানমার্গের কোন্ বিষয়কে(কথা) ভক্তিমার্গেও পছন্দ করা হয়?

*উত্তরঃ - স্বচ্ছতা। বাচ্চারা, জ্ঞানমার্গে তোমরা স্বচ্ছ হয়ে যাও। বাবা তোমাদের ময়লা কাপড়কে স্বচ্ছ করে দিতে এসেছেন। আত্মা যখন স্বচ্ছ অর্থাৎ পবিত্র হয়ে যায় তখন ঘরে যাওয়ার জন্য, ওড়ার জন্য পাখা লেগে যায়। ভক্তিতেও স্বচ্ছতাকে অত্যন্ত পছন্দ করে থাকে। স্বচ্ছ হওয়ার জন্য গঙ্গায় গিয়ে স্নান করে কিন্তু জলে আত্মা স্বচ্ছ হতে পারে না।

ওম্ শান্তি । মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা, তোমাদের স্মরণের যাত্রাকে ভুলে যাওয়া উচিত নয়। সকালে যেমন এটা প্র্যাকটিস করো, সেখানে কথা বলো না কারণ সেটা হলো নির্বাণধামে যাওয়ার যুক্তি (পদ্ধতি)। পবিত্র হওয়া ব্যতীত তোমরা যেতে পারবে না, উড়তে পারবে না। এটাও বোঝো যে সত্যযুগ যখন আসে তখন কত অগণিত আত্মারা উড়ে চলে যায়। এখন তো কত কোটি কোটি আত্মারা রয়েছে। ওখানে সত্যযুগে গিয়ে কয়েক লাখই থাকবে। বাকি সকলেই উড়ে যায়। অবশ্যই কেউ তো এসে পাখা লাগিয়ে দেয়, তাই না ! এই স্মরণের যাত্রার দ্বারাই আত্মা পবিত্র হয়ে যায়। এছাড়া আর কোনো উপায় নেই পবিত্র হওয়ার। পতিত-পাবনও একমাত্র বাবাকেই বলা হয়, আবার কেউ ঈশ্বর বলে, পরমাত্মা বলে অথবা ভগবান বলে। হলো তো একজনই, অনেক নয়। সকলের বাবাই হলেন একজন। লৌকিক বাবা সকলের নিজের-নিজের হয়। এছাড়া পারলৌকিক তো সকলের একজনই। সেই অদ্বিতীয় যখন আসেন তখন সকলকে সুখ দিয়ে যান। তারপর সুখে ওঁনাকে স্মরণ করার দরকারই নেই। সেও তো পাস্ট হয়ে গেছে, তাইনা ! এখন বাবা বসে পাস্ট, প্রেজেন্ট, ফিউচারের রহস্য বুঝিয়ে থাকেন। বৃক্ষের পাস্ট, প্রেজেন্ট, ফিউচার অত্যন্ত সহজ। তোমরা জানো যে কিভাবে বীজের থেকে বৃক্ষ হয় তারপর বৃদ্ধি পেতে পেতে অবশেষে শেষ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। একে বলা হয় আদি, মধ্য, অন্তের ভ্যারাইটি ধর্মের বৃক্ষ, ভ্যারাইটি ফিচারের (চেহারা) বৃক্ষ। সকলের ফিচার আপন আপন। ফুলদের মধ্যে তোমরা দেখবে যেমন-যেমন বৃক্ষ তেমন-তেমন তার ফুল হতে থাকে, সেইসব ফুলের ফিচারসও (চেহারা) এক রকমের হবে। কিন্তু এই মনুষ্য সৃষ্টি-রূপী বৃক্ষের ভ্যারাইটি আছে। এখানে প্রত্যেকটি বৃক্ষের আপন-আপন শোভা রয়েছে। এই বৃক্ষেও অনেক প্রকারের শোভা রয়েছে। যেমন বাবা বোঝান -- শ্যাম সুন্দর, এ হলো দেবতাদের উদ্দেশ্যে। যখন ওনারা সতোপ্রধান থেকে তমোপ্রধান হয় তখন তারাই সুন্দর থেকে শ্যামবর্ণের হয়ে যায়। এমন শ্যাম-সুন্দর আর কোনো ধর্মে হয় না। ওদের ফিচারসও দেখো। জাপানীদের ফিচারস, ইউরোপীয়ানদের ফিচারস, চীনাদের ফিচারস দেখো। ইন্ডিয়ানদের চেহারা বদল হতে থাকে। তাদের উদ্দেশ্যই শ্যাম-সুন্দরের গায়ন রয়েছে, আর কোনো ধর্মের উদ্দেশ্যে নেই। এ হলো মনুষ্য সৃষ্টির বৃক্ষ। বিভিন্ন ধর্ম রয়েছে। তারা সকলে নম্বরের ক্রমানুসারে কিভাবে আসে, বাচ্চারা এই নলেজ তোরা এখনই পাও। আর কেউ এই কথা বোঝাতে পারে না। এই কল্প হলো পাঁচ হাজার বছরের। একে বৃক্ষ বলা বা দুনিয়া বলা, আধা-কল্প হলো ভক্তি, যাকে রাবণ রাজ্য বলা হয়ে থাকে। ৫ বিকারের রাজ্য চলে, কাম চিতায় চড়ে পতিত, শ্যামবর্ণের হয়ে যায়। রাবণ সম্প্রদায়ের চাল-চলন আর দৈবী সম্প্রদায়ের চাল-চলনের মধ্যে রাত দিনের পার্থক্য। মানুষ তাদের মহিমা কীর্তন করে, নিজেকে নীচ, পাপী বলে। অনেক প্রকারের মানুষ আছে। ভক্তি তো তোমরা অনেক করেছে। পুনর্জন্ম নিতে নিতে ভক্তিই করে এসেছে। প্রথমে থাকে অব্যভিচারী ভক্তি। একজনের ভক্তি সর্বপ্রথমে শুরু করে তারপর ব্যভিচারী ভক্তি হয়ে যায়। শেষে আবার একদমই ব্যভিচারী হয়ে যায়। তখন বাবা এসে জ্ঞান প্রদান করেন। যে জ্ঞানের দ্বারা সদগতি হয়, যতক্ষণ পর্যন্ত এটা না জানা রয়েছে ততক্ষণ ভক্তির অহংকার থাকে। এ'কথা জানা নেই যে জ্ঞানের সাগর হলেন অদ্বিতীয় পরমাত্মা। ভক্তিতে কত বেদ-শাস্ত্র স্মরণ করে মুখে মুখে শোনায়। এ'সব হলো ভক্তির বিস্তার। এ হলো ভক্তির শোভা। বাবা বলেন এই শোভা হলো মৃগতৃষ্ণার সমান। সেখানে বালি জলের মতো দূর থেকে এমনভাবে ঝলঝল করে যেন রূপো। হরিণের তৃষ্ণা পায় তখন সে ওই বালিতে দৌড়াতে দৌড়াতে আটকে পড়ে। ভক্তিও হলো তেমনই, সেখানে সকলেই আটকে পড়ে। এর থেকে বেরোতে বাচ্চাদের পরিশ্রম করতে হয়। এতে বিঘ্নও ঘটে কারণ বাবা পবিত্র বানিয়ে দেন। দ্রোপদীও ডেকেছে। সমগ্র দুনিয়াতেই দ্রোপদী আর দুর্যোধন রয়েছে। তারপর এই রকমও বলা হবে যে তোমরা সকলেই হলে পার্বতী যারা অমরকথা শুনছে। বাবা তোমাদের অমরলোকের জন্য অমর কথা শোনাচ্ছেন। এ হলো মৃত্যুলোক। এখানে অকালে মৃত্যু হতেই থাকে। বসে বসে হার্ট ফেল হয়ে যায়। তোমরা হসপিটালে গিয়ে বোঝাতে পারো এখানে তোমাদের আয়ু কত কম, অসুখ-বিসুখ হয়ে

যায়। ওখানে অসুখ-বিসুখ থাকবে না।

ভগবানুবাচ -- নিজেকে আত্মা মনে করো, আমায় অর্থাৎ বাবাকে স্মরণ করো। অন্যদের থেকে মমত্ব দূর করে দাও তবেই তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে। তাহলে কখনো রোগগ্রস্ত হবে না। কাল গ্রাস করবে না। আয়ুও বৃদ্ধি পাবে। এই দেবতাদের আয়ু দীর্ঘ ছিল, তাই না ! তারপর দীর্ঘ আয়ু-সম্পন্নরা কোথায় গেলো? পুনর্জন্ম নিতে নিতে আয়ু কম হয়ে যায়। এ হলো সুখ-দুঃখের খেলা, একে কেউ জানে না। মেলা-প্রদর্শনাদি কত হয়। কুস্ত্র মেলায় কত লোক স্নান করার জন্য গিয়ে একত্রিত হয় কিন্তু লাভ কিছুই নেই। প্রতিদিন তোমরা স্নান করো, জল তো সব জায়গায় সাগর থেকেই আসে। সবথেকে ভালো জল হলো কুঁয়োর। নদীগুলোতে কত আবর্জনা পড়তে থাকে। কুঁয়োর জল তো ন্যাচারাল শুদ্ধ হয়। তাহলে এর থেকে স্নান করা অনেক ভালো। প্রথমে এই রেওয়াজ ছিল। এখন নদীর রেওয়াজ হয়েছে। ভক্তি মার্গেও স্বচ্ছতাকে পছন্দ করে। এখন পরমাত্মাকে ডাকে যে এসে আমাদের স্বচ্ছ করো। গুরু নানকও পরমাত্মার মহিমা গায়ন করেছেন যে পুঁতিগন্ধময় কাপড় ধুয়ে দেন..... বাবা এসে অস্বচ্ছ কাপড়কে স্বচ্ছ করেন। এখানে বাবা আত্মাকে স্বচ্ছ করেন। ওরা তো আত্মাকে নির্লেপ মনে করে। বাবা বলেন - এ হলোই রাবণ রাজ্য। এ হলো সৃষ্টির অবতরণ কলা। গায়নও রয়েছে, 'তোমাদের উত্তরণ কলার জন্যই সকলের ভালো হয়ে যায়'। সকলের সদগতি হয়ে যায়। হে বাবা, তোমার দ্বারা সকলের ভালো হয়ে যায়। সত্যযুগে সকলের ভালো হয়। ওখানে সকলেই শান্তিতে থাকে, একটিই রাজ্য থাকে। সেই সময় আর সকলে শান্তিধামে থাকে। এখন এরা মাথা চাপড়াতে থাকে যে বিশ্বে শান্তি হোক। তাদেরকে জিজ্ঞাসা করো -- পূর্বে কখনো বিশ্বে শান্তি ছিল কী যে এখন আবার চাইছো? ওরা আবার বলে দেয় যে এখন কলিযুগের আরো ৪০ হাজার বছর পড়ে রয়েছে। মানুষ তো ঘোর অন্ধকারে রয়েছে। কোথায় ৫ হাজার বছরের সম্পূর্ণ কল্প, কোথায় এক কলিযুগেরই ৪০ হাজার বছর বেঁচে রয়েছে বলে থাকে। অনেক মত রয়েছে। বাবা এসে সত্য বলেন যে জন্মও ৮৪-রই রয়েছে। লক্ষ লক্ষ বছর হলে তখন তো মানুষ জানোয়ার ইত্যাদিও হতে পারে, কিন্তু নিয়মই নেই। ৮৪ জন্ম মানুষই নিয়ে থাকে। তার হিসেব-নিকেশ বাবা বলে থাকেন। বাচ্চারা, এই নলেজ তোমাদের ধারণ করতে হবে। ঋষি মুনিরা তো নেতি-নেতি (না না) বলে গেছেন অর্থাৎ আমরা জানি না, তাহলে তো নাস্তিক হয়ে গেল। অবশ্যই কেউ আস্তিকও থাকবে। আস্তিক হলেন দেবতারা, নাস্তিক হয় রাবণ রাজ্যে। জ্ঞানের দ্বারা তোমরা আস্তিক হয়ে যাও তখন ২১ জন্মের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়ে যায়। তারপর জ্ঞানের দরকারই থাকে না। এখন হলো পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগ যখন আমরা উত্তম থেকে উত্তম পুরুষ, স্বর্গের মালিক হতে চলেছি। এখানে যত যে পড়বে ততই উচ্চপদ লাভ করবে। লেখাপড়া করলে বিশ্বের মালিক হবে, নাহলে কম পদ প্রাপ্ত হবে। কিন্তু ওই রাজত্ব হলো সুখের, এখানে হলো দুঃখের। আস্তিক হলে তখন সুখের রাজত্ব করে। তারপর রাবণ আসার পর নাস্তিক হয়ে যায়, তখন দুঃখ আসে। ভারত যখন সলভেন্ট (ঐশ্বর্যশালী) ছিল তখন অগাধ ধন-সম্পদ ছিল। সোমনাথের মন্দির কত বড় করে নির্মাণ করা হয়েছিল। মন্দির নির্মাণের জন্য যদি এত পয়সা ছিল, তাহলে নিজেদের কাছে কত সম্পদ ছিল ! এই এত পয়সা কোথা থেকে পেয়েছে ? শাস্ত্রে লেখা রয়েছে -- সাগর থালা ভরে ভরে দিয়েছে। এখন জ্ঞানের সাগর তোমাদের থালা ভরে ভরে রত্ন দেন। এখন তোমাদের ঝুলি ভরপুর হচ্ছে। ওরা শঙ্করের সামনে গিয়ে বলে -- ঝুলি ভরে দাও, বাবাকে জানেই না। এখন তোমরা জানো -- বাবা আমাদের ঝুলি ভরে দিচ্ছেন। যার যত চাই সে ভরে নিক। যত ভালোভাবে পড়বে ততই স্কলারশিপ পাবে। চাইলে উচ্চ থেকেও উচ্চ দ্বিমুকুটধারী হও, চাইলে গরিব প্রজা বা দাস-দাসী। অনেকেই আছে যারা ছেড়েও চলে যায়, এও ড্রামায় নির্ধারিত রয়েছে। বাবা বলেন আমার কোনো চিন্তা নেই। আমি তো চিন্তা থেকে মুক্ত। তোমাদেরকেও তৈরি করছি। স্বামী, সন্ন্যাস হলেন চিন্তা থেকে মুক্ত, যিনি হলেন সকলের পিতা, ওঁনাকে মালিকও বলা হয়। বাবা বলেন -- আমি হলাম তোমাদের অসীম জগতের শিক্ষকও। ভক্তি মার্গে তোমরা অনেক টিচারদের থেকে অনেক পড়া পড়ো। বাবা যা তোমাদের পড়ান তা হলো সবথেকে আলাদা নলেজ। উনি হলেন জ্ঞানের সাগর, সর্ব জ্ঞাতা (যিনি সব জানেন) বলবে না। এরকম অনেকেই বলে -- তুমি তো আমাদের ভিতরের কথাও জানো। বাবা বলেন - আমি কিছুই জানিনা। বাচ্চারা, আমি তো তোমাদের পড়ানোর জন্য আসি, তোমরা অর্থাৎ আত্মারা নিজের এই আসনে বিরাজমান রয়েছে। আমিও এই আসনে বসে রয়েছি। আত্মা হলো কত ছোট বিন্দু - তা কেউ জানেই না। তবেই তো বাবা বলেন - প্রথমে আত্মাকে বোঝো তারপর বাবাকে বুঝবে। বাবা সর্বপ্রথমে আত্মার জ্ঞান বুঝিয়ে থাকেন। তারপর বাবার পরিচয় দেন। ভক্তিতে শালগ্রাম গড়ে পূজা করে তারপর নষ্ট করে দেয়। বাবা বলেন - এ'সব হলো পুতুলখেলা। যে এই সমস্ত কথাগুলি ভালোভাবে বোঝে, সে অন্যদেরও কল্যাণ করে। বাবা হলেন কল্যাণকারী, তাহলে বাচ্চাদেরকেও হতে হবে। কেউ তো অন্যদের কাঁদা থেকে তুলতে তুলতে নিজেই আটকে পড়ে মারা যায়। অপবিদ্র হয়ে পড়ে, উপার্জনও নষ্ট করে ফেলে, সেইজন্য বাবা বলেন সাবধানে থেকো। কাম-চিতায় বসেই তোমরা কালো হয়ে গেছো। তোমরা বলবে - আমরাই গৌরবর্ণ ছিলাম, আমরাই শ্যামবর্ণের হয়ে গেছি। আমরাই দেবতা ছিলাম, আমরাই নিচে নেমে গেছি। নাহলে ৮৪ জন্ম কে নেয়? সেই হিসেব বাবা বুঝিয়ে থাকেন। বাচ্চাদের অনেক পরিশ্রম করতে হয়। অর্ধেকল্প ধরে

যে বিষয় সাগরে পড়ে রয়েছে তার থেকে বেরোনো মাসির ঘর নয়। যদি কেউ সামান্য জ্ঞানও গ্রহণ করে, তাহলেও তার বিনাশ হয় না। এ কথা হলোই সত্যনারায়ণ হওয়ার, তারপর প্রজাও হয়। অল্প বুঝে চলে যায়, হতে পারে পুনরায় এসে বুঝবে। ভবিষ্যতে মানুষের মধ্যে বৈরাগ্য আসবে। যেমন শ্মশানে বৈরাগ্য আসে, বাইরে গেলেই তখন সব শেষ। তোমরাও যখন বোঝাও, ভালো ভালো বলে, বাইরে গেলেই শেষ। বলে যে কাজ শেষ করে আসবো। বাইরে গেলেই মায়া মাথা মুড়িয়ে দেয়। কোটি-কোটির মধ্যে থেকে কেউ বেরোয়। রাজপদ প্রাপ্ত করা -- এতে পরিশ্রম আছে। প্রত্যেকেই নিজের মনকে (হৃদয়) জিজ্ঞাসা করো -- অসীম জগতের বাবাকে আমরা কতখানি স্মরণ করি? বলে, বাবাকে স্মরণ করতে ভুলে যায়। আরে, অজ্ঞান কালেও কখনো এইরকম বলতে কি যে আমরা বাবাকে ভুলে যাই।

বাবা বলেন - যতই তুফান আসুক তোমরা নড়বে না। তুফান আসবে, কেবল কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা কোনো খারাপ কর্ম করবে না। বাচ্চারা বলে -- বাবা, মায়া জাদু করে দিয়েছে। বাবা বলেন - মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা, স্মরণে থাকো তাহলেই জং বেরিয়ে যাবে। আত্মাতেই জং ধরে, তা বেরোবে স্মরণের দ্বারা। বাবাও হলেন বিন্দু। বাবার স্মরণ ব্যতীত আর কোনো উপায় নেই জং বের করে দেওয়ার। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) আমরা হলাম কল্যাণকারী বাবার সন্তান সেইজন্য নিজের এবং সকলের কল্যাণ করতে হবে। এমন কোনো কাজ যেন না হয় যাতে কিনা উপার্জন নষ্ট হয়ে যায়, এর জন্যই সাবধানে থাকতে হবে।

২) পড়াশোনা ভালোভাবে করে জ্ঞান রত্নের দ্বারা নিজের ঝুলি পরিপূর্ণ করে নিতে হবে। স্কলারশিপ নেওয়ার জন্য পুরুষার্থ করতে হবে। বাবার মতন চিন্তা থেকে মুক্ত, নিশ্চিন্ত হয়ে থাকতে হবে।

বরদানঃ:- অনুভব শক্তির দ্বারা পুরানো স্বভাব, সংস্কারের থেকে আলাদা হয়ে মায়াজীত ভব এই পুরানো দেহের স্বভাব আর সংস্কার হলো অত্যন্ত কড়া যা মায়াজীত হওয়াতে অত্যন্ত বিঘ্নরূপ ধারণ করে। স্বভাব-সংস্কাররূপী সাপ নাশ হয়ে যায় কিন্তু দাগ রয়ে যায় যা সময় পেলে বার-বার ধোঁকা দিতে থাকে। অনেকবারই মায়ায় এত বশীভূত হয়ে যায় যে ভুলকে ভুলও মনে করে না। পরবশ হয়ে যায়। সেইজন্য চেক করো আর অনুভব শক্তির দ্বারা লুকানো পুরানো স্বভাব, সংস্কারের থেকে আলাদা হয়ে যাও তবেই মায়াজীত হবে।

স্লোগানঃ:- আমার আমার এর অনেক সম্পর্কে সমাপ্ত করাই হলো ফরিস্তা হওয়া।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent

3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - জ্ঞানের ডিপার্টমেন্ট আলাদা, যোগের হলো আলাদা। যোগের দ্বারাই আত্মা সতোপ্রধান হয়, যোগের জন্য একান্তের প্রয়োজন"

*প্রশ্নঃ - স্থায়ী স্মরণে থাকার আধার কি?

*উত্তরঃ - তোমাদের কাছে যা কিছু আছে, তা ভুলে যাও, শরীরও যেন স্মরণে না থাকে। সবকিছু ঈশ্বরীয় সেবায় লাগিয়ে দাও। এটাই হলো তোমাদের পরিশ্রম। এই কুরবানীর (সমর্পণ) দ্বারাই স্মরণ স্থায়ী হতে পারে। বাচ্চারা, তোমরা যদি প্রেম-পূর্বক বাবাকে স্মরণ করো তবেই তোমার স্মরণ তাঁর স্মরণকে টানবে। তখন বাবাও কারেন্ট দেবেন। আর সেই কারেন্টেই আয়ু বৃদ্ধি হবে। আত্মা এভারহেল্পী হতে পারবে।

ওম্ শান্তি । এখন যোগ আর জ্ঞান - এ হলো দুটি বিষয়। বাবার কাছে এই অনেক বড় খাজানা রয়েছে যা তিনি বাচ্চাদেরকে দেন। বাবাকে যারা অনেক স্মরণ করে তারা অনেক বেশী কারেন্ট পায় কারণ স্মরণের সাথে স্মরণ স্মরণকে টানে - এটাই নিয়ম, কারণ মুখ্য বিষয় হলো স্মরণ। এমন নয় যে, অনেক জ্ঞান রয়েছে তার মানে অনেক স্মরণ করে, না। জ্ঞানের ডিপার্টমেন্ট আলাদা। যোগের সাবজেক্ট-ই অনেক বড়, জ্ঞানের তার থেকে কম। যোগের দ্বারাই আত্মা সতোপ্রধান হয়ে যায়। কারণ অনেক স্মরণ করে। স্মরণ ব্যতীত সতোপ্রধান হওয়া অসম্ভব। বাচ্চারা যদি সারাদিনে বাবাকে স্মরণ না করে তাহলে বাবাও স্মরণ করবে না। বাচ্চারা যদি সঠিক ভাবে বাবাকে স্মরণ করে তবে বাবারও স্মরণের সঙ্গে স্মরণ মিলিত হয়। তখন বাবাকে আকর্ষণ করে। এই খেলাও পূর্ব নির্ধারিত। যা ভালভাবে বুঝতে হবে। স্মরণের জন্য অনেক একান্তের প্রয়োজন। পরে এসে যারা উচ্চপদ লাভ করে তার আধারই (ভিত্তি) হল স্মরণ। তারা অনেক বেশী স্মরণে থাকে। স্মরণের সাথে স্মরণ মিলে যায়। বাচ্চারা যখন খুব স্মরণ করে তখন বাবাও স্মরণ করে। তারা আকর্ষণ করে। তারা বলেও তো, তাই না - বাবা, দয়া করো, কৃপা করো। এতেও স্মরণ চাই। সঠিকভাবে স্মরণ করলে তখন স্বাভাবিকভাবেই আকর্ষণ থাকবে, আর কারেন্টও পাবে। আত্মা অন্তর থেকে জানে যে, যখন আমি বাবাকে স্মরণ করি তখন সেই স্মরণ আমাকে সম্পূর্ণ ভরপুর করে দেয়। জ্ঞান হলো ধন। স্মরণের সাথেই স্মরণ পুনরায় মিলিত হয়, ফলস্বরূপ হেল্পী হয়ে যায়, পবিত্র হয়ে যায়। এতো শক্তি আসে, যার ফলে সমগ্র বিশ্বকে পবিত্র করে দেওয়া যায়। তাই আহ্বান করা হয় - বাবা এসো আর পতিতদের পবিত্র বানাও।

মানুষ তো কিছুই জানে না, শুধুই চিংকার-চঁচামেচি করে আর সময় নষ্ট করতে থাকে, কারণ বাবাকে জানে না। যদিও প্রগাঢ় ভক্তি (নৌধা ভক্তি) করে। কিন্তু তাতে কিছুই প্রাপ্ত হয় না। কাশীতে শিবের মন্দিরে গিয়ে কাশী কলবট (শিবের নামে তরবারী ভর্তি কুঁয়াতে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহুতি দেয়) খায়, কিন্তু তাতে কিছুই প্রাপ্ত হয় না। তারা আবারও বিকর্ম করতে শুরু করে। অতি শীঘ্রই মায়া তাদেরকে ফাঁদে ফেলে দেয়। প্রাপ্তি কিছুই নেই। এখন তোমরা জানো যে - পতিত-পাবন হলেন একমাত্র বাবা। তাই তোমাদের তাঁর কাছে নিজেদের সমর্পণ (বলি) করা উচিত। মানুষ মনে করে -- শিব-শঙ্কর একই। এও অজ্ঞানতা। এখানে বাবা বার-বার বলেন, 'মন্মনাভব'। আমাকে স্মরণ করো। তাহলেই তোমরা পবিত্র হয়ে যাবে। তোমরা কালের উপর বিজয়লাভ কর, এতে তোমরা যত প্রচেষ্টা করবে মায়াও ততই বিঘ্ন সৃষ্টি করবে কারণ মায়া জানে যে - বাবাকে স্মরণ করলে আমাকে ছেড়ে দেবে; কারণ যেহেতু তোমরা আমার হয়ে গেছ, তাই তোমাদের সবকিছুই ত্যাগ করতে হয়। মিত্র, সম্বন্ধী, ধন ইত্যাদি কোনো কিছুই যেন স্মরণে না আসে। একটি গল্প রয়েছে যে, লাঠিও ছেড়ে দাও (অর্থাৎ বাবাই যেন একমাত্র অবলম্বন হয়)। অন্যেরা সব জিনিস ত্যাগ করতে বলে, কিন্তু তারা কখনো একথা বলে না যে, শরীরকেও কখনও স্মরণ করো না। বাবা বলেন, এই শরীর তো পুরানো, তাই একেও ভুলে যাও। ভক্তিমার্গের কথাও ছেড়ে দাও। সবকিছুই সম্পূর্ণরূপে ভুলে যাও অথবা যা কিছু আছে তা কার্যে লাগিয়ে দাও, তবেই স্মরণে স্থিতিশীল থাকতে পারবে। যদি উচ্চপদ লাভ করতে হয় তবে অনেক পরিশ্রম করা উচিত। শরীরও যেন স্মরণে না আসে। অশরীরী এসেছিলে, অশরীরী হয়েই যেতে হবে।

বাবা বাচ্চাদের পড়ান, ওঁনার কোনো কিছুরই কোনো বাসনা নেই। তিনি তো সার্ভিস করেন। বাবার কাছেই তো জ্ঞান রয়েছে, তাই না। এ হল বাবা আর বাচ্চাদের একত্রিত একটি খেলা। বাচ্চারাও স্মরণ করে আবার বাবাও এখানে বসে সার্চলাইট দেয়। কেউ যদি অধিক আকর্ষণ করে তখন বাবাও বসে লাইট দেন। যদি তারা বাবাকে অধিক আকর্ষণ না

করে তখন এই বাবা (ব্রহ্মা বাবা) বসে শিব বাবাকে স্মরণ করেন। কোনো সময় যদি কাউকে কারেন্ট দিতে হয় তখন ব্রহ্মা বাবার চোখে ঘুম থাকে না। এই চিন্তাই চলতে থাকে যে অমুককে কারেন্ট দিতে হবে। পড়াশোনার দ্বারা আয়ু বৃদ্ধি হয় না, কারেন্টের জন্য আয়ু বৃদ্ধি হয়। এভারহেল্‌দী হয়ে যায়। দুনিয়ায় কারো বয়স যদি ১২৫ বা দেড়শ' (১৫০) বছর হয়, তবে সে অবশ্যই সুস্থ। ভক্তিও নিশ্চয়ই অনেক করে। ভক্তিতেও কিছু লাভ অবশ্যই রয়েছে, ক্ষতি নেই। যারা ভক্তিও করে না তাদের ম্যানাসও ভাল হয় না। ভক্তিতে ভগবানের উপর বিশ্বাস থাকে। তাই তারা কাজ-কর্মে মিথ্যা বা পাপাচার করে না, ক্রোধ করে না। ভক্তিরও মহিমা রয়েছে। মানুষ একথা জানে না যে, ভক্তি কবে থেকে শুরু হয়েছে। জ্ঞানের কথা তো জানাই নেই। ভক্তিও শক্তিশালী হতে থাকে কিন্তু যখন আবার জ্ঞানের প্রভাব পড়ে, তখন ভক্তি একদমই ছেড়ে যায়। এ হল সুখ-দুঃখ, ভক্তি আর জ্ঞানের খেলা, যা তৈরী হয়েই রয়েছে।

মানুষ তো একথা বলে দেয় যে - দুঃখ-সুখ সব ভগবানই দেন আবার ওঁনাকেই সর্বব্যাপীও বলে দেয়। কিন্তু সুখ-দুঃখ তো আলাদা জিনিস। ড্রামাকে না জানার কারণে কিছুই বুঝতে পারে না। এতসব আত্মারা এক শরীর ছেড়ে অন্য শরীর নেয়, একথা তোমরাই জানো। এমন বলবে না যে, সত্যযুগে তোমরা দেহী-অভিমানী থাকো। এই সব তো এখন বাবা শেখান -- এইরকম দেহী-অভিমানী হও।

নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। পবিত্র হতে হবে। সত্যযুগ হলোই পবিত্র সুখধাম। সুখের সময় কেউ স্মরণ করে না। ভগবানকে স্মরণ করে দুঃখে। দেখো, ড্রামা কত ওয়ান্ডারফুল (বিচিত্র)। যাকে তোমরাই নম্বরের ক্রমানুসারে জানো। এই যে সমস্ত পয়েন্টস্ লেখা হয় সেগুলো ভাষণের সময় রিভাইজ করার জন্য। ডাক্তার, উকিলরাও পয়েন্টস্ নোট করে। এখন তোমরা বাবার মত পাও, তবে তা ভাষণের সময় রিভাইজ করা উচিত। এঁনার মধ্যে তো বাবা প্রবেশ করেন। বাবা তোমাদের বোঝান যে, তাহলে ইনিও (ব্রহ্মা) শুনবেন। যদি তিনি তোমাদের পয়েন্টস্ না শোনান তবে আমি কিভাবে জানবো যে তোমাদের বোঝাবো? বাবা বলেন - এ হলো ব্রহ্মার অনেক জন্মের অন্তিম জন্ম। ব্রহ্মা আর বিষ্ণুর চিত্রও রয়েছে। তোমরা নম্বরের ক্রমানুসারেই তোমাদের রাজ্যে চলে যাও। যত স্মরণ করবে, ধারণা করবে ততই উচ্চপদ পাবে। বাবা বলেন - আমি সূক্ষ্ম থেকেও অতি সূক্ষ্ম কথা শোনাই। তোমরা নতুন-নতুন পয়েন্টস্ নোট কর। পুরানো পয়েন্টস্ কাজে লাগবে না। ভাষণের পর আবার একথা স্মরণে আসবে যে, যদি এই পয়েন্টস্ বোঝাতাম তাহলে হয়তো বুদ্ধিতে ঠিক বসে যেতো। তোমরা সবাই হলে জ্ঞানের স্পীকার, কিন্তু নম্বরের ক্রমানুসারে। সর্বাপেক্ষা উত্তম হল মহারথীরা। বাবার কথা আলাদা। এই বাপদাদা দুজনেই হল কস্মাইন্ড। মাঝমা সর্বাপেক্ষা ভালো বোঝাতেন। বাচ্চারা মাঝার সম্পূর্ণরূপের সাক্ষাৎকারও করতো। যখন কোথাও প্রয়োজন হত তখন বাবাও প্রবেশ করে নিজের কাজ করে নিতেন। এ হল বড়ই বোঝার মতো বিষয়। অবসর সময়ে পড়াশোনা করা হয়। সারাদিন তো কাজ-কর্ম ইত্যাদি করা হয়। বিচার সাগর মন্থন করার জন্য অবসর চাই, শান্তি চাই। মনে কর, কেউ ভালো সেবানারী বাচ্চা, তাকে কারেন্ট দিতে হবে, তখন তাকে সাহায্য করতে হবে। তখন তার আত্মাকে স্মরণ করতে হবে। শরীরকে স্মরণ করে তারপর আত্মাকে স্মরণ করতে হবে। এভাবে সব যুক্তি রচনা করতে হবে। সার্ভিসেবল (সেবানারী) বাচ্চাদের যদি কোনো অসুবিধা হয় তবে তাদের সাহায্য করো। বাবাকে স্মরণ করতে হবে, আবার নিজেকে আত্মা মনে করে সেই আত্মাকেও কিছুটা স্মরণ করতে হবে (তাকে বাবার কারেন্ট দিতে হবে)। এ তেমনই, যেমনভাবে সার্চলাইট দেওয়া হয়। এমন নয় যে একই স্থানে বসে স্মরণ করতে হবে। চলতে-ফিরতে, ভোজন খেতে-খেতেও বাবাকে স্মরণ করো। অন্যকে যদি কারেন্ট দিতে হয় তবে রাত্রেও জাগো। বাচ্চাদের বোঝানো হয় - সকালে উঠে যত বাবাকে স্মরণ করবে ততই বাবার আকর্ষণ অনুভব হবে, তখন বাবাও সার্চলাইট দেবেন। বাবার এটাই কাজ - বাচ্চাদের সার্চলাইট দেওয়া, যখন অনেক সার্চলাইট দিতে হয় তখন বাবাকেও অনেক স্মরণ করতে হয়। তখন বাবাও সার্চলাইট দেন। আত্মাকে স্মরণ করে সার্চলাইট দিতে হয়। এই বাবাও সার্চলাইট দেন, এবার একে কৃপা বোলো, আশীর্বাদ বোলো বা যা কিছু বোলো। সার্ভিসেবল বাচ্চা অসুস্থ হলে তো তার প্রতি সমবেদনা হবে। রাত জেগেও সেই আত্মাকে স্মরণ করবেন। কারণ তার শক্তির প্রয়োজন। আত্মা যখন বাবাকে স্মরণ করে তখন বাবাও তাদের স্মরণের রিটার্ন দেন। বাচ্চাদের প্রতি বাবার ভালোবাসা অফুরন্ত। তাই তাঁর স্মরণও আত্মাদের কাছে পৌঁছায়। এছাড়া জ্ঞান তো অতি সহজ বিষয়, এতে মায়া বিঘ্ন ঘটায় না। মুখ্য হলো স্মরণ, এতেই বিঘ্ন আসে। স্মরণের দ্বারাই বুদ্ধি স্বর্ণ-পাত্রে পরিণত হয়, যা জ্ঞানকে ধারণ করতে সক্ষম হয়। বলা হয় যে, বাঘের দুধ স্বর্ণ-পাত্রেরে রাখতে হয় (এত শক্তিশালী যে পাত্রই ফেটে যায়)। বাবার এই জ্ঞান-ধনকেও রাখার জন্য (বুদ্ধীরূপী) স্বর্ণ-পাত্রই চাই। আর তা তখনই হবে যখন স্মরণের যাত্রায় থাকবে। স্মরণ না করলে ধারণাও হবে না। এমন মনে কোরো না যে বাবা অন্তর্যামী। কিছু বলা হল আর সেটাই হয়ে গেল - এ তো ভক্তিমার্গে এইরকম হয়। সন্তান জন্মালে বলে গুরু কৃপা। আর যদি না হয় তখন বলে ঈশ্বরের ইচ্ছা। দেখো, ওদের কথার মধ্যে কেমন রাত-দিনের পার্থক্য। বাচ্চারা, বাবা তো

তোমাদের ডামার রহস্য ভালভাবে বুঝিয়েছেন। তোমরাও তো পূর্বে জানতে না। এ হলো তোমাদের মরজীবা জন্ম। এখন তোমরা জানো যে, আমরা দেবতায় পরিণত হচ্ছি। তোমরা এই টপিকের উপর বোঝাতে পার, যে এই লক্ষ্মী-নারায়ণ কিভাবে রাজত্ব পেয়েছে? আর আবার তা কিভাবে হারিয়েছে? সমগ্র হিন্দি-জিওগ্রাফী আমরা তোমাদের বোঝাবো। এই ব্রহ্মাও বলেন যে, আমিও লক্ষ্মী-নারায়ণের পূজা করতাম, গীতা পড়তাম। বাবা যখন প্রবেশ করেন তখন থেকে সব পরিত্যাগ করেছেন। সাক্ষাৎকারও হয়েছে। বাবা বলেন - আমাকে স্মরণ করো তবেই তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে। এরমধ্যে গীতা ইত্যাদি পড়ার কোনো কথাই নেই। বাবা এঁনার মধ্যেই বসে রয়েছেন, সবকিছু ত্যাগ করিয়েছেন। আর কখনও শিবের মন্দিরে যান নি। ভক্তির কথা তো সম্পূর্ণ উধাও (ভুলে) হয়ে গেছে। এই নলেজে বুদ্ধি পরিপূর্ণ - রচয়িতা আর রচনার আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান। বাবাকে জানলেই তোমরা সবকিছু জেনে যাও। তোমরা ওয়ান্ডারফুল টপিক (বিষয়) লেখো, যাতে মানুষ বিস্ময়বোধ করে, শোনার জন্য ছুটে আসে। মন্দিরে গিয়ে কাউকে জিজ্ঞাসা করো, যখন লক্ষ্মী-নারায়ণ এই বিশ্বের মালিক ছিলেন তখন আর কোনো ধর্ম ছিল না। একমাত্র ভারতই ছিল তাহলে তোমরা সত্যযুগকে লক্ষ-লক্ষ বছর কিভাবে বলতে পারো? যখন একথা বলা হয় যে, খ্রিস্টের জন্মের ৩ হাজার বছর পূর্বে এখানে প্যারাডাইস ছিল, তাহলে লক্ষ-লক্ষ বছর হলো কিভাবে? লক্ষ-লক্ষ বছরে তো প্রচুর সংখ্যক মশা-সদৃশ অগণিত জনসংখ্যা হয়ে যাবে। জ্ঞানের কথা এতটুকুও যদি কথা শোনা, তারাও আশ্চর্য হয়ে যাবে। কিন্তু যারা এই কুলের হবে, তাদের বুদ্ধিতেই এই জ্ঞান বসবে। আর তা নাহলে বলবে যে, ব্রহ্মাকুমারীদের জ্ঞান ওয়ান্ডারফুল, এ বোঝার জন্য বুদ্ধি চাই। মুখ্য বিষয়ই হল স্মরণ। স্ত্রী-পুরুষ পরস্পরকে স্মরণ করে। আর এই আত্মা স্মরণ করে পরমাত্মাকে। এই সময় সকলেই রুগী, নিরোগী হতে হবে। এই বিষয়টিও রাখো। বলো -- তোমরা যে এত ঘন-ঘন অসুস্থ হয়ে পড়ো তাই আমরা তোমাদের এমন সঙ্গীবনী বুটি দেবো যে তোমরা আর অসুস্থ হবে না, যদি তোমরা আমাদের ওষুধ সঠিকভাবে কার্যে লাগাতে পারো তবেই। কত সম্ভার ওষুধ জানো কি? ২১ জন্ম, সত্যযুগ-ত্রৈতা পর্যন্ত রোগগ্রস্ত হবে না। ওটা হলো স্বর্গ। এমন-এমন পয়েন্ট নোট করে লেখো। এখানকার সব সার্জেনদের থেকেও বড় অবিনাশী সার্জেন তোমাদের এমন ওষুধ দেবে যে তোমরা ভবিষ্যতে ২১ জন্মের জন্য কখনো অসুস্থ হবে না। এখন হলো সঙ্গম। এমন কথা শুনে মানুষ খুশী হবে। ভগবানও বলেন - আমি হলাম অবিনাশী সার্জেন। স্মরণও করে - হে পতিত-পাবন, অবিনাশী সার্জেন এসো। এখন আমি এসেছি। তোমরা সবাইকে বোঝাতে থাকো, শেষ পর্যন্ত অন্তিম সময়ে সকলেই অবশ্য বুঝতে পারবে। বাবা যুক্তি তো বলতেই থাকেন। আচ্ছা।

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রুপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) বাবার কাছ থেকে সার্চলাইট নেওয়ার জন্য সকাল-সকাল উঠে বাবাকে স্মরণ করতে বসতে হবে। রাত্রিতে অন্যদেরকে কারেন্ট দিয়ে বাবার সাহায্যকারী হয়ে উঠতে হবে।

২. নিজের সবকিছু ঈশ্বরীয় সেবায় সফল করে, এই পুরানো শরীরকেও ভুলে বাবার স্মরণে থাকতে হবে। সম্পূর্ণরূপে নিজেকে অর্পণ করতে হবে। দেহী-অভিমানী হয়ে থাকার জন্য পরিশ্রম করতে হবে।

বরদানঃ:- স্বদর্শন চক্রের দ্বারা মায়ার সব চক্রকে সমাপ্তকারী মায়াজীৎ ভব নিজেকে জানা অর্থাৎ স্ব-এর দর্শন হওয়া আর চক্রের জ্ঞান জানা অর্থাৎ স্বদর্শন চক্রধারী হওয়া। যখন স্বদর্শন চক্রধারী হও তখন অনেক মায়ার চক্র স্বতঃই সমাপ্ত হয়ে যায়। দেহ বোধের চক্র, সঙ্কল্পের চক্র, সমস্যার চক্র... মায়ার এইরকম অনেক চক্র আছে। ৬৩ জন্ম এমনিতেই অনেক রকমের চক্রে ফেঁসেছিলে আর এখন স্বদর্শন চক্রধারী হওয়ার কারণে মায়াজীৎ হয়ে গেছো। স্বদর্শন চক্রধারী হওয়া অর্থাৎ জ্ঞান যোগের ডানা মেলে উড়ন্ত কলাতে যাওয়া।

স্নোগানঃ:- বিদেহী স্থিতিতে থাকো তো পরিস্থিতিগুলি সহজেই পার হয়ে যাবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light

Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"আমার-আমার - এর দেহ-অভিমানকে ত্যাগ করে ব্রহ্মা বাবার কদমে কদম রাখো"

আজ বাপদাদা নিজের চতুর্দিকের শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ আত্মাদের দেখছেন। ব্রাহ্মণ অর্থাৎ ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী। প্রত্যেক ব্রাহ্মণ আত্মার ভাগ্য দেখে বাপদাদাও প্রসন্ন হন। প্রত্যেক ব্রাহ্মণ আত্মা জন্মানোর সাথে সাথেই স্বয়ং ব্রহ্মা বাবার দ্বারা তাদের ললাটে স্মৃতির তিলক লাগে। স্বয়ং ভগবান তিলকধারী বানান। সেইসঙ্গে প্রত্যেক ব্রাহ্মণ আত্মাকে পবিত্রতার মহামন্ত্রের দ্বারা লাইটের মুকুট ধারণ করান। ডবল মুকুট, তাছাড়া, ভগবান স্বয়ং নিজের হৃদয়ে সিংহাসনাসীন বানান। সুতরাং জন্মানোর সাথে সাথেই তিলক, মুকুট আর সিংহাসনাসীন হয়ে যাও তোমরা। এমন শ্রেষ্ঠ ভাগ্য সারা কল্পে কোনো আত্মার হতে পারে না। ব্রাহ্মণ জন্ম হওয়া মাত্রই আমরা এমন ভাগ্যবান হই, তো এত শ্রেষ্ঠ ভাগ্যের স্মৃতি থাকে তোমাদের? দুনিয়ার লোকেরা তোমাদের অর্থাৎ সব ব্রাহ্মণদের নিদর্শন শ্রীকৃষ্ণ রূপে দেখিয়ে দিয়েছে। কিন্তু তিনি হলেন বিশ্বের রাজকুমার সেইজন্য রাজ্য-অধিকারীর চিহ্ন হিসেবে তিলক, মুকুট, সিংহাসন দেওয়া হয়ে থাকে। তা' সত্ত্বেও তাঁর ছোটবেলায় তিলক, মুকুট, সিংহাসন প্রাপ্ত হয় না, বরং তোমাদের ব্রাহ্মণদের তিলক, মুকুট আর সিংহাসন তিনটিই প্রাপ্ত হয়। পরমাত্ম-পিতার দ্বারা এই তিন প্রাপ্তি হওয়া এটা শুধু ব্রাহ্মণদেরই ভাগ্যে রয়েছে। তাইতো, বাপদাদা দেখছিলেন যে, আমার বাচ্চাদের প্রত্যেকের মস্তকে কত বড় ভাগ্যের নক্ষত্র ঝলমল করছে। এমন ভাগ্যের নক্ষত্র তোমাদের নিজের মধ্যে ঝলমল করতে দেখা যায়? সদা ঝলমলে দেখা যায় নাকি কখনো খুব ভালো আর কখনো নক্ষত্রের উজ্জ্বলতা কম হয়ে যায়? ভাগ্যের এই নক্ষত্র বিচিত্র নক্ষত্র। তাইতো বাপদাদা তোমাদেরকে যখনই দেখেন, মিলিত হন, তখন প্রত্যেক বাচ্চার ললাটে নক্ষত্র ঝলমল করতে দেখে প্রসন্ন হন। নক্ষত্র ঝলমল করতে করতে উজ্জ্বলতা কেন কম হয়? তার কারণ তোমরা সবাই খুব ভালো ভাবে জানো।

বাচ্চাদের চার্ট দেখে বাপদাদার মৃদু মৃদু হাসিও আসে, যখনই কাউকে জিজ্ঞাসা করো যে কী হতে চাও? লক্ষ্য কী? তো মেজরিটির উত্তর একই হয় যে, নশ্বর ওয়ান হতে হবে। সূর্যবংশী হতে হবে। চন্দ্রবংশী রাম-সীতাও হতে চায় না। কিন্তু যখন লক্ষ্য সূর্যবংশী নশ্বর ওয়ানের, তো যেমন সূর্যবংশের লক্ষ্য তেমন লক্ষণ সদা প্রতীয়মান হওয়া আবশ্যিক। বাচ্চাদের লক্ষ্য সূর্যবংশের অর্থাৎ সদা বিজয়ীর, নশ্বর ওয়ান সূর্যবংশের লক্ষণ হলো সদা বিজয়ী। সূর্যের কলা কম বা বেশি হয় না। উদয় হয় আর অস্ত হয়, কিন্তু চন্দ্রবংশীর মতো কলা কম হয় না। তো সূর্যবংশের লক্ষণ হলো সদা একরস আর সদা বিজয়ী। চন্দ্রবংশকে ক্ষত্রিয় বলা হয়ে থাকে, ক্ষত্রিয় জীবনে কখনো হার হয়, কখনো জিত হয়। কখনো সফলতামূর্ত আর কখনো পরিশ্রম-মূর্ত। যুদ্ধ করা অর্থাৎ পরিশ্রম করা। চন্দ্রবংশের কলা একরস হয় না, সেইজন্য লক্ষ্য আর লক্ষণ সমান বানাও। যেমন, লক্ষ্য রেখেছো বাবার সমান হওয়ার, প্রত্যেক বাচ্চা এটাই বলে যে, বাবার সমান হতে হবে। তো বাবা সদা বিজয় স্বরূপ। যদি একরস অবস্থা নেই তবে কি নশ্বর ওয়ান হবে, নাকি নশ্বর ক্রমানুসারে আসবে? এক হলো নশ্বর ওয়ান, আরেক হলো নশ্বরক্রম। সুতরাং নিজেকে জিজ্ঞাসা করো আমি নশ্বর ওয়ান নাকি নশ্বরক্রমের লিস্টে আছি? নশ্বর ওয়ান অর্থাৎ ফলো ব্রহ্মা বাবা।

বাপদাদা সহজ উপায় বলেন যে, ফলো করতে কম পরিশ্রম লাগে। ব্রহ্মার পা অর্থাৎ কদম, সব কার্যের কদমরূপী (পদক্ষেপ রূপী) পায়ের চিহ্ন। তো পায়ের উপরে পা রেখে চলা সহজ হয়। নতুন রাস্তা খোঁজার দরকার নেই, পায়ের উপর পা অর্থাৎ কদমের উপর কদম রাখতে হবে। যে কার্যই করো, সেটা মন্সা সঞ্চল করো বা বোল বলো অথবা কর্মে সম্বন্ধ-সম্পর্কে আসো, প্রতিটা কর্ম করার আগে এটা ভাবো যে আমি যে ব্রাহ্মণ আত্মা কর্ম করছি, তা' কি বাবার সমান? ব্রহ্মা বাবার সঞ্চল কী ছিল? আমার সঞ্চলও কী সেই অনুযায়ী হয়? আমি যে বোল বলি তার প্রতিটা বোল ব্রহ্মা বাবার সমান? যদি তা' না হয় তাহলে করতে হবে না। না সেভাবে ভাবতে হবে, না বলতে হবে, না করতে হবে। এইরকম নয়, ব্রহ্মা বাবার কদম এক আর বাচ্চাদের কদম আরেক, তো যে লক্ষ্য রয়েছে, উদ্দেশ্য রয়েছে বাবার সমান হওয়ার, সেটা কীভাবে হবে? যদি ব্রহ্মার প্রতিটা পদক্ষেপের সমান কদমে কদম মিলিয়ে ফলো করতে করতে চলবে তাহলে এক তো সদা নিজেকে সহজ পুরুষার্থী অনুভব করবে এবং সদা সম্পূর্ণতার অতীষ্ট লক্ষ্য সমীপে অনুভব করবে।

ব্রহ্মা বাবা সমান অর্থাৎ সম্পূর্ণতার লক্ষ্যে পৌঁছানো।

তো ব্রহ্মা বাবা বতনে তোমরা সব বাচ্চার সম্পূর্ণ অব্যক্ত ফরিস্তা হওয়ার জন্য আহ্বান করছেন। ব্রহ্মা বাবার আহ্বানের গীত কিংবা মধুর আহ্বানের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছ না? "এসো বাচ্চারা, মিষ্টি বাচ্চারা, খুব তাড়াতাড়ি এসো" এই গীত বা বোল শুনতে পাচ্ছ না? ব্রহ্মা বাবার আওয়াজ শোনো, ক্যাচ করো। ব্রহ্মা বাবা এটাই বলেন যে, বাচ্চারা ৯৯ সালের জন্য অনেক ভাবে, কি হবে, এটা হবে, ওটা হবে... এটা হবে নাকি হবে না...! এটা হবে! – এই ভাবনায় বেশি থাকে। এটা হবে না তো! কখনো ভাববে হবে, কখনো ভাববে হবে না। এটা হবে, হবে- এর গীত গাইতে থাকে। কিন্তু নিজের ফরিস্তা ভাবের, সম্পন্ন সম্পূর্ণ স্থিতিতে তীব্রগতিতে এগিয়ে যাওয়ার শ্রেষ্ঠ সঙ্কল্প কম করে। হবে, কি হবে!... এই বে-বে এর গীত বেশি গায়। বাবা বলেন, যে যা কিছুই হোক কিন্তু তোমাদের লক্ষ্য কী? যা হবে তা'দেখার আর শোনার লক্ষ্য রয়েছে নাকি ব্রহ্মা বাবা সমান ফরিস্তা হওয়ার? তার প্রস্তুতি করে নিয়েছো? প্রকৃতি নিজের যা কিছু রঙ-রূপ দেখাক, তোমরা ফরিস্তা হয়ে, বাবার সমান অব্যক্ত রূপধারী হয়ে প্রকৃতির প্রতিটা দৃশ্যকে দেখার জন্য প্রস্তুত হয়েছো? প্রকৃতির উথাল-পাতাল হওয়ার প্রভাব থেকে মুক্ত ফরিস্তা হয়েছো? নিজের স্থিতির প্রস্তুতিতে লেগে আছ নাকি কি হবে, কি হবে -এই ভাবনায় লেগে আছো? যে কোনও পরিস্থিতি যদি সামনে আসে তো প্রকৃতিপতি তোমরা নিজস্ব প্রকৃতিপতির সীটে সেট হবে নাকি আপসেট হবে? এ' কি হয়ে গেল? এই হয়েছে, এই হয়েছে... এই দৃশ্যের সমাচারে বিজি হবে নাকি সম্পন্নতার স্থিতিতে স্থিত হয়ে প্রকৃতির যে কোনও অস্থিরতা চলাকালীন মেঘের সমান অনুভব করবে?

তো ব্রহ্মা বাবা বাচ্চাদের জিজ্ঞাসা করছেন যে, আমার সমান ফরিস্তা সদাকালের জন্য হয়েছো? কেননা, তোমাদেরকে অর্থাৎ সকল বাচ্চাদেরকে ব্যক্তিতে থেকে অব্যক্ত হতে হবে। তোমরা বলবে - বাবা তো অব্যক্ত হয়ে গেছেন, আমাদেরও এরকম অব্যক্ত বানিয়ে দেবেন তো না। ব্রহ্মা বাবা বলেন, প্রথমে নিজেকে নিজে জিজ্ঞাসা করো বিশ্ব-কল্যাণের দায়িত্বের যে মুকুট পরিয়েছেন, তা' সম্পন্ন করে নিয়েছো? বিশ্ব- কল্যাণকারী, বিশ্বের কল্যাণ সম্পন্ন হয়েছে? ব্রহ্মা বাবা তো এইজন্য অব্যক্ত হয়েছেন এইজন্য যে বাচ্চাদের বিশ্ব-কল্যাণের কার্য দিয়ে, বন্ধন থেকেও মুক্ত হয়ে সেবার গতি তীব্র করানোর নিমিত্ত হওয়ার ছিল, যার প্রত্যক্ষ স্বরূপ চারদিকে দেখছো। তা' দেশে হোক বা বিদেশে অব্যক্ত ব্রহ্মার দ্বারা তীব্রগতিতে সেবা হয়েছে, আরও হওয়ারই আছে। সেবায় তীব্রগতির নিমিত্ত আধার ব্রহ্মা বাবার হওয়ার ছিল। কিন্তু রাজ্য অধিকারী এক ব্রহ্মা বাবার হওয়ার নয়, সাথে বাচ্চাদেরও রাজ্য অধিকার নেওয়ার আছে। সেইজন্য সাকারে নিমিত্ত তোমরা সাকার রূপধারী সব বাচ্চাকে ব্যক্ত থেকে অব্যক্ত ফরিস্তা হয়ে বিশ্ব-কল্যাণের সেবার গতি তীব্র করে সমাপ্তি আর সম্পন্ন হতে হবে এবং করতে হবে।

ব্রহ্মা বাবা বলেন যে, ৯৯ সালে সমাপ্তি করে দিই? প্রকৃতিকে এক তালি বাজাবে আর প্রকৃতি তো দাঁড়িয়েই আছে তৈরি হয়ে। তোমরা কি ফরিস্তা সমান ডবল লাইট হয়ে গেছো? কমপক্ষে ১০৮ এমন সদা বিজয়ী হয়েছে, যে কোনও রকমের ব্যর্থ আর নেগেটিভ সঙ্কল্প, বোল অথবা কর্ম অর্থাৎ সবার সাথে সম্বন্ধ-সম্পর্কে পাশ হয়েছে? ব্যর্থ বা নেগেটিভ - এই বোঝা সদাকালের জন্য ডবল লাইট ফরিস্তা হতে দেয় না। তাইতো, ব্রহ্মা বাবা জিজ্ঞাসা করেন - তালি বাজাই আমরা? নাকি ২০০০ সালে তালি বাজাবে? কবে বাজাবে? কী ভাবছো – যখন তালি বাজবে সেই সময় তোমরা সেরকম তৈরি হয়ে যাবে? কী হবে? বাজাবে তালি? বোলো, প্রস্তুত হয়েছো তোমরা? পেপার নিই? সবকিছু ছাড়তে হবে। যারা মধুবনের তাদেরকে মধুবন ছাড়তে হবে, যারা জ্ঞান সরোবরের তাদেরকে জ্ঞান সরোবর, সেন্টারের সবাইকে সেন্টার, বিদেশীদেরকে বিদেশ, সব ছাড়তে হবে। তো এভাররেডি হয়েছো? যদি এভাররেডি হয়েছ তো হাতের তালি বাজাও। এভাররেডি? পেপার নিই? কাল অ্যানাউন্স করি? ওখানে গিয়েও ছাড়তে পারবে না, সেখানে গিয়ে একটু ঠিক করে আসি, না। যেখানে আছি, সেখানে আছি। এই রকম এভাররেডি। নিজের দপ্তরও নয়, খাটিয়াও নয়, ঘরও নয়, আলমারিও নয়। এমন বলবে না একটু সামান্য কাজ ছিল তো না, দুদিনে করে চলে আসি। না। অর্ডার ইজ অর্ডার। ভেবে হ্যাঁ বোলো। নয়তো, কাল অর্ডার বেরোবে, কোথায় যেতে হবে, কোথায় না যেতে হবে। বের করি অর্ডার, তৈরি আছো তোমরা? সেইরকম সাহসের সাথে হ্যাঁ বলছ না। তোমরা ভাবছো আরও কয়েকদিন যদি পেয়ে যাই তো ভালো হয়। আমাদের ছাড়া এটা না হয়ে যায়, ওটা না হয়ে যায় - এই ওয়েস্ট (ব্যর্থ) সঙ্কল্পও যেন ক'রো না। ব্রহ্মা বাবা ট্রান্সফার হয়েছেন, তো তিনি কী কখনও ভেবেছেন যে, আমাদের ছাড়া কী হবে? চলবে কি চলবে না? তিনি কী ভেবেছেন, আচ্ছা চলো একটা ডিরেকশন তো দিয়ে দিই, ডিরেকশন দিয়েছেন? নিজের সম্পন্ন স্থিতির দ্বারা ডিরেকশন দিয়েছেন, মুখের দ্বারা নয়। অর্ডার এসেছে ছেড়ে দাও তো বন্ধন থেকে মুক্ত - এই রকম তৈরি হয়েছো? এখন শোরগোল হোক তাহলে? এটাই করা হবে - সেটা আগেই বলে দিচ্ছি। অর্ডার হবে, জিজ্ঞাসা করে নয়, বাবা তারিখ ফিঙ্গ করবেন না। হঠাৎ অর্ডার দেবেন এসে যাও, ব্যস! একেই বলে ডবল লাইট ফরিস্তা। অর্ডার হওয়ার সাথে সাথে উড়ে যাওয়া। যখন মৃত্যুর অর্ডার হয়, তখন কী ভাবো, সেন্টার দেখি, আলমারী দেখি, জিজ্ঞাসা দেখি, এরিয়া দেখি! আজকাল তো আমার আমার এতে এরিয়া-র ঝামেলা বেশি হয়ে

গেছে, আমার এরিয়া! বিশ্ব-কল্যাণকারীর কী সীমিত এরিয়া হয়? এই সব ছাড়তে হবে। এটাও দেহ-অভিমান। দেহ-ভাব তবুও হালকা ব্যাপার, কিন্তু দেহের অভিমান এটা খুব সূক্ষ্ম। আমার-আমার এটাকেই দেহের অভিমান বলা হয়ে থাকে। যেখানে আমার থাকবে তো না সেখানে অভিমান অবশ্যই থাকবে। তা' সেটা নিজের বিশেষত্বের জন্য হোক না কেন, আমার বিশেষত্ব, আমার গুণ, আমার সেবা, এই সব আমিষ্যভাব - সেটা প্রভু প্রসাদ, 'আমার' নয়। প্রসাদকে আমার মনে করা এটা দেহ-অভিমান। এই অভিমান ছেড়ে দেওয়াই সম্পন্ন হওয়া। সেইজন্য যা বর্ণন করে থাকো ফরিস্তা অর্থাৎ না দেহ অভিমান, না দেহ-বোধ, না বিভিন্ন আমিষ্যভাবের সম্পর্ক থাকবে, ফরিস্তা অর্থাৎ সীমিত দুনিয়ার সম্পর্ক শেষ। তো এখন কী প্রস্তুতি নেবে? ব্রহ্মা বাবার আওয়াজ অ্যাটেনশন দিয়ে শোনো, তিনি আহ্বান করছেন। বাবা বলেন, সমাপ্তির কাড়া- নাকাড়া বাজানো তো খুব সহজ, যখন চাইবে তখন বাজাতে পারো, কিন্তু কমপক্ষে সত্যযুগের প্রারম্ভের ৯ লাখ এভাররেডি হবে তো না! তা' নম্বরক্রমে হোক, নম্বর ওয়ান তো অল্পই হবে। অন্ততপক্ষে, ১০৮ নম্বর ওয়ান, ১৬ হাজার নম্বর টু, ৯ লাখ নম্বর থ্রি। কিন্তু এই সংখ্যক তো তৈরি হয়ে যাক। রাজধানী তো তৈরি হওয়া উচিত।

এখন রেজাল্টে বাপদাদা দেখছেন যে বর্তমান সময়ে মেজরিটি পরিমানে মায়ার স্বরূপ হলো নেগেটিভ আর ব্যর্থ সংকল্পের। বিশ্ব কল্যাণকারীর স্টেজ হলো - সদা অসীম জগতের বৃত্তি হবে, দৃষ্টি হবে আর অসীম জগতের স্থিতি হবে। বৃত্তিতে অল্প একটুও কোনও আত্মার প্রতি নেগেটিভ বা ব্যর্থ ভাবনা থাকবে না। নেগেটিভ কথাকে পরিবর্তন করা, সেটা আলাদা বিষয়। কিন্তু যে স্বয়ং নেগেটিভ বৃত্তি রচনা করে সে অন্যদের নেগেটিভকেও পজিটিভে চেঞ্জ করতে পারবে না। এইজন্য প্রত্যেককে নিজের সূক্ষ্ম চেকিং করতে হবে যে বৃত্তি, দৃষ্টি সকলের প্রতি সদা অসীম আর কল্যাণকারী আছে? অল্প একটুও কল্যাণের ভাবনার পরিবর্তে পার্থিব জগতের ভাবনা, পার্থিব জগতের সংকল্প, বোল সূক্ষ্ম রূপেও সমাহিত নেই তো? যাদের মধ্যে সূক্ষ্ম রূপে সমাহিত থাকে তাদের লক্ষণ হলো প্রতিকূল সময়ে বা সমস্যার সম্মুখীন হলে সেই সূক্ষ্ম ভাবনা স্থূল রূপে প্রতীয়মান হয়ে যায়। সর্বদা ঠিকই থাকে কিন্তু প্রতিকূল সময়ে সেটা ইমার্জ হয়ে যায়। তারপর চিন্তা করে - এ এইরকমই। পরিস্থিতিই এইরকম। এই ব্যক্তিটিই এই রকম। ব্যক্তি যেরকমই হোক, আমার স্থিতি শুভ ভাবনা, অসীম জগতের ভাবনা আছে নাকি নেই? নিজের ভুল চেক করো। বুঝেছো।

পরিস্থিতিকে দেখো না, নিজেকে দেখো। ব্যস্ ৯৯ সালে নিজেরা একটিই সুরে লেগে থাকো যে যেটা ব্রহ্মা বাবার কদম সেটা ব্রহ্মা বাবার সমান আমারও কদম হবে। ব্রহ্মা বাবার প্রতি সকলের ভালোবাসা আছে তাই না। তো প্রিয়জনকেই ফলো করা হয়। বাবার সমান হতেই হবে। ঠিক আছে? ৯৯ সালে সবাই তৈরী হয়ে যাবে? এক বছর আছে। এটা হয়ে গেছে, এটা হয়ে গেছে... এটা চিন্তা করবে না। এটা তো হওয়ারই ছিল। প্রথম থেকেই জানা ছিল এটা হবে কিন্তু বাবার সমান ফরিস্তা হতেই হবে। বুঝেছো। করতে হবে, তাই না? করতে পারবে? এক বছরে তৈরী হয়ে যাবে নাকি অর্ধেক বছরেই তৈরী হয়ে যাবে? তোমাদের সম্পন্ন হওয়ার জন্য ব্রহ্মা বাবাও অপেক্ষা করছেন আর প্রকৃতিও অপেক্ষা করছে। ৬ মাসে এভাররেডি হও, চলো ৬ মাসে নয়, এক বছরে তো হও। দোলাচলে আসবে না, অচল থাকো। লক্ষ্য থেকে সরে যাবে না, বাবার সমান হতেই হবে, যা কিছু হয়ে যাক। যদি কোনও ব্রাহ্মণ তোমাদের স্থিতিকে দোলাচলে নিয়ে আসে বা যদি কোনও ব্রাহ্মণ বাঁধা হয়ে সামনে আসে তথাপি আমাকে সমান হতেই হবে। বাপদাদার এই রায় পছন্দ হয়েছে? (বাপদাদা সবাইকে হাত ওঠাতে বললেন আর সকলের ভিডিও, ফটো রেকর্ড হল) এই ফটো সবাইকে পাঠানো হবে। এখানকার মুন্ডি-তে হয়তো কেউ মিস-ও হতে পারে। বতনের মুন্ডিতে কেউ মিস হতে পারবে না।

আচ্ছা - বাবা বলছেন এক সেকেন্ডে সবাই এখনই বিদেহী হতে পারবে? তো এখন এক সেকেন্ডে বিদেহী স্থিতিতে স্থিত হয়ে যাও। (ড্রিল) আচ্ছা - এখন দেহতে ফিরে এসো।

এখন পুনরায় বিদেহী হয়ে যাও। এইরকম সারাদিন মাঝে-মাঝে এক সেকেন্ডের জন্য হলেও, বারংবার এই অভ্যাস করতে থাকো। আচ্ছা।

সর্ব শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ আত্মাদেরকে সদা ব্রহ্মা বাবার কদমে কদম রেখে ফলো ফাদার করা আঞ্জাকারী বাচ্চাদেরকে, সদা ব্রহ্মা বাবার সমান ফরিস্তা স্থিতিতে স্থিত থাকা নিকটস্থ আত্মাদেরকে, সদা প্রকৃতিপতি হয়ে প্রকৃতির প্রত্যেক দৃশ্যকে সাক্ষী হয়ে দেখা অচল অনড় আত্মাদেরকে, সদা অসীম জগতের বৃত্তি আর দৃষ্টি রাখা ভাগ্যবান বাচ্চাদেরকে বাপদাদার স্মরণের স্নেহ সুমন আর নমস্কার। বাইরে যারা শুনছে, এই দেশে হোক বা বিদেশে, সেই সকল বাচ্চাদেরকেও বিশেষ স্মরণ আর স্নেহ।

বরদান:- অবিনাশী প্রাপ্তিগুলির স্মৃতির দ্বারা নিজের শ্রেষ্ঠ ভাগ্যের খুশীতে থাকা ইচ্ছা মাত্রম্ অবিদ্যা ভব

যার বাবা-ই হলেন ভাগ্যবিধাতা তার ভাগ্য কেমন হবে! সদা এই খুশী যেন থাকে যে ভাগ্য তো আমাদের জন্মসিদ্ধ অধিকার। “বাঃ আমার শ্রেষ্ঠ ভাগ্য আর ভাগ্য বিধাতা বাবা” এই গীত গাইতে-গাইতে খুশীতে উড়তে থাকো। এমন অবিনাশী খাজানা প্রাপ্ত হয়েছে যা অনেক জন্ম সাথে থাকবে, কেউ ছিনিয়ে নিতে পারবে না, কেউ লুট করতে পারবে না। কতো বড় ভাগ্য, যেখানে কোনও ইচ্ছা নেই, মনের খুশীই হলো সকল প্রাপ্তি। অপ্রাপ্ত কোনও বস্তুই নেই, সেইজন্য ইচ্ছা মাত্রম্ অবিদ্যা হয়ে গেছে।

স্লোগান:- বিকর্ম করার টাইম অতিক্রান্ত হয়ে গেছে, এখন ব্যর্থ সংকল্প, বাণীও অনেক ধোঁকা দেবে।

সূচনা :- আজ হলে মাসের তৃতীয় রবিবার অন্তর্রাষ্ট্রীয় যোগ দিবস, সকল ব্রহ্মা বংশ সংগঠিত রূপে সন্ধ্যা ৬.৩০ থেকে ৭.৩০ পর্যন্ত বিশেষ নিজের নিরাকারী স্থিতিতে স্থিত হয়ে, পরমধাম ঘরের অসীম শান্তি, প্রেম এবং পবিত্রতার অনুভব করুন। মন-বুদ্ধিকে একাগ্র করে বীজরূপ স্থিতির অনুভব করুন। Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - বিচার সাগর মন্ডন করে একটা এমন টপিক বের করো, যে টপিকের উপরে সব জায়গাতেই একই সাথে ভাষণ চলবে, এটাই হলো তোমাদের ইউনিটি"

*প্রশ্নঃ - কি ধরনের পরিশ্রম করতে করতে তোমরা বাচ্চারা পাশ উইথ অনার হয়ে যেতে পারো?

*উত্তরঃ - কর্ম-বন্ধনের উর্ধ্বে থাকো। যখন কারোর সঙ্গে কথা বলা তো আত্মা ভাই মনে করে ভাইকে দেখো। বাবার থেকে শুনলেও বাবাকে ভ্রুকুটিতে দেখো। ভাই-ভাই এর দৃষ্টিতে সেই স্নেহ আর সম্বন্ধ পরিপক্ব হয়ে যাবে। এটাই হলো পরিশ্রমের কাজ, এতেই পাশ উইথ অনার হবে। উচ্চ পদ প্রাপ্ত করবে যে বাচ্চারা, এই পুরুষার্থ তারা অবশ্যই করবে।

ওম্ শান্তি । মিষ্টি-মিষ্টি বাচ্চাদের বোঝানো হয়েছে এটা হলো মৃত্যুলোক, এর প্রতি তুলনা রূপে অমরলোকও আছে। ভক্তি মার্গে দেখানো হয় শঙ্কর পার্বতীকে অমরকথা শুনিয়েছিল। এখন অমরলোকে তো তোমরা যাও। শঙ্কর তো আখ্যান শোনায় না। আখ্যান শোনান জ্ঞান সাগর কেবল এক শিববাবা। শঙ্কর কোনো জ্ঞান সাগর নয় যে আখ্যান শোনাবে। এই রকম সব বিষয়ের উপরে বাচ্চারা, তোমাদের বোঝাতে হবে। মৃত্যুর উপরে কি ভাবে বিজয় প্রাপ্ত করা হয়, এই যে নলেজ এটাই অমর করে, এতে আয়ু বাড়তে থাকে, ওখানে মৃত্যু হয় না। এখানে তোমরা ৫ বিকার বা রাবণের উপরে বিজয় প্রাপ্ত করলে রাম রাজ্য বা অমরলোকের মালিক হও। মৃত্যুলোকে হলো রাবণ রাজ্য, অমরলোকে হলো রাম রাজ্য। দেবতাদের কখনো মৃত্যু গ্রাস করে না। ওখানে মৃত্যুর মিছিল হয় না। তাই এই টপিকও খুবই ভালো- মানুষ মৃত্যুর উপর কি করে বিজয় পেতে পারে। এ সবই হল জ্ঞানের কথা। ভারত অমরলোক ছিল, কত লম্বা আয়ু ছিল। সর্পের উদাহরণও সত্যযুগের জন্য। তারা এক চামড়ার খোলস ছেড়ে স্বাভাবিক ভাবে আরেকটি নেয়, একে বলা হয় অসীম জগতের বৈরাগ্য। এখানে জানা আছে যে সম্পূর্ণ দুনিয়ার বিনাশ হবে। এই পুরোনো শরীরও ছাড়তে হবে। এটা ৮৪ জন্মের পুরোনো চামড়া। অমরলোকে এরকম হয় না। ওখানে আবার মনে করে এখন শরীর বড়, জরাজীর্ণ হয়ে গেছে, একে ছেড়ে নতুন শরীর নেবে। আবার সাক্ষাৎকারও হয়, বুঝতে পারাটাকেই সাক্ষাৎকার বলা হয়ে থাকে। আমাদের এখন নতুন চামড়া তৈরী হচ্ছে। পুরোনোটা এখন ছাড়তে হবে। সত্যযুগেও ঐরকমই হয়। সেটাকে বলা হয় অমরলোক, যেখানে মৃত্যু আসে না। নিজের থেকেই সময় মতো শরীর ছেড়ে দেয়। কচ্ছপের উদাহরণও এখানকার। কর্ম করে আবার অন্তর্মুখী হয়ে যায়। এই সময়ের উদাহরণ আবার ভক্তি মার্গেও কপি করে, কিন্তু শুধুই নাম মাত্র। তারা কিছুই বোঝে না। এখন তো তোমরা বোঝো রাখী বন্ধন উৎসব, দশহরা, দীপমালা, হোলি ইত্যাদি সব হল এই সময়ের। যা ভক্তি মার্গে চলে এসেছে। এই রকম ব্যাপার সত্যযুগে ছিল না। এখন এই ধরনের টপিক লেখো। মানুষ মৃত্যুর উপরে বিজয় কি ভাবে প্রাপ্ত করতে পারে? মৃত্যুলোক থেকে অমরলোকে কি ভাবে যেতে পারে? এই ধরনের কথার উপরে বোঝানোর জন্য প্রথমে লেখার দরকার হয়। যে রকম নাটকের স্টোরি লেখা হয় - আজ অমুক নাটক আছে। তোমাদেরও পয়েন্টসের লিস্ট থাকবে, আজ এই টপিকের উপরে বোঝানো হবে। রাবণ রাজ্য থেকে দৈবী রাজ্যতে কিভাবে যাওয়া যায়? এই ব্যাখ্যা যদিও একই। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের টপিক শুনলে মানুষ খুশী হবে যে অসীম জগতের বাবার থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার কিভাবে পাওয়া যায়? যেরকম সন্ন্যাসীদের খবর কাগজে বের হয় - আজ ১২৫ তম যজ্ঞ রচনা করা হয়েছে, তাতে এই এ শোনানো হবে। এখানে তো বাবা বলেন - আমি এক বারই যজ্ঞ রচনা করি, যাতে সমস্ত পুরোনো দুনিয়া অর্পণ হয়ে যায়। তারা তো অনেক যজ্ঞ রচনা করে। অনেক শোভা যাত্রা ইত্যাদি করে। এখানে তো তোমরা জানো, এই রুদ্র শিববাবার একটাই যজ্ঞ, যাতে সমস্ত পুরোনো দুনিয়া অর্পিত হয়ে যায়, নতুন দুনিয়ার স্থাপনা হয়ে যায় আর তোমরা গিয়ে দেবতা হয়ে যাও। এটাও বাবা তোমাদের বোঝান। রচয়িতা বাবা এসেই নিজের আর রচনার আদি-মধ্য-অন্তের সমস্ত নলেজ দেন আর রাজযোগও শেখান। সত্যযুগে থাকেই পবিত্র দেবতারা। তারা রাজত্বও করেন। সেটাকে বলা হয় আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম। এটাও টপিক রাখতে পারো যে আদি সনাতন সত্যযুগী দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা কিভাবে হচ্ছে, বিশ্বে শান্তি কিভাবে স্থাপন হচ্ছে - এসে বোঝো। পরমপিতা পরমাত্মা ছাড়া বিশ্বে শান্তি স্থাপন করার রায় আর কেউ দিতে পারে না। এখানে রায় যিনি দেন সেও প্রাইজ পায়। বিশ্বে শান্তি স্থাপন করার প্রাইজ কিভাবে আর কে দেন, এটাও হলো টপিক। ঐরকম বিচার সাগর মন্ডন করে টপিক বের করা চাই। এইরকম ব্যবস্থা করা হোক যে সব জায়গায় একই টপিক নেওয়া হবে, সকলের মধ্যে কানেকশন থাকবে। সেইরকম লিস্ট তৈরী করে প্রথমে নির্দেশ দিতে হবে। তারপর সংবাদ দিল্লিতেও যেন পৌঁছায়। সবাই যাতে জানতে পারে যে, সব জায়গায় ঐরকম ভাষণ হচ্ছে, একেই বলা হয় ইউনিটি। সমস্ত দুনিয়াতে

ডিস্-ইউনিটি। রাম রাজ্যের মহিমা রয়েছে - বাঘে-গরুতে একসাথে জল পান করে। ত্রেতাতে ঐরকম মহিমা আছে, তো সত্যযুগে কি না হবে ! এছাড়া শাস্ত্রে তো নানান রকমের কথা লিখে দিয়েছে। তোমরা তো বাবার থেকে একই কথা শোনো। দুনিয়াতে অনেক কথা বলা হতে থাকে। দ্বাপর থেকে শুরু করে কলিযুগ পর্যন্ত যা কিছু শাস্ত্র ইত্যাদি চলে এসেছে, ওখানে তো (সত্যযুগে) ওসব হয় না। ভক্তি মার্গের সব কথা সম্পূর্ণ হয়ে যায়। এখানে তোমরা যা কিছু দেখছো, সে সব হলো ইবিল। ওসব দেখেও দেখো না, শুনেও শুনো না। এখন বাবা যা বোঝাচ্ছেন সেটাই বুদ্ধিতে রাখো।

আমরা সঙ্গমযুগী ব্রাহ্মণরা কত উচ্চ। দেবতাদের থেকেও উচ্চ। এই সময় আমরা হলাম ঈশ্বরীয় সন্তান, ধীরে ধীরে সংখ্যায় ক্রমশ বাড়তে থাকি। এত সহজ কথাও কারও বুদ্ধিতে আসে না। আমরা হলাম ঈশ্বরীয় সন্তান, তাই অবশ্যই স্বর্গের মালিক হওয়া চাই। কারণ সেই বাবা-ই স্বর্গের স্থাপনা করেন। কোটি কোটি বছর বলে দেওয়ার জন্য কোনো কথা স্মরণে থাকে না। বাবা এসে স্মরণ করান, এটা তো ৫ হাজার বছরের ব্যাপার। তোমরা দেবী-দেবতা ছিলে। এখন আবার তোমাদের সেটাই তৈরী করছি। সামনে শোনার জন্য কতো খুশী আর রিফ্রেশমেন্ট আসে। যে বাচ্চারা জ্ঞানী, বুঝদার তাদের বুদ্ধিতে আসে- আমার তো বাবার থেকে অবশ্যই উত্তরাধিকার নিতে হবে। বাবা নতুন দুনিয়া রচনা করলে বাচ্চাদের অবশ্যই নতুন দুনিয়াতে থাকা চাই। এক বাবারই তো বাচ্চা সবাই। সবার ধর্ম, সবার বাসস্থান, আসা-যাওয়া সব আলাদা রকমের। কি করে মূলবতনে গিয়ে বাস করবে, এটাও বুদ্ধিতে আছে। মূলবতনে আত্মাদের শ্রেণীবদ্ধ সারণী (সিজরা) আছে, সূক্ষ্ম বতনে শ্রেণীবদ্ধ সারণী দেখানো যায় না। ওখানে যা কিছু দেখানো হয় সে সব হলো সাম্ভাৎকারের কথা। এই সব ড্রামাতে নির্ধারিত রয়েছে। সূক্ষ্মবতনেও যায়। ওখানে মুভি চলে। মাঝে, মুভিরও ড্রামা বানানো হয়েছিল। তারপর টকী বানানো হয়। সাইলেন্সের তো ড্রামা হতে পারে না। বাচ্চারা জানে আমরা সাইলেন্সে কিভাবে থাকি। যেসকল ওখানে (মূলবতনে) আত্মাদের সারণী বৃক্ষ আছে, সেইসকল এখানে মানুষের আছে। তো ঐরকম কথা বুদ্ধিতে রেখে তোমরা ভাষণ করতে পার। তবুও এই ঈশ্বরীয় পড়াতে টাইম লাগে। পড়তে পড়তে হয়ত এ সব বুঝেও যাবে, কিন্তু স্মরণের যাত্রা কোথায়? যাতে ধারণা আর খুশী থাকবে? এখন তোমরা যথার্থ নিয়মে যোগ শিখছ। বাচ্চাদের বুঝিয়েছি- সবাইকে ভাই-ভাই দেখো। আত্মার আসন তো এটাই, তাই ভগীরথ বাবার সিংহাসনও প্রসিদ্ধ। যখন কাউকে বোঝাবে, তখন ভাবো যে, আমি ভাইদের বোঝাচ্ছি। এই দৃষ্টিই থাকবে - এতেই অনেক পরিশ্রম। পরিশ্রমের দ্বারাই উচ্চ পদ প্রাপ্ত হয়। বাবাও ঐরকম দেখবে, বাবার নজরও ক্রকুটির মাঝখানে যাবে। আত্মা তো ছোট বিন্দু। আত্মাই তো শোনে। বাবাও এখানে আছেন তো ভাইও (ব্রহ্মার আত্মা)এখানে আছেন। এই রকম বুদ্ধিতে থাকলে, তোমরাও যেন জ্ঞান সাগরের সন্তান, জ্ঞান সাগর হয়ে যাও। তোমাদের জন্য তো এটা খুবই সহজ। গৃহস্থ ব্যবহারে যারা থাকে তাদের জন্য এই অবস্থায় আসা কিছুটা শক্ত। এখানে বসে শুনে তারপর বাড়ি ফিরে গেলে, সেখানকার পরিবেশ আবার ভিন্ন। এখানে সহজ। বাবা খুব যুক্তি বলে দেন - নিজেকে আত্মা মনে করো, বাবাকে স্মরণ করো। ইনিও ভাই, এই দৃষ্টি দ্বারা কর্মবন্ধনের থেকে অতীত হয়ে যাবে। শরীরেরও বিস্মরণ ঘটে, শুধু বাবাই স্মরণে থাকে। এর জন্য পরিশ্রম করতে থাকলে তবে পাশ উইথ অনার হবে। ঐরকম অবস্থা খুব কমেই থাকে। বিশ্বের মালিকও সে-ই হয়। অষ্ট রত্নের মালা বলে কথা। তাই পুরুষার্থ করতে হবে। উচ্চ পদ যারা পাবে যে কোনো প্রকারে তারা পুরুষার্থ অবশ্যই করতে থাকবে। এতে দ্বিতীয় কোনো বিকল্প নেই। ভাই-ভাই এর দৃষ্টি, স্নেহের সম্বন্ধ হয়ে যায়। কুদৃষ্টি সেখানে থেমে যায়, সেই জন্য বাবা বলেন তোমাদের গুহ্য গুহ্য বিষয় শোনাচ্ছি। এতে অভ্যাস করা পরিশ্রমের কাজ। এখানেও বসে আছ তো নিজেকে আত্মা মনে করো। আত্মাই শ্রবণ করে। শ্রবণে সক্ষম আত্মাকে তোমরা দেখো। মানুষ তো বলে দেয় আত্মা নির্লিপ। তবে কি শরীর শোনে? শরীর শোনে - এটা তো ভুল। বাবা তোমাদের গুহ্য গুহ্য বিষয় শোনান। বাচ্চাদের তো পরিশ্রম করতে হবে। যে পূর্ব কল্পে তৈরী হয়েছিল সে অবশ্যই পরিশ্রম করবে। নিজের অনুভবও শোনাবে- ঐরকম ভাবে শুনতে শুনতে আমাদের অভ্যাস হয়ে গেছে। আমি আত্মাকেই শোনাই- "মন্বনাভব"। আবার সে ওকে, ও তাকে বলে-- "মন্বনাভব" অর্থাৎ বাবাকে স্মরণ করো। এটা হলো গুপ্ত পরিশ্রম। যেসকল পড়াশুনাও একান্তে বৃক্ষের নীচে গিয়ে অভ্যাস করে, সেটা হলো স্থূল ব্যাপার। এটা তো প্র্যাক্টিস করার ব্যাপার। প্রতিদিন তোমাদের এই প্র্যাক্টিস বাড়তে থাকবে। তোমরা নতুন নতুন কথা শোনাও না। যেটা তোমরা এখন শুনছ সেটা আবার নতুন নতুন এসে শুনবে। কেউ বলে আমি দেরীতে এসেছি। আরে তুমি তো আরো-ই ফার্স্টক্লাস গুহ্য সব কথা শুনছ, যাতে পুরুষার্থ করলেই উচ্চ পদ প্রাপ্ত হয়। আরোই ভালো। মায়া তো শেষ পর্যন্ত ছাড়ে না। মায়ার লড়াই চলতে থাকে। যতক্ষণ না তোমাদের বিজয় প্রাপ্ত হচ্ছে। আবার অনায়াসেই তোমরা চলে যাবে। যে যত স্মরণ করবে, মনে করবে আমি বাবার কাছে যাচ্ছি, শরীর ছেড়ে দেয়। বাবা দেখেছেন ঐরকম ব্রহ্মতে লীন হওয়ার লক্ষ্য যারা রাখে তারা যখন শরীর ছাড়ে তো একদম নিস্তব্ধ হয়ে যায়। এছাড়া মোক্ষ তো কেউ পায় না, ফিরেও যেতে পারে না। নাটকে তো সব অ্যাক্টার্স দরকার। শেষে সবাই এসে যায়। যখন একজনও থাকবে না তখন ফিরে যাবে। যে কোনো মানুষ, সবাই চলে যাবে। তবে কিছু বাঁচবে। তারা বলবে সবাইকে সী-অফ করেছি। এই সময় সত্যযুগের স্থাপনা হচ্ছে।

কতো শত কোটি মানুষ। সবাইকে আমরা সী-অফ করে আবার নিজের রাজধানীতে চলে যাবো। জাগতিক দুনিয়ায় মানুষ বড়জোর ৪০-৫০ জনকে সী-অফ করবে। তোমরা কতো জনকে সী-অফ করো। সব আত্মারা মশার ঝাঁকের মতো শান্তিধামে চলে যাবে। তুমি এসেছ সাথে নিয়ে যেতে আর সবাই কে পাঠানোর জন্য। তোমার ব্যাপার হলো ওয়ান্ডারফুল। এ তো কোটি কোটি মানুষ যাবে। ওদের সী-অফ করবে। সবাই মূলবতনে ফিরে যাবে। তোমরা মূলধামে গেলে, সেখানকার সংখ্যা বৃদ্ধি হতে থাকবে। বংশ বৃক্ষ (সিজরা) ক্রমাগত বড় হয়ে যাবে। তারপর রুন্ড মালা (বিশ্বুর মালা), রুন্ডমালাতে (শিবের মালা) পরিণত হবে। এও তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে, রুন্ড মালা কি ভাবে রুন্ড মালা হয়। তোমাদের মধ্যে যাদের বিশাল বুদ্ধি তারাই এসব বুঝতে পারবে। বাবাকে যাতে বাচ্চারা স্মরণ করতে পারে তার জন্য রকম নানা রকম ভাবে বাবা বোঝাতে থাকেন। আমরা রুন্ডমালাতে গিয়ে রুন্ড মালাতে আসব (সুখধামে)। তারপর নম্বর অনুযায়ী আসতে থাকবে। কতো বড় রুন্ড মালা তৈরী হতে থাকে। এই জ্ঞানকে কেউই জানে না। কোথা থেকে এর আদি, এ বিষয়ে, এই জ্ঞানের বিষয়ে কেউই জানে না। একমাত্র তোমরা সঙ্গমযুগী ব্রাহ্মণরাই জানো। এই সঙ্গম যুগকে স্মরণ করলে সমস্ত নলেজ বুদ্ধিতে এসে যাবে।

তোমরা তো লাইট হাউস। সবাইকে নির্দিষ্ট ঠিকানায় নিয়ে যাওয়ার জন্য। তোমরা কি ভাবে ভালো লাইট হাউস হয়ে ওঠো? এরকম কোনো কথাই নেই যা তোমাদের বোধগম্য নয়। তোমরা একাধারে সার্জন, মহাজন, আবার ধোপাও। তোমাদের মধ্যে সব বিশেষত্বই এসে যায়। তোমাদেরও মহিমা হয়ে যায়, কিন্তু তা হয় নম্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে। যেমন যেমন কর্তব্য করতে থাকো তেমন তেমন খ্যাতি হয়। বাবা যে ডাইরেকশন দেন, তার উপর চিন্তন করা, সেমিনার করা বাচ্চারা, এ হল তোমাদের কাজ। বাবা কিছু বারণ করেন না। আচ্ছা, বেশী বলে কি লাভ? বাবা বলেন "মন্বনাভব"। বাবা তোমাদের কতো পুষ্টিকর জিনিস খাওয়াচ্ছেন। আচ্ছা।

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) সর্বদা এই নেশা যেন থাকে যে, আমরা সঙ্গমযুগী ব্রাহ্মণ, দেবতাদের থেকেও উচ্চ, কারণ এখন আমরা ঈশ্বরীয় সন্তান, আমরা হলাম মাষ্টার জ্ঞান সাগর। সব রকমের বিশেষত্বে আমরা পরিপূর্ণ হয়ে উঠি।

২) যা বাবা বোঝান সেটাই বুদ্ধিতে রাখতে হবে, এছাড়া আর কোনো কিছুই শুনেও শুনো না, দেখেও দেখো না। হিয়র নো ইভিল, সী নো ইভিল।

বরদান:- ঈশ্বরীয় সেবার দ্বারা ভ্যারাইটি মেওয়া প্রাপ্তকারী অধিকারী আত্মা ভব বলা হয়ে থাকে “করো সেবা তো পাবে মেওয়া”। ঈশ্বরীয় জ্ঞান দেওয়াই হল ঈশ্বরীয় সেবা, যারা এই সেবা করে তাদের অতীন্দ্রিয় সুখের, শক্তির, খুশীর ভ্যারাইটি মেওয়া প্রাপ্ত হয়। তোমরা ব্রাহ্মণরাই হলে এর অধিকারী কেননা তোমাদের কাজই হল ঈশ্বরীয় জ্ঞান-মুরলী পড়া এবং পড়ানো, যার দ্বারা অন্যরাও ঈশ্বরের সন্তান হয়ে যাবে। তো এইরকম ঈশ্বরীয় সেবা করে ঈশ্বরীয় ফলের অধিকারী হয়ে গেছো - এই নেশাতে থাকো।

স্লোগান:- বাবার সাথে থেকে কর্ম করো তো ডবল লাইট থাকবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent

2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - বারে বারে বাবা আর তাঁর অবিনাশী উত্তরাধিকারকে স্মরণ করো, বাবা হলেন আত্মিক সার্জন, তোমাদের নিরোগ হওয়ার ওষুধ বলে দেন -- বাচ্চারা আমাকে স্মরণ করো"

*প্রশ্নঃ - নিজের সাথে নিজে কোন্ কথা বললে খুব আনন্দ হবে?

*উত্তরঃ - নিজের সাথে কথা বলো- এই চোখ দিয়ে যা কিছু দেখছো সব শেষ হয়ে যাবে। শুধুমাত্র আমি আর বাবাই থাকবো। মিষ্টি বাবা আমাকে স্বর্গের মালিক বানিয়ে দেন। এমন এমন সব কথা বলো। একান্তে চলে যাও, তাতে খুব আনন্দ হবে।

ওম্ শান্তি। পরমপিতা শিব ভগবানুবাচ। মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চাদের সঙ্গম যুগ প্রতিটি পদক্ষেপে স্মরণে থাকা উচিত। এও তোমরা বাচ্চারাই জানো, নম্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে। বুদ্ধিতে স্মরণ থাকা চাই - আমরা এখন পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগে পুরুষোত্তম হয়ে উঠছি। আর এই যে রাবণের শিকল তা থেকে বাবা আমাদের মুক্ত করতে এসেছেন। যেমন কোনও পাখিকে যদি খাঁচা থেকে বের করে দেওয়া হয়, তবে সে খুব খুশিতে উড়ে সুখ অনুভব করতে থাকে। তোমরা, বাচ্চারাও জানো যে এ হলো রাবণের খাঁচা। এখানে অনেক রকমের দুঃখ। এখন বাবা এসেছেন এই খাঁচা থেকে বের করার জন্য। মানুষই শাস্ত্রে লিখেছে দেবতা আর অসুরদের মধ্যে লড়াই হয়েছিল, তারপর দেবতারাই জয়ী হয়। প্রকৃতপক্ষে লড়াইয়ের কোনও প্রশ্নই নেই। তোমরা এখন অসুর থেকে দেবতা হয়ে উঠছো। আসুরি রাবণ অর্থাৎ ৫ বিকারের উপরে জয়লাভ করছে, রাবণ সম্প্রদায়ের উপরে নয়। ৫ বিকারকেই রাবণ বলা হয়। অন্য কাউকে পোড়ানোর ব্যাপার নেই। তোমরা বাচ্চারা খুব উৎফুল্ল হয়ে ওঠো যে, আমরা এখন এমন এক দুনিয়াতে যেতে চলেছি, যেখানে না আছে গরম, না আছে ঠান্ডা। সেখানে সবসময়ই বসন্ত ঋতু বিরাজ করে। সত্য যুগ - স্বর্গের বসন্ত ঋতু এখনই আসতে চলেছে। এখানে (লৌকিকে) বসন্ত ঋতু তো অল্প সময়ের জন্য আসে। ওখানে বসন্ত ঋতু তোমাদের জন্য অর্ধকল্পের জন্য আসবে। ওখানে গরম ইত্যাদি নেই। গরমে মানুষ কত কষ্ট পায়, মারাও যায়। এই সব দুঃখজনক পরিস্থিতি থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য আমাদের অবিনাশী সার্জন খুব সহজ ওষুধ বলে দেন। এই জগতের সার্জনের (হদের) কাছে গেলে অনেক রকমের ওষুধ ইত্যাদির কথা মনে আসবে। এখানে এই সার্জনের কাছে কোনও ওষুধ নেই। ওঁনাকে শুধু স্মরণ করলেই সব রোগ থেকে মুক্ত হওয়া যায় আর কোনো ওষুধ ইত্যাদি কিছুই নেই।

বাচ্চারা বলে আজ সেমিনার করবো - কিভাবে চার্ট লেখা উচিত, বাবাকে কিভাবে স্মরণ করা উচিত এই বিষয়ের উপরেই সেমিনার অনুষ্ঠিত হবে। বাবা তো কোনো রকম কষ্ট দেন না যে বসে বসে লেখো, কাগজ নষ্ট করো। প্রয়োজনই নেই। বাবা শুধু বলেন বুদ্ধি দিয়ে বাবাকে স্মরণ করো। অজ্ঞান কালে লৌকিক বাবাকে স্মরণ করার জন্য চার্ট তৈরি করা হয় কী! এর মধ্যে (স্মরণের জন্য) লেখালেখির কোনও প্রয়োজন নেই। বাবাকে বাচ্চারা বলে-- বাবা, আমরা তোমাকে ভুলে যাই, কেউ শুনলে কি বলবে? তোমরাই তো বলে থাকো, বেঁচে থাকতেই আমরা বাবার হয়ে গেছি। কেন হয়েছে? বাবার কাছ থেকে বিশ্বের বাদশাহী পাওয়ার জন্য অবিনাশী উত্তরাধিকার গ্রহণ করতে। তারপরও এমন বাবাকে তোমরা কি করে ভুলে যাও? বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার গ্রহণ করতে হলে তাঁকে স্মরণ করতে হবে, দৈবীগুণও ধারণ করতে হবে। এর মধ্যে লেখার কি আছে? প্রত্যেকে নিজের অন্তর্মনকে প্রশ্ন করো। নারদের দৃষ্টান্ত আছে, নারদ নিজেই বলে থাকে যে সে অনেক বড় ভক্ত। তোমরাও জানো, জন্ম-জন্মান্তরের আমরা ছিলাম পুরানো ভক্ত। এমন মিষ্টি বাবাকে স্মরণ করে আমরা কতটা খুশি হয়ে উঠি। যে যত স্মরণ করবে সে-ই লক্ষ্মী-নারায়ণকে বরণ করার যোগ্যতা অর্জন করবে। কোনও গরিবের সন্তান বিত্তবানের কোলে দত্তক রূপে গেলে কত খুশি হয়ে ওঠে। বাবাকে আর তার সম্পত্তিকেই স্মরণ করতে থাকে। এখানে তো এমন অনেকেই আছে যাদের বেহদের বাবার বাচ্চা হয়েও রাজ্য ভাগ্য ভোগ করার মতো বুদ্ধিই নেই। আশ্চর্যজনক। যে বাবা স্বর্গের মালিক করে তোলেন, তাঁকেই স্মরণ করতে পারেনা। বাবা বাচ্চাদের দত্তক নিয়ে থাকেন, এমন বাবাকে স্মরণ না করা, এতো আশ্চর্যের ব্যাপার। বারে বারে বাবা আর তাঁর প্রপাটি স্মরণে আসা উচিত।

বাবা বলেন - মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চারা, তোমরা আমাকে ডেকেছো তোমাদের অ্যাডপ্ট করার জন্য। বাবাকে আহ্বান করা হয়, তাই না! বাবাই স্বর্গের স্থাপনা করেন, স্বর্গের অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রদান করেন। তোমরাই ডেকে বলো -- বাবা, আমরা পতিত, আমাদের এসে তুমি কোলে তুলে নাও। নিজেরাই বলে থাকো আমরা পতিত, কাণ্ডাল, ছিঃ ছিঃ,

কানাকড়ির মতো মূল্যহীন। অসীম জগতের বাবাকে তোমরা ভক্তি মার্গ থেকে ডাকো। (ভক্তি দ্বাপর থেকে শুরু)। এখন বাবা বলেন ভক্তি মার্গেও তোমরা এতো দুঃখে ছিলে না। এখন দেখো মানুষের কত দুঃখ। বাবা এসেছেন যখন, তবে নিশ্চয়ই এখন বিনাশের সময়। তোমরা জানো এই লড়াই-এর পর কত জন্ম, কত বছর আর লড়াইয়ের কোনও নামই থাকবে না, আর কখনোই লড়াই হবে না। না কোনও দুঃখ, রোগ ইত্যাদির নাম থাকবে। এখন তো কত রকমের অসুখ-বিসুখ।

বাবা বলেন - মিষ্টি বাচ্চারা, আমি তোমাদের সব দুঃখ থেকে মুক্তি দেবো। তোমরা স্মরণ করে বলো -- হে ভগবান, তুমি এসে আমাদের দুঃখ হরণ করে সুখ, শান্তি প্রদান করো। এই দুটি জিনিস সবাই কামনা করে। এখানে হলো অশান্তি। শান্তির জন্য যে রায় (পরামর্শ) দিয়ে থাকে তাকে পুরস্কৃত করা হয়। বিচারক তো নিজেই জানেনা শান্তি কাকে বলে। শান্তি তো মিষ্টি বাবা ছাড়া আর কারও দ্বারাই প্রাপ্ত হবে না। তোমরা কত পরিশ্রম করো বোঝানোর জন্য, তারপরও বোঝে না। তোমরা গভর্নমেন্টকে লিখতে পারো -- শুধু শুধু টাকা পয়সার অপচয় কেন করছো? শান্তির সাগর একজনই বাবা, উনিই এসে বিশ্বে শান্তি স্থাপন করেন। গভর্নমেন্টের উচ্চ পদাধিকারীকে ভালো কাগজে সত্যতার সাথে চিঠি লেখা উচিত। কেউ ভালো কাগজ দেখে বোঝে যে নিশ্চয়ই এটা কোনও বড় (নামীদামি, প্রতিষ্ঠিত) মানুষের লেখা চিঠি। তাদের বলো, বিশ্বে শান্তির জন্য যা তোমরা বলছো, আগে কবে সেটা হয়েছে, যা পুনরায় ঐ ভাবেই ফিরে আসবে? নিশ্চয়ই কখনও পাওয়া গিয়েছিল। তোমাদের তা জানা আছে, তোমরা তিথি, তারিখ সব লিখতে পারো, বাবাই এসে বিশ্বে শান্তি স্থাপন করেছিলেন, সে সময় ছিল সত্য যুগ। এই লক্ষ্মী-নারায়ণ হলো রাজবংশের চিহ্ন। ব্রহ্মা আর তোমরা ব্রাহ্মণদের পার্ট কারও জানা নেই। প্রধান পার্ট তো ব্রহ্মার তাই না! তিনিই রথ, যে রথ অবলম্বন করে বাবা এত কার্য সম্পন্ন করেন। তার নামই হলো পদ্মগুণ ভাগ্যশালী রথ। ভাবনা চিন্তা করো - কিভাবে কাকে বোঝাবে? মানুষের তো কত রকম নেশা থাকে। এখন তোমাদের, সবাইকে বাবার পরিচয় দিতে হবে। জ্ঞান তো আছে শুধুই জ্ঞানের সাগর বাবার কাছে। উনি যখন আসেন তখনই এই জ্ঞান প্রদান করেন। তাঁর আগে এই জ্ঞান কেউ -ই দিতে পারে না। ভক্তি তো সব ভক্তই করে থাকে কিন্তু জ্ঞান একজন বাবাই দিয়ে থাকেন। জ্ঞানের জন্য কোনও স্থায়ী পুস্তক তৈরি হয় না। জ্ঞান তো কান দ্বারাই শুনতে হয়। যে সব বই ইত্যাদি তোমরা রাখো সবই অস্থায়ী। এ সবই শেষ হয়ে যাবে। তোমরা নোটস-এ ও লিখে থাকো এ সবই শেষ হয়ে যাবে। এসব লেখো শুধুমাত্র নিজের পুরুষার্থের জন্য। বাবা বলেন টপিক্স (পয়েন্টস) এর লিস্ট তৈরি করলে স্মরণে আসবে কিন্তু এটা তো জানো যে এই পুস্তক ইত্যাদি কিছুই থাকবে না। তোমাদের বুদ্ধিতে শুধুমাত্র স্মরণ চলবে। আত্মা সম্পূর্ণরূপে বাবার মতো পরিপূর্ণ হয়ে যাবে (গুণ ও শক্তিতে)। আর যা কিছু পুরনো জিনিস - এই চোখ দিয়ে দেখছো সব শেষ হয়ে যাবে। শেষে গিয়ে কিছুই থাকবে না।

বাবা হলেন অবিনাশী সার্জন, আত্মাও অবিনাশী। এক শরীর ছেড়ে অন্য শরীর ধারণ করে। আত্মা যে শরীরই গ্রহণ করুক না কেন ছিঃ ছিঃ শরীরই প্রাপ্ত হবে (পতিত, বিকারগ্রস্ত)। এখন তোমরা জান আমরা শ্রেষ্ঠাচারী হচ্ছি। বাবা-ই করে তোলেন। সাধু-সন্ত ইত্যাদিরা কখনোই শ্রেষ্ঠাচারী করে তুলতে পারে না। বাবাই তোমাদের শ্রেষ্ঠাচারী করে তোলেন। বাবা বলেন - মিষ্টি বাচ্চারা, আমি তোমাদের চোখের ওপরে বসিয়ে নিয়ে যাবো। আত্মাও এখানে এসে নয়নে বসে। বাবা বলেন, হে আত্মারা - তোমাদের সবাইকে আমি প্রসন্ন করে নিয়ে যাব। অল্প সময় বাকী আছে। এখন পুরুষার্থ করো। নিজের অন্তর্মর্মনকে জিজ্ঞাসা করো - আমি মিষ্টি বাবাকে কতটুকু স্মরণ করি? হীর আর রঞ্জার (পাঞ্জাবের এক ট্রাজিক রোমান্স আখ্যান) মধ্যে বিকারের ভালোবাসা ছিল না। ছিল পবিত্র ভালোবাসা। একে অপরকে স্মরণ করতো আর সামনে এসে হাজির হতো, দুজনে দুজনের সাথে মিলিত হতো। বাবা বলেন তোমরাও এমন হয়ে ওঠো। ওরা হলো এক জন্মের প্রেমিক প্রেমিকা, তোমরা হলে জন্ম-জন্মান্তরের জন্য। এ'সব কথা হলো এই সময়ের জন্যই। আশিক-মাশুক এই শব্দ স্বর্গে নেই। ওরা পবিত্র থাকে, মন্সা দ্বারাই মনে করে। সামনে দেখে খুশি হয়ে ওঠে। বাচ্চারা তোমাদের এই সময় দেখার মতো কিছুই নেই। এই সময় তোমরা শুধু নিজেকে আত্মা মনে করো আর প্রিয়তম বাবাকে স্মরণ করো। আত্মা মনে করে বাবাকে অত্যন্ত খুশির সাথে স্মরণ করতে হবে। বাবা বুঝিয়েছেন ভক্তি মার্গে তোমরা এমনই আশিক ছিলে যে মাশুকের প্রতি সমর্পিত হয়ে যেতে। বলতে তুমি এলেই তোমার প্রতি সমর্পিত হবো। এখন মাশুক এসেছেন, সবাইকে সুন্দর করে তুলতে। যে যেমন তেমনই তৈরি করার চেষ্টা করে। তোমরা সুন্দর হলে শরীরও সুন্দর পাবে। আত্মাতেই খাদ পড়ে। এখন তোমরা আমাকে স্মরণ করলে আত্মা থেকে খাদ বেড়িয়ে যাবে। এইজন্য তোমরা বাচ্চারা আসো। পাদ্রিরা যখন হেঁটে যায় সম্পূর্ণ সাইলেন্স থাকে। হাতে মালা কাউকে দেখায় না। ধীরে ধীরে চলতে থাকে। ওরা থ্রাইস্টকে স্মরণ করে। বাবাকে তো জানে না। আমার জন্য বলে দেয় নাম-রূপ হীন। বিন্দুকে কিভাবে দেখবে! কিভাবে স্মরণ করবে কেউ জানেনা। তোমরা এখন জেনেছ তাই এখানে আসছ। মধুবনের মহিমা আছে। এ হলো সত্য-সত্য মধুবন, যেখানে তোমরা

আসো। যতটা সম্ভব একান্তে বসে স্মরণ কর। কাউকে দেখ না। উপরে তো ছাদ আছে, বাবাকে স্মরণ করতে ভোরবেলায় ছাদে চলে যাও। খুব ভালো লাগবে। চেষ্টা করো রাতে ১টা ২ টার সময় উঠে যাওয়ার। তোমরা নিদ্রাকে জয় করতে প্রসিদ্ধ। রাতে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ো, তারপর ১টায় বা ২টায় উঠে ছাদে গিয়ে একান্তে বসে স্মরণের যাত্রা করতে থাকো। অনেক জমা করতে হবে। বাবাকে স্মরণ করতে, বাবার মহিমা করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ো। নিজেদের মধ্যেও এ নিয়ে মতামত না। বাবা কত মিষ্টি, ওঁনার স্মরণেই পাপ বিনষ্ট হবে। অনেক সঞ্চয় করতে পারো। সুযোগও এখানে ভালো পাওয়া যায়। ঘরে তোমরা করতে পারবে না। সময়ই পাওয়া যায় না। দুনিয়ার ভাইরেশন আর পরিবেশ অত্যন্ত খারাপ। ওখানে এতো স্মরণের যাত্রা হবে না। এখন এর মধ্যে বিশেষ আর কি লেখার আছে। প্রেমিক-প্রেমিকারা কি কিছু লেখে! অন্তর্মনে দেখো আমি কাউকে দুঃখ দিইনি তো! কতজনকে স্মরণ করিয়েছি? এখানে আমরা আসি সঞ্চয় করতে সুতরাং এটাই চেষ্টা করো। উপরে ছাদে গিয়ে একান্তে বসো। খাজানা জমা করো। এই সময় হলো জমা করার। ৫-৭ দিনের জন্য আসো তোমরা। মুরলী শুনে একান্তে গিয়ে বসো। এখানে তো ঘরেই বসে আছো, বাবাকে স্মরণ করলে তোমাদের কিছু না কিছু জমা হয়ে যাবে। অনেক মাতা-রা বন্ধনে জড়িয়ে আছে। স্মরণ করে বলে - শিব বাবা এই বন্ধন থেকে মুক্ত করো। বিকার পরিপূর্ণ করতে কত অত্যাচার করে। খেলায় দেখানো হয়েছে না - দ্রোপদীর বস্ত্র হরণ করেছে। তোমরা সবাই দ্রোপদী, তাইনা! সুতরাং বাবাকে স্মরণ করতে থাকো। বাবা অনেক যুক্তি বলে দেন। এর মধ্যে স্নান ইত্যাদির কোনও ব্যপার নেই। তবে হ্যাঁ, ল্যাট্রিনে গেলে স্নান করা জরুরী। মানুষ তো স্নান করার সময়ও কোনও দেবতা বা ভগবানকে স্মরণ করে। প্রধান কথাই হলো স্মরণ। জ্ঞান তো অনেক প্রাপ্ত হয়েছে। ৮৪ চক্রের জ্ঞান। নিজের অন্তর্মনে বসে দেখো, নিজেকে জিজ্ঞাসা করো - এমন মিষ্টি বাবা যিনি আমাদের স্বর্গের মালিক করে তোলেন তাঁকে সারাদিনে কতটা স্মরণ করেছি? মন ছুটে বেড়ায়নি তো! কোথায় ছুটবে, দুনিয়া তো নেই-ই। এ সবই শেষ হয়ে যাবে। আমি আর বাবাই থাকবো। এমন সব কথা নিজের মনকে বললে খুব মজা লাগবে। এখানে সে-ই আসে, যে অনেক পুরানো ভক্ত, যে আসেনা সে বুঝে নাও এখনকার ভক্ত। সে দেহিতে আসবে। শুরু থেকেই ভক্তি করছে যারা তারা অবশ্যই বাবার কাছে থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার নিতে আসবে। এ হলো গুপ্ত পরিশ্রম। যে ধারণা করতে সক্ষম নয় তার দ্বারা কোনও পরিশ্রম হয় না। এখানে তোমরা আসো রিফ্রেশ হতে। নিজেই পরিশ্রম করো (স্মরণের যাত্রায় থাকা)। এক সপ্তাহেই এত সঞ্চয় করতে পারো যে, যা ১২ মাসেও হবে না। এখানে ৭ দিনে সম্পূর্ণ পরিশ্রমের ফসল প্রাপ্ত করতে পারো। বাবা রায় দিয়ে থাকেন। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মূখ্য সারঃ:-

১) একান্তে বসে বাবার স্মরণে উপার্জন জমা করতে হবে। নিজের অন্তর্মনকে চেক করতে হবে - স্মরণ করার সময় মন ছুটে বেড়ায়নি তো? আমরা কত সময় মিষ্টি বাবাকে স্মরণ করি?

২) সবসময় এই খুশিতে থাকতে হবে যে আমাকে বাবা রাবণের শিকল থেকে মুক্ত করেছেন। এখন আমি এমন দুনিয়াতে যেতে চলেছি যেখানে না আছে গরম না আছে ঠান্ডা। সেখানে চির বসন্ত ঋতু বিরাজ করে।

বরদানঃ:- 'আমার'-কে 'তোমার'-এ পরিবর্তন করে নিশ্চিত বাদশাহ হয়ে খুশীর খাজানাতে ভরপুর ভব যে বাচ্চারা 'সবকিছু তোমার' - করে দিয়েছে তারাই নিশ্চিত থাকে। আমার কিছু নেই, সবকিছু তোমার... যখন এইরকম পরিবর্তন করবে তখন নিশ্চিত হয়ে যাবে। জীবনে প্রত্যেকেই নিশ্চিত হয়ে থাকতে চায়, যেখানে চিন্তা থাকে না সেখানে সদা খুশী থাকে। তো 'তোমার' বললে, নিশ্চিত থাকলে খুশীর খাজানাতে ভরপুর হয়ে যাবে। তোমাদের কাছে অর্থাৎ নিশ্চিত বাদশাহ-দের কাছে অগণিত, অক্ষয়, অবিনাশী খাজানা আছে যেগুলি সত্যযুগেও থাকবে না।

স্নোগানঃ:- খাজানাগুলিকে সেবাতে লাগানো অর্থাৎ জমার খাতা বৃদ্ধি করা।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light

Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের মনে গুপ্ত খুশী অনুভব হওয়া উচিত যে আমরা পরমাত্মা পিতার ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্ট, ভবিষ্যতের নতুন দুনিয়ার অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্তির জন্য পড়াশোনা করছি"

*প্রশ্নঃ - সদা কোন্ স্মৃতিতে থাকলে দৈবী গুণ ধারণ হতে থাকবে?

*উত্তরঃ - আমরা আত্মারা শিববাবার সন্তান, বাবা আমাদের কাঁটা থেকে ফুলে পরিণত করতে এসেছেন - সদা এই স্মৃতি থাকলে দৈবীগুণ ধারণ হবে। যে সময় কোনও বিকারের আক্রমণ হয় তখন বুঝতে হবে - আমি কাঁটা, আমাকে ফুলে পরিণত হতে হবে।

ওম্ শান্তি । বাচ্চাদের বুদ্ধিতে আছে যে আমরা আধ্যাত্মিক ইউনিভার্সিটিতে বসে আছি। এই নেশাটি থাকা উচিত। সাধারণ রীতি অনুযায়ী স্কুলে যেমন বসো, তেমন করে এখানে বুদ্ধি হয়ে বসবে না। অনেক বাচ্চারা বুদ্ধি হয়ে বসে। স্মরণে থাকা উচিত - এটা হলো উঁচু থেকে উঁচু পরম পিতা পরমাত্মার ইউনিভার্সিটি। আমরা তাঁর স্টুডেন্ট। অতএব তোমাদের কত গর্ব হওয়া উচিত। এ হলো গুপ্ত খুশী, গুপ্ত জ্ঞান। প্রতিটি কথা হলো গুপ্ত। অনেক বাচ্চাদের এখানে বসেও বাইরের নোংরা চিন্তন আসে। এখানে তোমরা পড়াশোনা করো ভবিষ্যতের নতুন দুনিয়া প্রাপ্তির জন্য। তাই তোমাদের অনেক খুশী হওয়া উচিত। দৈবীগুণও হওয়া উচিত। যদিও এখানে সব রকমের ব্রাহ্মণরাই আসে। তোমরা বাইরের নোংরা জগৎ থেকে বেরিয়ে এখানে আসো। তাই বাচ্চারা, তোমাদের অনেক খুশীতে থাকা উচিত। সমস্ত দুনিয়া এই সময় হলো নোংরা। কোথায় কলিযুগী আবর্জনা, কোথায় সত্যযুগী ফুলের বাগান (ফুলওয়ারী)। কলিযুগে একে অপরকে কাঁটা বিদ্ধ করতে থাকে। তোমাদের তো এখন ফুল হতে হবে। অতএব কত খুশীতে থাকা উচিত। আমরা এখন ফুলে পরিণত হচ্ছি। এ হলো বাগান। বাবাকে বাগানের মালিক (বাগবান) বলা হয়। বাগানের মালিক এসে কাঁটার ফুলে পরিণত করেন। এই কথাটি বাচ্চাদের বোঝা উচিত যে আমরা কি রকমের ফুল তৈরি হচ্ছি। এখানে বাগানও আছে। মুরলী শুনে বাগানে গিয়ে ফুলের সঙ্গে নিজের তুলনা করো। আমরা কোন্ ফুল ! আমরা কাঁটা নই তো? যে সময়ে ক্রোধের আক্রমণ হয় তখন বোঝা উচিত যে আমি কাঁটা, আমার ভিতরে ভূত আছে। এতখানি ঘৃণা অনুভব হওয়া উচিত। ক্রোধ তো সবার সামনে এসে যায়। কাম বিকার সবার সামনে হয় না। সে তো লুকিয়ে করে। ক্রোধ তো বাইরে বেরিয়ে আসে। ক্রোধ করলে তার প্রভাব অনেক দিন থাকে। ক্রোধের নেশা থাকে, লোভেরও নেশা থাকে। নিজের প্রতি নিজে থেকেই ঘৃণা অনুভব হওয়া উচিত। তোমরা জানো, বোঝো আমাদের বাবা ফুলে পরিণত করেন। কাম ও ক্রোধ দুই-ই খুব খারাপ। মানুষের সম্পূর্ণ শোভা নষ্ট হয়ে যায়। এখানে সুন্দর থাকবে তো সেখানে শোভনীয় হয়ে থাকবে। বাবা রোজ বাচ্চাদের বোঝাতে থাকেন যে দৈবীগুণ ধারণ করো। স্বর্গে যেতে হবে, তাই না। এই লক্ষ্মী নারায়ণ হলেন অনেক গুণবান। তাঁদের সামনে মানুষ মহিমা গায় - আমরা হলাম তুচ্ছ, পাপী, কাম বিকারে বশীভূত। তুমি সর্বগুণ সম্পন্ন। তোমরাও বোঝাও স্বর্গ হলো ফুলের বাগান এবং নরক হলো কাঁটার জঙ্গল। শিববাবা স্বর্গ স্থাপন করেন, রাবণ নরকে পরিণত করে। বিচার করা উচিত আমরা আত্মারা বাবার সন্তান। আমাদের মধ্যে এত আবর্জনা এল কোথা থেকে? যদি (বিকার রূপী) নোংরা আবর্জনা থাকবে তো বাবার নাম খারাপ করবে। ক্রোধ করবে তাহলে বাবার নিন্দা করানো হবে। ক্রোধের ভূত আসা মাত্রই বাবা বিস্মৃত হবে। বাবার স্মৃতি থাকলে কোনও ভূত আসবে না। যদি কারো মনে দুঃখ দেবে তাতেও প্রভাব পড়ে যায়। একবার ক্রোধ করলে ৬ মাস পর্যন্ত সবার বুদ্ধিতে থাকে যে এই মানুষটি হল ক্রোধী। ফলে সবার দৃষ্টিতে নীচে নেমে যায়। বাপদাদার হৃদয় আসন থেকেও নীচে নেমে যায়। এই দাদাও (ব্রহ্মাবাবা) বিশ্বের মালিক হন, ওনার মধ্যেও নিশ্চয়ই বিশেষত্ব রয়েছে। কিন্তু কারো ভাগ্যে না থাকলে কোনো উপায় বের করার চেষ্টাও করে না। এ হলো কত সহজ উপায়, শুধুমাত্র বাবাকে স্মরণ করো তো আত্মা স্বচ্ছ হয়ে যাবে। আর কোনো উপায় নেই। এই সময় রাজস্বয়ী তো কেউ নেই, রাজযোগের শিক্ষা প্রদান করেন একমাত্র বাবা। মানুষ, মানুষকে শোধরাতে পারে না। বাবা এসে সবাইকে সঠিক করেন। যারা খুব ভালোভাবে সঠিক পথে চলতে থাকে, তারা সত্যযুগের আদিতে আসে। অতএব কোনোরকম খারাপ স্বভাব থাকলে একদম ত্যাগ করা উচিত। পড়াশোনায়, যোগে সম্পূর্ণ মনোযোগ দেওয়া উচিত। এই কথাও জানা আছে যে সবাই তো আর একরকম উঁচু পদের অধিকারী হবে না। কিন্তু বাবা তো পুরুষার্থ করাবেন। যতখানি সম্ভব পুরুষার্থ করে উঁচু পদের অধিকারী হও। তা নাহলে কল্প-কল্পান্তর প্রাপ্ত হবে না। বাবা বার-বার বোঝাতে থাকেন বাবাকে স্মরণ করো, তাহলে আবর্জনা বেরিয়ে যাবে। জাগতিক সন্ত্যাসীরা হঠযোগ শেখায়। এমন ভেবো না হঠযোগ করলে সুস্থ থাকা যায়, তারা কখনও অসুস্থ হয় না। না, তারাও অসুস্থ হয়। ভারতে যখন লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্ব ছিল তো সকলে দীর্ঘ আয়ুর

অধিকারী ছিল, সুস্থ-সবল ছিল। এখন তো সবারই আয়ু ছোট হয়ে গেছে। ভারতকে এমন কে করেছে? সেই কথা কেউ জানে না। একেবারে ঘোর অন্ধকারে আছে। তোমরা যতই বোঝাও কিন্তু তাদেরকে বোঝানো খুব কঠিন কাজ। তবুও গরিব সাধারণ মানুষ বুঝবার চেষ্টা করে। এখানে কোনো লাখপতি আছে কি? আজকাল লাখ টাকাও কোনো বড় ব্যাপার নয়। আজ লক্ষপতি তো অনেকেই আছে। তাদেরও বাবা সাধারণ ভাবেন। আজ তো কোটিপতিদের কথা হয়। বিবাহ ইত্যাদিতে কত টাকা খরচ করে। বাচ্চারা, তোমাদের খুব যুক্তি দিয়ে বোঝাতে হবে যাতে তাদের জ্ঞানের তীর লাগে। বড় বড় মানুষ এম পি ইত্যাদি এলে তারা খুশী মনে এখান থেকে যায়। কিন্তু কারো এত শক্তি নেই যে আওয়াজ ছড়ায়। তোমরা তাদের বোঝাও, কিন্তু যথা যথা ভাবে বুঝতে পারে না। উঁচু থেকে উঁচু হলেন ভগবান, উঁচু থেকে উঁচু হলো এই অবিনাশী উত্তরাধিকার। লক্ষ্মী-নারায়ণকে এমন স্বর্গের অবিনাশী উত্তরাধিকার কে প্রদান করেছে? তাঁরা কোথাকার নিবাসী? এইসব অনেকেই জানতে পারে না। মিউজিয়ামে অনেকেই আসে, বুঝবার জন্য। সেবার অনেক চান্স আছে কিন্তু যোগ নেই। বাবাকে স্মরণ করলে প্রফুল্লতার অনুভব হবে। আমরা কারসন্তান। অনেক বাচ্চারা নিয়ম অনুযায়ী পড়া করেনা। বাবার সঙ্গে যোগ নেই। সম্পূর্ণ তো কেউ নেই। নম্বর অনুযায়ী আছে। বাচ্চাদের একান্তে বসে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। এমন বাবার কাছে আমরা স্বর্গের অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করি। এই দুনিয়ায় আমরা-ই সবচেয়ে পতিত হয়েছি, তাই আমাদেরই আবার পবিত্র হতে হবে। এই কথা ভালোভাবে স্মরণ করতে হবে। বাবা সব রকমের পরামর্শ দেন - এমন এমন করো। যেমন রানী ভিক্টোরিয়ার মন্ত্রী গরিব ছিল, রাস্তার আলোয় পড়াশোনা করে উঁচু পদের অধিকারী হয়েছিল। তার উচ্চাশা ছিল। এই পড়াশোনাও গরিবদের জন্য। বাবা হলেন দীননাথ। ধনী বিত্তবান কি ভগবানকে স্মরণ করতে পারবে। তারা বলবে আমাদের জন্য এটাই হলো স্বর্গ। আরে, বাবা স্বর্গের স্থাপনা করেননি। এখন করছেন। বাবাকে স্মরণ করো, পবিত্র তো নিশ্চয়ই হতে হবে। বাচ্চাদের যুক্তি রচনা করা উচিত - কাকে কিভাবে বোঝানো যায় যে ভারতের প্রাচীন যোগ পরম পিতা পরমাত্মা ব্যতীত কেউ শেখাতে পারে না। হঠযোগ হল নিবৃত্তি মার্গের মানুষের জন্যে। বাবা বোঝাতে থাকেন যখন কারো কল্যাণ হওয়ার সময় হবে তখন এমন কথা লিখবে। এখনও সময় আছে তাই এই কথা কারো বুদ্ধিতে নেই।

তোমাদের হলো ঈশ্বরীয় মিশন। তোমাদের মানুষকে দেবতায় পরিণত করার সেবা করতে হবে। দুনিয়ায় অনেক রকমের মতামত বেরোয়, তাই সেসবের প্রদর্শনও অনেক হয়। কতখানি অন্ধশ্রদ্ধা আছে। রাত-দিনের তফাৎ। তোমাদের অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের মধ্যেও রাত-দিনের তফাৎ আছে। অনেকে তো কিছুই জানে না। কথা তো খুবই সহজ, নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো, বাবাকে স্মরণ করো তো পাপ বিনষ্ট হবে। দৈবী গুণ ধারণ করো তো এমন স্বরূপে পরিণত হবে। ঢাক ঢোল বাজিয়ে সংবাদ ছড়াও। দেহ-অভিমান না থাকলে গলায় ঢোল ঝুলিয়ে সবাইকে জানান দিতে থাকো যে বাবা এসেছেন। তিনি বলেন আমাকে স্মরণ করো তো তোমরা পতিত থেকে পবিত্র হয়ে যাবে। প্রতিটি ঘরে এই সংবাদ পৌঁছে দিতে হবে। সকলের অবস্থা এখন মরচে ধরা। এই দুনিয়া হল তমোপ্রধান, সবাইকে বাবার সংবাদ পৌঁছে দিতে হবে। শেষ কালে তোমাদের বাহবা হবে। বলবে এরা কামাল করেছে! এরা এত জাগিয়েছে তবু আমরা কোনো কথা শুনি নি। যারা জেগেছে তারা পেয়েছে, যারা ঘুমিয়েছে তারা হারিয়েছে। বাবা বাদশাহী প্রদান করতে আসেন, তবুও ভাগ্য প্রাপ্তি হয় না। সার্ভিসের যুক্তি রচনা করা উচিত। বাবা এসেছেন তিনি বলেন মামেকম্ স্মরণ করো তো বিকর্ম বিনাশ হবে, পবিত্র হয়ে পবিত্র দুনিয়ার মালিক হবে। স্মরণ না করলে পাপ ভস্ম হবে না। কোনো রকম জং না থাকলে উঁচু পদ মর্যাদা প্রাপ্ত করতে পারবে। নাহলে পদও কম হবে, সাজাও ভোগ করতে হবে। সার্ভিসের মার্জিন ভালো আছে। চিত্র সঙ্গে নিয়ে গেলে সার্ভিস করতে পারবে। চিত্র এমন ভালো করে তৈরি করা উচিত যাতে খারাপ না হয়। এই চিত্র গুলি ভালো জিনিস। বাকি মডেল তো সব খেলনা। বিখ্যাত ব্যক্তিদের বড় সাইজের চিত্র থাকে। হাজার বছর চলে। তোমাদের এই ৬-টি চিত্র যথেষ্ট। বলা - এই সৃষ্টি চক্র কিভাবে পরিক্রমা করে - আমরা তোমাদের বোঝাবো। এই চক্রে স্মরণ করলে তোমরা চক্রবর্তী রাজা হবে। ব্যাজও খুব ভালো। কিন্তু বাচ্চাদের কাছে এর কোনও মূল্য নেই। এই বিষয়ে তোমরা বোঝাতে থাকলেও তোমাদের অনেক উপার্জন জমা হবে। এই ব্যাজ এমন যে সবসময় নিজের বুকের কাছে রাখবে। এই বাবা (শিববাবা) ব্রহ্মা বাবার দ্বারা এই অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রদান করছেন। টেনেও যাত্রা করার সময়ে বোঝাতে থাকো। ছোট বাচ্চারাও করতে পারে। তোমাদের কেউ বারণ করবে না। এই ব্যাজ হলো এমনই এক জিনিস, হীরে জহরত, ফল-ফুল, মহল সবকিছু এতেই নিহিত আছে। কিন্তু বাচ্চাদের বুদ্ধিতে এই কথা থাকে না। বাবা অনেকবার বুঝিয়েছেন - সঙ্গে চিত্র অবশ্যই রাখো। তোমাদের কেউ উল্টো কথাও বলবে। কৃষ্ণের সম্বন্ধেও কতো কুকথা বলে দিয়েছে - হরণ করেছে, এই করেছে, সেই করেছে...। কিন্তু যাদের হরণ করেছে বলেছে, কৃষ্ণ তাদেরকে পাটরানীও তো করেছে, তাইনা। বিশ্বের মালিক হয়ে এমন কাজ কি কখনো করতে পারে? এই জ্ঞানে খুব নেশা থাকা উচিত। আমরা চাই শীঘ্র বিনাশ হোক। এইরকমও বলা হয় এখন তো বাবা সঙ্গে আছেন। বাবাকে ত্যাগ করলে তো বাবা আবার ৫ হাজার বছর পরে মিলবেন। এমন বাবাকে আমরা

কিভাবে ত্যাগ করবো। বাবার কাছে তো আমরা পড়া করি। এই

হলো ব্রাহ্মণদের উঁচু থেকে উঁচু জন্ম। এমন বাবা যিনি আমাদের রাজস্ব দিচ্ছেন, এর পরে তো আমরা তাঁর সঙ্গে আর মিলব না। কিন্তু গঙ্গার ধারে যারা বাস করে তারা এত গুরুত্ব দেয় না। যারা বাইরে থাকে তারা গুরুত্ব দেয়। এখানেও বাইরের মানুষ সমর্পণ করে। যদি যোগের বল নেই তো কাউকে বোঝালেও সে কিছুই বুঝবে না। অনেকে আসে, লিখে দেয় এমনভাবে বোঝানো হয়েছে, বলে যায় খুব ভালো। বাবা বোঝেন এমনভাবে শুনেছে যা কিনা না শোনার মতন। কিছুই বোঝেনি। বাবাকেই জানলো না। যদি কিছু বোঝে তো এমন বাবার সঙ্গে যোগাযোগ রাখবে, চিঠি লিখবে। তোমাদের জিজ্ঞাসা করবে তোমরা এমন বাবাকে কিভাবে চিঠি লেখো, বলো। শিববাবা কেয়ার অফ ব্রহ্মা। পত্র লেখা শুরু করে দেবে। ব্রহ্মা হলেন রথ তাইনা। কিন্তু বেশি মূল্য হলো তাঁর যিনি এনার মধ্যে প্রবেশ করেন।

সার্ভিস করতে করতে অনেক বাচ্চাদের গলা ক্লান্ত হয়ে যায়। কিন্তু যোগ না থাকলে তীর লাগবে না। একেই ড্রামা বলা হবে। বাবাকে চিনে নিলে বাবার সাথে মিলিত না হয়ে থাকতে পারবে না। ট্রেনে করে আসবে যোগযুক্ত হয়ে, আমরা যাই বাবার কাছে। যেমন বিদেশ থেকে এলে স্ত্রী, সন্তানের কথা মনে পড়ে। এখানে তো আমরা কার কাছে যাই! অতএব যাত্রার পথে কত খুশী অনুভব হওয়া উচিত। সার্ভিস করতে করতে বাবার কাছে যাওয়া উচিত। বাবা হলেন সাগর, তিনি দেখেন বাচ্চারা ফলো করছে। জ্ঞানের ঢেউ উঠলে দেখে খুশী হন। এই বাচ্চা তো সুপুত্র। সকালে স্মরণের যাত্রায় ব্যস্ত থাকলে খুব লাভ। এমনও নয়, শুধু সকালেই স্মরণ করবে। উঠতে-বসতে, খাওয়া-দাওয়া করতে করতেও স্মরণ করবে, তোমরা তো সার্ভিসের যাত্রায় রয়েছো। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) কারো মনে দুঃখ দেবে না। অন্তরে কোনও ভূত থাকলে পরীক্ষণ করে তাকে বাইরে বের করতে হবে, ফুল রূপে সবাইকে সুখ দিতে হবে।

২) আমরা জ্ঞান সাগরের সন্তান অতএব বুদ্ধিতে যেন জ্ঞানের ঢেউ অবিরাম খেলতে থাকে। সার্ভিস করার যুক্তি রচনা করতে হবে, ট্রেনেও সার্ভিস করতে হবে। তার সাথে পবিত্র হওয়ার জন্য স্মরণের যাত্রায়ও থাকতে হবে।

বরদানঃ:- স্মরণ আর সেবার ব্যালেন্সের দ্বারা বাবার সহায়তা অনুভবকারী রেসিং-এর পাত্র আত্মা ভব যেখানে স্মরণ আর সেবার ব্যালেন্স অর্থাৎ সমতা থাকে সেখানে বাবার বিশেষ সহায়তার অনুভব হয়। এই সহায়তাই হলো আশীর্বাদ, কেননা বাপদাদা অন্য আত্মাদের মতো আশীর্বাদ দেন না। বাবা তো হলেনই অশরীরী, তাই বাপদাদার আশীর্বাদ হলো সহজ, স্বতঃ সহায়তা প্রাপ্ত হওয়া, যার দ্বারা যেটা অসম্ভব ছিল সেটাও সম্ভব হয়ে যায়। এটাই হলো সহায়তা অর্থাৎ আশীর্বাদ। তোমরা হলে এইরকম আশীর্বাদের পাত্র আত্মা, যাদের এক কদমে পদমের উপার্জন জমা হয়ে যায়।

স্নোগানঃ:- সকাশ দেওয়ার জন্য অবিনাশী সুখ, শান্তি এবং সত্যিকারের ভালোবাসার স্টক জমা করো।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent

2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - অন্তর্মুখী হয়ে স্মরণের অভ্যাস করো, চেক করো যে, আত্ম - অভিমানী আর পরমাত্ম অভিমানী কতটা সময় থাকতে পারো"

*প্রশ্নঃ - যে বাচ্চারা একান্তে গিয়ে আত্ম - অভিমানী থাকার অভ্যাস করে, তাদের নিদর্শন কি হবে?

*উত্তরঃ - তাদের মুখ থেকে কখনোই উল্টোপাল্টা কথা বের হবে না। ১) ভাই - ভাইয়ের সম্পর্কে খুবই প্রেম থাকবে। সदा ক্ষীরখণ্ড হয়ে থাকবে। ৩) ধারণা খুব সুন্দর হবে। ৪) তাদের দৃষ্টি খুব মিষ্টি হবে। কখনোই দেহ - অভিমান আসবে না। ৫) তারা কাউকেই দুঃখ দেবে না।

ওম শান্তি। আত্মিক (রুহানী) বাচ্চাদের প্রতি। কেবলমাত্র রুহ বা আত্মা বলা হলে 'জীব' বাদ চলে যেত, সেইজন্য আত্মিক বাচ্চাদের প্রতি আত্মিক বাবা বোঝাচ্ছেন যে - নিজেকে আত্মা মনে করতে হবে। আমরা আত্মারা বাবার থেকে এই জ্ঞান পাই। বাচ্চাদের দেহী - অভিমানী হয়ে থাকতে হবে। বাবা আসেনই বাচ্চাদের নিয়ে যাওয়ার জন্য। যদিও তোমরা সত্যযুগে আত্ম - অভিমানী হও কিন্তু পরমাত্ম - অভিমানী হও না। এখানে তোমরা আত্ম - অভিমানীও হও আবার পরমাত্ম - অভিমানীও হও অর্থাৎ আমরা বাবার সন্তান। এখানের আর ওখানকার মধ্যে অনেক ফারাক। এখানে আছে ঈশ্বরীয় পড়া আর ওখানে পড়ার কোনো কথাই নেই। এখানে প্রত্যেককেই নিজেদের আত্মা মনে করতে হবে আর বাবা আমাদের পড়াচ্ছেন, এই নিশ্চয়ের সাথে শুনলে খুব সুন্দর ধারণা হবে। তোমরা তখন আত্ম-অভিমানী হতে থাকবে। এই অবস্থায় টিকে থাকার লক্ষ্যই খুব বড়। যদিও তা শুনতে খুব সহজ মনে হয়। বাচ্চাদের এই অনুভব শোনাতে হবে যে, আমরা কিভাবে নিজেদের আত্মা আর অন্যদেরও আত্মা মনে করে কথা বলি। বাবা বলেন যে, আমি যদিও এই শরীরে আছি কিন্তু এটাই হলো আমার প্রকৃত অভ্যাস। আমি বাচ্চাদের আত্মাই মনে করি। আমি আত্মাদের পড়াই। ভক্তিমার্গেও আত্মাই পাট প্লে করে এসেছে। এই পাট প্লে করতে করতে পতিত হয়ে গেছে। এখন আবার আত্মাকে পবিত্র হতে হবে। তাই যতক্ষণ বাবাকে পরমাত্মা মনে করে স্মরণ না করবে, তাহলে পবিত্র কিভাবে হবে? এর উপরে বাচ্চাদের খুব অন্তর্মুখী হয়ে স্মরণের অভ্যাস করতে হবে। জ্ঞান হলো সহজ। বাকি এই নিশ্চয় যেন পাকা থাকে যে, আমি আত্মাই পড়ি, বাবা আমাদের পড়ান, তখন ধারণাও হবে আর কোনো বিকর্ম হবে না। এমন নয় যে, এখন আমাদের কোনো বিকর্ম হয় না। বিকর্মজিত তো অস্তিম সময়ে হবে। ভাই - ভাইয়ের দৃষ্টি খুবই মিষ্টি থাকে। এতে কখনোই দেহ - অভিমান আসবে না। বাচ্চারা বোঝে যে, বাবার এই জ্ঞান খুবই গভীর। উঁচুর থেকে উঁচু যদি হতে হয় তাহলে এই অভ্যাস খুব ভালোভাবে করতে হবে। এর প্রতি দৃষ্টি দেওয়া উচিত। অন্তর্মুখী হওয়ার জন্য একান্তেরও প্রয়োজন। যেমন বাড়িতে কাজকর্ম ব্যবসা ইত্যাদির মধ্যে একান্ত সময় পাওয়া যায় না। এখানে তোমরা খুব ভালোভাবে এই প্র্যাক্টিস করতে পারো। আত্মাকেই দেখার প্র্যাক্টিস করতে হবে। নিজেকেই আত্মা মনে করতে হবে, এখানে এই অভ্যাস করলে তা অভ্যাসে পরিণত হবে। তারপর নিজের চার্টও দেখা উচিত যে -- আমি কতটা সময় আত্ম - অভিমানী থেকেছি? আমরা আত্মাকেই শোনাই, তার সঙ্গেই কথা বলি। এই প্র্যাক্টিস খুব ভালো ভাবে হওয়া চাই। বাচ্চারা বোঝে যে, এই কথাটা তো ঠিক। আমাদের দেহ ভাব যেন দূর হয়ে যায়, আমরা যেন আত্ম অভিমানী হয়ে যাই, নিজে যেন ধারণা করতে পারি আর অন্যদেরও তা করতে পারি। চেষ্টা করে নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করা - এই চার্ট হলো খুব ডীপ। বড় - বড় মহারথীরাও বুঝতে পারেন -- বাবা বিচার সাগর মন্ডনের জন্য দিনে - দিনে যে সাবজেক্ট দিচ্ছেন, এ তো খুবই বড় পয়েন্ট। এরপর কখনোই মুখ থেকে কোনো আজোবাজে শব্দ বের হবে না। ভাই - ভাইয়ের মধ্যে খুবই স্নেহের সম্পর্ক তৈরী হয়ে যাবে। আমরা সবাই ঈশ্বরের সন্তান। তোমরা তো বাবার মহিমাকে জানোই। কৃষ্ণের মহিমা আলাদা, তাঁকে বলা হয় সর্বগুণ সম্পন্ন... কিন্তু কৃষ্ণের কাছে গুণ কোথা থেকে আসবে? যদিও তাঁর মহিমা আলাদা, তবুও সর্বগুণ সম্পন্ন তো জ্ঞানের সাগর বাবার থেকেই হয়েছেন, তাই না। তাই নিজেকে খুব পর্যবেক্ষণ করতে হবে, প্রতি পদে সম্পূর্ণ পোতামেল রাখতে হবে। ব্যাপারীরা সারাদিনের হিসেব রাতে করেন। তোমাদেরও তো এ হলো ব্যাপার। রাত্রে নিজেকে দেখতে হবে যে, সারাদিন আমরা সবাইকে ভাই - ভাই মনে করে কথা বলেছি কি? কাউকে দুঃখ দিইনি তো? কেননা তোমরা জানো যে, আমরা সব ভাইরা এখন ক্ষীর-সাগরের দিকে যাচ্ছি। এ হলো বিষয় সাগর। তোমরা এখন না রাবণ রাজ্যে আর না রাম রাজ্যে আছো। তোমরা মাঝখানে আছো তাই নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। দেখতে হবে, কতখানি আমাদের এই ভাই - ভাইয়ের দৃষ্টির অবস্থা রয়েছে? আমরা সকল আত্মারাই নিজেদের মধ্যে ভাই - ভাই, আমরা এই শরীরের দ্বারা পাট প্লে করি। আত্মা অবিনাশী, শরীর বিনাশী, আমরা ৮৪ জন্মের পাট প্লে করেছি। বাবা এখন এসেছেন, তিনি বলছেন,

আমাকে স্মরণ করো, নিজেকে আত্মা মনে করো। আত্মা মনে করলে ভাই - ভাই হয়ে যাবে। এ কথা বাবাই বুঝিয়ে বলেন। বাবা ছাড়া আর কারোরই এই পার্ট নেই। এই প্রেরণা ইত্যাদির কথা নয়। টিচার যেমন বসে বোঝান, বাবাও তেমনি বাচ্চাদের বোঝান। এ হলো বিচার করার কথা, এতে সময়ও দিতে হয়। বাবা কাজ - করবার করার জন্য অনুমতি তো দিয়েছেন, কিন্তু স্মরণের যাত্রাও জরুরী। তার জন্যও সময় বের করার দরকার। সার্ভিসও সকলের আলাদা - আলাদা। কেউ অনেক সময় বের করতে পারে। ম্যাগাজিনেও যুক্তির সাথে লিখতে হয় যে, এখানে এমন বাবাকে স্মরণ করতে হয়। একে অপরকে ভাই - ভাই মনে করতে হয়।

বাবা এসে সকল আত্মাদের পড়ান। আত্মার মধ্যে দৈবী গুণের সংস্কার তিনি এখনই ভরেন। মানুষ জিজ্ঞেস করে, ভারতের প্রাচীন যোগ কি? তোমরা বোঝাতে পারো কিন্তু তোমরা এখনো খুব অল্প, তোমাদের নাম এখনো মানুষ জানতে পারেনি। ঈশ্বর যোগ শেখান। অবশ্যই তাঁর বাচ্চারা থাকবে। তারাও জানে যে, এ কথা কেউই জানে না। নিরাকার বাবা কিভাবে এসে পড়ান, তিনি নিজেই বোঝান, আমি কল্পে - কল্পে সঙ্গম যুগে এসে নিজেই বলি, আমি কিভাবে আসি। আমি কার শরীরে আসি, এতে দ্বিধাশ্রিত হওয়ার কোনো কথা নেই। এ হলো এক পূর্ব নির্মিত ড্রামা। আমি এই একজনের মধ্যেই আসি। প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারাই স্থাপনা। ওই বাচ্চাই প্রথমে মূরুঝী হয়। সে-ই আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম স্থাপন করে। তারপর সে-ই প্রথম নম্বরে আসে। এই চিত্রের উপরে বোঝানো খুব ভালো। ব্রহ্মার থেকে বিষ্ণু আর বিষ্ণুর থেকে ব্রহ্মা কিভাবে হয় - একথা আর কেউই বোঝাতে পারে না। এই বোঝানোর জন্য যুক্তির প্রয়োজন। তোমরা এখন জানো যে, বাবা কিভাবে দেবতা ধর্মের স্থাপনা করছেন, এই চক্র কিভাবে ঘোরে, একথা আর কেউই জানতে পারে না। বাবা তাই বলেন, এমন - এমন করে যুক্তি দিয়ে লেখো। যথার্থ যোগ কে শেখাতে পারে -- একথা যদি বুঝতে পেরে যায় তাহলে তোমাদের কাছে অনেকেই এসে যাবে। এতো যে অনেক আশ্রম আছে, সবই টালমাটাল হতে থাকবে। এ সবই পরের দিকে হবে, তখন আশ্চর্য হয়ে যাবে যে, এতো সব যে ভক্তি মার্গের সংস্থা, জ্ঞান মার্গের একটাও নেই, তখনই তোমাদের বিজয় হবে। এও তোমরাই জানো যে, প্রতি পাঁচ হাজার বছর অন্তর বাবা আসেন। বাবার কাছে তোমরা শেখো এবং অন্যদেরও শেখাও। কিভাবে কাউকে লিখে বোঝাতে হবে -- এ সবই কল্পে কল্পে যুক্তির সাথে বের হয়, যা অনেকেই জানতে পেরে যায়। বাবা ছাড়া এক ধর্মের স্থাপনা অন্য কেউই করতে পারে না। তোমরা জানো যে - ওই দিকে রাবণ আর এই দিকে রাম। তোমরা রাবণকে জয় করো। ওরা সব হলো রাবণ সম্প্রদায়। তোমরা ঈশ্বরীয় সম্প্রদায় খুবই অল্প। ভক্তির কতো শো হয়। যেখানে যেখানে জল আছে, সেখানে মেলা বসে। মানুষ কতো খরচ করে। কত মানুষ ডুবে মারা যায়। এখানে তো এমন কোনো ব্যাপার নেই। তাও বাবা বলেন, আশ্চর্যবৎ আমাকে চেনে, শোনে, শোনায়, পবিত্র থাকে তাও অহো মায়া, তোমার কাছে হার খেয়ে যায়। কল্প - কল্প এমন হয়। অনেকে হেরেও যায়। এ হলো মায়ার সাথে যুদ্ধ। মায়ারও অনেক প্রভাব। ভক্তিকে তো হেলতেই হবে। অর্ধেক কল্প তোমরা প্রালঙ্ক ভোগ করো তারপর রাবণ রাজ্য থেকে ভক্তি শুরু হয়। তাদের নমুনাও আছে, বিকারে যায় তাহলে তো দেবতা থাকলো না। কিভাবে বিকারী হয়, এই দুনিয়াতে কেউই তা জানে না। শাস্ত্রে লিখে দিয়েছে বাম মার্গে গেছে কিন্তু কখন গেছে একথা কেউই বোঝে না। এই সব কথা খুব ভালোভাবে বুঝতে এবং বোঝাতে হবে। এও তখনই বুঝবে যখন নিশ্চয়বুদ্ধি হতে পারবে। তাদের তখন চেষ্টাও হবে, তারা বলবে, এমন বাবার সঙ্গে আমাদের মিলন করাও কিন্তু প্রথমে তোমরা দেখো যে, ঘরে যাওয়ার পরে এমন নেশা থাকে কি? নিশ্চয়বুদ্ধি কি থাকে? যদিও বাবার চিন্তা তাদের থাকে, তারা চিঠিও লেখতে থাকে, তুমিই আমাদের প্রকৃত বাবা, তোমার থেকে আমরা সর্বোচ্চ অবিনাশী উত্তরাধীকার পাই, তোমার সাথে মিলিত না হয়ে আমরা থাকতে পারি না। বাগদানের পরেই মিলন হয়। বাগদানের পরেই জন্য ছটফট করতে থাকে। তোমরা জানো যে, আমাদের বেহদের বাবা টিচার, সজন ইত্যাদি সবকিছুই তিনি। আর সকলের থেকেই তোমরা দুঃখ পেয়েছো, ওদের তুলনায় বাবা সুখ দেন। ওখানেও সবাই সুখ দেয়। এইসময় তোমরা সুখের সম্বন্ধে আবদ্ধ হচ্ছে।

এ হলো পুরুষোত্তম হওয়ার পুরুষোত্তম যুগ। এখানে মূল বিষয়ই হলো - নিজেকে আত্মা মনে করতে হবে, বাবাকেও ভালোবেসে স্মরণ করতে হবে। এই স্মরণেই খুশীর পারদ উর্ধ্ব উঠতে থাকবে। আমরা সবথেকে বেশী ভক্তি করেছিলাম। অনেক ধাক্কা খেয়েছিলাম। এখন বাবা এসেছেন আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে তাই অবশ্যই পবিত্র হতে হবে। দৈবীগুণও ধারণ করতে হবে। পোতামেল রাখতে হবে যে - সারাদিনে কতজনকে বাবার পরিচয় দিয়েছি? বাবার পরিচয় না দিলে সুখ আসবে না, এই পরিচয় দেওয়ার জন্য উৎসাহ লেগে যায়। এই যন্ত্রণতে অনেক বিদ্রোহ আসে, অনেকে মারও খায়। আর কোনো সংসঙ্গ নেই যেখানে পবিত্রতার কথা বলা হয়। এখানে তোমরা পবিত্র হও তাই অসুররা বিদ্রোহ সৃষ্টি করে। তোমাদের পবিত্র হয়ে ঘরে যেতে হবে। আত্মা সংস্কারই সঙ্গে নিয়ে যায়। মানুষ বলে, যুদ্ধের ময়দানে মৃত্যু হলে স্বর্গে যায়, তাই মানুষ খুশীর সাথে যুদ্ধে যায়। তোমাদের কাছে কমান্ডার, মেজর, সিপাহী ইত্যাদি কোথা থেকে না আসে। স্বর্গে তা কিভাবে

আসবে? যুদ্ধের ময়দানে মানুষের মিত্র - সম্বন্ধী স্মরণে আসে। বাবা এখন বোঝাচ্ছেন, তোমাদের সকলকে ফিরে যেতে হবে। নিজেকে আত্মা মনে করো। ভাই - ভাই মনে করো। বাবাকে স্মরণ করো। যে যত পুরুষার্থ করবে, ততোই উঁচু পদ পাবে। ওরা বলে যে, আমরা ভাই - ভাই কিন্তু অর্থ কিছুই জানে না। বাবাকেই ওরা জানে না।

মানুষ মনে করে যে, আমরা নিষ্কাম সেবা করি। আমাদের ফলের কোনো ইচ্ছা নেই কিন্তু ফল তো অবশ্যই প্রাপ্ত হয়। নিষ্কাম সেবা তো একমাত্র বাবাই করেন। বাচ্চারা জানে যে, আমরা বাবার কতো গ্লানি করেছি। দেবতাদেরও গ্লানি করেছি। দেবতারা তো কখনোই কারোর প্রতি হিংসা করেন না। তোমরা তো এখানে ডবল অহিংসক হচ্ছে। না তোমরা কাম কাটারি চালাবে আর না ক্রোধ করবে। ক্রোধও অনেক বড় বিকার। অনেকে বলে বাচ্চাদের উপর খুব ক্রোধ করেছি। বাবা বোঝান যে, থাপ্পড় ইত্যাদি কখনোই মারবে না। সেও তোমাদের ভাই, তার মধ্যেও আত্মা আছে। আত্মা কখনোই ছোট বা বড় হয় না। এ তোমাদের সন্তান নয় বরং ছোটো ভাই। তোমাদের তাকে আত্মা মনে করতে হবে। ছোটো ভাইকে মারা উচিত নয়, তাই কৃষ্ণর জন্য দেখানো হয়েছে, দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখতো। বাস্তবে এমন কথাই নেই। এ হলো ভিন্ন - ভিন্ন শিক্ষা। বাকি কৃষ্ণের কি প্রয়োজন পড়েছে মাথনের। উল্টে তারা আবার চুরির মহিমাও করে। তোমরা ভালো মহিমা করবে, তোমরা বলবে, তিনি তো সর্বগুণ সম্পন্ন, ১৬ কলা সম্পূর্ণ কিন্তু এই গ্লানিও ড্রামায় লিখিত। এখন তোমরা তমোপ্রধান হয়ে গেছো। বাবা এসে তোমাদের সতোপ্রধান করেন। তোমাদের পড়ান বেহদের বাবা। তাঁর মতেই তোমাদের চলতে হবে। এই বিষয় খুবই শক্ত। তোমরা তেমন কতো উঁচু পদও পাও। সহজই যদি হতো তাহলে সবাই এই পরীক্ষাতেই লেগে যেতো। এতে অনেক পরিশ্রম। দেহ - অভিমান এলে বিকর্ম হয়ে যায় তাই লজ্জাবতীর দৃষ্টান্ত আছে। বাবাকে স্মরণ করলে তোমরা উঠতে পারবে। আর ভুলে গেলে কিছু না কিছু ভুলেই যাবে। তখন পদও কম হয়ে যায়। শিক্ষা তো সবাইকেই দেওয়া হয়েছিলো যা দিয়ে পরবর্তীতে গীতা লিখিত হয়েছে। গরুড় পুরাণে মুখরোচক কাহিনী লেখা হয়েছে, যাতে মানুষ ভয় পায়। রাবণ রাজ্যে পাপ তো হয়ই কেননা এ হলো কাঁটার জঙ্গল। বাবা বলেন যে, দৃষ্টিরই পরিবর্তন করতে হবে। দীর্ঘ সময় ধরে তোমরা অভ্যস্ত হয়ে গেছো তাই শরীরের প্রতি ভালোবাসা চলে যায়। বিনাশী জিনিসের প্রতি ভালোবাসা রেখে কি লাভ? অবিনাশীর প্রতি প্রেম রাখলে অবিনাশী হয়ে যায়। বাচ্চাদের প্রতি বাবার এই নির্দেশ যে, উঠতে বসতে, চলতে ফিরতে বাবাকে স্মরণ করো। আচ্ছা।

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) শরীর হলো বিনাশী, এর প্রতি ভালোবাসার পরিবর্তে অবিনাশী আত্মার প্রতি প্রেম রাখতে হবে। অবিনাশী বাবাকে স্মরণ করতে হবে। আত্মা - আত্মা, ভাই - ভাই, আমরা ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলছি - এই অভ্যাস করতে হবে।

২) বিচার সাগর মন্থন করে নিজের এমন অবস্থা বানাতে হবে যে, মুখ থেকে যেন আজোবাজে কথা বের না হয়। প্রতি পদে নিজের জমা খরচের খতিয়ান (পোতামেল) চেক করতে হবে।

বরদানঃ-

নিমিত্ত আর নির্মাণ ভাবের দ্বারা সেবা করা শ্রেষ্ঠ সফলতার মূর্তি ভব সেবাধারী অর্থাৎ সদা বাবার সমান নিমিত্ত আর নির্মাণ থাকা। নির্মাণতা-ই হলো শ্রেষ্ঠ সফলতার সাধন। যেকোনও সেবাতে সফলতা প্রাপ্ত করার জন্য নম্র ভাব আর নিমিত্তভাব ধারণ করো, এর দ্বারা সেবাতে সর্বদা আনন্দের অনুভব করবে। সেবা করার সময় কখনও ক্লান্তির অনুভব হবে না। যে কোনও সেবাই হোক না কেন এই দুই বিশেষত্বের দ্বারা সফলতা প্রাপ্ত করে সফলতাস্বরূপ হয়ে যাবে।

স্লোগানঃ-

সেকেন্ডে বিদেহী হওয়ার অভ্যাস করো তাহলে সূর্যবংশীতে এসে যাবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1

1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - যতটুকু সময় পাবে অন্তর্মুখী থাকার পুরুষার্থ করো, বহিরমুখীতাতে আসবে না, তাহলেই পাপ কাটবে"

*প্রশ্নঃ - উত্তরণের কলার পুরুষার্থ কি যা বাবা সকল বাচ্চাকে শেখান?

*উত্তরঃ - ১) বাচ্চারা উত্তরণের কলায় যাওয়ার জন্য বুদ্ধিযোগ এক বাবার সাথে যুক্ত করো। অমুকে এইরকম, ও এইরকম করে, এর মধ্যে এই অবগুণ আছে - এ'সব বিষয়ে যাওয়ার দরকার নেই। অবগুণ দেখা থেকে মুখ ঘুরিয়ে নাও। ২) কখনও পড়াশোনার প্রতি রুপ্ত হয়ো না। মুরলীতে যে ভালো-ভালো পয়েন্টস আছে, সেগুলো ধারণ করতে থাকো, তবেই চড়তি কলা হতে পারবে।

ওম্ শান্তি। এখন এটা হলো জ্ঞানের ক্লাস আর ভোরবেলায় যোগের ক্লাস। কোন যোগ ? এটাই খুব ভালোভাবে বোঝাতে হবে কেননা অনেক মানুষ হঠযোগে ফেঁসে আছে। যে হঠযোগ মানুষ শিখিয়ে থাকে। এখানে হলো রাজযোগ, যা পরমাত্মা শেখান কেননা রাজা তো কেউ নেই যে রাজযোগ শেখাবে। এই লক্ষী-নারায়ণ হলেন ভগবতী-ভগবান, এনারা রাজযোগ শিখে তবেই ভবিষ্যতে ভগবতী-ভগবান হন। এটা হলো পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগের ব্যাখ্যা। একে বলা হয় পুরুষোত্তম। পুরানো এবং নতুন দুনিয়ার মধ্যবর্তী সময়। পুরানো মানুষ আর নতুন দেবতা। এই সময় সমস্ত মানুষ পুরানো। নতুন দুনিয়াতে নতুন আত্মা, দেবতারা থাকে। ওখানে মানুষ বলা হয় না। যদিও তারা মানুষ কিন্তু দৈবীগুণ সম্পন্ন হয়, সেইজন্যই দেবী-দেবতা বলা হয়। ওরা পবিত্র থাকে। বাবা বাচ্চাদের বোঝান যে কাম হলো মহাশত্রু। এটাই হলো রাবণের প্রথম ভূত। কেউ অত্যধিক ক্রোধ করলে বলা হয় - কেন চিৎকার করছো? এই দুই বিকার হলো বড় শত্রু। লোভ আর মোহের জন্য চিৎকার করা বলা হয় না। মানুষের মধ্যে সায়েন্সের অহঙ্কারের কারণে কত ক্রোধ থাকে - এটাও অনেক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কামের ভূত ইত্যাদি আদি, মধ্য, অন্ত দুঃখ দিয়ে থাকে। একে অপরের প্রতি কাম কাটারি চালায়। এ'সব বিষয় বুঝে তারপর অন্যদেরও বোঝাতে হবে। তোমরা ছাড়া বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার নেওয়ার প্রকৃত রাস্তা কেউ-ই বলতে পারবে না। তোমরা বাচ্চারাই বলতে পারবে। অসীম জগতের বাবার কাছ থেকে এত বড় উত্তরাধিকার কীভাবে প্রাপ্ত হয়। কেউ যদি ঠিক মতো কাউকে বোঝাতে না পারে তাহলে নিশ্চয়ই তার পড়াশোনার প্রতি মনোযোগ নেই। বুদ্ধিযোগ কোথাও ঘুরে বেড়ায়। এটা হলো যুদ্ধের ময়দান তাইনা। এমন যেন না ভাবে - এটা সহজ বিষয়। মনের মধ্যে তুফান বা বিকল্প অসংখ্য বার না চাইতেও আসবে, এতে মুষড়ে পড়লে চলবে না। যোগবলের দ্বারাই মায়া পালাবে, এতেই তীব্র পুরুষার্থ করতে হবে। কাজকারবার করতে গিয়ে কত ক্লান্ত হয়ে পড়ে, কেননা দেহ-অভিमानে থাকে। দেহ-অভিমানের কারণে অনেক কথাবার্তা বলতে হয়। বাবা বলেন দেহী-অভিমানী হও। দেহী-অভিমানী হলে বাবা যা কিছু বোঝান সেগুলোই অন্যদেরও বোঝাতে সক্ষম হবে। নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করো। বাবাই শিক্ষা দেবেন যে বাচ্চারা বহিমুখী হওয়া উচিত নয়। অন্তর্মুখী হতে হবে। যদি কখনো বহিমুখী হতে হয়, তাহলেও অবসর সময়ে চেষ্টা করতে হবে অন্তর্মুখী হওয়ার, তবেই পাপ কাটবে। তা না হলে না পাপ কাটবে, না উচ্চ পদ পাবে। জন্ম-জন্মান্তরের পাপ মাথায় জমে আছে। সবচাইতে বেশি পাপ ব্রাহ্মণদের, তার মধ্যেও নম্বর ক্রমানুসারে আছে। যে সবচাইতে উচ্চ (শ্রেষ্ঠ) হয়, সে-ই সম্পূর্ণ রূপে নিচে নেমে যায়। যে প্রিন্স হয় তাকে এরপর বেগারও (ভিখারি) হতে হয়। ড্রামাকে ভালোভাবে বুঝতে হবে, যে প্রথমে এসেছে সে শেষে আসবে। যে প্রথমে পবিত্র হয় সেই প্রথমে পতিত হয়। বাবা বলেন আমি আসি এনার(ব্রহ্মা) অনেক জন্মের অন্তিম জন্মে, সেটাও যখন বাণপ্রস্থ অবস্থা হয়। এই সময় ছোট-বড় সবারই বাণপ্রস্থ অবস্থা। বাবার জন্য গায়ন আছে যে সবার তিনি সঙ্গতি করেন। সেটাও হয় পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগে। এই পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগকে মনে রাখা উচিত। মানুষের যেমন কলিযুগ স্মরণ থাকে, সঙ্গম যুগ শুধু তোমাদের স্মরণে থাকে। তোমাদের মধ্যেও নম্বর ক্রমানুসারে জানে। অনেকের শুধুই নিজের ব্যবসার কথা মনে থাকে। বাইরে থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলে ধারণাও হয়ে যাবে। কথায় আছে - অন্তিম সময়ে যে স্ত্রীকে স্মরণ করে.... যে সব ভালো-ভালো গান বা শ্লোক আছে, যার সাথে আমাদের জ্ঞানের কানেকশন আছে, সেগুলো রাখা উচিত। যেমন ছিঃ ছিঃ দুনিয়ার থেকে যেতেই হবে। দ্বিতীয়, নয়নহীনকে পথ দেখাও.... এমনই সব গান নিজের কাছে রাখা উচিত। এসব গান তো তৈরি করেছে মানুষ, যাদের এই সঙ্গম যুগ সম্পর্কে জানাই নেই। এই সময় সমস্ত জ্ঞান দৃষ্টিহীন হয়ে গেছে। পরমাত্মা এসেই পথ দেখান। একজনকে তো দেখাবেন না। এরা সবাই ওঁনার শিব শক্তি সেনা। এই শক্তি সেনারা কি করে? শ্রীমৎ অনুসারে নতুন দুনিয়া স্থাপন করে। তোমরাও রাজযোগ শেখো যা ভগবান ছাড়া আর কেউ শেখাতে পারে না। ভগবান হলেন নিরাকার, ওঁনার নিজের শরীর নেই, বাকি সবাই হলো শরীরধারী। উচ্চ থেকে উচ্চতর হলেন একমাত্র বাবা, যিনি তোমাদের পড়াশোনা করান। এটা তো

তোমরাও জানো। তোমাদের মধ্যেও নম্বর ক্রমানুসারে রয়েছে, তাই তোমাদের ওয়ার্নিং দেওয়া উচিত। বড়-বড় সংবাদপত্রে দেওয়া উচিত। মানুষ যে যোগ শেখায়, সেগুলো হলো হঠযোগ। রাজযোগ একমাত্র পরমপিতা পরমাত্মা বাবাই শেখান, যাতে মুক্তি-জীবনমুক্তি পাওয়া যায়। হঠযোগের দ্বারা এই দুটো পাওয়া যায় না। হঠযোগ যা পরম্পরা ধরে চলে আসছে, এটা হলো পুরানো। এই রাজযোগ শুধু সঙ্গম যুগে বাবা এসে শেখান।

বাবা বুঝিয়েছেন ভাষণ দেওয়ার সময় টপিক্স বের করে রাখা উচিত। কিন্তু এটা করে না। শ্রীমৎ অনুসারে খুব অল্প সংখ্যক চলে। প্রথমে বক্তৃতার বক্তব্যটাকে লেখো, তারপর সেটা অভ্যাস করো তাহলেই স্মরণ থাকবে। তোমাদের মুখে ভাষণ দিতে হবে। পড়ে তোমাদের শোনাতে হবে না। বিচার সাগর মন্থন করে ভাষণ দেওয়ার শক্তি তার মধ্যে থাকবে যে নিজেকে আত্মা মনে করে তারপর বলে। আমি ভাইদের শোনাচ্ছি, এমন মনে করলে শক্তি থাকে। গন্তব্য (মঞ্জিল) অনেক উচ্চ তাইনা। দায়িত্ব নেওয়া এটা কোনো মাসির বাড়ি যাওয়া নয়। যত তোমরা শক্তিশালী হবে, মায়া ততই আক্রমণ করবে। অঙ্গদ বা মহাবীরও শক্তিশালী ছিল, তবেই তারা বলতে পেরেছিল যে, রাবণ আমাদের নড়িয়ে দেখাক। এটা স্থূল বিষয় নয়। শাস্ত্রে অনেক কাহিনী লেখা আছে। এই কান যা পরমাত্মা বাবার সুন্দর জ্ঞান শোনার জন্য অভ্যস্ত ছিল এখন দল্লকথা শুনে-শুনে সেগুলো পাথর হয়ে গেছে। ভক্তি মার্গে মাথাও ঠুকেছো, অর্থও খরচ করেছো তোমরা। সিঁড়ি বেয়ে নিচেই নেমে এসেছো। ৮৪ জন্মের কাহিনী। যারাই ভক্তি করেছে, নিচেই নেমে এসেছে। এখন বাবা এসে উপরে ওঠার কলা শেখাচ্ছেন। এখন তোমাদের উত্তরণের কলা। যদি বুদ্ধিযোগ বাবার সাথে যুক্ত না করো তাহলে অবশ্যই নিচে নামতে হবে। বাবাকে স্মরণ করলে উপরে উঠবে। এতে অনেক পরিশ্রম, কিন্তু বাচ্চারা গাফিলতি করে। কাজকর্মে বাবা এবং নলেজকে ভুলে যায়। মায়া তুফান নিয়ে আসে - অমুকে এমন, এটা করে, এই ব্রাহ্মণী এমন, এর মধ্যে এই অবগুণ আছে। আরে, এতে তোমাদের কি যায় আসে! সর্বগুণ সম্পন্ন তো কেউ হয়নি। কারো অবগুণ না দেখে গুণ গ্রহণ করতে হবে। অবগুণ দেখলে মুখ ঘুরিয়ে নাও। মুরলী তো পাছো সুতরাং সেটা শোন আর ধারণ করতে থাকো। বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে হবে যে বাবার কথা সম্পূর্ণ ঠিক। যে বিষয় ঠিক মনে হবে না, ছেড়ে দেওয়া উচিত। পড়াশোনার প্রতি কখনও মন খারাপ করা উচিত নয়। ব্রাহ্মণীর প্রতি বা পড়াশোনার প্রতি রুষ্ট হওয়া অর্থাৎ বাবার প্রতি রুষ্ট হওয়া। এমন অনেক বাচ্চারা আছে, যারা এরপর সেন্টারে আসেনা। যে যেমনই হোক না কেন তোমাদের কাজ মুরলীর সাথে, যে মুরলী শুনছো তার মধ্যে থেকে ভালো-ভালো পয়েন্টস শুনে ধারণ করতে হবে। কারো সাথে কথা বলে ভালো না লাগলে শান্ত হয়ে মুরলী শুনে চলে যাওয়া উচিত। অসন্তুষ্ট হওয়া উচিত নয় যে আমি এখানে আর আসব না। নম্বর ক্রমানুসার তো আছেই। এটাও ভালো ভোরবেলায় উঠে তোমরা স্মরণে বসো। বাবা এসে সার্চলাইট দেন। বাবা অনুভব শোনান যখন তিনি বসেন তখন তাঁর বিশেষ বাচ্চাদের কথা প্রথমে স্মরণে আসে। বিদেশ হোক বা কলকাতায়, তাহলেও তিনি তাঁর বিশেষ বাচ্চাদের স্মরণ করে সার্চলাইট দেন। বাচ্চারা এখানে বসে আছে, কিন্তু বাবা স্মরণ তাদেরই করেন যারা সার্ভিস করে। যেমন কোনো ভালো বাচ্চা (সার্ভিসেবল) শরীর ত্যাগ করে চলে গেলে বাবা সেই আত্মাকে স্মরণ করেন যে, অনেক সার্ভিস করে গেছে। নিশ্চয়ই কাছাকাছি কোনো ঘরে জন্ম নেবে। সুতরাং বাবা তাকেও স্মরণ করে সার্চলাইট দেন। এমনিতে তো সবাই বাবার বাচ্চা। কিন্তু কারা-কারা ভালো সার্ভিস করে, ইনি তো সব জানেন। বাবা বলেন - এখানে সার্চলাইট দাও, তখন দেন। দুটো ইঞ্জিন তাইনা। ইনিও (ব্রহ্মা) এতো উচ্চ পদ পান তাহলে নিশ্চয়ই তারও শক্তি রয়েছে। বাবা বলেন সবসময় এটাই মনে করবে শিববাবা পড়াচ্ছেন সুতরাং তাঁকেই স্মরণ করা উচিত। তোমরা তো বুঝতে পেরেছো যে এখানে দুটো বাতি আছে। আর কারোর মধ্যে দুটো বাতি নেই, সেইজন্যই এখানে দুই বাতির সম্মুখে আসলে ভালোভাবে রিফ্রেশ হয়ে যায়। অমৃতবেলার সময়ও খুব ভালো। স্নান করে ছাদে গিয়ে একান্তে চলে যাওয়া উচিত। বাবা তো সেইজন্যই এতো বড়-বড় ছাদ তৈরি করিয়েছেন। পাদ্রিরাও সম্পূর্ণ সাইলেন্সে চলে যায়, নিশ্চয়ই ক্রাইস্টকে স্মরণ করে। তারা গডকে জানে না। যদি গডকে স্মরণ করতো তাহলে শিবলিঙ্গ বুদ্ধিতে প্রবেশ করতো। ওরা নিজেদের আনন্দে বিভোর থাকে, ওদের কাছ থেকে সেই গুণ গ্রহণ করা উচিত। দত্তাত্রেয় সম্পর্কেও বলা হয় যে তিনি সবার কাছ থেকে গুণাবলী নিয়ে ধারণ করতেন। তোমরা বাচ্চারাও নম্বর ক্রমানুসারে দত্তাত্রেয়। এখানে একান্তে থাকার খুব ভালো সুযোগ রয়েছে। যত চাও উপার্জন করতে পারো। বাইরে থাকলে তো কাজকারবারের কথা মনে পড়বে। অমৃতবেলায় ৪ টে খুব ভালো সময়। বাইরে কোথাও যাওয়ার প্রয়োজন নেই। ঘরে বসে আছো, পাহারাও আছে। যজ্ঞে পাহারা দিতে হয়। যজ্ঞের প্রতিটি জিনিস খুব দায়িত্ব সহকারে রাখতে হয় কেননা যজ্ঞের এক-একটা জিনিস বহু মূল্যবান, সেইজন্যই সেফটি ফার্স্ট। এখানে কেউ আসবে না। জানা আছে যে এখানে গয়নাগাটি ইত্যাদি কিছুই নেই। এখানে মন্দিরও নেই। আজকাল তো সব জায়গাতেই চুরি হয়। বিদেশেও পুরানো জিনিস চুরি করে নিয়ে যায়। দুনিয়া হলো খুব ডার্টি, কাম হলো মহাশত্রু। সবকিছু ভুলিয়ে দেয়।

ভোরবেলায় তোমাদের একটা ক্লাস হয় এভারহেল্দি হওয়ার জন্য তারপর হয় এভার ওয়েল্দি হওয়ার জন্য। বাবাকেও স্মরণ করতে হবে আর বিচার সাগরও মন্থন করতে হবে। বাবাকে স্মরণ করলে বর্ষাও স্মরণে আসবে। এই যুক্তি খুব সহজ। বাবা হলেন বীজরূপ। কল্প বৃক্ষের আদি-মধ্য-অন্তকে তিনি জানেন। তোমাদেরও এটাই কাজ। বীজকে স্মরণ করলেই পবিত্র হবে। চক্রকে স্মরণ করলে চক্রবর্তী রাজা হয়ে যাবে অর্থাৎ ধন সম্পদ প্রাপ্ত হবে। রাজা বিক্রম আর রাজা বিকর্মাজীত দুটো সম্বন্ধে এক করে দিয়েছে। রাবণ আসার পর থেকে বিক্রম সম্বন্ধ শুরু হয়েছে, ডেট পরিবর্তন হয়ে গেছে। সেটা চলে এক থেকে ২৫০০ বছর, তারপর ২৫০০ থেকে ৫০০০ বছর পর্যন্ত চলে। হিন্দুদের তো নিজের ধর্ম সম্পর্কে জানাই নেই। এখানে একটাই ধর্ম, যেটা আসল ধর্ম সেটাকে ভুলে গিয়ে অধর্মী হয়ে গেছে। ধর্ম স্থাপককেও ভুলে গেছে। তোমরা বোঝাতে পারো যে আর্ঘ্য সমাজ কবে থেকে শুরু হয়েছিল। আর্ঘ্য (সংশোধিত যারা) সত্যযুগে ছিল। এখন সবাই অনার্য। এখন বাবা এসে তোমাদের সংশোধন করে তোলেন। তোমাদের বুদ্ধিতে সম্পূর্ণ চক্র আছে। যে ভালো পুরুষার্থী সে নিজে জানে আর অন্যদেরও পুরুষার্থী করায়। বাবা হলেন দীননাথ। গ্রামবাসীদের সন্দেশ (ঐশ্বরীয় বার্তা) দিতে হবে। ৬ টা চিত্র থাকলেই যথেষ্ট। ৮৪ চক্রের চিত্র খুব সুন্দর। সেটা দিয়ে ভালোভাবে বোঝাও। কিন্তু মায়া এতোটাই প্রবল যে সবকিছু ভুলিয়ে দেয়। এখানে দুটো বাতি একসাথে রয়েছে। এক হলো বাবার, এক এনার (ব্রহ্মা) – দুই-ই শক্তিশালী, কিন্তু বলেন যে তোমরা একটাই শক্তিশালী বাতিকে ধরে থাকো। সব বাচ্চারা এখানে ছুটে আসে। মনে করে ডবল লাইট আছে। বাবা সম্মুখে বসে শোনান। গায়নও আছে তোমার কাছ থেকেই শুনবো, তোমার সাথেই কথা বলবো..... কিন্তু এই রকম নয় যে এখানে বসে যেতে হবে। ৮ দিন যথেষ্ট। যদি সবাইকে বসাতে পারো অসংখ্য হয়ে যাবে।

ড্রামা অনুসারে সবকিছু চলতে থাকে, কিন্তু তোমাদের অতীত আন্তরিক খুশি থাকা উচিত। সেই খুশি তাদের থাকে যারা নিজ সমান করে তোলে। প্রজা তৈরি করবে তবেই রাজা হতে পারবে। পাসপোর্টও চাই। বাবাকে কিছু জিজ্ঞাসা করলে বাবা তৎক্ষণাৎ বলেন নিজেকে দেখো - আমার মধ্যে কোন অবগুণ আছে? স্তুতি-নিন্দা সব সহন করতে হয়। যজ্ঞ থেকে যা পাওয়া যায় ওতেই খুশি হয়ে থাকতে হবে। যজ্ঞের ভোজনের প্রতি অত্যধিক ভালোবাসা থাকা উচিত। সন্ধ্যাসীরা থালা ধুয়েও জলটা পান করে, কেননা ওদের কাছে ভোজনের মাহাত্ম্য আছে। এমন সময় আসবে যখন আনাজ পাওয়া যাবে না। সুতরাং সবকিছুই সহন করতে হবে, তবেই পাশ করতে পারবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) কারো মধ্যে কোনও অবগুণ দেখলেই নিজের মুখ ফিরিয়ে নিতে হবে। পড়াশোনার প্রতি কখনও রুপ্ত হওয়া উচিত নয়। দত্তায়েয়র মতো সবার কাছ থেকে গুণ ধারণ করতে হবে।

২) বাইরে থেকে বুদ্ধি যোগ ছিল করে অন্তর্মুখী হওয়ার অভ্যাস করতে হবে। কাজকারবার করতে করতেও দেহী-অভিমানী হয়ে থাকতে হবে। বেশি কথাবার্তার মধ্যে থাকা উচিত নয়।

বরদানঃ:- ঐশ্বরীয় সেবার বন্ধনের দ্বারা সমীপ সম্বন্ধে আসা রয়্যাল ফ্যামিলির অধিকারী ভব ঐশ্বরীয় সেবার বন্ধন সম্বন্ধকে সমীপে নিয়ে আসে। যে যত সেবা করে ততই সেবার ফল সমীপ সম্বন্ধে আসে। এখানের সেবাধারী ওখানে রয়্যাল ফ্যামিলির অধিকারী হবে। এখানে সেবা যত হার্ড হবে ততই আরামে সিংহাসনে বসবে আর এখানে যে আরাম করবে সে ওখানে গিয়ে কাজ করবে। এক-এক সেকেন্ডের, এক-একটি কাজের হিসেব-নিকেশ বাবার কাছে আছে।

স্লোগানঃ:- স্ব পরিবর্তনের দ্বারা বিশ্ব পরিবর্তনের ভাইব্রেশন তীব্রগতিতে ছড়িয়ে দাও।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent

1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - যেমন বাবা আর দাদা দুজনেই নিরহংকারী, নিষ্কাম সেবা করেন, নিজের কোনো লোভ নেই - বাচ্চারা, তোমরাও এমনই বাবার সমান হও"

*প্রশ্নঃ - দীননাথ (গরীব নিবাজ) বাবা গরীব বাচ্চাদের ভাগ্য কিসের আধারে উচ্চ বানান?

*উত্তরঃ - বাবা বলেন - বাচ্চারা, ঘরে থেকে সবকিছু সামলাও, সাথে সাথে সর্বদা বুদ্ধিতে এটাই রেখো যে এই সবকিছুই বাবার। ট্রাস্টী হয়ে থাকো তবেই ভাগ্য উঁচু হবে। এতে অনেক সততা চাই। সম্পূর্ণ নিশ্চয় (দৃঢ় বিশ্বাস) থাকলে তবেই যজ্ঞের থেকে পালনা হতে থাকবে। ঘরেও ট্রাস্টী হয়ে শিববাবার ভান্ডারা থেকেই খাই। বাবাকে সব সত্য বলতে হবে।

ওম্ শান্তি । ভক্তিমার্গের সংস্পর্শ থেকে এই জ্ঞানমার্গের সংস্পর্শ বিচিত্র। তোমাদের ভক্তির অনুভব তো রয়েছে। জানো যে, অনেকানেক সাধু-সন্ত রয়েছে যারা ভক্তিমার্গের শাস্ত্র ইত্যাদি শোনায়। এখানে তো সম্পূর্ণ এর থেকে আলাদা। এখানে তোমরা কার সামনে বসে রয়েছে? ডবল বাবা আর মা। ওখানে তো এমন হয় না। তোমরা জানো, এখানে তো অসীম জগতের পিতাও রয়েছে, মাম্মাও রয়েছে, ছোটো মাম্মাও রয়েছে। এতসব সম্বন্ধ হয়ে যায়। ওখানে তো এমন কোনো সম্বন্ধ নেই। বাবা, মাম্মা এনারা কারো ফলোয়ার্সও (শিষ্য) নন। ওটা হলো নিবৃত্তিমার্গ। ওদের ধর্মই আলাদা। তোমাদের ধর্মও আলাদা। রাত-দিনের প্রভেদ। এটাও তোমরা জানো যে, লৌকিক পিতার কাছ থেকে এক জন্মের জন্য অল্পকালের ক্ষণভঙ্গুর সুখ পাওয়া যায়। আবার (পরজন্মে) নতুন পিতা, নতুন বিষয়। এখানে তো লৌকিকও রয়েছে, পারলৌকিকও রয়েছে, আবার অলৌকিকও রয়েছে। লৌকিকের কাছ থেকেও উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পদ পাওয়া যায় আর পারলৌকিকের কাছ থেকেও উত্তরাধিকার সূত্রে অবিনাশী সম্পদ পাওয়া যায়। বাকী এই অলৌকিক পিতা হলেন ওয়ান্ডারফুল, এঁনার থেকে কোনো উত্তরাধিকারের আশীর্বাদ পাওয়া যায় না। হ্যাঁ, এঁনার দ্বারা শিববাবা অবিনাশী সম্পদ দেন, তাই সেই পারলৌকিক পিতাকে অনেক স্মরণ করা হয়। লৌকিককেও স্মরণ করে। কিন্তু এই অলৌকিক ব্রহ্মাবাবাকে কেউ স্মরণ করে না। তোমরা জানো যে, ইনি হলেন প্রজাপিতা, ইনি কোনো একজনের পিতা নন। প্রজাপিতা গ্রেট গ্রেট গ্রান্ড ফাদার। শিববাবাকে গ্রেট গ্রেট গ্র্যান্ড ফাদার বলা হয় না। লৌকিক সম্বন্ধে লৌকিক ফাদার আর গ্রান্ড ফাদার (পিতামহ) হয়। ইনি (ব্রহ্মা বাবা) হলেন গ্রেট গ্রেট গ্রান্ড ফাদার। এমন না লৌকিককে, না পারলৌকিককে বলা হবে। গ্রেট গ্রেট গ্রান্ড ফাদারের থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার পাওয়া যায় না। এইসব কথা বাবা বসে বোঝান। ভক্তিমার্গের তো কথাই আলাদা। ড্রামায় সেই পার্টও রয়েছে যা পুনরায় চলতে থাকবে। বাবা বলে দেন যে, তোমরা কিভাবে ৮৪ জন্ম নিয়েছো, ৮৪ লক্ষ নয়। বাবা এসে এখন সমগ্র দুনিয়া আর আমাদেরকে রাইটিয়াস (নিষ্কলুষ) বানান। এইসময় কেউ ধর্মাত্মা হতে পারে না। পুণ্য আত্মাদের দুনিয়াই আলাদা। যেখানে পাপাত্মারা থাকে সেখানে পুণ্যাত্মারা থাকে না। এখানে পাপাত্মারা, পাপী আত্মাদেরই দান-পুণ্য করে। পুণ্যাত্মাদের দুনিয়ায় দান-পুণ্য ইত্যাদি করার কোনো প্রয়োজনই নেই। ওখানে এই জ্ঞান-ই থাকে না যে আমরা সঙ্গমে ২১ জন্মের অবিনাশী উত্তরাধিকার নিয়েছিলাম। না, এই জ্ঞান এখানেই অসীম পিতার কাছ থেকেই তোমরা পাও, যার ফলে ২১ জন্মের জন্য সদা সুখ, হেল্থ, ওয়েল্থ সবকিছুই প্রাপ্ত হয়। ওখানে তোমাদের আয়ু বৃদ্ধি পায়। নামই হলো অমরপুরী। কথিত আছে যে, শঙ্কর পার্বতীকে কথা শুনিয়েছিলেন। সূক্ষ্মলোকে তো এই কথা হতে পারে না। তাও আবার অমরকথা, তা কি একজনকেই শোনানো হয়? না, তা হয় না। এ হলো ভক্তিমার্গের কথা, যার উপর তারা আজও দাঁড়িয়ে রয়েছে। সর্বাপেক্ষা বড় অলীক কথন হল, ঈশ্বরকে সর্বব্যাপী বলা। এটা বলে ডিফেন্স (কুৎসা দেওয়া) করা হয়। অসীম জগতের পিতা যিনি তোমাদের বিশ্বের মালিক বানান তাঁর উদ্দেশ্যে বলা হয় সর্বব্যাপী তিনি, মাটির পাত্রের টুকরোতে, পাথরের টুকরোতে, প্রতিটি কণায় কণায় তিনি রয়েছেন। নিজের থেকেও বেশী গ্লানি করে দিয়েছে। আমি তোমাদের কত নিষ্কাম সেবা করি, আমার কোনো লোভ নেই যে প্রথম স্থানাধিকারী হবো। না, অন্যদেরকে তৈরী করার ইচ্ছাই থাকে। একেই বলা হয় নিষ্কাম সেবা।

বাচ্চারা, বাবা তোমাদের নমস্কার করেন। বাবা নিরাকার, কত নিরহংকারী, কোনো অহংকার নেই। পোশাক ইত্যাদিও সেইরকম। কিছুই পরিবর্তন হয়নি। নাহলে তারা তো তাদের পোশাকই বদল করে ফেলে। এঁনার পোশাক সেইরকমই সাধারণ। অফিসার-দের ড্রেসও বদল হয়, এঁনার তো সেই সাধারণ একই পোশাক। কোনো পার্থক্য নেই। বাবাও বলেন যে, আমি তো সাধারণ শরীর ধারণ করি। তাও আবার কেমন? যিনি স্বয়ং নিজের জন্মকে জানেন না যে কতবার

পুনর্জন্ম নিয়েছেন। ওরা তো ৮৪ লক্ষ বলে দেয়। শোনা কথা। এতে কোনো লাভ নেই। ওরা তো ভয় দেখায় - এমন কর্ম করলে গাধা, কুকুর ইত্যাদি হয়ে জন্মাবে, বাছুরের লেজ ধরে সাঁতরে পার হয়ে যাবে। গরু সেখানে কোথা থেকে এলো? স্বর্গের গরুই আলাদা রকমের হয়। সেখানকার গরু ফার্স্টক্লাস হয়। যেমন তোমরা ১০০ শতাংশ সম্পূর্ণ হবে, তেমনই গরুও ফার্স্টক্লাস হবে। কৃষকখনও গো-পালন করত না। ওঁনার (গো-পালনের) কি প্রয়োজন। সেখানকার সৌন্দর্য দেখানোর জন্য এমন দেখিয়েছে। এছাড়া এমন নয় যে কৃষক গো-পালন করতো। কৃষকে গোয়াল বানিয়ে দিয়েছে। কোথায় সর্বগুণসম্পন্ন সত্যযুগের ফার্স্ট প্রিন্স আর কোথায় গোয়াল! কিছুই বোঝে না। কারণ দেবতা-ধর্ম তো এখন আর নেই। এই একটিই ধর্ম যা প্রায় বিলুপ্ত হয়ে যায়। এসব কথা শাস্ত্রে নেই। বাবা বলেন, বাচ্চারা, এই জ্ঞান আমি তোমাদেরকে দিই - বিশ্বের মালিক বানানোর জন্য। মালিক হয়ে গেলে তখন আর এই জ্ঞানের প্রয়োজন থাকে না। জ্ঞান সর্বদা অজ্ঞানীদের দেওয়া হয়ে থাকে। গায়নও রয়েছে, জ্ঞান-সূর্য প্রকট হয়েছে, অজ্ঞান অন্ধকারের বিনাশ..... এখন শুধু বাচ্চারা জানে যে, সমগ্র দুনিয়া এখন অন্ধকারে রয়েছে। কত-কত সংসঙ্গ রয়েছে। কিন্তু এ কোনো ভক্তিমার্গের নয়। এ হলো সন্নতিমার্গ। একমাত্র বাবাই সন্নতি করেন। তোমরা ভক্তিমার্গে আহ্বান করেছ যে, তুমি এলে আমরা তোমার হয়ে যাবো। তুমি ব্যতীত দ্বিতীয় আর কেউ নেই কারণ তুমিই জ্ঞানের সাগর, সুখের সাগর, পবিত্রতার সাগর, সম্পদের সাগর। সম্পত্তি-ও দেয়, তাই না। কত ধনবান (মালামাল) বানিয়ে দেন। তোমরা জানো যে, আমরা শিববাবার কাছে ২১ জন্মের জন্য নিজেদের ঝুলি ভরপুর করতে এসেছি অর্থাৎ নর থেকে নারায়ণ হয়ে যাই। ভক্তিমার্গে কথা তো অনেক শুনেছো, তাতে সিঁড়ি নিম্নগামী-ই হয়েছে। কেউ তো উর্ধ্ব আরোহন (চড়তী কলা) করতে পারেনি। কল্পের আয়ুও কত লম্বা-চওড়া করে দেয়। ড্রামার ডিউরেশনকে (সময়কাল) লক্ষ বর্ষ বলে দেয়। এখন তোমরা জেনেছো যে, কল্প হয়-ই ৫ হাজার বর্ষের। ম্যাক্সিমাম ৮৪ জন্ম, আর মিনিমাম এক জন্ম। পর-পর আসতে থাকে। নিরাকারী কল্প বৃক্ষ, তাই না। নশ্বরের ক্রমানুসারেই পুনরায় আসে পার্ট প্লে করতে। কিন্তু সঠিক তো এটাই যে আমরা হলাম (আত্মা) নিরাকারী বৃক্ষের। সেখান থেকে আবার এখানে আসি পার্ট প্লে করতে। ওখানে সবাই পবিত্র থাকে। কিন্তু পার্ট সকলেরই আলাদা আলাদা। এ কথা বুদ্ধিতে রাখো। কল্পবৃক্ষ-কেও (ঝাড়) বুদ্ধিতে রাখো সত্যযুগ থেকে কলিযুগের অন্ত পর্যন্ত কাহিনী বাবাই বলেন। একথা কোনো মানুষে বলে না, দাদাও বলে না। সদ্ধরু একজনই যিনি সকলের সন্নতি করেন। বাকী আর সবই ভক্তিমার্গের গুরু। কতই না কর্মকান্ড করে। ভক্তিমার্গের শো কতো। এ হলো মরীচিকা (মৃগতৃষ্ণা)। এতেই এমন আবদ্ধ হয়ে গেছে যে কেউ বের করে আনতে গেলে সে নিজেই সেখানে আটকে পড়ে। এও ড্রামায় ফিক্সড হয়ে রয়েছে। কোনো নতুন কথা নয়। তোমাদের এক-একটি মুহূর্ত যে অতিবাহিত হয়ে যায়, সে সবকিছুই ড্রামায় তৈরী হয়ে রয়েছে। তোমরা জানো যে, এখন আমরা অসীম জগতের পিতার কাছ থেকে রাজযোগ শিখে নর থেকে নারায়ণ, বিশ্বের মালিক হই। বাচ্চারা তোমাদের তো নেশা থাকা উচিত। অসীম জগতের বাবা পাঁচ-পাঁচ হাজার বছর পরে এই ভারতেই আসেন। তিনিই শান্তির সাগর, সুখের সাগর। এই মহিমা শুধুমাত্র পারলৌকিক পিতার-ই। তোমরা জানো, এই মহিমা সম্পূর্ণ সঠিক। সবকিছুই একজনের থেকেই পাওয়া যায়। তিনিই দুঃখহরণকারী, সুখ প্রদানকারী, যার সম্মুখে তোমরা এখন বসে রয়েছে।

তোমরা নিজেদের সেন্টারে বসে থাকলেও যোগ কোথায় লাগাবে। বুদ্ধিতে আসবে যে শিববাবা মধুবনে রয়েছেন। স্বয়ং শিববাবা বলেন যে, আমি সাধারণ বৃদ্ধ শরীরে প্রবেশ করেছি, পুনরায় ভারতকে স্বর্গে পরিনত করতে। আমিও ড্রামার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে রয়েছি। তোমরা আমার কত গ্লানি কর। আমিই তোমাদের পূজনীয় বানাই। এ যেন কালকের কথা। তোমরা কত পূজা করতো। তোমাদের নিজস্ব রাজ্য-ভাগ্য (রাজস্ব) দিয়েছি। সব হারিয়ে ফেলেছো। এখন পুনরায় তোমাদের বিশ্বের মালিক বানাচ্ছি। কখনও কারও বুদ্ধিতে একথা বসবে না। এঁনারা হলেন দৈবী গুণসম্পন্ন দেবতা। এঁনারাও মানুষ, কেউ ৮০-১০০ ফুট লম্বা তো নয়। এমনও তো নয় যে ওঁনাদের আয়ু বেশী তাই ছাদ-সমান বড় (লম্বা) হবে। কলিযুগে তোমাদের আয়ু কম হয়ে যায়। বাবা এসে তোমাদের আয়ু বৃদ্ধি করে দেয়। তাই বাবা বলেন হেল্থ মিনিস্টারকেও বোঝাও। বলো যে, আমরা আপনাকে এমন যুক্তি বলে দেব যেন কখনও আর অসুস্থ হয়ে না পড়েন। ভগবানুবাচ - নিজেকে আত্মা মনে করে মামেকম স্মরণ কর তবেই তোমরা পতিত থেকে পাবন এভারহেল্লী হয়ে যাবে। আমরা গ্যারান্টি করছি। যোগীরা পবিত্র হয় তাই তাঁদের আয়ুও বেশী হয়। এখন তোমরা হলে রাজযোগী, রাজস্বমি। ওই সন্ন্যাসীরা রাজযোগ শেখাতে পারে না। তারা বলে গঙ্গা হলো পতিত-পাবনী, সেখানে দান করো। গঙ্গাতে কি দান করা যায়, না করা যায় না। মানুষ গঙ্গায় পয়সা ফেলে। পন্ডিতেরা তা নিয়ে যায়। এখন তোমরা বাবার দ্বারা পবিত্র হচ্ছে বাবাকে কি দাও? কিছুই না, বাবা তো দাতা। তোমরা ভক্তিমার্গে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে গরীবকে দান করতে। অর্থাৎ পতিতদের দিতে। তোমরাও পতিত, যারা নিচ্ছে তারাও পতিত। এখন তোমরা পবিত্র হচ্ছে। তারা পতিত, পতিতকে দান করে। কুমারী যারা প্রথমে পবিত্র হয় তাকেও দান করা হয়, নত-মস্তক হয়, খাওয়ায়, দক্ষিণাও দেয়। বিবাহের পর সব নষ্ট হয়ে যায়। ড্রামায় ফিক্সড রয়েছে আবারও রিপীট হবে। ভক্তিমার্গের পার্টও হয়ে গেছে। আর সত্যযুগের

সমাচারও বাবা বলেন। বাচ্চারা এখন তোমরা বুঝতে পেরেছো। প্রথমে অবোধ(অবুঝ) ছিলে। শাস্ত্রে তো ভক্তিমার্গের কথা রয়েছে,এর দ্বারা আমাকে কেউ পায় না। আমি যখন আসি, তখনই এসে সকলের সঙ্গতি করি। আর আমি একবারই আসি পুরোনোকে নতুন বানাতে। আমি গরীবের দ্রাভা। গরীবদের সাহকার বানাই। গরীবরা তো ঝট করে বাবার হয়ে যায়, তারা বলে, বাবা আমরা তোমার। এই সবকিছু তোমার। বাবা বলেন, ট্রাস্টী হয়ে থাকো। বুদ্ধি দিয়ে বোঝো যে, এইসব আমাদের নয়, বাবার। এর জন্য বড় সুচতুর বাচ্চা চাই। আবার ঘরে যখন ভোজন বানিয়ে থাও অর্থাৎ যজ্ঞ-র থেকেই ভোজন করো কারণ তোমরাও এই যজ্ঞে সমর্পিত। তাই সবকিছুই এই যজ্ঞের হয়ে গেছে। ঘরেও যদি ট্রাস্টী হয়ে থাকো তবে শিববাবার ভান্ডারা থেকেই থাও। কিন্তু সম্পূর্ণ নিশ্চয়তা চাই। বিশ্বাসের দূততায় যদি গড়বড়(বিচলিত) হয় তবে, যেমন হরিশ্চন্দ্রের উদাহরণ রয়েছে। বাবাকে তো সবকিছুই বলতে হবে। আমি হলাম দীনবন্ধু।

গীত :- অবশেষে সেই দিন এসেছে আজ (আখির ওহ দিন আয়া আজ).....

আধাকল্প ভক্তিতে স্মরণ করে শেষে এখন (ঈশ্বরকে) পেয়েছো। এখন জ্ঞান জিন্দাবাদ হবে। অবশ্যই সত্যযুগ আসবে। মাঝে রয়েছে সঙ্গম, যেখানে তোমরা উত্তম থেকে উত্তম (সর্বোত্তম) পুরুষ হও। তোমরা পবিত্র প্রবৃত্তিমাগীয়া ছিলে। পুনরায় ৮৪ জন্ম পরে অপবিত্র হয়ে যাও, আবার পবিত্র হতে হবে। কল্প-পূর্বেও তোমরা এভাবেই হয়েছিলে। কল্প-পূর্বে যে যতখানি পুরুষার্থ করেছিলে, এখনও তাই করবে। নিজের অবিনাশী উত্তরাধিকার নেবে। বাবা সাক্ষী হয়ে দেখেন। বাবা বলেন, তোমরা হলে ম্যাসেঞ্জার (দূত) আর কেউ তো ম্যাসেঞ্জার, পয়গম্বর হতে পারে না। একজনই সন্দ্রু রয়েছেন যিনি সঙ্গতি করেন। অন্য ধর্মনেতারা আসে ধর্মের স্থাপনা করতে। তাহলে গুরু হলো কিভাবে। আমিই তো সকলকে সঙ্গতি প্রদান করি। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) সदा এই নেশাতে থাকতে হবে যে শান্তি, সুখ, সম্পত্তির সাগর বাবাকে আমরা পেয়েছি, আমরা সবকিছু একজনের থেকেই পাই। এখন বাবার সম্মুখে আমরা বসে রয়েছি। তিনি আমাদের পড়াচ্ছেন।

২) নিজের অহংকার ছেড়ে বাবার সমান নিষ্কাম সেবা করতে হবে। নিরহংকারী হয়ে থাকতে হবে। ম্যাসেঞ্জার-পয়গম্বর(দূত) হয়ে সকলকে পয়গাম (ঈশ্বরীয় বার্তা) দিতে হবে।

বরদান:- সকল পদার্থ গুলির আসক্তির থেকে পৃথক হয়ে অনাসক্ত, প্রকৃতিজীং ভব যদি কোনও পদার্থ কর্মেন্দ্রিয়গুলিকে বিচলিত করে অর্থাৎ আসক্তির ভাব উৎপন্ন হয়, তাহলেও ডিট্যাচ হতে পারবে না। ইচ্ছাই হলো আসক্তির রূপ। কেউ বলে ইচ্ছা নেই, কিন্তু ভালো লাগে, তো এটাও হলো সূক্ষ্ম আসক্তি। এগুলিকে সূক্ষ্ম রূপে চেকিং করো যে এই পদার্থ অর্থাৎ অল্পকালের সুখের সাধন আকর্ষণ তো করে না! এই পদার্থ হলো প্রকৃতির সাধন, যখন এর থেকে অনাসক্ত অর্থাৎ ডিট্যাচ হতে পারবে তখন প্রকৃতিজীং হবে।

স্লোগান:- আমার - আমার এর ঝামেলাকে ছেড়ে অসীম জগতে থাকো, তবেই বলা হবে বিশ্ব কল্যাণকারী।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent

2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“হালী শব্দের অর্থ-স্বরূপে স্থিত হওয়া অর্থাৎ বাবার সমান হওয়া”

আজ বাপদাদা চারিদিকের নিজের হোলিয়েস্ট, হাইয়েস্ট আর রিচেস্ট ইন দ্য ওয়ার্ল্ড বাচ্চাদেরকে দেখছিলেন। কেউ সাকারে সম্মুখে আছে, বা দূরে বসেও হৃদয়ের সমীপে আছে - চারিদিকের বাচ্চাদেরকে দেখে প্রফুল্লিত হচ্ছিলেন। প্রত্যেক বাচ্চা এমন হোলিয়েস্ট তৈরী হয় যে সমগ্র কল্পে আর কেউ এইরকম মহান পবিত্র আত্মা না হয় আর না হতে পারবে। বিভিন্ন সময়ে ধর্ম আত্মারা, মহান আত্মারা পবিত্র ছিল কিন্তু তাদের পবিত্রতা আর তোমাদের পবিত্রতার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। এই সময় তোমরা পবিত্র হয়ে উঠছো, এই পবিত্রতার প্রাপ্তি বা প্রালব্ধ ভবিষ্যতের অনেক জন্ম পর্যন্ত তন-মন-ধন, সম্বন্ধ, সম্পর্ক আর সাথে আত্মাও হল পবিত্র। শরীরও পবিত্র আর আত্মাও পবিত্র - এইরকম পবিত্রতা তোমরা আত্মারা প্রাপ্ত করে থাকো। মন-বাণী-কর্ম তিনটিতেই পবিত্র হওয়ার কারণে এইরকম প্রালব্ধ প্রাপ্ত হয়। তো তোমরা হলে এইরকম হোলিয়েস্ট আত্মা। নিজেকে এইরকম শ্রেষ্ঠ হোলিয়েস্ট আত্মা মনে করো? এখন হয়ে গেছো নাকি তৈরী হচ্ছে? তৈরী হওয়া সহজ নাকি অল্প একটু কঠিন মনে হয়? কিন্তু কল্প পূর্বেও তৈরী হয়েছিল আর এখনও হতেই হবে। পাচ্চা নাকি অল্প একটু চলে? না। স্বপ্ন মাত্রও অপবিত্রতা সমাপ্ত হতেই হবে, এতটা নিশ্চয় আছে তাই না যে আজ তৈরী হচ্ছে আর কাল হয়েই যাবে। তো হোলিয়েস্টও আছো আবার হাইয়েস্টও আছো।

উঁচুর থেকেও উঁচু বাবার বাচ্চা, তোমরাও হলে উঁচুর থেকেও উঁচু। হাইয়েস্ট তৈরী হও তাই পূজা করা হয়। যদিও আজকালকার হাইয়েস্ট আত্মারা, সাকামী রাজা ছিল, এখন তো নেই। প্রেসিডেন্ট হোক বা প্রাইম মিনিস্টার, কিন্তু তারা পূজ্য হয় না। তোমাদের অর্থাৎ পূজ্য হতে থাকা আত্মাদের সামনে পূজারী হয়ে তারা নমস্কার আর পূজা করে। এখনও স্বরাজ্য অধিকারী হচ্ছে আর ভবিষ্যতেও রাজাদেরও রাজা হবে। তো এইরকম হাইয়েস্ট পদ প্রাপ্ত করছো আর তারসাথে রিচেস্ট ইন দ্য ওয়ার্ল্ড-ও আছো। তোমাদের টাইটেলই হল পদ্মা-পদ্মপতি। আর এতই খাজানা আছে যে অরবপতি, খরবপতি, অরব-খরবের থেকেও এত পরিমাণ খাজানা প্রাপ্ত হবে না। তোমাদের শ্রেষ্ঠ আত্মাদেরকে বাবা এমন ভাগ্য বানাচ্ছেন যে অনুভব করতে পারো আর বর্ণনাও করে থাকো যে আমাদের প্রত্যেক কদমে পদম আছে। কদমে পদম আছে নাকি একশ আছে, হাজার আছে? এইরকম কোনও বড় থেকেও বড় মিলিওনেয়ার (কোটিপতি)-ও এতটা উপার্জন করতে পারবে না। কদমে কত সময় লাগবে? কদম ওঠাও, কত সময় লাগে? সেকেন্ড। চলো দুই সেকেন্ড বলে দাও। যদি দুই সেকেন্ডও বলো তো দুই সেকেন্ডে পদম, তো সারাদিনে কত পদম হল? হিসাব করো। এইরকম কোনও মিলিওনেয়ার আছে যে একদিনে এত উপার্জন করবে? এমন কেউ আছে? তো তোমরা হলে রিচেস্ট ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, তাই না! আর তোমাদের কাছে এমনই খাজানা আছে যা আগুনও জ্বালাতে পারবে না, জল ডুবিয়ে দিতে পারবে না, চোর লুট করতে পারবে না, রাজাও কেড়ে নিতে পারবে না। এইরকম খাজানা এই পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগেই প্রাপ্ত করে থাকো। তো তোমাদের এই স্বমান স্মৃতিতে থাকে? হ্যাঁ কি না? পিছনে যারা বসেছে তারা হাত নাড়াচ্ছে। পিছনে যারা আছো তোমরা আরামে বসে আছো তাই না? রিচেস্ট ইন দ্য ওয়ার্ল্ড মানে আরাম-ই আরাম। বড়-র থেকেও বড় ইউনিভার্সিটিতেও এইরকম কোচ্ (কামরা)-এ তে পড়াশোনা করার জন্য বসে না, কিন্তু তোমরা হলে বেগর টু প্রিন্স। বেগরও আছো আবার প্রিন্সও আছো। সর্বত্যাগ মানে বেগর। সর্ব প্রাপ্তি মানে প্রিন্স। বিনা ত্যাগে এত বড় ভাগ্য প্রাপ্ত হয় না। ত্যাগেরই ভাগ্য প্রাপ্ত হয়। তন-মন-ধন, সম্বন্ধ সবকিছু ত্যাগ করেছো অর্থাৎ পরিবর্তন করেছো। তন ‘আমার’ এর পরিবর্তে ‘তোমার’ করেছো। মন, ধন, সম্বন্ধ এক শব্দ পরিবর্তন হওয়ার কারণে, ‘আমার’ পরিবর্তে ‘তোমার’ করেছো, হল এক শব্দের পরিবর্তন কিন্তু এই ত্যাগের দ্বারাই ভাগ্যের অধিকারী হয়ে গেছো। তো ভাগ্যের তুলনায় এই ত্যাগ কিছুই নয়। ছোট কথা নাকি একটু বড়? কখনও কখনও বড় হয়ে যায়। ‘তোমার’ বলা মানে বড় কথাকে ছোটো করা আর আমার বলা মানে ছোটো কথাকে বড় করা। যা কিছু হয়ে যাক, ১০০ টা হিমালয়ের থেকেও বড় সমস্যা এসে যাক কিন্তু ‘তোমার’ বলা আর পাহাড়কে তুলো বানানো, সর্ষে দানাও নয়, তুলো। যে তুলো সেকেন্ডের ব্যবধানে উড়ে যায়। শুধু ‘তোমার’ বলে না মানা, কেবল মেনে চলাও নয়। এক শব্দের পরিবর্তন সহজ তাই না! লাভ-ই হয়, লোকসান তো হয় না। ‘তোমার’ - বলার সাথে সাথে সমগ্র বোঝা বাবাকে দিয়ে দেওয়া। তোমার ব্যাপার তুমিই জানো। তোমরা কেবল হলে নিমিত্তমাত্র। এতে লাভ-ই আছে তাই না? পৃথক আর পরমাঙ্গার প্রিয় হয়ে গেছো। যারা পরমাঙ্গার প্রিয় হয় তারা বিশ্বের প্রিয় হয়ে যায়। কেবল ভবিষ্যতের প্রাপ্তি নয়, বর্তমানেও হয়। এক সেকেন্ডে অনুভব করেওছো আর করে দেখো। কোনও পরিস্থিতি এসে গেলে তোমার বলে দাও, মেনে নাও আর ‘তোমার’ মনে করে দেখো বোঝা হালকা হয় নাকি হয় না। অনুভব আছে তাই না?

সবাই অনুভাবী বসে আছো তাই না! কি হয়, আমার-আমার বলার অভ্যাস অনেক আছে তাই না, ৬৩ জনের অভ্যাস আছে তো তোমার তোমার বলে পুনরায় আমার বলে দাও আর আমার বলে মেনে নাও, তখন সেই পরিস্থিতি তো এক ঘন্টা, দুই ঘন্টা, একদিনে সমাপ্ত হয়ে যায় কিন্তু যেটা ‘তোমার’ থেকে ‘আমার’ - করেছে তার ফল দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকে। পরিস্থিতি আধঘন্টার জন্য হবে কিন্তু সেটা অনুতাপের রূপে, বা পরিবর্তন করার লক্ষ্যের দ্বারা সেই পরিস্থিতি বারংবার স্মৃতিতে আসতে থাকবে। এইজন্য বাবা সকল বাচ্চাদেরকে বলছেন যে যদি ‘আমার’ শব্দের সাথে ভালোবাসা আছে, অভ্যাস আছে, সংস্কার আছে, বলতেই হয় তো ‘আমার বাবা’ বলো। অভ্যাসের দ্বারাই মজবুত হয় তাই না। তো যখনই আমার-আমার আসবে তো আমার বাবা বলে সমাপ্ত করে দাও। অনেক ‘আমার’-কে এক ‘আমার বাবা’-তে সমাহিত করে দাও।

রাশিয়া থেকে আগত বাচ্চারা একটা করে ডল (পুতুল) নিয়ে আসে, তাই না, তো ডলের মধ্যে ডল.... একটা ডল হয়ে যায়। এইরকম তোমরাও এক ‘আমার বাবা’-তে অনেক ‘আমার’ সমাহিত করে দাও, সমাপ্ত। এটা করতে পারো? করে থাকো কিন্তু কখনও কখনও ‘আমার’-এর বিস্তারে চলে যাও। এখন ‘কখনও-কখনও’ আছে, সদা ‘আমার’, ‘তোমার’ হয়ে যাওয়াতে নশ্বরের ক্রম আছে। নশ্বর ওয়ানও আছে, এ-ওয়ান ও আছে কিন্তু তাসস্বেও শেষের নশ্বরও আছে। তো হোলী পালন করতে এসেছো তাই না? তো এই মন্ত্র স্মরণ করো আমি বাবার হয়ে গেছি (হো লী)। পরমাত্ম পরিবারের হয়ে গেছি (হো লী)। তো এইরকম হোলী পালন করেছে? এখন কী করতে হবে? এখন পোড়াতে হবে নাকি পুড়িয়ে দিয়েছো? এক্ষেত্রে হ্যাঁ বলছে না, চিন্তা করছে?

দেখো, ভক্তি মার্গে যাকিছু উৎসব পালন করে, স্মরণিক আছে কিন্তু তার কিছু না কিছু অর্থও আছে। প্রথমে পোড়ানো হয় তারপর পালন করে। প্রথমে পালন করা তারপর পোড়ানো নয়। প্রথমে ভুল্ল করো অশুদ্ধিকে, দুর্বলতাকে, খারাপকে পোড়াও তারপর পালন করো। তোমরা তো অনেক আগেই পুড়িয়ে দিয়েছো না, নাকি এখনও একটুখানি ওড়নার অংশ অবশিষ্ট থেকে গেছে? পাণ্ডবরা যে শার্ট বা চোলা ধারণ করে তার কিছু অংশ তো অবশিষ্ট থেকে যায়নি? শাড়ীর কিছু অংশ তো অবশিষ্ট থেকে যায়নি? বাস্তবে দেখো আত্মিক পালন করা আর সেই পালনের দ্বারা শক্তি, অতীন্দ্রিয় সুখের অনুভব করা, সেটা তখন করতে পারবে যখন প্রথমে পোড়াবে। মনোরঞ্জনের রূপে পালন করা, সেটা আলাদা জিনিস। এই সপ্তম যুগ তো হলই মনোরঞ্জনের যুগ, এইজন্য মনোরঞ্জনের রীতিতেও পালন করে থাকো, আরও পালন করো, বেশী করে মনোরঞ্জনপূর্বক পালন করো। কিন্তু পরমাত্মার রঙে রাঙিত হওয়া অর্থাৎ বাবার সমান হয়ে যাওয়া। এটাই হল রঙে রাঙিত হওয়া। যেরকম বাবা হলেন অশরীরী, অব্যক্ত, সেইরকম অশরীরীভাবে অনুভব করা বা অব্যক্ত ফরিস্তাভাবের অনুভব করা - এটা হল রঙে রাঙিত হওয়া। কর্ম করো কিন্তু অব্যক্ত ফরিস্তা হয়ে কাজ করো। অশরীরীভাবে স্থিতি যখন চাও অনুভব করো। এইরকম মন আর বুদ্ধি তোমাদের কন্ট্রোলে থাকবে। অর্ডার করো - অশরীরী হয়ে যাও। অর্ডার করলে আর হয়ে গেলে। ফরিস্তা হয়ে গেলে। যেরকম মনকে যেখানে খুশী যে স্থিতিতে স্থিত করতে চাও, সেখানে সেকেন্ডে স্থিত হয়ে যাও। এমন নয় অনেক সময় লেগে গেলো, ৫ সেকেন্ড লেগে গেলো, ২ সেকেন্ড লেগে গেলো। অর্ডার অনুসারে তো হল না, কন্ট্রোলে তো থাকলো না। যেরকমই পরিস্থিতি হোক, দোলাচল হোক কিন্তু দোলাচলে অচল হয়ে যাও। এইরকম কন্ট্রোলিং পাওয়ার আছে? নাকি চিন্তা করছো - অশরীরী হয়ে গেছি, অশরীরী হয়ে গেছি, তাতেই সময় চলে যাবে? কিছু কিছু বাচ্চা অনেক ভিন্ন-ভিন্ন পোজ পরিবর্তন করতে থাকে, বাবা দেখতে থাকেন। চিন্তা করে অশরীরী হয়ে যাবো, তারপর চিন্তা করে অশরীরী মানে আত্মা রূপে স্থিত হওয়া, হ্যাঁ আমি হলাম-ই তো আত্মা, শরীর তো নই, আমি হলাম-ই আত্মা। আমি এসেছিলাম আত্মা হয়ে, হতেও হবে আত্মা... এখন এই চিন্তাতে অশরীরী হলে নাকি অশরীরী হওয়ার যুদ্ধ করলে? নিজের মনকে অর্ডার করলে - সেকেন্ডে অশরীরী হয়ে যাও, এটা তো বলোনি যে চিন্তা করো-অশরীরী কি? কখন হবে, কিভাবে হবে? অর্ডার তো পালন করেনি, তাই না! কন্ট্রোলিং পাওয়ার তো হল না, তাই না! এখন সময় অনুসারে এই অভ্যাসের প্রয়োজনীয়তা আছে। যদি কন্ট্রোলিং পাওয়ার না থাকে তাহলে যেকোনও পরিস্থিতি দোলাচলে নিয়ে আসতে পারে। এইজন্য এক হোলী শব্দই স্মরণ করো তাও ঠিক আছে। হোলী - অতীতকে বিন্দু লাগানো আর হো লী অর্থাৎ বাবার হয়ে গেছি। আর কি হয়েছি? হোলী অর্থাৎ পবিত্র আত্মা হয়ে গেছি। এক শব্দ হোলী স্মরণ করো তো এক হোলী শব্দের তিন অর্থ ইউজ করো, বর্ণনা করবে না, হ্যাঁ হোলী মানে অতীতকে বিন্দু লাগানো। হ্যাঁ পাস্ট ইজ পাস্ট - এটা চিন্তা করতে থাকবে না, বর্ণনা করতে থাকবে, তা নয়। অর্থ স্বরূপে স্থিত হয়ে যাও। চিন্তা করলে আর হয়ে গেলে। এরকম চিন্তা করোনি তো চিন্তা করতেই থাকো। না। যে চিন্তা করেছিল সেটা হয়ে গেছে, তোমরা তৈরী হয়ে গেছো, স্থিত হয়ে গেছো।

(বাপদাদা ড্রিল করালেন) এখন সময় অনুসারে তোমরা প্রত্যেকে নিমিত্ত হয়েছো, সদা স্মরণ আর সেবাতে রত থাকা আত্মাদেরকে স্ব-পরিবর্তনের দ্বারা বিশ্ব-পরিবর্তনের ভায়রেশন পাওয়ারফুল আর তীব্রগতিতে বাড়াতে হবে। চারিদিকে মনের দুঃখ আর অশান্তি, মনের অস্থিরতা অত্যন্ত তীব্র গতিতে বেড়ে চলেছে। বাপদাদার বিশ্বের আত্মাদের উপর করুণা হয়। তো যত যত তীব্র গতিতে দুঃখের ঢেউ বৃদ্ধি পাচ্ছে ততই তোমরা সুখদাতার বাচ্চারা নিজের মম্মা শক্তির দ্বারা, মম্মা সেবা এবং সকাশের সেবার দ্বারা, বৃত্তির দ্বারা চারদিকে সুখের অঞ্জলীর অনুভব করাও। বাবাকে তো আহ্বান করেই কিন্তু তোমাদেরকে অর্থাৎ পূজ্য দেব আত্মাদেরকেও কোনও না কোনও রূপে আহ্বান করতে থাকে। তো হে দেব আত্মারা, পূজ্য আত্মারা নিজের ভক্ত আত্মাদেরকে সাক্ষাৎ দাও। সায়েন্টিস্টরাও চিন্তা করে এমন ইন্টেনশন (আবিষ্কার) বের করবো যার দ্বারা দুঃখ সমাপ্ত হয়ে যায়, সাধন সুখের সাথে সাথে দুঃখও দেয় কিন্তু দুঃখ না হয়, কেবল সুখই প্রাপ্ত হয়, সে বিষয়ে চিন্তা অবশ্যই করে। কিন্তু নিজ আত্মাতে অবিদ্যার সুখের অনুভব নেই তো অন্যদেরকে কিভাবে দিতে পারবে। কিন্তু তোমাদের সকলের কাছে সুখের, শান্তির, নিঃস্বার্থ সত্যিকারের ভালোবাসার স্টক জমা আছে। জমা আছে নাকি যতটা একত্রিত করছো ততটাই খরচা হয়ে যাচ্ছে? এটাও চেক করো জমা তো হয় কিন্তু জমার সাথে সাথে খরচ তো হয়ে যাচ্ছে না? জ্ঞানের খাজানা তো খরচ করলে বৃদ্ধি পায়, কম হয় না। যদি বারংবার নিজেরই স্বভাব সংস্কার বা মায়ার দিক থেকে আগত সমস্যাগুলিতে নিজের শক্তিগুলি ইউজ করো তো জমার খাতা কম হয়ে যায়। তো চেক করো - জমা করেছে কিন্তু খরচও করেছে, বাকী অ্যাকাউন্ট কত থাকলো? উপার্জন করলে আর ব্যয় করলে, এমন তো হয় না? দুইদিন উপার্জন করলে আর একদিনে এত পরিমাণ ব্যয় করলে যে জমা করা শক্তিও খরচ করতে হল। এইরকম অ্যাকাউন্ট তো নয়? এরকমভাবেই উপার্জন করলে আর ব্যয় করলে বা নিজের প্রতিই লাগিয়ে সমাপ্ত করলে তো ২১ জন্মের জন্য জমা কী করলে? জমা করলে তো খুশী হয় কিন্তু খরচের হিসেব যদি না বের করো তাহল অসময়ে ধোঁকা খেয়ে যাবে। জমার খাতাও দেখো কিন্তু সাথে-সাথে নিজের প্রতি খরচ কতটা করছো। অন্যদেরকে কোনও গুণ দিয়েছো, শক্তি দিয়েছো, জ্ঞানের খাজানা দিয়েছো সেটা খরচ নয়, সেটা জমার খাতাতে জমা হয় কিন্তু নিজের প্রতি সময়ে-সময়ে খরচ করেছে তো খাতা খালি হয়ে যায়। এইজন্য ভালো বিশাল বুদ্ধির সাথে চেকিং করো। জমার খাতা অনেক লম্বা-চওড়া চাই। আছে সহজ, যদি প্রত্যেক কদমে পদম জমা করতে থাকো তো জমার অ্যাকাউন্ট অনেক বড় হয়ে যাবে। তো চেক করো যে প্রত্যেক কর্ম বা কদম ব্রহ্মা বাবার সমান ছিল? অনুভবী আছে, যখন কোনও ভালো কর্ম করো তো কর্মের ফল সেইসময়েই প্রত্যক্ষরূপে খুশী, শক্তি আর সফলতার কারণ ডবল লাইট থাকো কেননা স্মরণে থাকে যে বাবার সাথে কর্ম করেছে। আর যদি এখন কোনও বিকর্ম হয় তো তার অনুশোচনা অনেক লম্বা হয়। সেইজন্য এখন কোনও বিকর্ম যেন না হয়, সেই সময় এখন অতীত হয়ে গেছে, কিন্তু এখন কোনও ব্যর্থ সংকল্প বা ব্যর্থ কর্ম, ব্যর্থ কথা, ব্যর্থ সম্বন্ধ-সম্পর্কও যেন না হয়। কেননা ব্যর্থ সম্বন্ধ-সম্পর্কও অনেক ধোঁকা দেয়। যেরকম সঙ্গ সেরকম রঙ লেগে যায়। কোনও কোনও বাচ্চা খুব চতুর, বলে যে - আমি তো সঙ্গ দিই না কিন্তু তারা আমাকে ছাড়ে না, আমি সঙ্গ করি না আর তারাও আমাকে ছাড়ে না। তো তোমরা কি কিনারা করতে পারো না? যদি কেউ খারাপ জিনিস দেয় তো তোমরা নাও কেন! গ্রহীতা যদি না নেয় তাহলে দাতা কি করবে? এইজন্য ব্যর্থ সম্বন্ধ আর সম্পর্কও অ্যাকাউন্ট খালি করে দেয়। আর সেই সময় অন্তরে হৃদয়ে অনুশোচনাও হয়, হৃদয় দুঃখী হয়ে পড়ে - এটা করা উচিত নয়। করা উচিত নয় তবুও করে ফেলে। শোনা উচিত নয় কিন্তু শুনিয়ে দিলে কি করবো! কিন্তু যদি পুরুষার্থী হও তাহলে ব্যর্থ কর্মও যেন না হয়। অলস হলে তার কথাই বাদ দাও, তারপর আরামের সাথে শুয়ে পড়ো, ত্রেতাতে চলে আসবে। কিন্তু যদি পুরুষার্থ করো তো সেই সময় হৃদয়ে আসবে, অনুশোচনাবোধ জন্মাবে যে এটা করা উচিত হয় নি তথাপি করতে থাকে তো বাপদাদা বলবেন যে এইরকম বাচ্চারাও কামাল করে দেখাচ্ছে। না চাইতেও করতে থাকে, অনুশোচনা হতে থাকে আবার শুনতেও থাকে, করতেও থাকে, তো অনেক পাওয়ারফুল আত্মা! এইজন্য ব্যর্থের উপরের অ্যাটেনশন দিয়ে চেকিং করো। আচ্ছা।

চারিদিকের হোলিয়েস্ট আত্মাদেরকে, সদা হাইয়েস্ট স্থিতিতে স্থিত থাকা হাইয়েস্ট আত্মাদেরকে, সদা সর্ব খাজানাতে সম্পন্ন রিচেস্ট আত্মাদেরকে, সদা প্রত্যেক কদমে পদম জমা করা, বাবার সমান হতে থাকা শ্রেষ্ঠ আত্মাদেরকে, সদা দয়াবান, ক্ষমার সাগরের বাচ্চা মাস্টার ক্ষমাপ্রদানকারী আত্মাদেরকে, বিশ্বের দুঃখী আত্মাদেরকে সকাশ দ্বারা সুখ-শান্তির অঞ্জলী প্রদানকারী আত্মাদেরকে, প্রত্যেক সময়ে নিজের জমার খাতাতে ভরপুর থাকা অতি তীব্র পুরুষার্থী আত্মাদেরকে বাপদাদার স্মরণের স্নেহ সুমন আর নমস্কার।

বরদান:-

হোলী শব্দের অর্থকে জীবনে ধারণ করে পুরুষার্থের স্পীডকে দ্রুতকারী তীব্র পুরুষার্থী ভব

হো লী অর্থাৎ যে কথা/ঘটনা হয়ে গেছে, যা অতীত হয়ে গেছে তাকে একদম সমাপ্ত করে দেওয়া। অতীতকে বিন্দু লাগিয়ে এগিয়ে যাওয়া, এটাই হল হোলী পালন করা। অতীতে হয়ে যাওয়া কথা এমন মনে হবে যেন বহু পুরানো অনেক জন্মের কথা, যখন এইরকম স্থিতি হয়ে যাবে তখন পুরুষার্থের স্পিড দ্রুত হবে। তো

নিজের বা অন্যদের অতীতে হয়ে যাওয়া কথাকে কখনও চিন্তনে আনবে না, চিন্ততে রাখবে না, আর বর্ণনা তো কখনও করবে না, তবেই তীর পুরুষার্থী হতে পারবে।

স্লোগান:- আমার আমার ভাবের অনেক আত্মীয়তাকে সমাপ্ত করাই হলো ফরিস্তা হওয়া।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - অন্তর্মুখী হয়ে বিচার সাগর মন্ডন করো, তবে খুশী আর নেশা থাকবে, তোমরা বাবার সমান টিচার হয়ে যাবে"

*প্রশ্নঃ - কিসের ভিত্তিতে অন্তরের খুশী স্থায়ী হতে পারে?

*উত্তরঃ - স্থায়ী খুশী তখনই থাকবে যখন অপরেরও কল্যাণ করে সবাইকে খুশী করবে। করুণাময় হতে পারলে খুশী থাকবে। যে করুণাময় হয় তার বুদ্ধিতে থাকে আহা ! আমাদেরকে সকল আত্মাদের পিতা পড়াচ্ছেন, পবিত্র বানাচ্ছেন, আমরা বিশ্বের মহারাজ হচ্ছি ! তারা এমন খুশীর দান করতে থাকে।

ওম্ শান্তি । আত্মাদের পিতা আত্মা রূপী বাচ্চাদের জিজ্ঞাসা করেছেন - বাচ্চারা এই ওম্ শান্তি কে বলেছে? (শিববাবা) হ্যাঁ শিববাবা বলেছেন, কারণ বাচ্চাদের জানা আছে ইনি সব আত্মাদের পিতা। উনি বলেন, আমি কল্প কল্প এই রথে এসেই পড়াই। এখন ইনি হলেন পড়ানোর টিচার। টিচার এলে বলবেন গুডমর্নিং। বাচ্চারাও বলবে গুডমর্নিং। বাচ্চারা এটা জানে যে পরমাত্মা আত্মাদের গুডমর্নিং করেন। লৌকিক নিয়মে তো গুডমর্নিং অনেকই করতে থাকে। ইনি তো অসীম জগতের বাবা, যিনি এসে পড়ান। বাচ্চাদের সমস্ত কল্পবৃক্ষ এবং ড্রামার রহস্য বোঝান। তোমরা জানো যে, যে সকল আত্মারা আছে, তাদের সকলেরই যিনি পিতা, তিনি এসেছেন। এই দৃঢ় বিশ্বাস সারা দিন বুদ্ধিতে থাকুক যে অসীম জগতের বাবা আমাদের পড়ান, তিনি হলেন আমাদের পিতা, টিচার, গুরু। ওঁনাকে রচয়িতাও বলা হয় - এটাও বোঝাতে হবে। তোমাদের এটাও বুঝতে হবে যে উনি আত্মাদের রচনা করেন না। তিনি বোঝান যে- আমি হলাম বীজরূপ। এই মনুষ্য সৃষ্টি রূপী বৃক্ষের নলেজ তোমাদের শোনাই। বীজ ব্যতীত এই নলেজ কে দেবে? এরকম বলা হবে না যে, বৃক্ষকে উনি রচনা করেছেন। তিনি বলেন - বাচ্চারা, এটা তো হল অনাদি। না হলে তো আমি তিথি-তারিখ সব কিছু বলব- কখন আর কি ভাবে রচনা করেছি। কিন্তু এ তো হল অনাদি রচনা। বাবাকে জ্ঞানের সাগর বলা হয়। জানি জাননহার অর্থাৎ যিনি বৃক্ষের আদি-মধ্য-অন্তের রহস্য জানেন। বাবা-ই হলেন মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ, জ্ঞানের সাগর। ওঁনার মধ্যেই সমস্ত নলেজ আছে, তিনি এসে বাচ্চাদের পড়ান। সব মানুষ বলতে থাকে - পীস কীভাবে স্থাপন হবে? তোমরা এখন বলবে যে পীস তো শান্তির সাগরই স্থাপন করবেন। উনি হলেন শান্তি, সুখ আর জ্ঞানের সাগর। কোন্ জ্ঞান? সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান। লোকেরা জ্ঞান বলতে তো শাস্ত্রকেও বোঝে। শাস্ত্র শোনানোর মতো তো অনেকে আছে। এই অসীম জগতের বাবা নিজেই এসে পরিচয় দেন আর সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের নলেজও দেন। তোমরা এটাও বোঝো যে ওঁনার আগমনেই পীস স্থাপন হয়ে যায়। ওখানে হলই পীস। এটাও কেউ জানে না যে শান্তিধামে সবাই শান্তিতে ছিল। লোকেরা বলতে থাকে যে এখানে পীস কীভাবে হবে ? এখানে অবশ্যই ছিল। শান্তির প্রয়োজন রাম রাজ্যে। রাম রাজ্য কবে ছিল - এটা কারও জানা নেই। বাবা জানেন কতো কতো আত্মা রয়েছে। আমি এদের সকলেরই পিতা। এইরকম আর কেউ বলতে পারবে না। যত যত আত্মা আছে, সবাই এই সময় এখানে আছে। প্রথমে শান্তিধামে ছিল তারপর আবার সুখধাম থেকে দুঃখধামে এসেছে। সুখ - দুঃখের এই খেলা কেমন তৈরী হয়ে আছে - এটা কেউ জানে না। শুধু এমনিই বলে দেয় যে আসা যাওয়ার খেলা। এখন তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের বুদ্ধিতে আছে যে উনি হলেন আমাদের সব আত্মাদের পিতা। উনি আমাদের নলেজ শোনাচ্ছেন। উনি এসে আমাদের স্বর্গের রাজ্য স্থাপন করেন। আমাদের পড়ান। বলেন - বাচ্চারা, তোমরাই দেবতা ছিলে। এরকম তো আর কেউ বলবে না, সব আত্মাদের পিতা তোমাদের পড়াচ্ছেন। অসীম জগতের এই নাটক কতো বড়, তারা লক্ষ বছর বলে দেয়। তোমরা বলবে এই খেলা পাঁচ হাজার বছরের। এখন তোমরা জেনে গেছ শান্তি হল দুই প্রকারের - এক হলো শান্তিধামের, দ্বিতীয়, সুখধামের। এটা তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের বুদ্ধিতে আছে যে, সব আত্মাদের বাবা আমাদের পড়াচ্ছেন। এটা তো কোন শাস্ত্রেই নেই। তিনি হলেন অসীম জগতের বাবা ! সব ধর্মের লোকই আল্লাহ্, গডফাদার, প্রভু ইত্যাদি ইত্যাদি বলে। ওঁনার পঠনপাঠন অবশ্যই অত উচ্চ মানেরই হবে। এটা সারাদিন তোমাদের মনের মধ্যে থাকা চাই। বাবা বলেন, আমি তোমাদেরকে নতুন কথা শোনাচ্ছি। নতুন নিয়মে পড়াই। তোমরা আবার অন্যদের পড়াও। ভক্তি মার্গে দেবীদেরও অনেক সম্মান। বাস্তবে তো এই ব্রহ্মাও হলেন বড় মা। এঁনাকে (শিবকে) তো শুধু পিতা বলবে। মাতা-পিতা এঁদের দুজনকেই বলা হবে। এই মাতার (ব্রহ্মা বাবা) দ্বারা বাবা তোমাদের অ্যাডপ্ট করেন। তোমাদেরকে বাচ্চারা বাচ্চারা বলতে থাকেন।

বাবা বলেন আমি প্রতি পাঁচ হাজার বছর বাদে তোমাদের এই নলেজ শোনাই। এই চক্রও তোমাদের বুদ্ধিতে আছে।

তোমরা এক একটা শব্দ নতুন শোনো। জ্ঞান সাগর বাবার আত্মিক নলেজ আছে। আত্মা রূপী বাবা-ই হলেন জ্ঞানের সাগর। আত্মা বলে বাবা। বাচ্চারাও সব কথা ভালো ভাবে বুদ্ধিতে ধারণ করে। অন্তর্মুখী হয়ে যখন ঐরকম বিচার সাগর মন্থন করবে তখন সেই খুশী আর নেশা থাকবে। বড় টিচার তো হলেন শিববাবা। উনি আবার তোমাদেরকেও টিচার করে তোলেন। এর মধ্যেও আবার নম্বর অনুযায়ী রয়েছে। বাবা জানেন - এই বাচ্চা খুব ভালো পড়ায়। সবাই খুশী হয়। বলে এরকম বাবার কাছে আমাদের তাড়াতাড়ি নিয়ে চলো, যিনি তোমাকে এরকম তৈরী করেছেন। বাবা বলেন- আমি এনাকে অনেক জন্মের অন্তিম জন্মেরও অন্তিম কালে এনার মধ্যে প্রবেশ করে তোমাদের পড়াই। কতোবার, প্রত্যেক কল্পে আমি এই ভারতে এসেছি। তোমরা এই নতুন কথা শুনে বিস্মিত হও। অসীম জগতের বাবা আমাদের পড়াচ্ছেন। ওঁনারই ভক্তি মার্গে কতো নাম, তাঁকে পরমাত্মা, রাম, প্রভু, আল্লাহ ... বলে। একজন টিচারেরই দেখ কতো নাম রেখে দিয়েছে। টিচারের তো একই নাম হয়। অনেক হয় কি? কত রকমের ভাষা আছে। তো কেউ খোদা, কেউ গড, নানান নামে ডাকে। তিনি নিজে বোঝেন আমি এসেছি বাচ্চাদের পড়াতে। যখন পড়াশুনা করে দেবতা হবে তখন বিনাশ হয়ে যাবে। এখন তো হলো পুরোনো দুনিয়া, একে নতুন কে করবে? বাবা বলেন আমারই পার্ট এটা। আমি ড্রামার বশ। এটাও বাচ্চারা জানে ভক্তির কত বিস্তার। এটাও হল খেলা। অর্ধ কল্প ভক্তির জন্য। এখন আবার বাবা এসেছেন, আমাদের ইনিই পড়ান। ইনিই শান্তি স্থাপন করেন। যখন এই লক্ষ্মী - নারায়ণের রাজ্য ছিল তো শান্তি ছিল। এখানে হলো অশান্তি। এই পিতা একজনই। আত্মারা সংখ্যায় অনেক। কিরকম ওয়ান্ডারফুল খেলা। বাবা সব আত্মাদের পিতা, উনিই আমাদের পড়াচ্ছেন। কত খুশী হওয়া চাই।

তোমরা মনে করো গোপ-গোপী তো আমরাই আর গোপীবল্লভ হলেন বাবা। শুধু আত্মাদের গোপ-গোপী বলা হয় না। শরীর থাকলে তবে গোপ-গোপী অথবা ভাই-বোন বলা যায়। গোপীবল্লভ হল শিববাবার সন্তান। গোপ-গোপী শব্দটাই মধুর। মহিমাও আছে "অচ্যুতম কেশবম্ গোপীবল্লভম্ জানকী নাথম" ... এই মহিমাও এই সময়ের। কিন্তু অজানা থাকায় সব কথার মিশ্রণ হয়ে জট বেঁধে যায়। এই বাবা বসে ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি-জিওগ্রাফি শোনাচ্ছেন। লোকেরা তো শুধু এই খন্ডকেই জানে। সত্যযুগে কার রাজ্য ছিল, কতো সময় রাজত্ব চলেছিল - এসব জানে না। কারণ কল্পের আয়ু লক্ষ বছর বলে দিয়েছে। একদম ঘোর অন্ধকারে আছে। এখন বাবা এসে তোমাদের সৃষ্টি চক্রের নলেজ দিচ্ছেন। যেটা জানার ফলে তোমরা ত্রিকালদর্শী, ত্রিনয়নী হয়ে যাও। এটা হল পঠনপাঠন। বাবা নিজে বলেন- আমি প্রতি কল্পের সঙ্গম যুগের এসে তোমাদের পুরুষোত্তম করে তুলি। নম্বর অনুযায়ী তোমরাই হও। এই ঈশ্বরীয় পঠনপাঠনের থেকেই পদ-মর্যাদা প্রাপ্ত করা যায়। তোমরা জানো আমাদের অসীম জগতের বাবা পড়ান। ওরা তো বলে দেয় পরমাত্মা নাম-রূপের থেকে পৃথক, মাটির পাত্রের টুকরো, পাথরের টুকরো এই সবার মধ্যেও আছেন। কি কি সব বলে। দেবীদেরও কত গুলো হাত দিয়ে দিয়েছে। রাবণকে ১০ মাথা দিয়েছে। বাচ্চাদের হৃদয়ঙ্গম হওয়া চাই যে, সব আত্মাদের পিতা আমাদের পড়াচ্ছেন, পবিত্র করছেন তাই মনের মধ্যে কত খুশী থাকা চাই। কিন্তু সেই খুশীও তখনই আসবে, যখন আবার অন্যদের কল্যাণ করে সবাইকে খুশী করবে, করুণাময় হও। আহা! বাবা আমাদের বিশ্বের মহারাজা করে দিচ্ছেন। রাজা, রানী, প্রজা সব বিশ্বের মালিক হবে তো। ওখানে মন্ত্রী বা উপদেষ্টা (উজির) থাকে না। এখন রাজারা নেই তাই আছে মন্ত্রী আর মন্ত্রী। এখন তো প্রজা উপরে প্রজার রাজত্ব, তাই বারংবার বুদ্ধিতে এটা আসা চাই যে অসীম জগতের বাবা আমাদের কি পড়াচ্ছেন। যে ভালো করে পড়ে সে-ই প্রথমে আসবে আর উঁচু পদ প্রাপ্ত করবে। এই লক্ষ্মী-নারায়ণ এত ধনী কি করে হল? কি করেছিল? ভক্তি মার্গে কেউ খুব ধনী হলে বোঝা যায় ইনি সেরকম উচ্চ কর্ম করেছিলেন। ঈশ্বরের নামে দান-পূণ্যও করে। মনে করে এর পরিবর্তে আমার অনেক কিছু মিলবে। তাই পরবর্তী জন্মে ধনী হয়ে যায়। কিন্তু তারা দেয় ইনডায়রেক্ট, যাতে অল্পকালের জন্য কিছু প্রাপ্ত হয়। এখন বাবা ডায়রেক্ট এসেছেন। সবাই ওঁনাকে স্মরণ করে, বলে এসে পবিত্র করো। এরকম বলে না যে এই নলেজ দিয়ে আমাদের ঐরকম লক্ষ্মী-নারায়ণ করো। মানুষের বুদ্ধিতে তো কৃষ্ণই স্মরণে আসে। বাবাকে না জানার কারণে কত দুঃখী হয়ে পড়ে। এখন বাবা তোমাদের দৈবী সম্প্রদায়ের করে তোলেন। তোমরা শান্তিধামে গিয়ে আবার সুখধামে আসবে। বাবা কত ভালো ভাবে বোঝান। যদিও শোনে কিন্তু যেন শোনেই নি এমন। পাথর বুদ্ধি থেকে স্পর্শ বুদ্ধি হয়ই না। সারাদিন বাবা-বাবা-ই স্মরণে থাকা দরকার। স্ত্রীর স্বামীর প্রতি কেমন কর্তৃগত প্রাণ হয়ে যায়! স্বামীর প্রতি স্ত্রীর গভীর প্রেম থাকে। এখানে তো তোমরা সবাই হলে সন্তান, তবুও নম্বর অনুযায়ী তো না! তোমরা জান, এমন অসীম জগতের পিতাকে আমরা বারে বারে ভুলে যাই। বাবা বলেন আমাকে স্মরণ করলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে। আবারও ভুলে যায়। আরে এমন বাবা, যিনি তোমাদের বিশ্বের মালিক করেন, ওঁনাকে তোমরা কেন ভুলে যাও? মায়ার ঝড় আসবে, তবুও তোমরা চেষ্টা করতে থাকো। বাবাকে স্মরণ করলে তবে স্বর্গের উত্তরাধিকার পেয়ে যাবে। স্বর্গবাসী দেবতা তো সবাই হয়ে যায়। বাকীরা আবার শাস্তি পেয়ে হয়, আবার পদও অনেক কম হয়ে যায়। এ সব হল নতুন কথা। তখনই মনে আসবে যখন বাবাকে, টিচারকে স্মরণ করতে থাকবে। তোমরা টিচারকেও ভুলে যাও। বাবা

বলেন যতক্ষণ আমি আছি, বিনাশের সময় আসবে আর সব কিছু এই জ্ঞান যজ্ঞে অর্পণ হয়ে যাবে ততক্ষণ পড়া চলতে থাকে। তোমরা তো বলবে সব কিছুই তো পড়ানো হয়েছে আবার কি পড়াবে? বাবা বলেন নতুন নতুন পয়েন্টস বেরোতে থাকে। তোমরা তা শুনে খুশী হও তো। তাই ভালো ভাবে পড়াশুনা করো আর সুদামার মতো যা ট্রান্সফার করতে হবে সেটাও করতে থাকো। এটাও হল অনেক বড় ব্যবসা। ব্রহ্মা বাবা ব্যবসাতে অনেক উদার মনের ছিলেন। উপার্জনের দশ ভাগের এক ভাগ ধর্মের নামে রাখতেন। যদিও তার ফলে ব্যবসায় লাভ থাকত না, তবুও সবার আগে আমাকেই দিতে হত। বলা হত তোমরা যত উদার হস্তে দান করবে, তোমাদের দেখে সবাই করবে। এতে অনেকের কল্যাণ হয়ে যাবে। সেখানে ছিল ভক্তি মার্গ, এখানে তো সব-কিছু বাবাকে দিয়ে দিয়েছি। বাবা এই সব কিছু নাও। বাবা বলেন তোমাদের সমস্ত বিশ্বের বাদশাহী দিচ্ছি। বিনাশের সাক্ষাৎকার, চতুর্ভুজেরও সাক্ষাৎকার হয়েছে। ঐ সময় বোঝা গেছে যে আমি বিশ্বের অধিপতি হব। বাবার প্রবেশতা ছিল তো। বিনাশ দেখেছি। ব্যাস, এই দুনিয়া শেষ হয়ে যাচ্ছে, এই কারবার ইত্যাদি কি করব ! গাধার কাজ ছাড়ো, আমার রাজ্যস্থ প্রাপ্তি হবে। এখন বাবা তোমাদেরকেও বোঝাচ্ছেন যে, সমস্ত পুরানো দুনিয়া বিনাশ হতে চলেছে। তোমাদের কুস্কর্ণের নিদ্রা থেকে জাগানোর কত পুরুষার্থ করাচ্ছেন, তাও তোমরা জেগে উঠছ না। বাচ্চাদের তো এক বাবাকেই স্মরণ করতে হবে। সব কিছু বাবাকে দিয়ে দিলে তো অবশ্যই এক বাবা-ই স্মরণে আসবে। তোমরা অর্থাৎ বাচ্চারা বেশী করে স্মরণ করতে পার। বাবার অনেক দায়িত্ব...কত বন্ধনযুক্তদের সংবাদ আসে, বেচারিরা মার খায়। স্বামী কত বিরক্ত করে। যদিও বোঝে এটা ড্রামায় আছে, আমি আর কি করতে পারব। পূর্ব কল্পেও অবলাদের উপর অত্যাচার হয়েছিল। নতুন দুনিয়ার স্থাপনা তো হতেই হবে। বাবা তো বলেন অনেক জন্মের অন্তে, অন্তিম জন্মেরও অন্তিমে আমি প্রবেশ করি। আমি (ব্রহ্মা বাবা) নিশ্চয়ই সুন্দর ছিলাম, এখন শ্যাম হয়ে গেছি। আমিই প্রথম নশ্বরে যাব। আমি গিয়ে কৃষ্ণ হব। এই চিত্রটি দেখি তো মনে হয় গিয়ে কৃষ্ণ হব। তো বাবা বাচ্চাদেরকে ভালো ভাবে বোঝান, এখন বাচ্চাদের কাজ হল নিজে বুঝে অন্যদেরকে বোঝানো। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) আমরা হলাম গোপী- বল্লভের গোপ-গোপী- এই খুশী বা নেশাতে থাকো। অন্তর্মুখী হয়ে বিচার সাগর মন্বন করে বাবার সমান টিচার হতে হবে।

২) সুদামার মতো নিজের সব কিছু ট্রান্সফার করার সাথে সাথে পড়াশুনাও ভালো ভাবে করতে হবে। বিনাশের আগে বাবার থেকে সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার নিতে হবে। কুস্কর্ণের নিদ্রায় যারা নিদ্রিত আছে, তাদের জাগাতে হবে।

বরদান:- মধুরতার গুণের দ্বারা সংস্কারের মিলন করে মঙ্গল মিলনে মিলিত হওয়া হোলীহংস ভব যেরকম হোলীতে সবাই রঙ নিয়ে খেলা করে আর একে-অপরকে মুখমিষ্টি করিয়ে মঙ্গল মিলন করে। এইরকম তোমরা হোলীহংস বাচ্চারা যখন একে অপরকে আত্মিকতার সঙ্গের রঙ লাগিয়ে মধুরতার মিষ্টি খাওয়াও, তোমাদের নয়ন থেকে, মুখ থেকে, চলনের দ্বারা মধুরতা প্রত্যক্ষ রূপে দেখা যায় তখন মঙ্গল মিলন অর্থাৎ সংস্কার মিলন হয়। নিজেদের মধ্যে সংস্কারের মিলন হওয়াই হল প্রত্যক্ষতার আধার, এর দ্বারাই জয়জয়কার হবে।

শ্লোগান:- বিদেহীভাবের অভ্যাস করো - এই অভ্যাস হঠাৎ আসা পরীক্ষাতে পাস করিয়ে দেবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent

1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - নিজেদেরকে আত্মা ভাই-ভাই মনে করে, একে অপরের প্রতি আত্মিক প্রেম রাখো, সতোপ্রধান হতে হলে কারো ভুল ধরবে না"

*প্রশ্নঃ - কিসের আধারে বাবার থেকে পদ্ম গুণ অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করতে পারো?

*উত্তরঃ - বাবার থেকে পদ্ম গুণের অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করার জন্য স্মরণের যাত্রায় থাকো। একমাত্র বাবা ব্যতীত অন্য সব কথা ভুলে যাও। অমুকে এমন করে... ইত্যাদি ইত্যাদি কথায় সময় নষ্ট করবে না। লক্ষ্য খুবই উচ্চ, তাই সদা সতোপ্রধান হওয়ার লক্ষ্য রাখবে। বাবার ভালোবাসায় মগ্ন থাকো, নিজের সূক্ষ্ম চেকিং করতে থাকো, তবেই সম্পূর্ণ অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করতে পারবে।

ওম্ শান্তি । এখন তোমরা বাচ্চারা যারা বসে আছো তারা এই কথাটি জানো যে অসীম জগতের পিতা পুনরায় সতোপ্রধান বানাচ্ছেন, মূল যুক্তিটি বলে দিচ্ছেন যে নিজেদেরকে আত্মা ভাই-ভাই নিশ্চয় করো। এই মুখ্য শিক্ষা প্রদান করছেন যে তোমাদের নিজেদের মধ্যে গভীর আত্মিক (রূহানী) প্রেম থাকা উচিত। প্রথমে তোমাদের ছিল, এখন নেই। মূলবতনে অর্থাৎ পরমধামে প্রেমের কোনও ব্যাপার নেই। তাই অসীম জগতের পিতা এসে শিক্ষা প্রদান করছেন - বাচ্চারা, আজ-কাল করতে করতে সময় তো পেরিয়ে যাচ্ছে। দিন, মাস, বছর পার হয়ে যাচ্ছে। বাবা বলছেন তোমরা এইরূপ লক্ষ্মী-নারায়ণ ছিলে, কে তোমাদের এমন স্বরূপ প্রদান করেছেন? বাবা করেছেন। এই কথাও বাবা-ই বলে দেন যে তোমরা কিভাবে নীচে নেমেছো? উপর থেকে নীচে নামতে-নামতে সময় পেরিয়ে যাচ্ছে। ঐ দিন গেল, মাস গেল, বছর গেল, সময় গেল। তোমরা জানো যে প্রথম প্রথম আমরা সতোপ্রধান ছিলাম। আমাদের পরস্পরের সঙ্গে অনেক ভালোবাসা ছিল। বাবা তোমাদের অর্থাৎ সব ভাইদের শিক্ষা দিয়েছেন, তোমরা হলে ভাই-ভাই, তোমাদের পরস্পরের সঙ্গে গভীর ভালোবাসা থাকা উচিত। আমি তোমাদের পিতা। আমি কতখানি ভালোবেসে তোমাদের প্রতিপালন করি। তোমাদের তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান করি। তোমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য হল-ই সতোপ্রধান হওয়া। তোমরা বুঝতে পেরেছ যতখানি সতোপ্রধান অবস্থা হবে, ততই খুশীর অনুভূতি হবে। আমরা সতোপ্রধান ছিলাম। আমরা ভাই-ভাই পরস্পরের সঙ্গে খুব স্নেহ ভালোবাসা সহকারে বাস করতাম। এখন বাবার দ্বারা আমরা জেনেছি, আমরা দেবতারা নিজেদের মধ্যে খুব প্রেমপূর্ণ ব্যবহার করতাম। এই দেবতাদের এবং স্বর্গের মহিমা অনেক। তোমরাও স্বর্গের নিবাসী ছিলে। তারপর আজ কাল করতে করতে নীচে নেমে এসেছ। এক তারিখ থেকে আজ পর্যন্ত ৫ হাজার বছর থেকে আর কিছু বছর বাকি আছে। শুরু থেকে তোমরা কিভাবে পাট প্লে করেছ, সেসব বুদ্ধিতে আছে। এখন দেহ-অভিমান হওয়ার দরুন একে অপরের প্রতি সেই ভালোবাসা নেই। একে অপরের খামতি দেখতে থাকো। অমুক এমন যখন দেহী-অভিমানী ছিলে তখন এমন করে কারো ভুল-ত্রুটি দেখতে না। পরস্পরের সঙ্গে ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল। এখন আবার সেই অবস্থা ধারণ করতে হবে। এখানে তো একে অপরকে সেই দৃষ্টি দিয়ে দেখে বলেই ঝগড়া ঝাঁটি হয়। তাহলে এইসব বন্ধ হবে কিভাবে? এই কথাও বাবা বোঝান যে বাচ্চারা, তোমরাই সতোপ্রধান পূজনীয় দেবী-দেবতা ছিলে। পরে ধীরে ধীরে নীচে নেমে তোমরা তমোপ্রধান হয়েছ। তোমরা খুব মিষ্টি ছিলে। এখন আবার সেইরূপ মিষ্টি হও। তোমরা সুখদায়ী ছিলে, এখন দুঃখদায়ী হয়েছ। রাবণের রাজ্যে একে অপরকে দুঃখ দিতে কাম কাটারী চালাও। যখন সতোপ্রধান ছিলে তখন কাম কাটারী চালাতে না। এই ৫ বিকার হল তোমাদের বড় শত্রু। এটা হলই বিকারী দুনিয়া। এই কথাও তোমরা জানো - রাম রাজ্য কাকে বলা হয় এবং রাবণ রাজ্য কাকে বলা হয়। আজ কাল করতে করতে সত্যযুগ, ত্রেতা, দ্বাপর পূর্ণ হল। এখন কলিযুগও সমাপ্ত হবে। তোমরাই সতোপ্রধান থেকে তমোপ্রধান হয়েছ। তোমাদের আত্মিক খুশীর অনুভূতি নেই। তোমাদের আয়ুও ছোট হয়ে গেছে। এখন আমি এসেছি, নিশ্চয়ই তোমাদের সতোপ্রধান করব। তোমরাই আহ্বান করেছ পতিত পাবন এসো। বাবা বোঝাচ্ছেন, ৫ হাজার বছর পরে যখন সঙ্গমযুগ আসে তখন আমি আসি। এখন তোমরা নিজেদের আত্মা ভেবে বাবাকে স্মরণ করো। যত স্মরণ করবে ততই ভুল-ত্রুটি দূর হবে। তোমরা যখন সতোপ্রধান ছিলে তো তোমাদের কোনও ভুল ছিল না। তোমরা নিজেদের দেবী দেবতা বলে সম্বোধন করত। এখন সেসব ভুল ত্রুটি দূর হবে কিভাবে? আত্মারই অশান্তি অনুভব হয়। এখন নিজেদের পরীক্ষা করো যে আমরা অশান্ত কেন হয়েছি? যখন আমরা ভাই-ভাই ছিলাম তখন তো আমাদের অনেক ভালোবাসা ছিল। এখন সেই পিতা পুনরায় এসেছেন। বলছেন নিজেকে আত্মা ভাই-ভাই নিশ্চয় করো। একে অপরের প্রতি প্রেম রাখো। দেহ-অভিমাণে এসে তোমরা একে অপরের ভুল দেখতে থাকো। বাবা বলেন তোমরা নিজের পুরুষার্থ করো উঁচু পদের অধিকারী হওয়ার জন্যে। তোমরা জানো আমাদের বাবা এমন অবিনাশী

উত্তরাধিকার দিয়েছিলেন যা আমাদের ভরপুর করেছে। এখন বাবা পুনরায় এসেছেন তো তাঁর শ্রীমৎ অনুসারে চলে আমরা আবার সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করি। আমরা-ই দেবতা ছিলাম আবার ৮৪ জন্ম নিয়েছি।

তোমরা মিষ্টি বাচ্চারা কতখানি অটল ছিলে। মতের কোনও অমিল ছিল না। কারো নিন্দে ইত্যাদি করতে না। এখন অনেক ছোট ছোট খামতি আছে, সেসব দূর করতে হবে। আমরা সবাই হলাম ভাই-ভাই। এক বাবাকেই স্মরণ করতে হবে। শুধু এই চিন্তাই যেন থাকে যে আমরা যেন সতোপ্রধান হই। অমুক এমন, সে এইরকম করেছে ইত্যাদি সব কথা ভুলে যেতে হবে। বাবা বলেন এইসব ছাড়ো, নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো। এখন সতোপ্রধান হওয়ার পুরুষার্থ করো। দেহ-অভিমাণে এলেই অবগুণ দেখা যায়। নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বাবাকে স্মরণ করো। ভাই-ভাই দেখলে গুণ-ই দেখতে পাবে। সবাইকে গুণবান করার চেষ্টা করো। কেউ উল্টো কাজ যা করে করুক। ধরে নেওয়া হয় এরা রজো ও তমোপ্রধান, তাই এদের চলন এরকমই হবে। বাবার সবচেয়ে বেশি গুণ আছে। তাই বাবার থেকেই গুণ গ্রহণ করো, অন্য সব কথা ত্যাগ করো। অবগুণ ত্যাগ করে গুণ ধারণ করো। বাবা কতখানি গুণবান করেন। বাবা বলেন বাচ্চারা, তোমাদের আমার মতন গুণবান হতে হবে। বাবা হলেন সুখদায়ী। আমাদেরও সুখদায়ী হতে হবে। শুধু এই চিন্তা থাকবে যে আমাদের সতোপ্রধান হতে হবে। অন্য কারো কথা না শুনবে, আর না গ্লানি করবে। সবার মধ্যে কিছু কিছু খামতি আছে। খামতি এমন আছে যে কেউ বুঝতে পারবে না। অন্যরা বোঝে যে খামতি আছে। তারা নিজেদের খুব ভালো ভাবে। কিন্তু কোথাও কোথাও মুখ দিয়ে উল্টো কথা বেরিয়ে যায়। সতোপ্রধান অবস্থায় এইসব কিছু থাকে না। এখানে খামতি আছে, কিন্তু বুঝতে না পারার জন্যে নিজেই নিজের প্রশংসা করে। বাবা বলেন একমাত্র আমিই হলাম মিঞা মিঠু, যিনি তোমাদের সবাইকে মিঠু বা মিষ্টি বানাতে আসেন। সব অবগুণ ইত্যাদি ত্যাগ করো। নিজের নাড়িও দেখো, আমরা মিষ্টি আত্মিক বাবাকে কতখানি ভালোবেসে স্মরণ করি। নিজেকে কতখানি বুঝতে পারি এবং অন্যকে বোঝাতে পারি। দেহ-অভিমাণে এসে গেলে কোনও লাভ নেই। এই মুখ্য কথাটি বোঝাতে হবে যে এই দুনিয়া হল তমোপ্রধান। যখন সতোপ্রধান ছিল তখন দেবতাদের রাজত্ব ছিল। এখন ৮৪ জন্ম ভোগ করে তমোপ্রধান হয়েছি, এখন আবার সতোপ্রধান হতে হবে। ভারতবাসীরা-ই তমোপ্রধান হয়েছে এবং সতোপ্রধানও তারা-ই হবে। আর কাউকে সতোপ্রধান বলা যাবে না। সত্যযুগে কোনও ধর্ম থাকে না। বাবা বলেন তোমরা অনেক বার তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হয়েছে, এখন আবার হও। শ্রীমৎ অনুযায়ী আমাকে স্মরণ করো। কেবল এই চিন্তাই থাকা চাই। মাথায় অনেক পাপের বোঝা, বাবা এখন তোমাদের সজাগ করেছেন। মানুষ দেবতাদের সামনে গিয়ে বলে - আমরা বিকারী, কারণ দেবতাদের চরিত্রে পবিত্রতার আকর্ষণ আছে তাই তাঁদের সামনে গিয়ে বলে আর ঘরে ফিরে এসে ভুলে যায়। দেবতাদের সামনে নিজের প্রতি ঘৃণা ভাব জাগে। ঘরে ফিরে কোনও ঘৃণা থাকে না। এমন কোনও ভাবনা হয় না যে দেবতাদের এমন তৈরি করেন কে? এখন বাবা বলেন - দেবতা হতে হলে এই ঈশ্বরীয় পঠনপাঠন অবশ্যই করো। শ্রীমৎ অনুযায়ী চলতে হবে। সর্বপ্রথমে বাবা বলেন নিজেকে সতোপ্রধান করতে হবে তাই মামেকম স্মরণ করো আর কোনো রূপ পরনিন্দা পরচর্চা করবে না। নিজের চিন্তা করো যে আমাকে এমন হতে হবে। বাবা বলেন তোমরাই আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মের ছিলে, তারপরে সব কোথায় গেল! তাদেরই ৮৪ জন্মের কাহিনী লেখা আছে। এবারে আমাদের এমন হতে হবে। দৈবীগুণ ধারণ করতে হবে। একে অপরকে ভাই-ভাই নিশ্চয় করে, বাবাকে স্মরণ করতে হবে। বাবার কাছে অবিনাশী উত্তরাধিকার নিতে হবে। বুদ্ধিতে থাকা উচিত নিন্দা স্তুতি তো করেই আসছি। বাস্তবে স্তুতি করা তো নয়, এই হল নিন্দে করা। যাঁর একদিকে স্তুতি করে, তাঁরই অন্য দিকে নিন্দেও করে। কারণ তারা জানেই না, এক দিকে বাবার মহিমা করে, অন্য দিকে সর্বব্যাপী বলে দেয়। পাথরে কাঁকড়ে পরমাত্মার অবস্থান বলে দেওয়াতেই মানুষ বিমুখ হয়েছে। বিনাশ কালে বিপরীত বিমুখ বুদ্ধিদের বিনাশ হয়, বিনাশ কালে প্রীত বুদ্ধিদের বিজয় হয়।

যতখানি সম্ভব চেষ্টা করা উচিত বাবাকে স্মরণ করার। আগেও স্মরণ করা হত কিন্তু সেটা ছিল ব্যাভিচারী স্মরণ। অনেককে স্মরণ করা হতো। এখন বাবা বলেন অব্যভিচারী স্মরণে থাকো। শুধু মামেকম স্মরণ করো। ভক্তিমার্গে তাঁদের অনেক চিত্র আছে, যাঁদেরকে তোমরা স্মরণ করেছে। এখন আবার সতোপ্রধান হতে হবে। সেখানে ভক্তিমার্গ নেই যে স্মরণ করতে হবে। বাবা বলেন এই চিন্তা করো যে আমরা সতোপ্রধান কিভাবে হবো? জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছে যে এই সৃষ্টি চক্র কিভাবে পরিক্রমা করে, সেটা তো সহজ। আত্মা, কেউ বলে যদিও বা বোঝাতে না পারে, তবু বুদ্ধিতে নিশ্চয়ই থাকে যে আমরা সতোপ্রধান থেকে তমোপ্রধান কিভাবে হই, এখন আবার সতোপ্রধান নিশ্চয়ই হতে হবে। যদি কেউ বলতে না পারে তাহলে বলা হবে তার ভাগ্য। ভবিতব্য। বাবা খুব সহজ উপায় বলে দেন - ব্যাজ নিয়ে বোঝানো সহজ, ইনি হলেন অসীম জগতের পিতা। ঐনার কাছ থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। বাবা নিশ্চয়ই স্বর্গের স্থাপনা করেন। তাও অবশ্যই এখানে করবেন। শিব জয়ন্তী অর্থাৎ স্বর্গের জয়ন্তী। স্বর্গে আছেন দেবী-দেবতা, সেই রূপে পরিণত কিভাবে হবে? সেই

পরিবর্তন এই পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগের পড়াশোনা দ্বারা সম্ভব হবে। বাচ্চারা, তোমাদের এখন বুঝেছ, এইসব অন্যদেরও বোঝাতে হবে। তোমাদের হল সহজ জ্ঞান এবং সহজ যোগ, সহজ উত্তরাধিকার। কিন্তু এখানে কেউ পাই-পয়সার সম্পত্তি প্রাপ্ত করে, তো কেউ প্রাপ্ত করে পদ্মগুণ উত্তরাধিকার। সমস্ত কিছু পড়াশোনার উপরে নির্ভর করে। স্মরণের যাত্রা দ্বারা অন্য সব কথা ভুলে যাও। অমুকে এমন ইত্যাদিতে সময় নষ্ট কোরো না। লক্ষ্য অনেক উচ্চ। সত্যোপধান হওয়াতে মায়া বিঘ্ন সৃষ্টি করে। পড়াশোনায় বিঘ্ন সৃষ্টি হয় না। বাবা বলেন নিজেকে দেখো যে আমাদের মধ্যে ভালোবাসা কত মাত্রায় আছে? এমন ভালোবাসা যার দ্বারা বাবার সঙ্গে যুক্ত থাকবে। যিনি শেখাচ্ছেন তিনি হলেন বাবা। ব্রহ্মাবাবার আত্মা শেখান না, ইনিও শেখেন। বাবা আপনি আমাদের কতখানি বুদ্ধিমান করেন। উঁচু থেকে উঁচু তো হলেন আপনি তারপরে মনুষ্য সৃষ্টিতে আপনি আমাদের কত উঁচু মানের স্বরূপ প্রদান করেন। অন্তরে এইরূপ বাবার মহিমা করা উচিত। বাবা তুমি কতো চমৎকারিষ্য করে থাকো। বাবা বলেন - বাচ্চারা, তোমরা পুনরায় নিজের রাজ্য নাও, মামেকম স্মরণ করো, খুশী সহকারে। নিজেকে জিজ্ঞাসা করতে হবে - আমরা বাবাকে কত স্মরণ করি? বলা হয় খুশীর মতন খোরাক নেই। অর্থাৎ বাবাকে পাওয়ার খুশী। কিন্তু এত খুশী বাচ্চাদের মনে থাকে না। যদিও বিবেক বলে অনেক খুশীতে থাকা উচিত। এই পড়াশোনা দ্বারা আমরা এইরূপ রাজা হব। অসীম জগতের পিতার সন্তান আমরা। সুপ্রিম বাবা আমাদের পড়ান। বাবা হলেন করুণাময়, কিভাবে বসে বাচ্চাদের অর্থাৎ তোমাদের নতুন নতুন কথা শোনান! এখন তোমাদের বুদ্ধিতে অনেক নতুন কথা আছে যা অন্য কারো বুদ্ধিতে নেই। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১). দেহী অভিমাত্রী অবস্থা ধারণ করে সুখদায়ী হতে হবে। কারো কোনো ভুল ধরবে না। নিজেদের মধ্যে খুব ভালোবাসার সাথে থাকতে হবে, মতভেদে যাবে না।

২) অন্য সব কথা ছেড়ে একমাত্র বাবার থেকে গুণ গ্রহণ করতে হবে। সত্যোপধান হওয়ার চিন্তা করতে হবে। না কারো কথা শুনবে, না কারো গ্লানি করবে। নিজেকে কখনও অতি চালাক মনে করবে না।

বরদানঃ:- সময় অনুসারে নিজেকে চেক করে চেঞ্জ করা সদা বিজয়ী শ্রেষ্ঠ আত্মা ভব যারা সত্যিকারের রাজযোগী তারা কখনও কোনও পরিস্থিতিতে বিচলিত হয় না। তো নিজেকে সময় অনুসারে এই রীতিতে চেক করো আর চেক করার পর চেঞ্জ করে নাও। কেবল চেক করলে তো হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যাবে। চিন্তা করবে যে আমার মধ্যে এও দুর্বলতা আছে, জানিনা ঠিক হবে কি না। এইজন্য চেক করো আর চেঞ্জ করো কেননা সময় অনুসারে কর্তব্য পালনকারীর সদা বিজয় হয় এইজন্য সদা বিজয়ী শ্রেষ্ঠ আত্মা হয়ে তীর পুরুষার্থ দ্বারা নম্বর ওয়ানে এসো।

স্নোগানঃ:- মন-বুদ্ধিকে কন্ট্রোল করার অভ্যাস থাকলে তবে সেকেন্ডে বিদেহী হতে পারবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent

2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - সত্য কথা শোনান একমাত্র বাবা, তাই বাবার কথাই শোনো, মানুষের নয়, একমাত্র বাবার কথা যে শোনে সে-ই হয় জ্ঞানী"

*প্রশ্নঃ - যে আত্মারা তোমাদের দেবী-দেবতা বংশের হবে, তাদের মুখ্য নিদর্শন কি হবে?

*উত্তরঃ - তাদের এই জ্ঞান খুব ভালো ও মিষ্টি লাগবে। তারা মনুষ্য মত ত্যাগ করে ঈশ্বরীয় মতানুসারে চলা শুরু করবে। বুদ্ধিতে আসবে যে শ্রীমৎ অনুযায়ী-ই আমরা শ্রেষ্ঠ হব। এখন এই পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগ চলছে, আমাদের-ই উত্তম পুরুষ হতে হবে।

ওম্ শান্তি । মিষ্টি মিষ্টি আত্মা রূপী বাচ্চারা এখন আত্ম-অভিমানী হও। দেহের অভিমান ত্যাগ করে নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো। এই কথাও জানো পরমাত্মা হলেন একজনই। ব্রহ্মাকে পরমাত্মা বলা হয় না। ব্রহ্মার ৮৪ জন্মের কাহিনী তোমরা জানো। এই হল ওনার শেষ জন্ম। এনার মধ্যেই আমাকে আসতে হয়, যিনি পুরোপুরি ৮৪ জন্ম নিয়েছেন, এনাকেই জ্ঞান প্রদান করি। তোমরা ৮৪ জন্মকে জানো না, আমি-ই তোমাদের বলি। সর্ব প্রথমে তোমরা এমন দেবী-দেবতা ছিলে। এখন সেই স্বরূপে পরিণত হওয়ার জন্যে পুরুষার্থ করতে হবে। পুনর্জন্ম তো প্রথম জন্ম থেকেই শুরু হয়। এখন বাবা বলেন - আমি যে তোমাদেরকে বলি, সেসব হলো রাইট। বাকি যা কিছু তোমরা শুনেছো, সেসব হলো রং (ভুল)। আমাকে বলা হয় টুথ বা সত্য বলেন যিনি। আমি সত্য ধর্মের স্থাপনা করতে আসি। বলা হয় সত্য যেখানে, আত্মা নাচবে সেখানে অর্থাৎ খুশীতে ডান্স করো। এ হলো জ্ঞানের ডান্স। তারা কৃষ্ণকে দেখায় - মুরলী বাজিয়ে রাস করেছে। উনি হলেন সত্য থণ্ডের মালিক। কিন্তু কৃষ্ণকে এমন কে তৈরি করেছেন? সত্যথণ্ডের স্থাপনা কে করেন? ওটা হলো সত্যখন্ড, এটা হলো মিথ্যা খন্ড। ভারত সত্য খন্ড ছিল, যখন এই লক্ষী-নারায়ণের রাজত্ব ছিল, সেই সময় অন্য কোনও খন্ড ছিল না। মানুষ এই কথা জানে না যে স্বর্গ কোথায়? কেউ মারা গেলে বলে অমুক স্বর্গে গেছে। বাবা বোঝান তোমরা উল্টো ভাবে ঝুলে আছো। মায়ার অধীন হয়েছো। এখন বাবা এসে তোমাদের সোজা করছেন। তোমরা জানো ভক্তদের ভক্তির ফল প্রদান করেন ভগবান। এই সময় সবাই ভক্তিমাগে আছে। যা কিছু শাস্ত্র ইত্যাদি আছে, সেসব হল ভক্তিমাগের। এই গীত গান ইত্যাদি সবই হলো ভক্তি মাগের। জ্ঞান মাগে ভজন ইত্যাদি হয় না। তোমরা জানো আমাদের শব্দের উর্ধ্বে যেতে হবে, অর্থাৎ ফিরে যেতে হবে। বাবা বলেন - মিষ্টি বাচ্চারা, মুখে 'হে ভগবান' কখনও বলবে না। এইরকম বলাও হলো ভক্তিমাগ। কলিযুগের শেষ সময় পর্যন্ত ভক্তিমাগ থাকে। এখন এটা হলো পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগ, যখন বাবা এসে জ্ঞানের দ্বারা উত্তম পুরুষে পরিণত করেন। তোমরা একটি ঈশ্বরীয় মতানুযায়ী চলো। ঈশ্বর যা বলেন, সবই রাইট। বাবা মনুষ্য দেহে এসে বলেন - তোমরা অনেক বুদ্ধিমান ছিলে, বোধযুক্ত ছিলে, এখন কতখানি অবুঝ হয়েছো। তোমরা গোল্ডেন এজে অর্থাৎ স্বর্ণ যুগে ছিলে, এখন আয়রন এজে অর্থাৎ লৌহ যুগে এসেছো। যারা এখানকার (সঙ্গমযুগের) তাদের এই জ্ঞান খুব ভালো লাগবে। এখানকার আত্মাদের মিষ্টি লাগবে। এই বাবা (ব্রহ্মাবাবা) নিজেও গীতা পাঠ করতেন। বাবাকে (শিববাবাকে) পেয়ে সব-কিছু ছেড়ে দিলেন। উনি অনেক গুরুর কাছে দীক্ষিত ছিলেন। বাবা বললেন - সবাই হল ভক্তিমাগের গুরু। জ্ঞান মাগের গুরু একমাত্র আমি। যখন আমার কাছে জ্ঞান শুনবে তখন তাদের জ্ঞানী বলা যেতে পারে। বাকি সবাই হলো ভক্ত। এই শ্রীমৎ হলো শ্রেষ্ঠ, বাকি সব মত হলো মনুষ্য মতামত, এই হল ঈশ্বরীয় মত। ওসব হলো রাবণের মত, এ হলো ভগবানের মত। ভগবানুবাচ - তোমরা হলে অনেক মহান ভাগ্যশালী, তাই তোমাদের বর্তমান সময় হলো হীরে তুল্য জন্ম। আংটি-তেও হীরে মধ্যখানে লাগানো হয়। মালার উপরে ফুল থাকে, তারপর মেরু। নামও হলো আদম-বিবি। তোমরা বলবে মাঙ্গা-বাবা। আদি দেব এবং আদি দেবী, এনারা হলেন সঙ্গমের। সঙ্গম যুগ-ই হলো সবচেয়ে উত্তম, যখন এই রাজ্যের (স্বর্গের) স্থাপনা হচ্ছে। বাচ্চারা, তোমাদের এইসময়েই ১৬ কলা সম্পূর্ণ হতে হবে। পুরানো দুনিয়াকে নতুন করতে বাবা আসেন। এই দুনিয়ার ডিউরেশন (সময় অবধি) কত - এই কথাও তোমরা অর্থাৎ বাচ্চারা ছাড়া কারো জানা নেই। লক্ষ বছর বলে দেয় তারা। এইসবই হলো মিথ্যে কথা। মিথ্যা মায়, মিথ্যা কায়া... বলা হয়। সত্য হলো নতুন দুনিয়া। এটা হলো মিথ্যা খন্ড। এই মিথ্যা খন্ডকে সত্যথণ্ডে পরিণত করা বাবার কাজ। বাবা বলেন ভক্তিমাগে যা কিছু পড়েছো, সেসব ভুলে যাও। এ হলো তোমাদের অসীম জগতের বৈরাগ্য। তারা তো কেবল ঘর সংসার ত্যাগ করে জঙ্গলে বাস করে। এও ড্রামাতে নির্ধারিত আছে। কেন-র কোনও প্রশ্ন ওঠেনা। এটা তো হলো তৈরি করা খেলা। বাচ্চারা তোমাদের বাবা বোঝান, এমন সব হয়। অন্য ধর্মের মানুষ স্বর্গে আসতে পারেনা। বৌদ্ধ ডিনায়েস্টি, খ্রীস্টান ডিনায়েস্টি - তারা কেউই স্বর্গে আসে না। তারা পরে আসে। সর্ব প্রথমে হলো ডিটি ডিনায়েস্টি (দেবতা

ডিনায়েস্টি), তারপরে ইব্রাহিম, বুদ্ধ, খ্রাইস্ট এসে নিজেদের ধর্ম স্থাপন করে। বাবা পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগে এসে এই দেবতা ডিনায়েস্টি স্থাপন করেন।

আত্মা প্রথমে এসে গর্ভে প্রবেশ করে। ছোট শিশু থেকে বড় হয়। শিববাবা তো ছোট-বড় হন না। না তিনি গর্ভ দ্বারা জন্ম নেন। বুদ্ধের আত্মা প্রবেশ করে, বৌদ্ধ ধর্ম প্রথমে তো হয় না। নিশ্চয়ই এখানকার কোনও মানুষের ভিতরে প্রবেশ করেন। তারপরে গর্ভে তো অবশ্যই আসবেন। বৌদ্ধ ধর্ম একজন স্থাপন করেন তারপরে তার পিছনে অন্যরা আসে। এইভাবে বৃদ্ধি হয়েছে। যখন লাখ খানেক হয়ে যায়, তখন রাজত্ব চলে। বৌদ্ধদেরও রাজ্য ছিল, বাবা বোঝান তারা সব পরে আসে। তাদের গুরু বলা হবে না। গুরু হন একজনই। তিনি নিজের ধর্ম স্থাপনা করে নীচে নেমে আসেন। বাবা সবাইকে উপরে পাঠিয়ে দেন তারপর মুক্তি ধাম থেকে এক-এক করে নীচে আসে। তোমরাও জীবনমুক্তি থেকে নীচে নেমেছ। তারা যদিও মুক্তি থেকে নীচে নামে। তাদের মহিমা কিসের। জ্ঞান তো সেই সময় লুপ্ত হয়ে যায়। বাবা জ্ঞান প্রদান করেন গতি-সদগতির জন্যে। তিনি গর্ভে আসেন না, এনার মধ্যে বসে আছেন, এনার দ্বিতীয় কোনও নাম নেই। অন্যদের শরীর অনুযায়ী নাম থাকে। ইনি হলেন পরম আত্মা। ইনি জ্ঞানের সাগর। এই জ্ঞান সর্ব প্রথমে আদি সনাতন দেবীদেবতা ধর্মের আত্মাদের প্রাপ্ত হয় কারণ তাদেরই ভক্তির ফল প্রাপ্তি হওয়ার আছে। ভক্তি তোমরাই শুরু কর। তোমাদেরই ফল প্রদান করি। বাকি অন্যরা সবাই হলো বাইপ্লট। তারা ৮৪ জন্মও নেয় না। বাবা বোঝান - বাচ্চারা, তোমরা এখন দেহী-অভিমानी হও। সেখানেও বোধ থাকে - এক শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর ধারণ হবে, দুঃখের কথা নেই। বিকারের কথা নেই। বিকার থাকে রাবণ রাজ্যে। ওটা হল নির্বিকারী দুনিয়া। তোমরা বোঝাবে তবুও বুঝবে না। কল্প পূর্বে যারা বুঝেছে তারাই বুঝবে, তারাই পদ প্রাপ্ত করবে, যারা বুঝবেনা পদ প্রাপ্তিও হবে না। সত্যযুগে সবাই পবিত্র, সুখ, শান্তিতে থাকে। সব মনস্কামনা ২১ জন্মের জন্যে পূর্ণ হয়। সত্যযুগে কোনও কামনা থাকে না। আনাজ ইত্যাদি সব কিছু অসীম মাত্রায় থাকে। এই বস্ত্রে প্রথমে ছিল না। দেবতার নোনা জমিতে বাস করেন না। যেখানে মিষ্টি নদী ছিল, সেখানে দেবতাদের বাস ছিল। মানুষ কম ছিল, এক-একজনের কাছে অনেক জমি থাকত। দেখানো হয় - সুদামা এক মুঠো চাল দিয়ে, মহল প্রাপ্ত করে। মানুষ দান পুণ্য করে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে। এবারে তিনি কি ভিক্ষুক নাকি? ঈশ্বর তো হলেন দাতা। তারা ভাবে পরের জন্মে ঈশ্বর অনেক কিছু দেবেন। তোমরা তো এক মুঠো দাও, নতুন দুনিয়ায় অনেক কিছু নাও। তোমরা খরচ করে সেন্টার তৈরি করো, যাতে সবাই শিক্ষা লাভ করে। নিজের ধন খরচ কর তারপরে রাজত্ব তোমরাই নাও। বাবা বলেন আমিই তোমাদের নিজের পরিচয় বলি। আমার পরিচয় কেউ জানে না। নাই আমি কোনো দেহে আসি। আমি তো আসি মাত্র একবার। যখন পতিত দুনিয়াকে পরিবর্তন করতে হয়। আমি হলাম পতিত-পাবন। আমার পার্ট হলো সঙ্গমযুগে, তাও অ্যাক্যুরেট (সঠিক/নির্ধারিত) সময়ে আসি। তোমরা কি আর জানতে পারো শিববাবা কখন এনার মধ্যে প্রবেশ করেন। তারা কৃষ্ণের তিথি, তারিখ, মিনিট, ইত্যাদি লেখে। শিববাবার কোনও মিনিট ইত্যাদি কেউ বের করতে পারে না। ব্রহ্মাও এই কথা জানতেন না। শিববাবা যখন জ্ঞান প্রদান করলেন তখন জানতে পারলেন। আকর্ষণ অনুভব হতে থাকল। ব্রহ্মার মধ্যেও মরচে ছিল। যখন পরম পিতা পরমাত্মা প্রবেশ করেন তখন তোমরা আকৃষ্ট হয়ে ছুটে ছুটে আসো। তোমাদের কোনও চিন্তা থাকে না। বাবা বলেন আমি হলাম সম্পূর্ণ পবিত্র। আত্মারা তোমাদের উপরে অনেক মরিচা আছে, এখন সেসব কিভাবে দূর হবে? ড্রামাতে সব আত্মাদের নিজের নিজের পার্ট আছে। এ'সব হলো গুহ্য কথা। আত্মা হলো অতি সূক্ষ্ম। দিব্য দৃষ্টি ছাড়া আত্মাকে কেউ দেখতে পারা যায় না। বাবা এসে তোমাদের জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র প্রদান করেন। তোমরা জানো আমাদের অর্থাৎ আত্মাদের-ই বাবা পড়ান। ভক্তিমার্গে তো জ্ঞান হল আটায় যেটুকু লবণ। যেমন ভগবানুবাচ শব্দটি রাইট, কিন্তু কৃষ্ণ বলে দিলে আবার ভুল হয়ে যায়। মন্মনাভব শব্দ হলো সঠিক কিন্তু অর্থ বোঝে না। মামেকম্ শব্দটি রাইট। এ হলো গীতার যুগ। ভগবান এই সময় এই রথে আসেন, তারা দেখিয়েছে ঘোড়ার গাড়ি। তাতে কৃষ্ণ বসে আছেন। এবারে কোথায় ভগবানের এই (ব্রহ্মা দেহ রূপী) রথ, কোথায় ঘোড়া গাড়ি! কিছুই বোঝে না। এ হলো অসীম জগতের বাবার বাড়ি। বাবা সব আত্মা রূপী বাচ্চাদের ২১ জন্মের জন্যে হেল্থ, ওয়েল্থ, হ্যাপিনেস প্রদান করেন। এও হলো অনাদি অবিনাশী তৈরি করা ড্রামা। কখন শুরু হয়েছে, বলা যাবে না। চক্র ঘুরতে থাকে। এই সঙ্গমের কথা তো কারো জানা নেই। বাবা বলেন এই ড্রামা হলো ৫ হাজার বছরের। অর্ধেক হলো সূর্য বংশী - চন্দ্র বংশী, অর্ধেক অর্থাৎ ২৫০০ বছরে বাকি অন্য সব ধর্ম। তোমরা জানো সত্যযুগ হলো ভাইসলেস দুনিয়া অর্থাৎ পাপমুক্ত দুনিয়া। তোমরা এখন যোগবলের দ্বারা বিশ্বের রাজত্ব প্রাপ্ত করো। খ্রীস্টানরা নিজেরাই বোঝে - আমাদের কেউ প্রেরণা দিচ্ছে, ফলে আমরা বিনাশের জন্যে এইসব তৈরি করি। তারা বলে আমরা এমন বোমা তৈরি করি যে এক দুনিয়া নয় ১০- টি দুনিয়া শেষ হয়ে যাবে। বাবা বলেন আমি স্বর্গ স্থাপন করতে আসি। বাকি বিনাশ তো এরা করবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর

আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) অসীম জগতের বৈরাগী হয়ে যা কিছু এখনও পর্যন্ত ভক্তিমার্গে পড়েছো বা শুনেছো, সেসব ভুলতে হবে। একমাত্র বাবার কথা শুনে, তাঁর শ্রীমং অনুযায়ী নিজেকে শ্রেষ্ঠ করতে হবে।

২) যেমন বাবা হলেন সম্পূর্ণ পবিত্র, তাঁর উপরে কোনও মরচে নেই। তেমন পবিত্র হতে হবে। ড্রামার প্রত্যেকটি পার্টধারীর পার্ট হলো একেবারে অ্যাকুরেট, এই গুহ্য রহস্যটিকেও বুঝে এগিয়ে চলতে হবে।

বরদানঃ:- বাবা আর বরদাতা এই ডবল সম্বন্ধের দ্বারা ডবল প্রাপ্তি করা সদা শক্তিশালী আত্মা ভব সর্ব শক্তি হল বাবার উত্তরাধিকার আর বরদাতার বরদান। বাবা আর বরদাতা - এই ডবল সম্বন্ধের দ্বারা প্রত্যেক বাচ্চার এই শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি জন্ম থেকেই হয়ে থাকে। জন্ম থেকেই বাবা বালক তথা সর্ব শক্তির মালিক বানিয়ে দেন। সাথে-সাথে বরদাতার সম্পর্কে জন্ম হতেই মাস্টার সর্বশক্তিমান বানিয়ে - “সর্বশক্তি ভব”-র বরদান দিয়ে দেন। তো একের দ্বারা এই ডবল অধিকার প্রাপ্ত হওয়ার কারণে সদা শক্তিশালী হয়ে যাও।

স্লোগানঃ:- দেহ আর দেহের সাথে পুরানো স্বভাব, সংস্কার বা দুর্বলতার থেকে ডিট্যাচ হওয়াই হলো বিদেহী হওয়া।

আমাদের সকলের অতি স্নেহী, বাপদাদার হৃদয়ের উপর রাজস্ব করা, নিজের জীবন বা কর্তব্যের দ্বারা গুণদান করা, সদা বিদেহী স্থিতিতে থেকে, ট্রাস্টী যন্তু রক্ষক হওয়া এবং অন্যদেরকে বানানো দাদী জানকী-জীর আজ হলো পূণ্য স্মৃতি দিবস, তিনি ২৭-এ মার্চ ২০২০ তারিখে অব্যক্ত বতনবাসী হয়েছিলেন, তাঁর দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া অমূল্য শিক্ষাগুলি সদা আমাদের সকলের কানে গুঞ্জনিত হতে থাকে -

১) নিজেকে আশীর্বাদ করতে হলে সূক্ষ্ম অভিমানকে পরখ করে তাকে দ্রুত সমাপ্ত করে দাও।

২) নিজের স্থিতিতে এমন অচল-অনড় বানিয়ে নাও তো সময়, সংকল্প এতটুকুও যেন ব্যর্থ না যায়।

৩) জগতের দুঃখ যন্ত্রণা দূর করার জন্য ইনোসেন্ট আর মিষ্টি হও, মায়ের সমান পালনা দাও।

৪) বেশী ভাবলে, বেশী কথা বললে আর বেশী চিন্তা করলে শক্তি খরচ হয়, সাইলেন্সে থাকো, তাহলে শক্তি জমা হতে থাকবে।

৫) পরচিন্তন বা ঘৃণার দৃষ্টিকে সমাপ্ত করে স্ব চিন্তন আর প্রভু চিন্তন করো।

৬) সৌভাগ্যবান এবং ক্লিসফুল থাকতে হলে বাবার ব্লেসিং নিতে থাকো।

৭) কারোর করা ভুল চিত্তে যেন না থাকে, চিত্ত সাফ রাখো তো শান্তিতে থাকবে।

৮) তপস্বী হওয়ার জন্য ত্যাগী হও, এতটুকুও ইচ্ছা বা আসক্তি যেন না থাকে।

৯) নিজের স্থিতি উচ্চ বানাতে হলে স্মরণে থাকার গুপ্ত অভ্যাস করতে থাকো, সাধারণ বলার বা শোনার অভ্যাস যেন না থাকে।

১০) নিজের সতোগুণী দৃষ্টি বৃত্তির দ্বারা নিজেদের মধ্যে সতোগুণী ব্যবহারের দ্বারা নিজের সম্পূর্ণতাকে সমীপে নিয়ে এসো।

১১) অন্তর্মুখী হয়ে যাও তো অষ্টশক্তি সখী রূপে সাথী আর সহযোগী হয়ে যাবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - এ হলো কল্যাণকারী পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগ, এই সময় পুরানো দুনিয়া বদলে গিয়ে নতুন দুনিয়া হয়, এই যুগকে তোমরা ভুলে যেও না"

*প্রশ্নঃ - বাবা ছোট - বড় সকল বাচ্চাকেই নিজের তুল্য করার জন্য একটি মধুর শিক্ষা দেন, তা কি?

*উত্তরঃ - মিষ্টি বাচ্চারা - এখন কোনো ভুল করো না। এখানে তোমরা এসেছো নর থেকে নারায়ণ হতে, অতএব দৈবী গুণ ধারণ করো। কাউকেই দুঃখ দিও না। ভুল করে, তাই দুঃখও দেয়। বাবা কখনও বাচ্চাদের দুঃখ দেন না। তিনি তোমাদের ডাইরেকশন দেন - বাচ্চারা, একমাত্র আমাকেই স্মরণ করো। যোগী হও, তবেই বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে। তোমরা খুব মিষ্টি স্বভাবের হয়ে যাবে।

ওম শান্তি। যে বাচ্চারা নিজেকে আত্মা মনে করে পরমপিতা পরমাত্মার সঙ্গে যোগ লাগায়, তাদেরই প্রকৃত যোগী বলা হয়, কেননা বাবা হলেন ঠুথ (সত্য)। তাই তোমাদের বুদ্ধিযোগও সেই সত্যের সাথে। তিনি যা কিছুই শোনান সবই সত্য। যোগী আর ভোগী, এই দুই প্রকারের মানুষ আছে। ভোগীও অনেক প্রকারের হয়। যোগীও অনেক প্রকারের হয়। তোমাদের যোগ তো একই প্রকারের। ওদের সন্ধ্যাস আলাদা আর তোমাদের সন্ধ্যাস আলাদা। তোমরা হলে পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগের যোগী। আর কেউই এই যোগের বিষয়ে জানে না যে, তারা পবিত্র যোগী নাকি পতিত ভোগী। এও বাচ্চারা জানে না। বাবা তো সবাইকেই বাচ্চা বাচ্চা বলতে থাকেন, কেননা বাবা জানেন আমি হলাম অসীম জগতের আত্মাদের পিতা। আর তোমরা এই কথা বুঝতে পারো যে, আমরা আত্মারা সবাই নিজেদের মধ্যে হলাম ভাই - ভাই। তিনি আমাদের বাবা। তোমরা বাবার সাথে যোগযুক্ত হয়ে পবিত্র হও। ওরা হলো ভোগী আর তোমরা হলে যোগী। বাবা তাঁর নিজের পরিচয় তোমাদের দেন। এও তোমরা জানো যে, এ হলো পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগ। এ তোমরা ছাড়া আর কেউই জানে না। এর নাম হলো পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগ, তাই পুরুষোত্তম শব্দটিকে কখনোই ভুলে যেও না। এ হলো পুরুষোত্তম হওয়ার যুগ। পুরুষোত্তম বলা হয় উচ্চ আর পবিত্র মানুষকে। লক্ষ্মী - নারায়ণ ছিলেন এমন উচ্চ আর পবিত্র। তোমরা এখন সময় সম্বন্ধেও জেনেছো। পাঁচ হাজার বছর পরে এই দুনিয়া পুরানো হয়। তখন একে নতুন বানানোর জন্য বাবা আসেন। আমরা এখন হলাম সঙ্গমযুগী ব্রাহ্মণ কুলের। উঁচুর থেকেও উঁচু হলেন ব্রহ্মা, ব্রহ্মাকে কিন্তু শরীরধারী দেখানো হয়। শিববাবা তো হলেন অশরীরী। বাচ্চারা বুঝে গেছে যে, অশরীরী আর শরীরধারীর মিলন হয়। তোমরা তাঁকে বলা বাবা। এ তো ওয়ান্ডারফুল পার্ট, তাই না? এনার(ব্রহ্মার) মহিমাও আছে আবার মন্দিরও তৈরী হয়। কেউ কোনো ভাবে, কেউ আবার অন্য কোনো ভাবে রথের শৃঙ্গার করে। বাবা এও বলেছেন যে - এনার অনেক জন্মের অস্তিম জন্মেরও অস্তিম সময়ে আমি প্রবেশ করি। তিনি কত পরিষ্কার করে বোঝান। সর্ব প্রথমে "ভগবান উবাচঃ" বলতে হয়। তারপর আমি অনেক জন্মের অস্তিমে বাচ্চাদের সমস্ত রহস্য বোঝাই, আর কেউই তা বুঝতে পারে না। বাচ্চারা, তোমরাও কখনো কখনো ভুলে যাও। "পুরুষোত্তম" শব্দ লিখলে বুঝবে, এই পুরুষোত্তম যুগই হল কল্যাণকারী যুগ। যুগ যদি স্মরণে থাকে তাহলে বুঝবে যে, এখন আমরা নতুন দুনিয়ার জন্য পরিবর্তিত হচ্ছি। নতুন দুনিয়াতে দেবতারাই থাকেন। তোমরা যুগ সম্বন্ধেও জানতে পেরেছ। বাবা বোঝান যে, বাচ্চারা, তোমরা সঙ্গমযুগকে কখনোই ভুলে যেও না। এ কথা ভুললে সম্পূর্ণ জ্ঞানই ভুলে যায়। বাচ্চারা, তোমরা জানো যে, আমরা এখন পরিবর্তিত হচ্ছি। এখন পুরানো দুনিয়ারও পরিবর্তন হয়ে নতুন হবে। বাবা এসে দুনিয়ারও পরিবর্তন করেন আবার বাচ্চাদেরও পরিবর্তন করেন। তিনি বাচ্চা - বাচ্চা বলে তো সবাইকেই বলেন। সম্পূর্ণ দুনিয়ার সকল আত্মাই তাঁর সন্তান। এই ড্রামাতে সকলেরই পার্ট আছে। এই চক্রকেও যুক্তি সহকারে সকলের কাছে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। প্রত্যেকেই তাঁর নিজের - নিজের ধর্ম স্থাপন করেন। এই দেবী - দেবতা ধর্ম বাবা ছাড়া আর কেউই স্থাপন করতে পারে না। এই ধর্ম ব্রহ্মা স্থাপন করেননি। নতুন দুনিয়াতে হলো দেবী - দেবতা ধর্ম। পুরানো দুনিয়াতে সব মানুষই মানুষ। নতুন দুনিয়াতে সব দেবী - দেবতারাই থাকে। দেবতারাই হল পবিত্র। ওখানে রাবণ রাজ্য নেই। বাচ্চারা, বাবা তোমাদের রাবণের উপর জয়লাভ করান। রাবণের উপর জয়লাভ করলেই রামরাজ্য শুরু হয়ে যায়। নতুন দুনিয়াকে রামরাজ্য আর পুরানো দুনিয়াকে রাবণ রাজ্য বলা হয়। কিভাবে এই রামরাজ্য স্থাপন হয় - বাচ্চারা, এ তো তোমরা ছাড়া কেউই জানে না। রচয়িতা বাবা বসে বাচ্চারা তোমাদের রচনার রহস্য বোঝান। বাবা হলেন রচয়িতা, বীজরূপ। বীজকে বলা হয় বৃক্ষপতি। এখন সে তো হলো জড় পদার্থ, তাকে তো এভাবে বোঝা যাবে না। তোমরা জানো যে, বীজ থেকেই সম্পূর্ণ সৃষ্টি রূপী বৃক্ষ নির্গত হয়। সমগ্র বিশ্বের সৃষ্টি রূপী বৃক্ষ কত বড়। সেগুলো হল জড় আর এ হলো চৈতন্য। বাবা হলেন সৎ - চিৎ - আনন্দ স্বরূপ, মানুষ সৃষ্টির বীজরূপ, তাঁর থেকে কত বড় বৃক্ষ নির্গত হয়।

মডেল তো ছোটো বানানো হয়। মনুষ্য সৃষ্টির বৃক্ষ হল সবথেকে বড়। উঁচুর থেকে উঁচু বাবা হলেন পূর্ণ জ্ঞানী। ওই ঝাড়ের জ্ঞান তো অনেকেরই আছে কিন্তু এই জ্ঞান তো এক বাবাই দেন। বাবা এখন তোমাদের জাগতিক সীমিত বুদ্ধির পরিবর্তন করে অসীম বুদ্ধি দিয়েছেন। তোমরা এই অসীম জগতের বৃক্ষকে জেনে গেছো। এই বৃক্ষ কত বড় বিদেহী দুনিয়া পেয়েছে। বাবা বাচ্চাদের অসীম জগতে নিয়ে যান। এখন সম্পূর্ণ দুনিয়াই পতিত। সম্পূর্ণ সৃষ্টিই হিংসক। একে অপরকে হিংসা করে। বাচ্চারা, এখন তোমরা জ্ঞান পেয়েছ। সত্যযুগের এক দেবতা ধর্মই অহিংসক হয়। সত্যযুগে সবাই পবিত্র, সুখ, শান্তিতে থাকে। তোমাদের সমস্ত কামনাই ২১ জন্মের জন্য পূর্ণ হয়ে যায়। সত্যযুগে কোনো কামনা থাকে না। আনাজ ইত্যাদি সবকিছুই অগাধ পরিমাণে পাওয়া যায়। আগে এই বস্বে ছিল না। দেবতারা সাগরের তীরের জমিতে থাকতেন না। যেখানে মিষ্টি জলের নদী থাকত সেখানে দেবতারা থাকতেন। সেখানে অল্প মানুষ ছিল, এক একজনের অনেক পরিমাণ জমি ছিল। সত্যযুগ ছিলই নির্বিকারী দুনিয়া। তোমরা যোগবলের দ্বারা এই বিশ্বের রাজত্ব নাও। তাকেই রাম রাজ্য বলা হয়। প্রথমদিকে নতুন গাছ খুব ছোটো হয়। প্রথমে কাণ্ডের দিকে এক ধর্ম ছিল। তারপর ফাউন্ডেশন থেকে তিনটি টিউব বের হয়। দেবী - দেবতা ধর্মের ফাউন্ডেশন হল একটি। কান্ড থেকে ছোটো ছোটো ডালপালা বের হয়। এখন তো এই বৃক্ষের কোনো কান্ডই নেই আর কোনো এমন বৃক্ষ হয়ও না। এর সঠিক উদাহরণ একমাত্র বট গাছ। বট গাছ সম্পূর্ণ দাঁড়িয়ে থাকে কিন্তু তার কান্ড দেখা যায় না। শুকিয়েও যায় না। সম্পূর্ণ বৃক্ষ সবুজ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। বাকি এখন দেবী দেবতা ধর্মের ফাউন্ডেশন এখন নেই। কান্ড তো এখানেই আছে। রাম রাজ্য অথবা দেবী দেবতা ধর্মও এই কান্ডের মধ্যেই এসে যায়। বাবা বলেন যে, আমি তিনটি ধর্ম স্থাপন করি। এই সকল কথা তোমরা সঙ্গমযুগী ব্রাহ্মণরাই বুঝতে পারো। তোমাদের ব্রাহ্মণদের কুল হল ছোটো। ছোটো ছোটো মত, পথ বের হয় তাই না। অরবিন্দ আশ্রম আছে, কত শীঘ্র তা বৃদ্ধি পায়, কেননা এখানে বিকারের জন্য কোনো নিষেধ নেই। বাবা এখানে বলেন, কাম হলো মহাশত্রু। একে জয় করতে হবে। এমন আর কেউই বলবে না। না হলে তাদের জায়গায়ও হাস্যামা হয়ে যাবে। এখানে তো পতিত মানুষই আছে তাই তারা পবিত্র হওয়ার কথাই শোনে না। তারা বলে, বিকার ছাড়া কিভাবে সন্তানের জন্ম হবে। সেই বেচারাদেরও কোনো দোষ নেই। গীতা পাঠ করে যারা, তারাও বলে, ভগবান উবাচঃ - কাম মহাশত্রু। একে জয় করতে পারলে জগৎজিত হয়ে যায়, কিন্তু কেউই বুঝতে পারে না। তারা যখন এমন শব্দ শোনান তখন ওদের বোঝা উচিত। এর সম্বন্ধে বাবা বলেন - হনুমান যেমন দরজায় পাদুকার ওপর বসতো, তেমনি বাবাও বলেন, গিয়ে একধারে বসে শুনে এসো। তারপর যখন এই শব্দ বলবে, তখন জিজ্ঞেস করো - এর রহস্য কি? জগৎজিত তো এই দেবতারাই ছিলেন। দেবতা হতে গেলে তো এই বিকারকে ত্যাগ করতে হবে। এও তোমরা বলতে পারো। তোমরাই জানো যে, এখন রাম রাজ্যের স্থাপনা হচ্ছে। তোমরাই হলে মহাবীর। এতে ভয় পাওয়ার কোনো কথাই নেই। খুব সুন্দর ভাবে জিজ্ঞেস করা উচিত - স্বামী জী, আপনি বলেছেন যে, এই বিকারকে জয় করলে বিশ্বের মালিক হতে পারবে, কিন্তু আপনি তো এ কথা বলেননি যে, কিভাবে পবিত্র হবো? এখন তোমরা বাচ্চারা পবিত্রতায় থাকা মহাবীর। মহাবীররাই বিজয় মালায় গ্রথিত হতে পারে। মানুষের কান তো ভুল কথা শুনেই অভ্যস্ত হয়ে গেছে। তোমরা এখন ভুল কথা শুনে পছন্দ করো না। সঠিক কথাই তোমাদের কানে পছন্দ হয়। কোনো খারাপ কথা শুনো না - মানুষকে তো অবশ্যই সজাগ করতে হবে। ভগবান বলেন যে, তোমরা পবিত্র হও। সত্যযুগে সব পবিত্র দেবতা ছিল। এখন সবাই অপবিত্র। এমনভাবেই বোঝানো উচিত। তোমরা বলো, আমাদের এখানে এমন সংসঙ্গ হয়, তাতে এ কথা বোঝানো হয় যে, কাম হল মহাশত্রু। এখন পবিত্র যদি হতে চাও, তো এই যুক্তিতে হও, নিজেকে আত্মা মনে করো আর ভাই - ভাইয়ের দৃষ্টি পাকা করো।

বাচ্চারা, তোমরা জানো যে প্রথম দিকে ভারত ছিল অত্যন্ত ভরপুর খণ্ড, এখন তা খালি হওয়ার কারণে হিন্দুস্থান নাম রেখে দিয়েছে। প্রথমে ভারত ধন - দৌলত, পবিত্রতা, সুখ - শান্তি সবকিছুতে ভরপুর ছিল। এখন তা দুঃখে ভরপুর। তাই তো ডাকে - হে দুঃখহর্তা, সুখ কর্তা...। তোমরা কত খুশীর সাথে বাবার কাছে পড়ো। এমন কে আছে যে অসীম জগতের বাবার কাছে থেকে অসীম সুখের অবিনাশী উত্তরাধিকার নেবে না? সর্ব প্রথম অল্ফ (আল্লাহ) বোঝাতে হবে। অল্ফকে (আল্লাহ) না জানলে কোনো রহস্য বুদ্ধিতে আসবেই না। তাই অসীম জগতের বাবা, যিনি অসীম অবিনাশী উত্তরাধিকার দেন, এ কথা যখন নিশ্চিত বিশ্বাস হবে, তখনই এগোতে পারবে। বাচ্চাদের বাবার কাছে কোনো প্রশ্ন করার দরকার নেই। বাবা হলেন পতিত - পাবন, তোমরা তাঁকেই স্মরণ করো। তোমরা তাঁর স্মরণেই পবিত্র হবে। আমাকে এইজন্যই ডাকা হয়েছে। জীবনমুক্তি হলই এক সেকেণ্ডের। তবুও স্মরণের যাত্রা সময় নিয়ে নেয়। মুখ্য এই স্মরণের যাত্রায়ই বিঘ্ন আসে। অর্ধেক কল্প তোমরা দেহ - অভিমানী ছিলে। এখন এক জন্ম দেহী-অভিমানী হওয়াতেই পরিশ্রম। এই ব্রহ্মা বাবার জন্য এ খুবই সহজ। তোমরা তো ডাকোই বাপদাদা। ইনি এও বুঝতে পারেন যে, শিব বাবার সওয়ারী আমার মাথার উপর। আমরা তাঁর অনেক মহিমা করি, তাঁকে অনেক ভালোবাসি -- বাবা, তুমি কত মিষ্টি, আমাদের কল্প - কল্প কত শেখাও। এরপর অর্ধেক কল্প তোমাকে স্মরণও করব না। এখন তো আমরা খুব স্মরণ করি। আগে আমাদের মধ্যে কোনো জ্ঞানই

ছিল না। আমরা তো জানতামই না, যাদের পূজা আমরা করতাম, আমরা তাদের মতোই হয়ে যাব। এখন তো আশ্চর্য মনে হয়। তোমরা যোগী হতে পারলে এমন দেবী - দেবতা হয়ে যাবে। সবাই আমার সম্মান। এই বাবা খুব ভালোবেসে বাচ্চাদের সামলান, এনার প্রতি পালন করেন। ইনিও আমাদের সমান নর থেকে নারায়ণ হয়ে যাবেন। এখানে তোমরা এইজনাই এসেছ। তোমাদের কত বোঝাই - বাচ্চারা, বাবাকে স্মরণ করো, দৈবী গুণ ধারণ করো, শুদ্ধ থাওয়াদাওয়া করো। তা না করলে মনে করব, সম্ভবত এখনো সময় বাকি আছে। কিছু না কিছু ভুল তো হতেই থাকে। ছোটো - বড় বাচ্চাদের আমি ভালোবেসে বলি - বাচ্চারা ভুল করো না, কাউকে দুঃখ দিও না। ভুল করলেই দুঃখ দিয়ে দেবে। বাবা কখনোই দুঃখ দেন না। তিনি তো নির্দেশ দেন যে - আমাকে স্মরণ করো, তাহলে বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে। তোমরা অনেক মিষ্টি হয়ে যাবে। এমনই মিষ্টি হতে হবে, দৈবী গুণও ধারণ করতে হবে। তোমরা পবিত্র হও। এখানে অপবিত্রদের আসার কোনো হুকুম নেই। কখনো কখনো আসতে দেওয়া হয়। তাও এখন। যখন অনেক বৃদ্ধি হয়ে যাবে, তখন বলে দেওয়া হবে - এ হলো পবিত্রতার টাওয়ার, টাওয়ার অফ সাইলেন্স। ইনি তো উঁচুর থেকেও উঁচু। নিজেকে আত্মা মনে করে বাবার স্মরণে থাকা -- এই হল সর্বোচ্চ শক্তি। ওখানে অনেক সাইলেন্স থাকে। অর্ধেক কল্প কোনো ঝগড়া ইত্যাদি হয় না। এখানে কত ঝগড়া ইত্যাদি হয়, শান্তি থাকতেই পারে না। শান্তির ধাম হলো মূল বতন। এরপর যখন শরীর ধারণ করে বিশ্বে ভূমিকা পালন করতে আসে তখন সেখানেও শান্তি থাকে। আত্মার স্বধর্মই হলো শান্তি। অশান্তি করায় রাবণ। তোমরা শান্তির শিক্ষা পেতে থাকো। কেউ যদি রেগে থাকে তাহলে সকলকেই অশান্ত করে দেয়। এই যোগবলে তোমাদের মধ্যে থেকে সম্পূর্ণ আবর্জনা দূর হয়ে যায়। পড়াতে আবর্জনা দূর হয় না। এই স্মরণেই সব আবর্জনা ভস্ম হয়ে যায়। জং দূর হয়ে যায়। বাবা বলেন যে, কাল তোমাদের যে শিক্ষা দিয়েছিলাম, তোমরা কি ভুলে গেছ? এ হল পাঁচ হাজার বছরের কথা। ওরা লাখ বছরের কথা বলে দেয়।

এখন তোমরা কোনটা সত্যি আর কোনটা মিথ্যা জানতে পেরেছো। বাবা এসেই তোমাদের বলেন, সত্য কি আর মিথ্যা কি? জ্ঞান কি আর ভক্তি কি? ব্রষ্টাচার আর শ্রেষ্ঠাচার কাকে বলা হয়? বিকারের থেকে ব্রষ্টাচারীর জন্ম হয়। ওখানে বিকার থাকে না। তোমরা নিজেরাই বলো - দেবতারা সম্পূর্ণ নির্বিকারী। সেখানে রাবণ রাজ্য নেই। এ তো সহজ বোঝার মতো বিষয়। তাহলে কি করা উচিত? এক তো বাবাকে স্মরণ করা উচিত, দ্বিতীয় অবশ্যই পবিত্র হতে হবে। আত্মা।

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) পবিত্র হতে হলে মহাবীর হতে হবে, স্মরণের যাত্রায় অন্তরের আবর্জনা দূর করতে হবে। নিজের শান্ত স্বধর্মে স্থিত হতে হবে, অশান্তি ছড়াবে না।

২) বাবা যে সঠিক কথা বলেন, তাই শুনতে হবে। হিয়ার নো ইভিল... রং কথাবার্তা শুনো না। সবাইকে সতর্ক করো। পুরুষোত্তম যুগে পুরুষোত্তম হও আর বানাও।

বরদানঃ:- আত্মিক শক্তির আধারে তন এর শক্তির অনুভবকারী সদা সুস্থ ভব। এই অলৌকিক জীবনে আত্মা আর প্রকৃতি দুটোরই সুস্থতা আবশ্যিক। যখন আত্মা সুস্থ থাকে তখন তন এর হিসাব-নিকাশ বা তনের রোগ শূল থেকে কাটা হওয়ার কারণে, স্ব-স্থিতির কারণে সুস্থ অনুভব করে। তার মুখের উপর, চেহারার উপর অসুস্থতাজনিত কোনও কষ্টের চিহ্ন থাকে না। কর্মভোগের বর্ণনার পরিবর্তে কর্মযোগের স্থিতির বর্ণনা করতে থাকে। তারা পরিবর্তন শক্তির দ্বারা কষ্টকে সন্তুষ্টতাতে পরিবর্তন করে সন্তুষ্ট থাকে আর সন্তুষ্টতার চেউ ছড়িয়ে দেয়।

স্নোগানঃ:- অন্তর থেকে, তন দিয়ে, নিজেদের মধ্যে ভালোবাসা বজায় রেখে সেবা করো তো সফলতা নিশ্চিত প্রাপ্ত হবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium

Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - বিচার সাগর মন্থন করার অভ্যেস তৈরি করো, সকাল-সকাল একান্তে বিচার সাগর মন্থন করো তবেই অনেক নতুন নতুন পয়েন্ট বুদ্ধিতে আসবে"

*প্রশ্নঃ - বাচ্চাদের নিজেদের অবস্থা ফার্স্ট ক্লাস তৈরি করতে হবে সেইজন্য কোন্ কোন্ কথার প্রতি সদা যেন ধ্যান থাকে?

*উত্তরঃ - ১) অদ্বিতীয় বাবা যা শোনান সেটাই শুনো, এছাড়া এই দুনিয়ার কিছুই শুনো না। ২) সঙ্গ করো সতর্ক হয়ে। যারা ভালোভাবে পড়ে, ধারণা করে তাদের সঙ্গই করো। তাহলে অবস্থা ফার্স্ট ক্লাস হয়ে যাবে। অনেক বাচ্চাদের অবস্থা দেখে বাবার মনে হয় যে ড্রামায় কিছু পরিবর্তন হয়ে যাক কিন্তু তারপর বলেন এও তো রাজধানীই স্থাপিত হচ্ছে।

ওম্ শান্তি । অদ্বিতীয় অসীম জগতের বাবা অসীম জগতের বাচ্চাদেরকে বসে বুঝিয়ে থাকেন বা পড়িয়ে থাকেন। এছাড়া মানুষ যা কিছু পড়ে, শোনে তা তোমাদের শোনার, পড়ার কিছুই নেই কারণ এটা তো বুঝে গেছো - এ হলো একটিই ঈশ্বরীয় পড়া যা এখন তোমাদের পড়তে হবে। তোমাদের কেবল অদ্বিতীয় ঈশ্বরের থেকেই পড়তে হবে। বাবা যা পড়ান, শেখান - তা মৌখিকভাবে পড়তে হবে। ওরা তো অনেক ধরনের বইপত্র লেখে, যা সমগ্র দুনিয়াই পড়ে। কত অগণিত বইপত্র পড়তে থাকে। বাচ্চারা, কেবল তোমরাই বলো যে একজনের থেকেই শোনো আর সেটাই অন্যান্যদেরকে শোনাও কারণ ওঁনার থেকে যা কিছু শুনবে তাতেই কল্যাণ নিহিত রয়েছে। এছাড়া অগণিত বইপত্র রয়েছে। নতুন নতুন বের হতেই থাকে। তোমরা জানো সত্য তো একমাত্র বাবাই শুনিয়ে থাকেন। ব্যস, ওঁনার থেকেই শুনতে হবে। বাবা তো বাচ্চাদেরকে অতি অল্পমাত্রায় বুঝিয়ে থাকেন, সেটাই ডিটেলে বুঝিয়ে পুনরায় একটি কথাতেই এসে পড়ে। অবশ্যই 'মন্মানাভব' শব্দটি বাবা সঠিক বলেন কিন্তু বাবা এরকমভাবে বলেননি। বাবা বলেন নিজেকে আত্মা মনে করো, আমায় অর্থাৎ বাবাকে স্মরণ করো আর সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান যা শুনিয়ে থাকি তা ধারণ করো। তোমরা এও জানো, আমরা যে দেবতা হয়ে যাই, তারাই পুনরায় বৃদ্ধি পায়। বাচ্চাদের মূললোকও স্মরণে রয়েছে আবার নতুন দুনিয়াও স্মরণে রয়েছে।

প্রথমে হলো উচ্চ থেকেও উচ্চ বাবা তারপর এই নতুন দুনিয়া। যেখানে এই লক্ষ্মী-নারায়ণ উচ্চ থেকেও উচ্চ রাজ্য শাসনকারী। চিত্র তো অবশ্যই চাই তাহলে সেই অবশিষ্ট নিদর্শন রয়ে গেছে। এটাই একমাত্র চিত্র। কিন্তু রাম রাজ্যকে হেভেন বলা যাবে না ওটা হলেই সেমি এখন উচ্চ থেকেও উচ্চ সর্বোচ্চ বাবা। এখানে বই পত্রাদির কোনো প্রয়োজন নেই এই সমস্ত বই পত্রাদি কিছুই চলে না যা অন্য জন্মে পড়তে পারে এই পড়াশোনা এই জন্মের জন্যই। এ হলো অমর কথাও। নর থেকে নারায়ণ হওয়ার শিক্ষা ও বাবাই দিয়ে থাকেন। নতুন দুনিয়ার জন্য বাচ্চারা ৮৪ চক্রকেও জেনে গেছে এ হলো পড়াশোনা করার সময়। বুদ্ধিতে মন্থন চলা উচিত। তোমাদের অন্যান্যদেরকেও পড়াতে হবে। সকালে উঠে বিচার সাগর মন্থন করতে হবে। সকালেই বিচার সাগর মন্থন ভালো হয়। যারা বোঝাবেন তাদেরই মন্থন চলবে। টপিক পয়েন্ট ইত্যাদি বের হতে থাকে ভক্তির কথা জন্ম জন্মান্তর ধরে শুনেছ এই জ্ঞান জন্মান্তরে ধরে শুনবে না বাবা একথা একবারই শোনান। তারপর এই নলেজ তোমরাও ভুলে যাও ভক্তি মার্গের কত বইপত্র রয়েছে বিদেশ থেকেও আসে। এই সব কিছু শেষ হয়ে যাবে সত্য যুগে তো কোন বই পত্রাদির দরকারই নেই এসব হল কলিযুগেও সমগ্র। এখানে যাকিছু তোমরা দেখো - হাসপিটাল, জেল, জজ ইত্যাদি, ওখানে কিছুই থাকবে না। ওই দুনিয়াই হবে অন্যরকমের। দুনিয়া তো এটাই থাকবে কিন্তু নতুন আর পুরানোর মধ্যে পার্থক্য তো অবশ্যই থাকবে, তাই না ! একে বলা হয় স্বর্গ। সেই দুনিয়াই পুনরায় নরক হয়ে যায়। মুখে বলে - অমুকে স্বর্গবাসী হয়েছে। সন্ন্যাসীদের উদ্দেশ্যও বলবে ব্রহ্মতে বিলীন হয়ে গেছে, নির্বাণে গেছে। কিন্তু নির্বাণে কেউই যায় না। তোমরা জানো এই রুদ্রমালা কিভাবে তৈরি হয়েছে? রুণ্ডমালাও আছে। বিষ্ণুর রাজধানীর মালা নির্মিত হয়। বাচ্চারা, এখন মালার রহস্যকে তোমরাই জানো। অধ্যয়নের নম্বরের ক্রমানুসারেই মালায় গাঁথা হয়ে যায়। সর্বপ্রথমে এই নিশ্চয়তা চাই। এ হলো ঈশ্বরীয় পঠন-পাঠন। উনি হলেন সুপ্রিম বাবা এবং সুপ্রিম শিক্ষকও। তোমাদের বুদ্ধিতে এই নলেজ রয়েছে। সেটাই অন্যান্যদের দিতে হবে। নিজের সমান করে গড়ে তুলতে হবে। বিচার সাগর মন্থন করতে হবে। সংবাদপত্রও সকালেই বেরোয়। এ হলো কমন কথা। এই এক-একটি কথা হলো লক্ষ লক্ষ টাকার। কেউ ভালোভাবে বোঝে, কেউ কম বোঝে। বোঝা এবং বোঝানোর অনুসারেই পুনরায় নতুন দুনিয়ায় পদপ্রাপ্ত হয়।

বিচারসাগর মন্ডন করার সময় অত্যন্ত একান্ত পরিবেশ চাই। রামতীর্থের উদ্দেশ্যে বলা হয় - যখন লিখতেন, তখন চেলাকে বলতেন দুই মাইল দূরে সরে যাও, নাহলে ভাইব্রেশন আসবে।

এখন তোমরা পারফেক্ট (নিখুঁত) হতে চলেছো। সমগ্র দুনিয়ার হলো ডিফেক্টেড (ত্রুটিপূর্ণ) বুদ্ধি। তোমরা এই পড়ার মাধ্যমে এমন লক্ষ্মী-নারায়ণ হয়ে যাও। এ হলো কত উঁচু অধ্যয়ন। কিন্তু নম্বরের অনুক্রমে বসাতে পারি না। পিছনে বসলে ফেল করবে, বাঁধার সৃষ্টি করবে, বায়ুমণ্ডল খারাপ করে দেবে। এমনিতে তো ল' বলে নম্বরের অনুক্রমে বসানো উচিত। কিন্তু এই সমস্ত কথা গুড় জানে (বাবা) আর জানে গুড়ের বস্তু (ব্রহ্মাবাবা) (অর্থাৎ এই নলেজ কত মিষ্টি)। এ হলো অতি উচ্চ নলেজ। তোমাদের আলাদা আলাদাভাবে ক্লাস তো হতে পারে না। বাস্তবে ক্লাসে তোমাদের এমনভাবে বসা উচিত যাতে শরীর শরীরের সঙ্গে না লেগে যায়। মাইকে তো দূর থেকেও আওয়াজ শুনতে পারো। বাবা বলেন - তোমরা এই দুনিয়ার আর কিছুই শুনোনা, পড়ো না। ওদের সঙ্গেও করো না। যারা ভালোভাবে পড়ে তাদেরই সঙ্গে করা উচিত। যেখানে ভালো সার্ভিস হয়, যেমন মিউজিয়াম আদি রয়েছে, তখন সেখানে অতি তীক্ষ্ণ এবং যোগযুক্ত বাস্চা চাই।

বাবাও বোঝান - ড্রামা নির্ধারিত হয়ে রয়েছে। কখনো কখনো বাবা চিন্তা করেন - ড্রামার কিছু চেঞ্জ হয়ে যাক। কিন্তু চেঞ্জ হতে পারে না। এ হলো পূর্ব নির্ধারিত খেলা (ড্রামা)। বাস্চাদের অবস্থা দেখে মনে হয় যে কিছু চেঞ্জ হয়ে যাক। এরকমভাবেই কি স্বর্গে যাবে? পুনরায় খেলায় আসে - স্বর্গে তো সমগ্র রাজধানীই চাই। কেউ দাস-দাসী, চন্ডাল ইত্যাদিও হবে। ড্রামায় কিছু চেঞ্জ হতে পারে না। ভগবানুবাচ - এই ড্রামা তৈরি হয়েই রয়েছে, একে আমিও চেঞ্জ করতে পারি না। ভগবানের উপর তো কেউই নেই। মানুষ তো বলে দেয় -- ভগবান কি করতে পারে না! কিন্তু ভগবান স্বয়ং বলেন - আমি কিছুই করতে পারি না। এ হলো পূর্ব নির্ধারিত খেলা। বিঘ্ন ঘটে, কিছুই করতে পারে না। ড্রামায় নির্ধারণ করা হয়েছে, আমি কি করতে পারি। অনেক কন্যারা আহ্বান করে - আমাদের নগ্ন হওয়া থেকে রক্ষা করো। এখন বাবা কি করবেন। বাবা কেবল বলে দেবেন - এ হলো ড্রামার ভবিতব্য। এ হলো পূর্ব নির্ধারিত ড্রামা। এইরকম মনে করো না যে ভগবানের ভবিতব্য। ভগবানের হাতে থাকলে তখন মনে করো বিশেষ কেউ শরীর ত্যাগ করলে, তাকেও বাঁচিয়ে নেবে। এরকম অনেকেরই সংশয় আসে। ভগবান পড়ান। যদি ভগবানের বাস্চা হয় তাহলে কি ভগবানও নিজের সন্তানকে বাঁচাতে পারে না! অনেক অনুশোচনা করে। তারা বলে এভাবে সাধুরাও তো কারোর প্রাণ বাঁচিয়ে দিতে পারে, প্রাণ পুনরায় ফিরে আসে। চিতা থেকেও উঠে যায়। তারপর বলবে ঈশ্বর ফিরিয়ে দিয়েছেন, কাল নিয়ে গেছে, ওর উপর প্রভু দয়া করেছেন। বাবা বোঝান - যা কিছু ড্রামায় নির্ধারিত রয়েছে সেটাই হয়। বাবাও কিছু করতে পারেন না। একে বলা হয় ড্রামার ভবিতব্য। ড্রামা শব্দটি তোমরা জানো। উনি বলেন যা কিছু হওয়ার ছিল হয়েছে, চিন্তার কি আছে! তোমাদের নিশ্চিত করে দেন। প্রতি সেকেন্ডে যাকিছু হয় তাকে ড্রামাই মনে করো। আত্মা শরীর ত্যাগ করে গিয়ে অন্য ভূমিকা পালন করে। অনাদি ভূমিকাকে তোমরা কিভাবে বদলাতে পারো! অবশ্যই এখন অবস্থা অল্প কাঁচা রয়েছে, কম-বেশি বিচার এসে যায়। কিন্তু ভবিতব্যকে কিছু করতে পারেনা। লোকেরা অবশ্যই কি কিসব বলে থাকে কিন্তু আমাদের বুদ্ধিতে ড্রামার রহস্য রয়েছে। ভূমিকা পালন করতে হবে। চিন্তার কোনো কথা নেই। যতক্ষণ পর্যন্ত অবস্থা কাঁচা রয়েছে অল্প বিস্তর ডেউ আসে।

এই সময় তোমরা সকলেই পড়ছো। তোমরা সকলেই হলে দেহধারী, একমাত্র আমি হলাম বিদেহী। সমস্ত দেহধারীদের শিথিয়ে থাকি। বাবা বোঝান - বাস্চার, কোনো কোনো সময় তোমাদের আবার এই ব্রহ্মাও বসে বুঝিয়ে থাকেন। এই বাবার ভূমিকা আর প্রজাপিতা ব্রহ্মার ভূমিকা হলো ওয়ান্ডারফুল। এই বাবা বিচার সাগর মন্ডন করে তোমাদের শুনিয়ে থাকেন। নলেজ কত ওয়ান্ডারফুল। কত বুদ্ধি চালাতে হয়। বাবার বিচার সাগর মন্ডন সকালে চলে। তোমাদেরকেও এরকম হতে হবে, যেমন টিচার। তবুও পার্থক্য তো অবশ্যই থাকে। টিচার স্টুডেন্টকে কখনো হানড্রেট পারসেন্ট মার্কস দেবে না। কিছু কম দেবে। উনি হলেন উচ্চ থেকেও উচ্চ। আমরা হলাম দেহধারী। তাহলে বাবার মতন হান্ড্রেট পারসেন্ট হবে কিভাবে? এ হলো অতি গুপ্ত কথা। কেউ তো শুনে ধারণ করে, খুশি হয়। কেউ কেউ বলে বাবার তো একটাই বাণী চলতে থাকে, রিপিটেশন হয়। এখন কোনো নতুন নতুন বাস্চারা আসলে তখন আমায় প্রথম পয়েন্ট তুলে ধরতে হয়। কোনো নতুন পয়েন্টও বেরিয়ে আসে অন্যান্যদের বোঝানোর জন্য। বাবাকে তবুও বাস্চাদেরকে সহায়তা করতে হয়। ম্যাগাজিন বেরোয়। কল্প পূর্বেও এরকম লিখেছিলে। যদি সংবাদপত্রে বেরোয় তখন তার উপর অত্যন্ত মনোযোগ দিতে হয়। এরকম কোনো কথা যেন না থাকে, যা পড়ে মানুষ অসন্তুষ্ট হয়ে যায়। তোমরা তো ম্যাগাজিন পড়ো। কোনো কাঁচা পাকা কথা হলে বলবে যে এখনো পর্যন্ত সম্পূর্ণ হইনি। অ্যাকুরেট ১৬ কলা সম্পূর্ণ হতে সময় তো লাগে। এখনও তো অনেক সার্ভিস করতে হবে। অনেক প্রজা তৈরি করতে হবে। এও বাবা বুঝিয়েছেন - অনেক প্রকারের মার্কস রয়েছে। কেউ নিমিত্ত

হয়, অনেককে জ্ঞান প্রাপ্ত করানোর জন্য ব্যবস্থা করে, তাদেরও ফল প্রাপ্ত হয়ে যায়। এখন তো পুরোনো দুনিয়াই সমাপ্ত হয়ে যাবে। এখানে থাকে অল্প কালের সুখ। রোগ ইত্যাদি তো সকলের হয়ে থাকে। বাবা হলেন সমস্ত কথার অনুভবী। দুনিয়ার কথাও বুঝিয়ে থাকেন। বাবা বলেছিলেন - সংবাদপত্র বা ম্যাগাজিনে ওয়ান্ডারফুল কথা লেখা যাতে বোঝে যে ব্রহ্মকুমারীরা এই কথা একদম সঠিক লিখেছে। এই লড়াই ৫ হাজার বছর পূর্বে হুবহু এভাবেই লেগেছিল। কিভাবে? তা এসে বোঝো। তোমাদের নামও হবে, মানুষ শুনে খুশি হবে। এ হলো অনেক বড় কথা। কিন্তু যখন কারোর বুদ্ধিতে বসতে। যে লেখে তাকে আবার বোঝাতেও হয়। বোঝাতে না পারলে তখন আবার লেখেও না। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নরনের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) অদ্বিতীয় বাবা যা শোনান বা পড়ান সেটাই শোনো বা পড়ো। এছাড়া কিছুই পড়ার, শোনার দরকার নেই। সঙ্গে থেকে অত্যন্ত সামলে থেকো। সকাল-সকাল একান্তে বসে বিচার সাগর মন্বন করো।

২) ড্রামার ভবিতব্য নিশ্চিতরূপে নির্ধারণ করা রয়েছে সেইজন্য সদা নিশ্চিত (বেফিকির) হয়ে থাকো। কোনো কথায় সংশয়ে পড়ো না। লোকেরা অবশ্যই কিছু না কিছু বলবে কিন্তু তোমরা ড্রামার বিষয়ে অবিচল থেকো।

বরদানঃ:- অথরিটি হয়ে সময় অনুসারে সর্বশক্তি গুলিকে কার্যে প্রণয়নকারী মাস্টার সর্বশক্তিমান ভব সর্বশক্তিমান বাবার দ্বারা যে সর্বশক্তিগুলি প্রাপ্ত হয়েছে তা যেমন পরিস্থিতি, যেমন সময়, যে বিধি অনুযায়ী তুমি কার্যে ব্যবহার করতে চাও তেমনই রূপে এই শক্তিগুলি তোমার সহযোগী হতে পারে। এই শক্তিগুলিকে বা প্রভু বরদানকে যে রূপে চাও সেই রূপেই ধারণ করতে পারো। এখনই শীতলতার রূপে, এখন-এখনই প্রজ্জলনের রূপে। কেবল সময় অনুসারে কার্যে ব্যবহার করার অথরিটি হয়ে যাও। এই সর্বশক্তিগুলি হলো তোমার অর্থাৎ মাস্টার সর্বশক্তিমানের সেবাধারী।

স্লোগানঃ:- স্ব পুরুষার্থ বা বিশ্ব কল্যাণের কার্যে যেখানে সাহসিকতা রয়েছে, সেখানে সফলতা হয়েই পড়ে আছে ।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium

Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - প্রাণ দান করেন বাবা, তিনি এমন জ্ঞান প্রদান করেন, যার ফলে তোমরা প্রাণ (নতুন জীবন) ফিরে পাও, এমন প্রাণ প্রদানকারী পিতাকে ভালোবেসে স্মরণ করো"

*প্রশ্নঃ - কিসের আধারে ২১ জন্ম পর্যন্ত তোমাদের সর্ব ভান্ডার পরিপূর্ণ থাকে?

*উত্তরঃ - বাচ্চারা, সঙ্গমযুগে তোমরা যে নলেজ পাও, তা হলো সোর্স অফ ইনকাম। এই পড়ার ভিত্তিতেই তোমাদের সর্ব ভান্ডার পরিপূর্ণ হয়ে যায়। এই পড়ার দ্বারাই ২১ জন্মের খুশী প্রাপ্ত হয়। আর এমন কোনো জিনিস নেই, যা তোমাদের প্রাপ্ত করার ইচ্ছা থাকে। বাবা এমন জ্ঞান প্রদান করেন, যার ফলে আত্মা (কড়ি থেকে হীরে-তুল্য) কি থেকে কি হয়ে যায়।

ওম্ শান্তি। ভগবানুবাচ - শালগ্রামেরা জানে যে, শিববাবা আমাদের পড়াতে আসেন। বাচ্চারা জানে যে, একমাত্র তিনিই সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তকে জানেন। এখন বাচ্চাদের আর একথা নতুন বলে মনে হয় না। বুদ্ধিতে প্রবেশ করে গেছে। মানুষ তো সবকিছুই ভুলে গেছে। যিনি পড়িয়েছেন, তাঁর পরিবর্তে যিনি প্রথম স্থানাধিকারী, তার নাম লিখে দিয়েছে। পড়াতে-পড়াতে তোমাদেরকেই একথা প্রমাণ করতে হবে। এ হলো ভারতেরই শাস্ত্র-কথা, অন্য ধর্মের শাস্ত্রের কথা নয়। ভারতীয় শাস্ত্রেই এই ভুল করা হয়েছে। তোমরা ব্যতীত একথা আর কেউই প্রমাণ করতে পারবে না। বাচ্চারা জানে যে, এ হল অনাদি ড্রামা, পুনরায় রিপীট হবে। তোমরা প্রতিটি মানুষের সংস্কার পরিবর্তনের পুরুষার্থ করো। মানুষ যখন নিজেকে সংশোধন করে, তখন সমগ্র বিশ্বই সংশোধিত (পবিত্র) হয়ে যায়। সত্যযুগ হল সংস্কারী নতুন বিশ্ব আর কলিযুগ হল অসংশোধিত (অপবিত্র) পুরাতন বিশ্ব। বাচ্চারা, একথা শুধুমাত্র তোমরাই যুক্তিযুক্তভাবে বোঝো এবং ধারণ করে অপরকেও বোঝানোর যোগ্যতা লাভ কর। এতে অনেক রিফাইনমেন্ট (সূক্ষ্মতার) প্রয়োজন। বাবা তোমাদের কত রিফাইন করে বোঝান, সংশোধন (সংস্কার পরিবর্তন) করেন। বাবা বলেন, যখন তোমরা সংস্কারী হয়ে যাও তখন আর আমার সংশোধন করার দরকার পড়ে না। তোমরা অনার্য হয়ে গিয়েছিলে, এখন আর্য অর্থাৎ দেবী-দেবতা হতে হবে। আর সেটা তো সত্যযুগেই হবে। তারা (দেবী-দেবতা) সব সংস্কারী ছিল, আর এখন অপবিত্ররা তাদেরকে পূজা করে। একথা কারও বুদ্ধিতে আসে না যে, আমরা কেন তাদেরকে সংস্কারী বলি? এরা সকলেই তো মনুষ্য, যারা সংস্কারী আর্য ছিল তারাই পতিত হয়ে গেছে। আর্য আর অনার্য। এছাড়া এই যে আর্য সমাজ, তা হলো একটি ধর্মীয়-মার্গ (মঠ-পন্থ)। এই সব বিষয় সৃষ্টি-রূপী কল্প-বৃক্ষের দ্বারা ক্লিয়ার বুঝতে পারা যায়। এ হলো মনুষ্য সৃষ্টি-রূপী বৃক্ষ, এর আয়ুষ্কাল ৫ হাজার বর্ষ। এর নাম কল্পবৃক্ষ। কিন্তু কল্পবৃক্ষ শব্দটি বললে মানুষের বুদ্ধিতে বৃক্ষ আসে না। আর তোমাদেরকে তো বৃক্ষ রূপেই বোঝানো হয়েছে। কিন্তু মানুষ বলে একটি কল্প লক্ষ-লক্ষ বছরের। বাবা বলেন, ৫ হাজার বছরের। কেউ আবার কল্পের আয়ু একরকম বলে তো অন্যেরা আবার অন্যকিছু বলে। সম্পূর্ণ সঠিকভাবে বোঝানোর মতো কেউ নেই। পরস্পরের মধ্যে শাস্ত্রের কতই না লড়াই চলে। আর এ হলো তোমাদের আত্মিক বার্তালাপ, তোমরা সেমিনার কর, একেই আত্মিক বার্তালাপ (ক্লোরিহান) বলা হয়। প্রশ্ন-উত্তর বোঝার জন্যও (আত্মিক বার্তালাপ) করা হয়। বাবা যা কিছু তোমাদের শোনান, তার থেকেই টপিক বের করে তোমরা শোনাও। (লোকেরা) ওরা কি শোনায়, তাও তোমরা গিয়ে শোনো। তারপর এসে লোকেদের শোনানো উচিত যে, ওখানে এই ধরনের বাদ-বিবাদ চলে।

প্রথমে তো একথা বোঝাতে হবে যে, গীতার ভগবান কে? ভগবান বাবাকে ভুলে যাওয়ার জন্য তাদের কর্মের হিসাব-নিকাশ সম্পূর্ণরূপে ক্ষতির খাতে চলে গেছে। বাচ্চারা, তোমাদের তো বাবার সাথে লভ রয়েছে। তোমরা বাবাকে স্মরণ করো। ব্যস, বাবা-ই প্রাণ (নবজীবন) প্রদানকারী। এমন জ্ঞান দান করেন যে, তোমরা কি থেকে কি হয়ে যাও। তাই বাবার প্রতি লভ থাকা উচিত। বাবা আমাদের এমন-এমন নতুন কথা শোনান। আমরা শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করি, কিন্তু তিনি কিছুই দেন না। শ্রীনারায়ণকে স্মরণ কর, কিন্তু তাঁকে স্মরণ করে কিছু হয় কি? আমরা যে কাঙ্গাল সেই কাঙ্গাল-ই রয়ে গেছি। দেবতার কত সলভেন্ট (সম্পন্ন) ছিল। এখন সব জিনিসই আর্টিফিসিয়াল হয়ে গেছে। যে সবার কোনো দাম ছিল না, সেগুলিই আজ অত্যন্ত দামী হয়ে গেছে। ওখানে (স্বর্গে) তো আনাজ ইত্যাদির দামের কোনো ব্যাপারই নেই। সকলেরই নিজের নিজের সম্পত্তি ইত্যাদি রয়েছে, এমন কোনো অপ্রাপ্ত বস্তু নেই, যেটা প্রাপ্ত করার ইচ্ছা থাকে। বাবা বলেন - আমি তোমাদের ভান্ডার ভরপুর করে দিই। তোমাদের এমন জ্ঞান দিই, যার ফলে তোমাদের ভান্ডার পরিপূর্ণ হয়ে যায়। তোমাদের বুদ্ধিতে একথা রয়েছে যে, নলেজ ইজ সোর্স অফ ইনকাম (জ্ঞানই উপার্জনের উৎস)। জ্ঞানই সবকিছু। এই পড়া

করে তোমরা কত মহান (উচ্চ) হয়ে যাও। পড়ার তো ভান্ডার রয়েছে, তাই না। লৌকিক টিচাররা যা পড়ায় তার থেকে অল্পকালের সুখ পাওয়া যায়। এই পড়ার থেকে তোমরা ২১ জন্মের সুখ পাও। বাচ্চারা, তোমাদের অত্যন্ত খুশী হওয়া উচিত। একথা বুঝতে সময় লাগে। শীঘ্রই কেউ বুঝতে পারে না। কোটি-কোটির মধ্যে থেকে কেউ-কেউ বেরোয়। আধাকল্প সকল মানুষ একে-অপরকে পতনের দিকেই নিয়ে গেছে। আরোহন(চড়তী কলা) করান একমাত্র বাবা। অসীম জগতের পড়া যিনি (শিববাবা) পড়িয়েছেন তাঁর পরিবর্তে যিনি (কৃষ্ণ) পড়েছেন তার নাম দিয়ে দেওয়া হয়েছে। দুনিয়া একথা জানে না। তারা বলে - ভগবানুবাচ, কখনো পড়িয়ে গেছেন। তারপর আর তার কোনো শাস্ত্র থাকে না। সত্যযুগে তো কোনো শাস্ত্র থাকে না। এসবই হলো ভক্তিমার্গের শাস্ত্র। কত বড় কল্পবৃক্ষ ! ভক্তির এই যে অনেক শাখা-প্রশাখা তা যদি না থাকে তবে বৃক্ষের নামও থাকবে না। এসব হল ধারণ করার মতো বিষয়। তোমরা ধারণ কর। যিনি পড়ান তিনি তো পড়িয়ে গুপ্ত হয়ে যান। যারা পড়ে তারা এসে বিশ্বের মালিক হয়। এ হল কত নতুন বিষয়। একটি কথাও কারও বুদ্ধিতে বসে না। স্টুডেন্ট-ও তো তোমরা নম্বরের ক্রমানুসারেই হও, কেউ পাশ করে, কেউ ফেল করে। এ হল অসীম জগতের অনেক বড় পরীক্ষা। তোমরা জানো যে, এখন যদি আমরা ভালভাবে পড়ি তবেই প্রতি কল্পে ভালভাবে পড়ব। ভালমতন যারা পরে তারাই উচ্চপদ লাভ করে। নম্বরের ক্রমানুসারেই সকলে যাবে। সম্পূর্ণ ক্লাস-ই ট্রান্সফার হয়ে যায়। নম্বরের ক্রমানুসারেই সেখানে গিয়ে বসে, এই জ্ঞানও আত্মার মধ্যেই রয়েছে। ভালো বা খারাপ সংস্কার আত্মার মধ্যেই থাকে। শরীর তো মাটি। আত্মা তো নির্লেপ হতে পারে না। ১০০ শতাংশ সত্যপ্রধান আর ১০০ শতাংশ তমোপ্রধান কারা - এও তোমরাই জানো। প্রথমে তো গরীবদের তুলে আনতে হবে। তারাই প্রথমে আসবে। গুরুদেরও ভাল-ভাল অনন্য শিষ্যরা যখন আসবে তখন তাদের সকলের বুদ্ধি খুলবে। তারাও দেখবে যে, এ তো আমাদেরই পাতা (ভাই) আর আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছে। যারা এখানকার হবে তারা তো বেরিয়ে আসবেই। বাবা এসে নতুন বৃক্ষ স্থাপন করেন। যারা অন্যান্য ধর্মে পরিবর্তিত হয়ে চলে গেছে, তারা সব ফিরে আসবে। তারা আবার নিজের ভারতভূমিতেই ফিরে আসবে। তারা তো ভারতবাসীই ছিল, তাই না। যারা আমাদের শাখার তারা সকলেই ফিরে আসবে। তোমরা যত এগিয়ে যেতে থাকবে তখন সবই বুঝতে পারবে। এখন সকলেই বাইরে (বিদেশ) থেকে ধাক্কা খাচ্ছে। যেখানে-যেখানে বাইরের লোকেরা (প্রবাসীরা) রয়েছে, তাদেরকে সেখান থেকে বিতাড়িত করা হচ্ছে। তারা মনে করছে - এরা অনেক ধনবান হয়ে গেছে। আর সেখানকার লোকেরা গরীব হয়ে গেছে।

পরে সকলকেই নিজ-নিজ ধর্মে ফিরে যেতে হয়। শেষে সকলেই নিজ-নিজ ঘরে প্রত্যাবর্তন করবে। যদি কেউ বিদেশে মারা যায় তখন তাকে ভারতে আনা হয়। কারণ ভারত হলো ফার্স্টক্লাস পবিত্রভূমি। ভারতেই নতুন দুনিয়া ছিল। এইসময় একে ভাইসলেস দুনিয়া বলতে পারা যায় না। এ হল বিকারী দুনিয়া, তাই তো (ভগবানকে) আহ্বান করে - হে পতিত-পাবন এসো, এসে আমাদের পবিত্র বানাও। যদিও দুনিয়া সেই একই রয়েছে কিন্তু এইসময় দুনিয়ায় কেউ পবিত্র তো নেই। পবিত্র আত্মারা থাকে নিরাকার লোকে (মূলবতন)। ওটা হলো ব্রহ্ম মহাত্ম। সকলেই পবিত্র হয়ে সেখানে যাবে। আবার নম্বরের ক্রমানুসারে পুনরায় আসবে নিজের ভূমিকা পালন করতে। আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের এ হল ভিত। এর থেকে আবার তিনটি টিউব বা শাখা বেরোয়। দেবতা ধর্মের কোনো টিউব নেই। প্রথমে হল এই ভিত, তারপর তিনটি টিউব নির্গত হয়। মুখ্য হল ৪টি ধর্ম। সর্বাপেক্ষা উত্তম হল এই ব্রাহ্মণ ধর্ম। এর অনেক মহিমা। এখানে তোমরা হীরে-তুল্য হও। এখানে বাবা তোমাদের পড়ান। তাহলে তোমরা কত মহান। দেবতাদের থেকেও তোমরা ব্রাহ্মণেরা হলে অত্যন্ত জ্ঞানী। অতি বিস্ময়কর, তাই না ! আমরা যে নলেজ নিই তা আমাদের সাথেই চলতে থাকে। ওখানে কিন্তু এই জ্ঞান তোমরা ভুলে যাও। তোমরা জানো যে, পূর্বে আমরা কি পড়তাম আর এখন আমরা কি পড়ি। আই. সি. এস. যারা দেয় তারা আগে কি পড়েছে আর পরে কি পড়ে। পার্থক্য আছে, তাই না। যত এগিয়ে যাবে ততই নতুন-নতুন পয়েন্টস্ শুনবে। এখন বলব না। তোমাদের পরে শোনার পার্ট রয়েছে। বুদ্ধিতে রয়েছে - জ্ঞানের পার্ট যখন সম্পূর্ণ হবে তখন আমরাও বাবার জ্ঞানকে সেইসময় ধারণ করে নেব। পুনরায় আমাদের পার্ট স্বর্গে শুরু হয়ে যাবে। আর ওনার (শিববাবা) পার্ট সমাপ্ত হয়ে যাবে। সঠিকভাবে বুদ্ধিতে ধারণ করা চাই। জ্ঞান মন্থন করতে থাকো, বাবাকে স্মরণ করতে থাকো। স্মরণ না করলে কম পদ প্রাপ্ত হবে। বাবাকে স্মরণ করতে-করতে শরীরের ভান থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। সন্ন্যাসীরাও এমন অবস্থার অভ্যাস করতে-করতে শরীর ত্যাগ করে (সমাধি)। কিন্তু তাদের পথ আলাদা, তাই তাদের পুনরায় জন্ম নিতে হয়। শিষ্যরা মনে করে তিনি (সন্ন্যাসী) ব্রহ্ম-তে বিলীন হয়ে গেছেন পুনরায় আর ফিরে আসতে পারেন না। বাবা বোঝান যে, ফিরে কেউ যেতে পারে না। শেষে যখন সব অ্যাক্টস্-রা স্টেজে আসবে তখন সবাই ঘরে ফিরে যাবে। ওটা হল পার্থিব জগতের বিনাশী নাটক, আর এ হলো অসীম জগতের অবিনাশী নাটক। তোমরা ভালভাবে বোঝাতে পারো, এই ড্রামা উকুনের মতন চলতে থাকে। ওরা তো ছোট-ছোট ড্রামা তৈরী করে। মিথ্যা ফিল্ম তৈরী করে। তাতে ভাল অল্পই থাকে, যেমন বিষ্ণুর অবতরন দেখায়। এরকম হয় না যে উপর থেকে কেউ নেমে আসে। লক্ষ্মী-নারায়ণ তো তাদের ভূমিকা পালন করতে

আসে। কিন্তু কেউ উপর থেকে নেমে আসে না। বাচ্চারা, এখন বাবা তোমাদের পড়ান। তখন এই সব কথা তোমরা বুঝতে পারো। প্রথমে তোমরাও অধঃপতিত (তুচ্ছ) বুদ্ধির ছিলে। যখন বাবা বোঝান, তখন তোমাদের (বুদ্ধির) দরজা খোলে। এতো সময় ধরে যা কিছু শুনছো তা কোনো কাজের কথা ছিল না, তাতে আরও পতনের দিকে এগিয়ে গেছো তাই তোমরা সকলকে দিয়ে লেখাও। যখন লিখে দেবে তখন বোঝা যাবে যে - কিছু বুদ্ধিতে বসেছে। যখন বাইরে থেকে(লোকেরা) আসে, যখন ফর্ম ভরানো হয় তখন জানা যায় যে এ আমাদের কুলের কি না। মুখ্য কথা হলো বাবাকে জানা। যেন বোঝে যে সত্যি সত্যি প্রতি কল্পে বাবা আমাদের পড়ান। একথা জিজ্ঞাসা করতে হবে - কবে থেকে পবিত্র হয়েছ ? যদিও অতি শীঘ্র সংস্কার পরিবর্তন করতে পারে না। প্রতি মুহূর্তে মায়ায় কবলে পড়ে যায়। মায়াও দেখে - যদি কাঁচা থাকে তবে তাকে গ্রাস করে নেয়। অনেক মহারথীদেরও মায়া গ্রাস করে নিয়েছে। শাস্ত্রতেও যে উদাহরণ রয়েছে তা এখনকার। মন্দিরেও অশ্বারোহী, মহারথী, পেয়াদা ইত্যাদি দেখানো হয়েছে। তোমরা এখন তোমাদের স্মরণিক গুলি দেখো। যখন তোমরা এমন হয়ে যাবে তখন ভক্তির কথা ভুলে যাবে। তোমরা কারোর সামনে নত-মস্তক হতে পারো না। তোমরা জিজ্ঞাসা করবে যে, ঐরা (দেবতা) এখন কোথায়? এদের বায়োগ্রাফী (জীবন-চরিত) বলো। বাচ্চারা, বাবা তোমাদের নলেজফুল বানিয়েছেন তবেই তোমরা জিজ্ঞাসা করো। তাই নেশা থাকা উচিত। পাস উইথ অনার ৮ জন-ই হয়। এ হলো অনেক বড় পরীক্ষা। নিজেদের দেখতে হবে -- আমাদের আত্মা পবিত্র হয়েছে কী? ব্যাটারী চার্জ হবে তবেই যোগ লাগবে। বাবার সাথে যোগ-যুক্ত থাকলে তবেই সতোপ্রধান হতে পারবে। তমোপ্রধান আত্মা ফিরে যেতে পারে না।

এও হলো ড্রামা। ওখানে এমন কোনো জিনিস নেই যা দুঃখ দেয়। গরুও সেখানে সুন্দর। কৃষ্ণের সঙ্গে যে গরুদের দেখানো হয় সেগুলিও কত সুন্দর। বড়-বড় লোকেদের আসবাবপত্রও অত্যন্ত সুন্দর। গরু ভাল দুধ দেয় তবেই তো দুধের নদী প্রবাহিত হয়। এখন এখানে তো তা নেই। এখন তোমরা নলেজফুল হয়ে গেছো। এই দুনিয়াকে তোমরা তুচ্ছ মনে করো। এর সমস্ত নোংরা (অপবিত্রতা) যথেষ্ট স্বাধা করতে হবে। তখন সর্ব অপবিত্রতা নিষ্কাশিত হয়ে সবকিছু স্বচ্ছ হয়ে যাবে। আর আমরাও আমাদের রাজধানীতে চলে যাবো। তার নাম হলো স্বর্গ। শুনলেই আনন্দ হয়। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১). এই অপবিত্র পুরাতন বিশ্বকে সংশোধিত করার জন্য নিজেকে সংশোধন করতে হবে, নিজের বুদ্ধিকে বাবার স্মরণের দ্বারা রিফাইন করতে হবে।

২) নিজেদের মধ্যে আত্মিক বার্তালাপ করতে হবে, তর্ক-বিতর্ক নয়। জ্ঞান দান করে সকলের ভান্ডারকে পরিপূর্ণ করতে হবে।

বরদানঃ:- স্বমানের সীটে স্থিত হয়ে শক্তি গুলিকে অর্ডার অনুসারে পরিচালনকারী বিশাল বুদ্ধি ভব নিজের বিশাল বুদ্ধির দ্বারা সর্ব শক্তিরূপী সেবাধারীদেরকে সময় অনুসারে কাজে লাগাও। যাকিছু টাইটেল ডাইরেক্ট পরমাত্তার দ্বারা প্রাপ্ত হয়েছে, তার নেশাতে থাকো। স্বমানের স্থিতিকরূপী সীটে সেট থাকো তো সর্বশক্তিগুলি সেবার জন্য সদা হাজির অনুভব হবে। তোমাদের অর্ডারের অপেক্ষায় থাকবে। তো বরদান আর উত্তরাধিকারকে কাজে লাগাও। মালিক হয়ে, যোগযুক্ত হয়ে সেবাধারীদের থেকে যুক্তিযুক্ত ভাবে সেবা গ্রহণ করো তো সদা খুশীতে থাকবে। কোনো কিছুর জন্য তোমাদেরকে বারংবার আবেদন করতে হবে না।

স্নোগানঃ:- কোনও কাজ শুরু করার আগে বিশেষ এই স্মৃতি ইমার্জ করো যে সফলতা হলো আমি শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ আত্মার জন্মসিদ্ধ অধিকার।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent

1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"বর্তমান সময় অনুসারে বৈরাগ্য বৃত্তিকে ইমার্জ করে সাধনার বায়ুমন্ডল বানাও"

আজ স্নেহের সাগর বাপদাদা নিজের অতিস্নেহী বাচ্চাদের সাথে মিলিত হচ্ছেন। আজকের দিনটি হলো বিশেষ স্নেহের দিন। অমৃতবেলার থেকে শুরু করে চারিদিকের বাচ্চারা স্নেহের তরঙ্গে তরঙ্গায়িত হচ্ছে। প্রত্যেক বাচ্চার হৃদয়ের স্নেহ দিলারাম বাবার কাছে পৌঁছে গেছে। বাপদাদাও সকল বাচ্চাদেরকে স্নেহের রেসপন্সে স্নেহ আর সমর্থ হওয়ার বরদান দিচ্ছেন। আজকের দিনকে বাপদাদার যজ্ঞের স্থাপনাতে বিশেষ পরিবর্তনের দিন বলা হয়। আজকের দিনে ব্রহ্মা বাবা গুপ্তরূপে ব্যাকবোন (মেরুদন্ড) হয়ে নিজের বাচ্চাদেরকে সাকার রূপে বিশ্বমঞ্চের উপরে প্রত্যক্ষ করেছেন। এইজন্য এই দিনটিকে বাচ্চাদের প্রত্যক্ষতার দিন বলা হয়, সমর্থ দিবস বলা হয়, উইল পাওয়ার দেওয়ার দিবস বলা হয়। ব্রহ্মা বাবা গুপ্তরূপে করছেন। এই অব্যক্ত দিবস হলো বাচ্চাদের কাজকে তীব্র গতিতে নিয়ে আসার দিবস। এখনও প্রত্যেক বাচ্চাকে নিজের ছত্রছায়ায় রেখে পালনার কর্তব্য সম্পাদন করছেন। যেরকম বাচ্চাদের জন্য ছত্রছায়া হন, সেইরকমই অমৃতবেলার থেকে শুরু করে ব্রহ্মা মা চারিদিকের বাচ্চাদেরকে দেখাশোনা করতে থাকেন। সাকারে নিমিত্ত বাচ্চারা তো রয়েছেই কিন্তু ভাগ্য বিধাতা ব্রহ্মা মা প্রত্যেক বাচ্চার ভাগ্যকে দেখে বাচ্চাদেরকে বিশেষ শক্তি, সাহস, উৎসাহ-উদ্দীপনার পালনা করতে থাকেন। শিববাবা তো সাথে আছেনই কিন্তু ব্রহ্মারও বিশেষ পালনার পার্ট রয়েছে।

আজকের দিনে ভাগ্যবিধাতা ব্রহ্মা প্রত্যেক বাচ্চাকে বিশেষ স্নেহের রিটার্নে বরদানের ভান্ডার ভান্ডারী হয়ে বিতরণ করেন। যে বাচ্চা যত অব্যক্ত স্থিতিতে স্থিত হয়ে মিলিত হয়, সেই বাচ্চাদের যে বরদান চাই তা সহজে প্রাপ্ত হয়ে যায়। বরদানের ভান্ডার খোলা আছে, যা চাই, যতটা চাই ততই প্রাপ্ত হওয়ার শ্রেষ্ঠ দিবস। স্নেহের রিটার্ন হলো - সহজ বরদানের গিস্ট। তো গিস্টের জন্য পরিশ্রম করতে হয় না, সহজ প্রাপ্তি হয়। গিস্ট চাইতে হয় না, স্বতঃই প্রাপ্ত হয়। পুরুষার্থের দ্বারা বরদানের অনুভূতির প্রাপ্তি আলাদা জিনিস কিন্তু আজকের দিনে ব্রহ্মা মা স্নেহের রিটার্নে বরদান দেন। তো আজকের দিনে সবাই সহজ বরদান প্রাপ্ত হওয়ার অনুভূতি করেছে? এখনও সত্য হৃদয়ের স্নেহের রিটার্নে বরদান প্রাপ্ত করতে পারো। বরদান প্রাপ্ত করার সাধন হলো - হৃদয়ের স্নেহ। যেখানে হৃদয়ের স্নেহ রয়েছে, সেই স্নেহ এমনই এক খাজানা, যে খাজানার দ্বারা, বাপদাদার দ্বারা যত খুশী অবিনাশী বরদান প্রাপ্ত করতে পারো। সেই স্নেহের খাজানা প্রত্যেক বাচ্চার কাছে আছে? স্নেহের খাজানা আছে বলেই তো এখানে পৌঁছাতে পেরেছো তাই না! স্নেহ টেনে নিয়ে এসেছে আর স্নেহতে থাকাও খুব সহজ। পুরুষার্থের জন্য পরিশ্রম করতে হয় না কেননা স্নেহের অনুভব প্রত্যেক আত্মারই হয়। কেবল এখন যে ছড়িয়ে থাকা স্নেহ ছিল, কিছু কোথায় ছিল, কিছু কোথায় ছিল, সেই ছড়িয়ে থাকা স্নেহ একেরই সাথেই জুড়ে নিয়েছো। কেননা আগে আলাদা আলাদা সম্বন্ধ ছিল, এখন এক এর মধ্যে সর্ব সম্বন্ধ আছে। তো সহজ সর্ব স্নেহ একের সাথে হয়ে গেছে। এইজন্য প্রত্যেকে বলে আমার বাবা। তো স্নেহ কার সাথে হয়? আমার সাথে। সবাই বলে যে আমার বাবা, নাকি দাদীদের বাবা? মহারথীদের বাবা? তিনি সকলের বাবা তাই না! আজকের দিনে কতবার প্রত্যেক বাচ্চা হৃদয় থেকে বলেছে - আমার বাবা, আমার বাবা। সবাই আমার বাবা, আমার বাবা - বলে আত্মিক বার্তালাপ করেছে তাই না! সারাদিন কী করেছে? স্নেহের পুষ্প বাপদাদাকে অর্পণ করেছে। বাপদাদার কাছে স্নেহের পুষ্প অত্যন্ত সুন্দর সুন্দর পৌঁছেছে। স্নেহ তো খুব ভালো ছিল, এখন বাবা বলছেন স্নেহের স্বরূপ সাকারে ইমার্জ করো। সেটা হলো সমান হওয়া। এখন এই সমান হওয়ার লক্ষ্য তো সকলের কাছে আছে, এখন সাকারে লক্ষণ দেখা যাবে। যেকোনও বাচ্চাকে দেখবে, যে-ই আসুক, সম্বন্ধ সম্পর্কে এলেও, তারা যেন তোমাদের মধ্যে এই লক্ষণ দেখতে পায় যে এ যেন পরমাত্মা বাবা, ব্রহ্মা বাবার গুণ। সেই গুণ বাচ্চাদের চেহারা আর মূর্তির মাধ্যমে দেখা দেবে। অনুভব করবে যে এর নয়ন, এর কথা, এর বৃত্তি বা ভাবব্রেশন হলো সকলের থেকে আলাদা। মধুবনে আসে তো ব্রহ্মা বাবার কর্ম সাকার হওয়ার কারণে এই ভূমিতে তপস্যা, কর্ম আর ত্যাগের ভাইব্রেশন সমাহিত হয়ে থাকার কারণে এখানে সহজ অনুভব করে যে, এ যেন সকলের থেকে আলাদা জগৎ। কেননা ব্রহ্মা বাবা আর বিশেষ বাচ্চাদের ভাইব্রেশনের সাথে এক অলৌকিক বায়ুমন্ডল তৈরী হয়ে আছে। এইরকমই যে বাচ্চা যেখানেই থাকে, যেরকমই কর্মক্ষেত্র হোক, প্রত্যেক বাচ্চার দ্বারা বাবার সমান গুণ, কর্ম আর শ্রেষ্ঠ বৃত্তির বায়ুমন্ডল অনুভবে আসে, একে বাপদাদা বলেন - বাবার সমান হওয়া। যা এখনও পর্যন্ত সংকল্প আছে যে - বাবার সমান হতেই হবে, সেই সংকল্প এখন চেহারা আর চলনের দ্বারা দেখা যাবে। যারা সম্বন্ধ-সম্পর্কে আসবে তাদের হৃদয় থেকে এই আওয়াজ শোনা যাবে যে এই আত্মারা হলো বাবার সমান। (মাঝে-মাঝে কাশী হচ্ছিল) আজ মাইক খারাপ আছে, মিলিত তো হতেই হবে তাই না। এটাও তো হলো মাইক তাই না, এই মাইক না চললে তো এই (শূল) মাইকও কাজের নয়।

কোনও ব্যাপার নয়, এটাও হলো আবহাওয়া পরিবর্তনের ফল।

তো বাপদাদা এখন সকল বাচ্চাদের থেকে এই প্রত্যক্ষতা চাইছেন। যেরকম বাণীর দ্বারা প্রত্যক্ষতা করে থাকে তো বাণীর প্রভাব পড়ে, তারথেকেও বেশী প্রভাব গুণ আর কর্মের দ্বারা পড়ে। প্রত্যেক বাচ্চার নয়নের দ্বারা এটা অনুভব হবে যে এর নয়নে কিছু বিশেষত্ব আছে। সাধারণ অনুভব করবে না। অলৌকিক অনুভব করবে। তাদের মনে প্রশ্ন উঠবে যে কিভাবে হয়েছে, কোথা থেকে এমন তৈরী হয়েছে। নিজেই চিন্তা করবে আর জিজ্ঞাসা করবে যে এইরকম কে বানিয়েছেন? যেরকম বর্তমান সময়ে কোনও ভালো জিনিস দেখে তো হৃদয়ে ওঠে যে এটার নির্মাণ কতটা কে! সেইরকমই নিজের বাবার সমান হওয়ার স্থিতির দ্বারা বাবাকে প্রত্যক্ষ করো। বর্তমান সময়ে মেজরিটি আত্মা চিন্তা করে যে এই সাকার সৃষ্টিতে, এই বাতাবরণে থেকে এইরকমও কোনও আত্মা হয়ে ওঠা কি সম্ভব! তো তোমরা তাদেরকে প্রত্যক্ষ রূপে দেখাও যে হওয়া সম্ভব আর আমি হয়েছে। বর্তমান সময়ে প্রত্যক্ষ প্রমাণকে বেশী প্রাধান্য দেওয়া হয়। শোনার থেকেও বেশী দেখতে চায়। তো চারিদিকে কতো কতো বাচ্চা রয়েছে, প্রত্যেক বাচ্চা যদি বাবার সমান প্রত্যক্ষ প্রমাণ হয়ে যায়, তবে তো মানতে আর জানতে পরিশ্রম করতে হবে না। তারপর তোমাদের প্রজা খুব তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে যাবে। পরিশ্রম, সময় কম আর প্রত্যক্ষ প্রমাণ অনুভব করলে যেন প্রজার স্ট্যাম্প লাগতে থাকবে। রাজা-রাণী তো তোমরা হবে তাই না!

বাপদাদা একটি বিষয়ের প্রতি পুনরায় অ্যাটেনশন দিচ্ছেন যে বর্তমান বায়ুমন্ডল অনুসারে মনে, হৃদয় থেকে এখন বৈরাগ্য বৃত্তিকে ইমার্জ করো। বাপদাদা প্রত্যেক বাচ্চাকে, সে প্রবৃত্তিতে থাকুক বা সেবাকেন্দ্রে, সে যেখানেই থাকুক, স্কুল সাধন প্রত্যেককে দিয়েছেন, এমন কোনও বাচ্চা নেই যার কাছে খাদ্য, পানীয়, বাসস্থান এইসব সাধন নেই। অসীম জগতের বৈরাগ্য বৃত্তিতে থেকে আবশ্যিক যে সাধন দরকার, তা সকলের কাছে আছে। যদি কারও কাছে কম থাকে তো সেটা তার নিজের অবহেলা বা অলসতার কারণে হয়েছে। বাকী ড্রামা অনুসারে বাপদাদা জানেন যে আবশ্যিক সাধন সকলের কাছে আছে। যেটা আবশ্যিক সাধন সেটা তো থাকবেই কিন্তু কোথাও কোথাও আবশ্যিকতার থেকেও বেশী সাধন আছে। সাধনা কম হয় আর সাধনের প্রয়োগ করা বা করানো বেশী হয়। এইজন্য বাপদাদা আজ বাবার সমান হওয়ার দিবসের উপরে বিশেষ আন্ডারলাইন করাচ্ছেন যে - সাধনের প্রয়োগের অনুভব অনেক করেছে, যেটা করেছে সেটা খুব ভালোই করেছে, এখন বেশী করে সাধনা করতে হবে অর্থাৎ বৈরাগ্য বৃত্তি ধারণ করতে হবে। ব্রহ্মা বাবাকে দেখেছো, অস্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত বাচ্চাদেরকে সাধন অনেক দিয়েছেন কিন্তু নিজে সাধনের প্রয়োগ থেকে দূরে থেকেছেন। সবকিছু থাকা সত্ত্বেও তার থেকে দূরে থাকা - একেই বলা হয় বৈরাগ্য। কিন্তু কিছুই সাধন নেই আর বলে যে আমার তো বৈরাগ্য আছে, আমি তো হলামই বৈরাগী, তাহ সেটা কি করে হবে। সেটি তো একেবারেই আলাদা ব্যাপার। সবকিছু থাকা সত্বেও জ্ঞান আর বিশ্ব কল্যাণের ভাবনার দ্বারা বাবাকে, নিজেকে প্রত্যক্ষ করার ভাবনার দ্বারা এখন সাধনের পরিবর্তে অসীম জগতের বৈরাগ্য বৃত্তি যেন থাকে। যেরকম স্থাপনার আদিতে সাধন কম ছিল না, কিন্তু অসীম জগতের বৈরাগ্য বৃত্তির ভাঙিতে পড়ে ছিল। সেই ১৪ বছর যে তপস্যা করেছে, সেটা ছিল অসীম জগতের বৈরাগ্য বৃত্তির বায়ুমন্ডল। বাপদাদা এখন সাধন অনেক দিয়েছেন, সাধনের এখন কোনও কমতি নেই কিন্তু সবকিছু থাকা সত্ত্বেও অসীম জগতের বৈরাগ্য থাকবে। বিশ্বের আত্মাদের কল্যাণের প্রতিও এই সময় এই বিধির আবশ্যিকতা রয়েছে, কেননা চারিদিকে চাওয়ার ইচ্ছা বেড়ে যাচ্ছে, ইচ্ছার বশীভূত হয়ে আত্মারা পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ছে, সে যদি পদ্মপতিও হয় তথাপি চাওয়ার ইচ্ছার কারণে সে-ও পরিশ্রান্ত হয়ে গেছে। বায়ুমন্ডলে আত্মাদের পরিশ্রান্ত হওয়ার বিশেষ কারণ হলো পার্থিব জগতের এই ইচ্ছা। এখন তোমরা নিজেদের অসীম জগতের বৈরাগ্য বৃত্তির দ্বারা সেই সকল আত্মাদের মধ্যেও বৈরাগ্য বৃত্তি ছড়িয়ে দাও। তোমাদের বৈরাগ্য বৃত্তির বায়ুমন্ডল ব্যতীত তারা সুখী, শান্ত হতে পারবে না, পরিশ্রান্ত হওয়া থেকে মুক্ত হতে পারবে না। তোমরা হলে বৃক্ষের মূল শিকড়। ব্রাহ্মণদের স্থান বৃক্ষের কোন স্থানে দেখানো হয়েছে? মূল শিকড়ে দেখানো হয়েছে তাই না! তো তোমরা হলে ফাউন্ডেশন, তোমাদের ভায়রেশন সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে সেইজন্য বাপদাদা বিশেষ সাকারে ব্রহ্মা বাবার সমান হওয়ার বিধি, বৈরাগ্য বৃত্তির প্রতি বিশেষ অ্যাটেনশন দিচ্ছেন। প্রত্যেকে যেন এটা অনুভব করে যে - এই আত্মা সাধনের বশীভূত নয়, সাধনাতে রত থাকে। সবকিছু সাধন থাকা সত্ত্বেও সবকিছুর থেকে বৈরাগ্য বৃত্তি থাকবে। প্রয়োজনীয় সাধন ব্যবহার করো কিন্তু যতটা সম্ভব ততটা হৃদয়ের বৈরাগ্য বৃত্তির দ্বারা করো, সাধনের বশীভূত হয়ে নয়। এখন সাধনার বায়ুমন্ডল চারিদিকে বানাও। বর্তমান সময় অনুসারে এখন সত্যিকারের তপস্যা বা সাধন হলোই অসীম জগতের বৈরাগ্য। সেবার বিস্তার এই বছরে অনেক করেছে। এই বছরে চারিদিকে বড় বড় প্রোগ্রাম করেছে আর সেবাতে সহযোগী আত্মাও অনেক হয়েছে, নিকটে এসেছে, সম্পর্কে এসেছে, কিন্তু শুধুমাত্র কি সহযোগীই বানাবে? এই পর্যন্তই রেখে দেবে কী? সহযোগী আত্মা খুব ভালো ভালো আছে, এখন সেই সহযোগী ভালো কোয়ালিটি বিশিষ্ট আত্মাদেরকে আরও সম্বন্ধে নিয়ে এসো। অনুভব করাও, যার দ্বারা সহযোগী থেকে সহজ যোগী হয়ে যায়। এরজন্য এক হলো সাধনার বায়ুমন্ডল আর দ্বিতীয় হলো অসীম

জগতের বৈরাগ্য বৃত্তির বায়ুমন্ডল হতে হবে তাহলে এরদ্বারা সহজে সহযোগী থেকে সহজযোগী হয়ে যাবে। তাদের সেবা করো, কিন্তু তার সাথে সাধনা, তপস্যার বায়ুমন্ডল হলো আবশ্যিক।

এখন চারিদিকে পাওয়ারফুল তপস্যা করতে হবে, যে তপস্যা মন্মা সেবার নিমিত্ত হবে, এইরকম পাওয়ারফুল সেবা এখন তপস্যার দ্বারা করতে হবে। এখন মন্মা সেবা অর্থাৎ সংকল্পের দ্বারা সেবার টাচিং হবে, এইরকম সেবার প্রয়োজন। সময় নিকটে আসছে, নিরন্তর স্থিতি আর নিরন্তর পাওয়ারফুল বায়ুমন্ডলের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। বাবার সমান হতে হবে তো প্রথমে অসীম জগতের বৈরাগ্য বৃত্তি ধারণ করো। এই বিশেষত্বই ব্রহ্মাবাবার মধ্যে অন্তিম সময় পর্যন্ত দেখা গেছে। না বৈভবের মধ্যে বুদ্ধি জুড়ে ছিল আর না বাচ্চাদের মধ্যে... সবকিছুর থেকে বৈরাগ্য বৃত্তি। তো আজকের দিনে বাবার সমান হওয়ার পাঠ পাচ্চা করবে। ব্যস, ব্রহ্মা বাবার সমান হতেই হবে। এইরকম দৃঢ় নিশ্চয় অবশ্যই উল্লতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

আচ্ছা। আজ কোন্ কথাটিকে আন্ডারলাইন করেছে? অসীম জগতের বৈরাগ্য। এখন আত্মাদেরকে সবারকমের 'ইচ্ছা'র থেকে বাঁচাও। বেচারারা খুবই দুঃখী হয়ে আছে। অনেক পরিশ্রান্ত হয়ে গেছে। তো এখন দয়াবান হও। দয়ার ভায়ব্রেশন অসীম জগতের বৈরাগ্য বৃত্তির দ্বারা ছড়িয়ে দাও। এখন সবাই উঁচুর থেকেও উঁচু পরমধামে বাবার সাথে বসে সকল আত্মাদেরকে দয়ার দৃষ্টি দাও। ভাইব্রেশন ছড়িয়ে দাও। ছড়িয়ে দিতে পারো তাই না? তো ব্যস এখন পরমধামে বাবার সাথে বসে যাও। সেখান থেকে এই অসীম জগতের প্রতি দয়াভাবের বায়ুমন্ডল ছড়িয়ে দাও। (বাপদাদা ড্রিল করালেন) আচ্ছা।

চারদিকের সকল অতি স্নেহী বাচ্চাদেরকে, চারদিকের সকল সাধনায় রত শ্রেষ্ঠ আত্মাদেরকে, বাপদাদাকে সারাদিনে অত্যন্ত প্রেমময়, মিষ্টি-মিষ্টি হৃদয় থেকে গীত শোনানো, আত্মিক বার্তালাপ করা শক্তিদেবকে, গুণের বরদানের দ্বারা ঝুলি ভরিয়ে দেওয়া, বাপদাদা সকলের গীত, খুশীর গীত, স্নেহের গীত, আত্মিক নেশার গীত, হৃদয়কে মোহিত করে দেওয়া অত্যন্ত মিষ্টি-মিষ্টি কথা বাপদাদা শুনেছেন আর বাপদাদাও শুনে আর মিলিত হয়ে লভলীন ছিলেন। তো এইরকম সত্য হৃদয়ের আওয়াজ শোনানো বাচ্চারা হলো মহান আর সর্বদাই মহান থাকবে, এইরকম মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা সর্বদা অসীম জগতের বৈরাগ্য বৃত্তিকে ধারণকারী, দৃঢ় নিশ্চয় বুদ্ধি বাচ্চাদেরকে বাপদাদা এক এর বদলে পদ্মগুণ রিটার্ন স্নেহ প্রদান করছেন। দিলারামের হৃদয়ে থাকা সমস্ত বাচ্চাদেরকে অনেক-অনেক স্মরণের স্নেহ সুমন আর নমস্কার।

যারা বাইরে থেকে শুনছে তাদেরকেও বাবা দেখছেন আর বাপদাদা কাউকে দূরে দেখছেন না, বরং সকল দিকের বাচ্চাদেরকে সম্মুখে দেখে স্মরণের স্নেহ-সুমন আর শুভেচ্ছা এবং স্মরণ উপহার বা স্মরণ পত্রের রিটার্ন দিচ্ছেন যে, সর্বদা উড়ন্ত কলাতে উড়তে থাকা বাচ্চারা সর্বদা সমৃদ্ধশালী রয়েছে, সর্বদাই সমৃদ্ধশালী থাকবে। আচ্ছা।

বরদান:- শ্রেষ্ঠ সংকল্পের শক্তির দ্বারা সিদ্ধি প্রাপ্তকারী সিদ্ধিস্বরূপ ভব তোমাদের অর্থাৎ মাস্টার সর্বশক্তিমান বাচ্চাদের সংকল্পে এত শক্তি আছে যে, যেটা যে সময়ে চাও সেটা করতে পারো আর করাতেও পারো। কেননা তোমাদের সংকল্প হলো সদা শুভ, শ্রেষ্ঠ আর কল্যাণকারী। যে সংকল্প শ্রেষ্ঠ আর কল্যাণকারী সেটা সিদ্ধ অবশ্যই হয়। মন সদা একাগ্র অর্থাৎ একই জায়গায় স্থিত থাকে, উদ্ভাস্ত হয় না। যেখানে চাও, যখন চাও মনকে সেখানে স্থিত করতে পারো। এর দ্বারা স্বতঃই সিদ্ধিস্বরূপ হয়ে যাবে।

স্নোগান:- পরিস্থিতির অস্থিরতার প্রভাব থেকে নিজেকে রক্ষা করতে হলে বিদেহী স্থিতিতে থাকার অভ্যাস করো।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List

Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;